হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য প্রিজনার অব আজকাবান

জে. কে. রাওলিং

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

একটি অস্বাভাবিক জন্মদিন........3
আন্ট মার্জ-এর বিরাট ভুল........21
দ্য নাইট বাস........39
দ্য লিকি কলড্রন........63
দ্য ডিমেন্টার........92
ট্যালন এবং চা পাতা........127
ওয়ার্ডরোবে বোগার্ট........172
উধাও স্থূলকায়া........202
নির্মম পরাজয়........237
মরেডার্স ম্যাপ........272
দ্য ফায়ারবোল্ট........315
দ্য পেট্রনাস........349
গ্রিফিন্ডর বনাম র‍্যাভেনক্ল........380

স্নেইপ-এর ক্ষোভ 407
কুইডিচ ফাইনাল 443
প্রফেসর ট্রিলনির ভবিষ্যদ্বাণী 478
বিড়াল, ইঁদুর এবং কুকুর 506
মুনি, ওয়ার্মটেইল, প্যাডফুড এবং প্রংস 535
লর্ড ভল্ডেমর্টের চাকর 548
দ্য ডিমেন্টরস কিস 582
হারমিওন-এর সিক্রেট 595
আবার পেঁচার ডাক 647

একটি অস্বাভাবিক জন্মদিন

সাংঘাতিক রকমের অস্বাভাবিক ছেলে হ্যারি পটার এবং অন্য যেকোন সময়ের তুলনায় গ্রীষ্মকালীন ছুটিটাকে সে ঘৃণা করত সবচাইতে বেশি। হোম ওয়ার্কটা সে করতে চাইত ঠিকই, কিন্তু বাধ্য হতো গোপনে একেবারে শেষ রাতে করতে। এবং সে ছিল যাদু বিদ্যায় ওস্তাদ এক ক্ষুদে যাদুকর।

সময়টা মধ্যরাত। হ্যারি পটার বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। কম্বলটা তাঁবুর মতো করে একেবারে মাথার ওপর পর্যন্ত টানা। হাতে টর্চ এবং বালিশের ওপর খোলা বাথিলডা ব্যাগশিল্ডের লেখা ম্যাজিকের ইতিহাস বইখানা। ভ্রূ কুঁচকে হ্যারি পটার খোলা বইয়ের পাতার ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঈগল পাখার কলমটা টেনে নিয়ে গেলো, সে খুঁজছে এমন কিছু, যেটা তাকে চতুর্দশ শতাব্দীতে ডাইনী পোড়ানোর ঘটনা ছিল একেবারে অর্থহীন–আলোচনা কর রচনাটি লিখতে সাহায্য করবে।

একটা সম্ভাব্য প্যারার ওপর এসে ঈগল পাখার কলমটা থামল। হ্যারি তার গোল চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে দিয়ে টর্চটাকে বইয়ের আরো কাছে নিয়ে পড়তে শুরু করলঃ

যেসব মানুষ যাদুবিদ্যা জানে না (সাধারণভাবে যারা মাগলস হিসেবে পরিচিত) তারা মধ্যযুগে যাদু বা ম্যাজিককে বিশেষভাবে ভয় পেত। কিন্তু এটা ভালোভাবে বুঝতে পারতো না। কোন কোন বিরল ঘটনায় তারা হয়তো আসল ডাইনী এবং যাদুকর ধরতে

পারতো কিন্তু আগুনে পোড়ানোর কোন কার্যকর প্রভাব ওদের ওপর পড়তো না। ডাইনী অথবা যাদুকর যেই হোক না কেন, আগুনের মধ্যে হিম একটা মৌলিক মায়ায় নিজেকে জড়িয়ে নিত, ব্যথায় চিৎকার করবার ভান করত। আসলে এসময় তারা মৃদু রোমাঞ্চকর এক শিহরণ উপভোগ করত। বস্তুত ওয়েন্ডেলিন দি উইয়ের্ড নিজে পুড়তে এত মজা পেত যে, সে বিভিন্ন ছদ্মবেশে নিজেই কমপক্ষে সাতচল্লিশবার ধরা দিয়েছিল পোড়ার জন্যে।

দাঁতের ফাঁকে ঈগল পাখাটা ধরে হ্যারি বালিশের নিচে থেকে কালির দোয়াত আর পার্চমেন্টের রোলটা বের করবার চেষ্টা করল। খুব সাবধানে কালির দোয়াতটা খুলে পাখার কলমটা ডুবিয়ে হ্যারি লিখতে শুরু করল। মাঝে মাঝে থামছে তা কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে। কোন একজন ডার্সলি যদি বাথরুমে যাওয়ার পথে ওর কলমের খসখসানি শুনতে পায় তাহলেই দফারফা শেষ। সারা গ্রীষ্মটা কাটাতে হবে সিঁড়ির নিচে কাপবোর্ডে আটক অবস্থায়।

প্রাইভেট ড্রাইভের চার নম্বর বাড়ীর ডার্সলি পরিবার হচ্ছে হ্যারির গ্রীষ্মকালীন ছুটির সবচেয়ে বড় শত্রু। ওদের জন্যে প্রতিবারই ওর ছুটিটা মাঠে মারা যায়। অথচ এই পরিবারটিই অর্থাৎ আংকেল ভারনন, আন্ট পেটুনিয়া এবং তাদের ছেলে ডাডলিই হচ্ছে হ্যারির একমাত্র জীবিত আত্মীয়। ওরা মাগল এবং যাদুবিদ্যার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা একেবারেই মধ্যযুগীয়। হ্যারির মৃত মা-বাবা নিজেরা ছিলেন ডাইনী এবং যাদুকর। কিন্তু ডার্সলিদের বাড়ীতেই কখনই ওদের নাম উচ্চারণ করা হয় না। বছরের পর বছর আংকেল ভারনন এবং আন্টি দুজনই আশা করে আসছেন হ্যারিকে যথাসম্ভব দীনহীন

অবস্থায় রাখতে পারলে হয়তো তার ভেতরের যাদু ক্ষমতাটাকে ধ্বংস করা যাবে। বলা বাহুল্য তারা ব্যর্থ হয়েছেন। এর জন্যে রাগও তাদের কম নয়। এবং এখন ভয়ে ভয়ে আছেন, কে যে কখন জেনে ফেলে হ্যারি গত ২ বছরের বেশির ভাগ সময়টা কাটাচ্ছে হোগার্টস-এর ডাইনী ও যাদুবিদ্যা স্কুলে। আজকাল ডার্সলিরা যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে গ্রীষ্মের ছুটির শুরুতে হ্যারির যাদুর কাঠি, মায়ার বা যাদু বিদ্যার বই, কড়াই এবং লম্বা ঝাড়ু বা ব্রুমস্টিকটা তালা মেরে রাখতে। আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে হ্যারির কথা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে।

যাদুর বইটি হাতছাড়া হওয়াতে হ্যারি মুশকিলেই পড়েছে কারণ হোগার্টস-এর টিচাররা অনেক হোমওয়ার্ক দিয়েছেন। অবশ্য ছুটির প্রথম সপ্তাহেই হ্যারি এক সুযোগে নিচের কাপবোর্ডের তালা খুলে কয়েকটি বই নিয়ে এসে তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছে। ডার্সলি পরিবার তখন বাগানে পাড়াপড়শীকে শুনিয়ে শুনিয়ে তাদের নতুন গাড়ির তারিফ করছিল। চাদরে কালির দাগ না পেলেই হলো ডার্সলিরা জানতেও পারবে না যে সে রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে ম্যাজিকের বই পড়ছে।

এই মুহূর্তে হ্যারি আংকেল-আন্টির সঙ্গে কোন ঝামেলা চাচ্ছে না। ওরা এমনিতেই ক্ষেপে আছেন ওর ওপর। কারণটা হোগার্টস-এর সহপাঠি বন্ধু যাদুকর রন উইজলির টেলিফোন। এদের পুরো পরিবারটিই ডাইনী–যাদুকরের পরিবার। তার মানে হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রেই ও অনেক কিছু জানে যা হ্যারি জানে না। কিন্তু কখনও টেলিফোন ব্যবহার করে না। সেদিন যে কেন করেছিল। ভাগ্যের দোষে আংকেল ভারননই ধরলেন টেলিফোনটা।

ভারনন ডার্সলি বলছি।

রন কথা বলছে শুনে সেসময় ঘরে উপস্থিত হ্যারি তখন ভয়ে একেবারে হিম।

হ্যালো! হ্যালো! আপনি শুনতে পাচ্ছেন, আমি হ্যারি পটারের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।

রন এত জোরে চিৎকার করছিল যে আংকেল ভারনন একেবারে লাফিয়ে উঠে ফোনের রিসিভারটা কান থেকে এক ফুট দূরে সরিয়ে ধরলেন। ভয় আর শংকা মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওটার দিকে।

কে কথা বলছে? রিসিভারটার দিকে গর্জন ছুঁড়ে দিলেন।

কে তুমি?

রন-উইজলি! পাল্টা চিৎকার করল রন। যেন ফুটবল মাঠের এ মাথা ও মাথা থেকে দুজনে কথা বলবার চেষ্টা করছে।

আমি হ্যারির স্কুলের বন্ধু।

এবার রিসিভারটাকে এক হাত দূরে ধরলেন আংকেল ভারনন, যেন ভয় পেলেন ওটা ফেটে যেতে পারে। সগর্জনে বললেন, আমি জানি না তুমি কোন স্কুলের কথা বলছ! আর এখানে কোন হ্যারি পটার নেই! কখনও ফোন করবে না! কখনই আমার পরিবারের কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করবে না!

বলে রিসিভারটা এমনভাবে রাখলেন যেন একটা বিষাক্ত সাপ ছুঁড়ে ফেলছেন।

এরপর যেটা ঘটলো সেটা আরো ভয়াবহ।

কোন সাহসে তোমার মতো তোমার মতো একজনকে এই টেলিফোন নাম্বার দিয়েছ? চিৎকার করে উঠলেন তিনি হ্যারির উদ্দেশ্যে। তার মুখের ছিটানো থুথু এসে লাগলো হ্যারির চোখেমুখে।

অবশ্য রন বুঝতে পেরেছিল যে হ্যারিকে সে বিপদেই ফেলেছে। আর কোনদিন ফোন করেনি। হোগার্টস-এর আরেক বন্ধু হারমিওন গ্রেঞ্জারও ফোন করেনি। নিশ্চয়ই রন তাকে সাবধান করে দিয়েছে।

পাঁচ সপ্তাহ ধরে উইজার্ড বন্ধুদের কাছ থেকে একটি শব্দও শোনেনি হ্যারি। এর মধ্যে অবশ্য ছোট্ট একটি পরিবর্তন হয়েছে, এবং সেটা ভালোর দিকেই। আংকল ভারনন অনুমতি দিয়েছেন, রাতের বেলায় হ্যারি তার পেঁচা হেডউইগকে ছেড়ে দিতে পারে। এর জন্যে অবশ্য হ্যারিকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে, হেডউইগকে সে কখনই বন্ধুদের কাছে

চিঠি পাঠানোর কাজে ব্যবহার করবে না। অনুমতিটা দিতে আংকেল ভারনন বাধ্যই হয়েছেন বলা যায়। খাঁচায় বন্ধ করে রাখলে হেডউইগ যা চেঁচামেচি করে না।

ওয়েন্ডেলিন দি উইয়ের্ড সম্পর্কে লেখা শেষ করে হ্যারি আবার কান পাতল। তার বিশালদেহী চাচাত ভাইয়ের নাসিকার গর্জনই রাতের নীরবতা ভাঙ্গছে। নিশ্চয়ই অনেক রাত হয়েছে। ক্লান্তিতে হ্যারির চোখ বুজে আসছে। আজ এ পর্যন্তই থাক। লেখাটা কাল রাতে শেষ করা যাবে। কালির দোয়াতের মুখ বন্ধ করল। বিছানার নিচে থেকে একটা বহু পুরনো বালিশের ওয়াড় বের করল। ওয়াড়ের ভেতরে টর্চ, ম্যাজিকের ইতিহাস বইখানা, তার লেখা, পালকের কলম এবং দোয়াতটা রাখলো। বিছানা থেকে নামলো। সম্পত্তিটা তার বিছানার নিচে আলগা করে রাখা একটা ফ্লোর বোর্ডের তলায় লুকিয়ে রাখলো।

ঘড়িটা দেখলো। রাত একটা বাজে। হ্যারির পেটের ভেতরটা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে লাফিয়ে উঠলো। এক ঘণ্টা আগেই সে তের বছর পেরিয়ে এলো আর তার কি না খবরই নেই। আর একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার হচ্ছে নিজের জন্মদিন সম্পর্কে খোদ হ্যারির কত কম আগ্রহ! জীবনে সে জন্মদিনের কোন কার্ড পায়নি। ডার্সলিরা গত দুটো জন্মদিনকে একদম মনে করেনি। এবারেরটা মনে রাখবে তেমনটা বিশ্বাস করারও কোন কারণ নেই।

অন্ধকার ঘরের মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়ে হ্যারি জানালার কাছে দাঁড়ালো। ঝুঁকলো বাইরের দিকে। দীর্ঘক্ষণ কম্বলের নিচে কাটানোর পর বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস হ্যারির চোখে মুখে

মধুর পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেল যেন। হেডউইগের শূন্য খাঁচাটা শুধু ঝুলছে। দুই রাত ধরে পেঁচাটা নেই। ঘাবড়ে যায়নি মোটেই সে। এরকম আরো গেছে হেডউইগ। হ্যারি আশা করছে তার ফিরে আসার সময় হয়ে এসেছে। এই বাড়ির একমাত্র জীবিত প্রাণী হচ্ছে এই পেঁচাটা যে হ্যারিকে দেখে কুঁকড়ে যায় না।

বয়সের তুলনায় হ্যারি এখনও বেশ অগোছালো এবং হাড্ডিসার। অবশ্য গত এক বছরে সে একটু লম্বা হয়েছে। কুচকুচে কালো চুল বরাবরের মতোই এবং অবাধ্য। চশমার কাঁচের পেছনে একজোড়া উজ্জ্বল সবুজ চোখ। কপালে চুলের ফাঁকে স্পষ্ট দেখা যায় সরু একটা দাগ, যেন বিদ্যুতের ফালি।

হ্যারির মধ্যে যত অস্বাভাবিকতা রয়েছে তার মধ্যে সবচাইতে বিশিষ্ট হলো কপালের এই দাগটি। ডার্সলিয়া গত দশ বছর ধরে যা ভেবে আসছে এই দাগটি সেই মোটর অ্যাকসিডেন্টের স্মৃতি চিহ্ন, যে মোটর অ্যাকসিডেন্টে হ্যারির বাবা মা মারা গেছে বলে ওরা বিশ্বাস করে। কিন্তু মোটেই সেটা সেরকম কিছু নয়। লিলি এবং জেমস পটার কোন সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়নি। তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা করেছে একশ বছরের মধ্যে সবচাইতে ভীতিকর ডার্ক উইজার্ড লর্ড ভোলডেমর্ট। একই আক্রমণ থেকে হ্যারি অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছে কপালে সামান্য একটু দাগের বিনিময়ে, কারণ ভোলডেমর্টের আক্রমণটা তাকে না মেরে রেবাউন্ড হয়ে ফিরে গিয়েছিল তার দিকেই। প্রায় মরো মরো অবস্থায় ভোলডেমর্ট পালিয়ে বেঁচেছিল সে যাত্রা।

হোগার্টস-এ আসার পর হ্যারিকেও ওর মুখোমুখি হতে হয়েছে। অন্ধকার জানালায় দাঁড়িয়ে তাদের সর্বশেষ মোলাকাতের কথা ভেবে হ্যারির মনে হলো সে ভাগ্যবান বলেই ১৩তম জন্মদিনটাকে দেখতে পাচ্ছে।

তারা ভরা আকাশটার দিকে আবার তাকালো হ্যারি, খুঁজলো যদি দেখা যায় হেডউইগ তার দিকে উড়ে আসছে, হয়তো ঠোঁটে ঝুলছে মরা ইঁদুর। সামনের বাড়িগুলোর ছাদের উপর দিয়ে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর হ্যারি বুঝতে পারলো কি দেখছে সে। সোনালী চাঁদটাকে পেছনে রেখে, প্রতি মুহূর্তে বড় হচ্ছে একটি অদ্ভুত উড়ন্ত জীব, জোরে জোরে পাখা চালিয়ে তার দিকেই উড়ে আসছে।

একেবারে কাছে চলে এসেছে। এক মুহূর্তের জন্য হ্যারি ভাবলো জানালাটা বন্ধ করে দেবে। ঠিক তখনই রহস্যময় প্রাণীটা রাস্তার একটি বাতির উপর দিয়ে উড়ে এলো। উড়ন্ত জীবটার পরিচয় সম্পর্কে হ্যারির আর কোন সন্দেহ রইল না। লাফিয়ে হ্যারি জানালার একদিকে সরে এলো। জানালা দিয়ে সবেগে ঢুকল তিনটি পেঁচা, দুটো পেঁচা বহন করে নিয়ে উড়ছে অন্যটিকে এবং মনে হচ্ছে তৃতীয়টি জ্ঞান হারিয়েছে। আস্তে একটা ভো ভো শব্দ করে ওরা বসলো হ্যারির বিছানায়। মাঝের ধূসর বিশাল পেঁচাটি ডান দিকে গড়িয়ে পরে একবারে নিথর নিঃশব্দ। ওটার পায়ে বিরাট একটা প্যাকেট বাঁধা রয়েছে। জ্ঞানহারা পেঁচাটিকে মুহূর্তের মধ্যে চিনে ফেলল হ্যারি। ওটার নাম এরল, নিবাস উইজলি পরিবার। দৌড়ে হ্যারি বিছানার কাছে গিয়ে এরলের পা থেকে প্যাকেটটা মুক্ত করল। বুকে করে এরলকে হেডউইগের খাঁচায় নিয়ে গেলো। এরল ঝাঁপসা একটা চোখ মেলল, দুর্বল ভাবে যেন ধন্যবাদ জানিয়ে পানি খেতে শুরু করল।

এবার হ্যারি অন্য পেঁচা দুটোর দিকে নজর দিল। তুষারের মত সাদা বড় মেয়ে পেঁচাটি তার নিজের হেডউইগ। ওটাও একটা পার্সেল বহন করছিল এবং কেন জানি নিজেই নিজের উপর খুব সন্তুষ্ট ছিল। যেমনি হ্যারি ওকে ভারমুক্ত করলো ওমনি ঠোঁট দিয়ে হ্যারিকে আদরের ঠোকর দিয়ে ওটা উড়ে গেল এরলের কাছে।

তৃতীয় পেঁচাটিকে হ্যারি চিনতে পারলো না। কিন্তু বাদামী সুন্দর পেঁচাটি কোত্থেকে এসেছে এক নিমেষেই হ্যারি বুঝতে পারলো। তৃতীয় একটা পার্সেল ছাড়াও ওটা একটি চিঠি নিয়ে এসেছে, যে চিঠিতে হোগার্টস-এর প্রতীক রয়েছে। পেঁচার কাছ থেকে হ্যারি চিঠি এবং পার্সেল বুঝে নিতেই ওটা গম্ভীরভাবে নিজের পালকগুলোকে ঠিকঠাক করে নিল এবং পাখা মেলে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল। হ্যারি বিছানায় গিয়ে বসলো। এরলের আনা প্যাকেটটি নিয়ে বাদামী রং এর মোড়কটা খুলল। জীবনের প্রথম জন্মদিনের কার্ড এবং সোনায় মোড়ানো উপহার পেল হ্যারি। কাঁপা কাঁপা আঙ্গুল দিয়ে খামটা খুললো ও। কাগজের দুটো টুকরো পড়লো খামটা থেকে। কাগজ দুটোর একটি হচ্ছে চিঠি আর একটি খবরের কাগজের কাটিং।

পেপার কাটিংটা নিশ্চিতভাবেই যাদু দৈনিক ডেইলি প্রফেট-এর, কারণ সাদা কালো ছবিটার লোকগুলো নড়ছে। হ্যারি পেপার কাটিংটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলো।

গ্র্যান্ড পুরস্কার পেলেন ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী

ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের মাগল আর্টিফ্যাক্টস দপ্তরের প্রধান আর্থার উইজলি ডেইলি প্রফেট-এর বার্ষিক গ্র্যান্ড পুরস্কার গ্যালিয়ন ড্র জিতে নিয়েছেন।

পুরস্কার পেয়ে আনন্দিত মিস্টার উইজলি ডেইলি প্রফেটকে বলেছেন, আমরা এই সোনা গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে মিশরে খরচ করবো। ওখানে রয়েছে আমাদের বড় ছেলে বিল, কাজ করছে শাপ ভঙ্গকারী হিসেবে গ্রিংগটস উইজার্ডিং ব্যাংকের জন্য।

হোগার্টস-এ নতুন বছর শুরু হওয়ার আগে উইজলি পরিবার মিসরে থাকবে একমাস। এই স্কুলটিতে উইজলি পরিবারের পাঁচটি ছেলেমেয়ে পড়ছে।

হ্যারি ছবিটা তুলে নিল। ওর সারা মুখে একটা শব্দহীন হাসি ছড়িয়ে পড়লো। সে দেখলো বিরাট এক পিরামিডের সামনে দাঁড়িয়ে উইজলি পরিবারের নয়জনই তার দিকে প্রবল বেগে হাত নাড়ছে। পরিবারটি অত্যন্ত ভালো, কিন্তু খুবই গরিব। হ্যারি ভাবতেই পারে না এই পরিবারটি ছাড়া অন্য কারো একতাল সোনা জেতা উচিত। এরপর রন-এর লেখা চিঠিটা তুলে নিয়ে সে পড়তে শুরু করে।

প্রিয় হ্যারি,

শুভ জন্মদিন।

টেলিফোন করার ব্যাপারে আমি সত্যিই দুঃখিত। আশাকরি মাগলগুলো এ নিয়ে তোমাকে জ্বালাতন করেনি। বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি বললেন, আমার চিৎকার করা মোটেই উচিত হয়নি।

মিশর একটা চমৎকার জায়গা। বিল আমাদেরকে সবগুলো সমাধি দেখিয়ে বেড়িয়েছে। বললে বিশ্বাস করবে না, প্রাচীনকালের যাদুকরের মিশরীয়দের উপর যে কতরকমের

শাপ দিয়ে রেখেছেন। জিনিকে মা শেষ পিরামিডটাতে যেতেই দেয়নি। ওখানে মাগলদের অতিরিক্ত মাথা গজানো ভাঙাচোরা রূপান্তরিত কংকালগুলি ছিল।
বাবা ডেইলি প্রফেট লটারি পেয়েছে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। সাত সাতশ গ্যালিয়ন! অবশ্য তার বেশিরভাগটাই মিশর ভ্রমণে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু আমাকেও আগামী বছরের জন্য একটা যাদুর কাঠি কিনে দেবে।

হ্যারির ভালো করেই মনে আছে ঘটনাটা। ওরা দুজন যেবার গাড়ি উড়িয়ে হোগার্টস-এ গিয়ে স্কুল মাঠে একটা গাছের উপর পড়েছিল সেবারই হ্যারির পুরনো যাদুর কাঠিটি ভেঙে গিয়েছিল।

স্কুল শুরু হওয়ার সপ্তাহ খানেক আগে আমরা ফিরব। আমাদেরকে লন্ডন পর্যন্ত যেতে হবে। নতুন বই আর যাদুর কাঠির জন্য। সেখানে কি তোমার সাথে দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে?
মাগলগুলোকে তোমার সর্বনাশ করতে দিও না!
লন্ডনে আসার চেষ্টা করো।
রন
পুনশ্চ পার্সির হেড বয় হওয়ায় চিঠিটি সে গত সপ্তাহে পেয়েছে।

হ্যারি আবার ছবিটা দেখল। হোগার্টস-এর সপ্তম অর্থাৎ শেষ বছরের পার্সিকে বিশেষভাবে আত্মসন্তুষ্ট মনে হচ্ছিল। স্টাইল করে পরা ফেজ টুপিটার ওপর ওর হেড বয় ব্যাজটা আটকানো। মিশরীয় সূর্যের আলো ওর চশমা থেকে ঠিকরে বের হচ্ছে যেন।

এতক্ষণে প্রেজেন্টটার দিকে নজর দিল হ্যারি। উপরের মোড়ক খুলল। ভেতরে পাওয়া গেল কাঁচের ছোট্ট লাট্ট একটা। নিচে রন-এর আরেকটি ছোট চিঠি।

হ্যারি-এটা হচ্ছে একটি পকেট স্নিকোস্কোপ। আশপাশে যদি বিশ্বাস না করবার মতো কেউ থাকে তবে এটা নিজে নিজেই জ্বলে উঠে ঘুরতে থাকবে। বিল বলে এটা একটা বাজে জিনিস, উইজার্ড ট্যুরিস্টদের গছিয়ে দেয়া হয়। ওর এরকম ধারণা হওয়ার কারণ গত রাতে ডিনারের সময় ওটা জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু ও তো জানে না ফ্রেড আর জর্জ ওর স্যুপের মধ্যে পান পা দিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই ওটা জ্বলে উঠেছিল।
শুভেচ্ছা–রন

বেডসাইড টেবিলের উপর স্নিকোস্কোপটাকে রাখল হ্যারি। আলোর ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা। ঘড়ির কাটা থেকে বিচ্ছুরিত আলো ওটাতে প্রতিফলিত হচ্ছে দেখল হ্যারি। কয়েক মুহূর্ত সন্তুষ্ট চিত্তে ওটার দিকে তাকিয়ে থেকে হ্যারি হেডউইগের আনা পার্সেলটা তুলে নিল।

এটার ভেতরেও দেখতে পেলো কাগজে মোড়া একটি প্রেজেন্ট কার্ড এবং একটি চিঠি রয়েছে। চিঠিটি হারমিওনের লেখা।

প্রিয় হ্যারি,

তোমার ভারনন আংকেলকে ফোন করা নিয়ে ঘটে যাওয়া বিপত্তি সম্পর্কে রন আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে। আশাকরি এখন তুমি বিপদমুক্ত হয়েছ।

এখন আমি ছুটি কাটাচ্ছি ফ্রান্সে। এই পার্সেলটা তোমার কাছে পাঠাবার ব্যাপারে ভয় পাচ্ছিলাম, যদি কাস্টমসে ওরা খুলে দেখে! ঠিক সেই সময় হেডউইগ এসে পড়ল। আমার যেন কেন মনে হলো ও চাইছে জন্মদিনে তোমার একটা প্রেজেন্ট পাওয়া উচিত। সে যেন এটাই নিশ্চিত করতে আমার কাছে উড়ে এলো। টেলিফোন অর্ডারের মতোই পেঁচা অর্ডারে তোমার প্রেজেন্ট কিনেছি; ডেইলি ফেটে একটা বিজ্ঞাপন ছিল (আমি আবার ওটা পাওয়ার ব্যবস্থা করেছি, যাদুর দুনিয়ায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে আপ টু ডেট থাকাটা খুব ভালো)। এক সপ্তাহ আগে রন আর ওদের পরিবারের ছবিটা দেখেছিলে? আমি শিওর ওখানেও ও যাদু শিখছে, আমি সত্যিই জেলাস–প্রাচীন মিশরের যাদুকরেরা সত্যিই ছিল মোহিনী শক্তির অধিকারী।

এখানেও যাদুবিদ্যার অতীত কিছু ইতিহাস রয়েছে বৈকি। আমি এখানে পাওয়া কোন কোন বিষয় উল্লেখ করে আমার যাদুর ইতিহাস রচনাটিকে সমৃদ্ধ করেছি।

রন লিখেছে যে ছুটির শেষের দিকে ও লন্ডনে থাকবে। তুমি কি যেতে পারবে? আশা করি পারবে। যদি না পারো তবে ১লা সেপ্টেম্বর দেখা হচ্ছে হোগার্টস এক্সপ্রেসে।

ভালোবাসা

হারমিওন

পুনশ্চ: রন লিখেছে পার্সি হেড বয় হয়েছে। আমি বলতে পারি পার্সি সত্যিই খুশি হয়েছে। মনে হচ্ছে রন এতে খুশি হয়নি।

হাসলো হ্যারি। হারমিওনের চিঠিটা রাখতে রাখতে ওর দেয়া প্রেজেন্টটা তুলে নিল। খুব ভারি। হারমিওনকে তো সে জানে। এটা নিশ্চয়ই বিরাট একটা যাদুর বই, কঠিন সব যাদু কসরৎসহ, কিন্তু না, ওটা সে রকম কিছু না। ওপরের মোড়কটা খুলতেই ওর মন লাফিয়ে উঠল। চমৎকার একটি চামড়ার কেস, ওপরে রূপালী অক্ষরে লেখা : মস্টিক সার্ভিসিং কিট।

ওহ, হারমিওন! ফিস ফিস করে উঠল হ্যারি, কেস-এর চেইনটা খুলল।

ফ্লিটউড হ্যান্ডল পলিশ, রূপার একজোড়া টেইল–টুইগ ক্লিপার্স। ছোট্ট একটি কম্পাস, লম্বা যাত্রার সময় ব্রুমস্টিকে আটকে রাখার জন্যে। আরেকটি রয়েছে হ্যান্ডবুক; নিজে নিজের ব্রুমের যত্ন নাও।

বন্ধুবান্ধব ছাড়া হ্যারি হোগার্টস-এর আর যেটা মিস করছে সেটা হচ্ছে যাদুর জগতের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা: কুইডিচ। খুবই বিপদজনক, উত্তেজনায় ভরপুর। খেলা হয় যাদুকর–বাহন ব্রুমস্টিকের ওপর চড়ে। কুইডিচে হ্যারি খুবই ভালো। এক শতাব্দীর মধ্যে হোগার্টস হাউজ টিমের মধ্যে হ্যারি হচ্ছে সবচেয়ে ছোট প্লেয়ার। হ্যারির রয়েছে নিম্বাস দুই হাজার রেসিং ব্রুমস্টিক।

চামড়ার কেসটা সরিয়ে হ্যারি তার শেষ প্রেজেন্ট তুলে নিল। হাতের লেখা দেখেই হ্যারি চিনতে পারল এটা পাঠিয়েছে হোগার্টস-এর পশুপাখী রক্ষক (গেম কিপার) হ্যাগ্রিড। উপরের কাগজটা ছেঁড়ার পর দেখা গেল সবুজ চামড়ার মতো কিছু। পুরোটা খুলবার

আগেই পার্সেলটা অদ্ভুতভাবে কেঁপে উঠল। ভেতরে যাই ছিল সেটা কড়াৎ করে উঠল যেন ওটার শক্ত চোয়াল রয়েছে।

ভয়ে জমে গেল হ্যারি। ও জানে হ্যাগ্রিড ইচ্ছে করে ওকে বিপদজনক কিছু পাঠাবে না। তবে বিপদ সম্পর্কে হ্যাগ্রিডের ধারণাটা সাধারণ লোকের মত নয়। হ্যারি পার্সেলটায় একটা গুতো দিল। আবার ওটা কড় কড় শব্দ করে উঠল। হাত বাড়িয়ে বেডসাইড টেবিল ল্যাম্পটা মাথার ওপর তুলো হ্যারি। এক হাতে মারতে উদ্যত হয়ে আরেক হাতে পার্সেলের বাকি মোড়কটা খুলল। একটা বই ছাড়া আর কিছুই বের হলো না। সুন্দর সবুজ মলাটের ওপর সোনালী অক্ষরে লেখা রয়েছে দি মনস্টার বুক অফ মনস্টার্স। নামটা ভালো করে পড়ার আগেই বইটা ভুতুড়ে কাকড়ার মতো দুদ্দাড় করে বিছানার ওপর দিয়ে পালাতে শুরু করল।

আহ, ওহ! বিড় বিড় করল হ্যারি।

শব্দ করে বইটা বিছানার ওপর থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়ে ঘষটাতে ঘষটাতে রুমের আরেক দিকে রওনা হলো। পা টিপে টিপে হ্যারি বইটার পেছন পেছন গেল। ডেস্কের নিচে অন্ধকারে বইটা যেন লুকোতে চাইছে। মনে মনে হ্যারি প্রার্থনা করল ডার্সলিরা যেন ঘুমিয়েই থাকে। হাটু গেড়ে হাত পায়ের ওপর ভর দিয়ে বইটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল হ্যারি।

আউচ!

বইটা জোরে মেরেছে হ্যারির হাতে। এখনও ওটা মলাটের ওপর ভর করেই তড়িঘড়ি করে চলে যাচ্ছে অন্যদিকে। বইটার ওপর একরকম লাফিয়েই পড়ল হ্যারি। কোনরকমে শুইয়ে দিল বইটাকে। পাশের ঘরে আংকল ভারনন ঘুমের মধ্যেই ঘোৎ করে শব্দ করল।

হেডউইগ আর এরলের কৌতূহলী চোখের সামনে হ্যারি বইটাকে শক্ত করে বুকের সাথে চেপে ধরে, চেষ্ট অফ ড্রয়ারের কাছে গিয়ে একটা বেল্ট বের করে সেটা দিয়ে বইটাকে কষে বাঁধল। রাগে কাঁপতে শুরু করল মনস্টার বইটা কিন্তু বাধা থাকায় কিছুই করতে পারল না। বইটাকে খাটের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে হ্যাগ্রিডের কার্ডটা তুলে নিল হ্যারি।

প্রিয় হ্যারি,

শুভ জন্মদিন!

মনে হচ্ছে আগামী বছর এটা তোমার প্রয়োজন হবে। এখন আর কিছু লিখব না। দেখা হলে আরো কথা বলব।

আশা করি মাগলগুলি তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করছে।

অল দি বেস্ট

হ্যাগ্রিড

হ্যাগ্রিড ভেবেছে এমন একটা বই-এর তার প্রয়োজন হবে, চিন্তাটাই হ্যারির কাছে অলুক্ষণে মনে হলো। তবে হেসে হ্যাগ্রিডের কার্ডটা রন আর হারমিওনের কার্ডের পাশেই রেখে দিল। এখন শুধু হোগার্টস থেকে আসা চিঠিটাই দেখার বাকি রয়েছে।

চিঠিটা স্বাভাবিক চিঠির চেয়ে ভারি। ওটা খুলে পড়তে শুরু করল ও।

প্রিয় মাস্টার হ্যারি,
মনে রাখবে স্কুলের নতুন বর্ষ সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে শুরু হবে। হোগার্টস এক্সপ্রেস ছাড়বে কিংস ক্রস স্টেশন থেকে। প্লাটফরম নং পৌনে দশ, সময় বেলা ১১টা।
কোন এক উইক এন্ডে তৃতীয় বর্ষীয়দেরকে হগসমিড গ্রামে যেতে দেয়া হবে। সঙ্গের অনুমোদন পত্রটি অভিভাবকদের দিয়ে সই করিয়ে আনতে হবে।
আগামী বছরের বুক লিস্ট সঙ্গে দেয়া হলো।
শুভেচ্ছা সহ
প্রফেসর এম. ম্যাকগোনাগল
ডেপুটি হেড মিসট্রেস

হ্যারি হগসমিড অনুমোদন পত্রটি টেনে বার করে দেখল, এখন আর হাসছে সে। উইক এন্ডে হগসমিডে যাওয়ার চেয়ে একসাইটিং আর কিছুই হতে পারে। পুরো গ্রামটিই যাদুকরের গ্রাম। হ্যারি ওখানে কখনই যায়নি। কিন্তু আংকল ভারনন আর আন্ট পেটুনিয়াকে দিয়ে অনুমোদন পত্রটি সই করাবে কী ভাবে?

এলার্ম ঘড়ি দেখল হ্যারি ভোর দুটা।

হগসমিড ফরম নিয়ে ঘুম থেকে উঠার পর ভাবা যাবে, বিছানায় ফিরে গেল হ্যারি। নিজের জন্য করা রুটিনের আর একটি দিনের সমাপ্তি টানল ছুটির আর কয়দিন বাকি আছে গুণে। চোখ থেকে চশমা খুলে শুয়ে পড়ল হ্যারি। খোলা চোখ জোড়া জন্মদিনের তিনটি কার্ডের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অপলক। যদিও সে খুবই অস্বাভাবিক ধরনের, তবুও হ্যারি পটার অন্য সকলের মতোই আনন্দিত হলো, জীবনে প্রথমবারের মতো, তার জন্মদিনটার জন্য।

আন্ট মার্জ-এর বিরাট ভুল

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে পৌঁছে হ্যারি দেখল ডার্সলি তিনজন আগেই টেবিল ঘিরে বসে গেছে। ওরা দেখছিল একেবারে আনকোরা নতুন একটি টেলিভিশন। গ্রীষ্মে বাড়ী এসেছে–তারই প্রেজেন্টেশন এই নতুন টেলিভিশন। বেচারার খুবই কষ্ট হতো বার বার ফ্রিজ থেকে টেলিভিশন পর্যন্ত হেঁটে যেতে। তাতে সারাদিন বিরামহীন খাওয়ার আনন্দটাই মাটি। এখন বেশ হয়েছে খাওয়ার আর টেলিভিশন দেখা একই জায়গায়। গ্রীষ্মটা ডাডলি কাটিয়ে দিয়েছে শুয়োরের মতো কুতকুতে চোখচোড়া মিনি পর্দার দিকে তাকিয়ে থেকে আর মুখ নেড়ে বিরামহীন খাওয়ার মধ্য দিয়ে।

ডাডলি আর গুঁফো আংকল ভারননের মাঝখানে বসল হ্যারি। ওরা কেউ হ্যারিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা তো জানালই না, খেয়ালও করল না যে সে ঘরে ঢুকেছে। যাকগে, এসবে হ্যারির অভ্যাস হয়ে গেছে। একটা টোস্ট তুলে নিয়ে টিভির দিকে তাকাল সে। খবর হচ্ছে। সংবাদ পাঠক একজন পলাতক আসামী সম্পর্কে কি যেন বলছে।

জনসাধারণকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে যে ব্ল্যাক সশস্ত্র অবস্থায় রয়েছে এবং অত্যন্ত বিপদজনক। একটি হটলাইন স্থাপন করা হয়েছে। ব্ল্যাককে দেখা মাত্র সেখানে জানাতে হবে।

খবরের কাগজের উপর দিয়ে মুখ বের করে মুখ ভেংচে ভারনন আংকল বলল, ও ব্যাটা যে কতো বদমাশ তার ফিরিস্তি আর দিতে হবে না। টেবিলের ওপর বিরাট থাবার ঘুষি মেরে বলল, কখন আর ব্যাটারা শিখবে যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়াই এধরনের লোকদের জন্য একমাত্র দাওয়াই।

রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে আন্ট পেটুনিয়া বলল, ঠিক বলেছ। হ্যারি জানে হটলাইনে ব্ল্যাক সম্পর্কে কোন খবর দিতে পারলে আন্টির চেয়ে খুশি আর কেউ হবে না। বিশ্বের সবচেয়ে বিরক্তিকর এই মহিলার সবচেয়ে বেশি সময় কাটে নিরীহ পাড়া প্রতিবেশীর ওপর গোয়েন্দাগিরি করে।

চায়ের কাপটা গলায় উপুড় করে আংকল ভারনন ঘড়ি দেখেই লাফিয়ে উঠল, আমি বরং রওনা হয়ে যাই মার্জ-এর ট্রেনটা ঠিক দশটায় পৌঁছবে।

হ্যারির মাথায় এতক্ষণ ওপর তলায় রেখে আসা ব্রুমস্টিক সার্ভিসিং কিট-এর কথাই ঘোরাফেরা করছিল। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে বাস্তবে ফিরে এলো, আন্টি মার্জ! নিশ্চয় তিনি আসছেন না এখানে? আপনা আপনিই প্রশ্নটা হ্যারির মুখ থেকে বের হয়ে এলো।

আন্টি মার্জ হচ্ছে আংকল ভারননের বোন। এবং সারাজীবন ধরেই আন্টি যদিও তার সঙ্গে কোন রক্তের সম্পর্ক নেই, হ্যারিকে (যার মা আন্ট পেটুনিয়া বোন) এই মহিলা ডাকতে বাধ্য করেছে। মার্জ আন্ট থাকে গ্রামে, বাড়ীতে রয়েছে বিশাল বাগান, যেখানে

সে বুলগের খোয়াড় করেছে। কুকুরের ভালোবাসার জন্যে এখানে এসে বেশিদিন থাকতে পারে না ঠিকই, কিন্তু তার প্রতিবারের আসার ভয়াবহ স্মৃতি হ্যারিকে তাড়িয়ে বেড়ায় সবসময়ই।

ডাডলির পঞ্চম জন্মদিনে এই মহিলা তাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছিল। তার অপরাধ ছিল ডাডলি তার সাথে মিউজিক কম্পিটিশনে পারছিল না। তাকে পিটিয়ে থামিয়ে দিয়েছিল আন্টি মার্জ। একবার ক্রিস্টমাস প্রেজেন্টেশন নিয়ে এলো, ডাডলির জন্যে কম্পিউটারাইজড রোবট আর হ্যারির জন্যে কুকুরের বিস্কিট। যে বছর সে হোগার্টস-এ গেল তার আগের বছরই শেষ এসেছিল আন্টি মার্জ। সেবার ভুলে সে মার্জ-এর প্রিয় কুকুর রিপারের পা মাড়িয়ে দিয়েছিল। আর যায় কোথায়, বিচ্ছু কুকুরটা ওকে তাড়াতে তাড়াতে বাগান পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে একেবারে গাছে উঠিয়ে ছাড়ল। কুকুরটা গাছের নিচে বসে থাকল রাত বারোটা পর্যন্ত। ওকেও থাকতে হলো গাছের ওপর। এর আগে কিছুতেই আন্টি মার্জ কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে ওকে গাছ থেকে নামার সুযোগ করে দেয়নি। এ ঘটনা মনে করে এখনও ডাডলি হাসতে হাসতে চোখে এনে ফেলে।

মার্জ এখানে এক সপ্তাহ থাকবে এবং আমি তাকে আনতে যাওয়ার আগে কয়েকটা বিষয় মাথায় ঢুকিয়ে নাও, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল আংকল ভারনন, টিভি থেকে চোখ ফেরালো ডাডলি। বাপ দুর্বল হ্যারিকে দাঁতমুখ খিচাচ্ছে এটা ডাডলির সবচেয়ে কাংখিত বিনোদন।

প্রথম, গর্জন করে উঠল আংকল ভারনন, মার্জ-এর সঙ্গে কথা বলার সময় তোমার জিহ্বাটাকে ভদ্রোচিত রাখবে।

ঠিক আছে, তিক্তভাবে বলল হ্যারি, যদি সে আমার সাথে কথা বলার সময় ঠিক তাই করে।

দ্বিতীয়ত, আবার শুরু করল আংকল ভারনন যেন হ্যারির জবাবটা শুনতেই পায়নি, মার্জ তোমার অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে কিছুই জানে না। সে যতদিন থাকবে আমি কোন অস্বাভাবিক কিছু দেখতে চাই না, বুঝলে, নিজের আচরণ ঠিক রাখবে।

আমি রাখবো যদি সেও রাখে, দাঁত কিড়মিড় করে বলল হ্যারি।

এবং তৃতীয়ত, এখন ভারনন আংকেলের চোখ দুটো কুতকুত করছে ওর বেগুনি মুখের ওপর, আমরা মাকে বলেছি তোমাকে সংশোধন করা যায় না এমন পিচ্চি অপরাধীদের সেন্ট ব্রুটাস সিকিওর সেন্টারে দেয়া হয়েছে।

কি! চিৎকার করে উঠল হ্যারি।

এবং তোমাকেও একই কথা বলতে হবে, নাহলে তোমার কপালে দুঃখ আছে বুঝলে হে ছোকরা, থু! মুখের জমানো থুথু ফেলল আংকল ভারনন।

রাগে হ্যারি একবারে লাল হয়ে গেল। একদৃষ্টিতে আংকল ভারননের দিকে চেয়ে আছে, এখনও কথাটা তার বিশ্বাস হচ্ছে না। মার্জ আন্টি এক সপ্তাহের জন্যে এখানে আসছে,

এটা হচ্ছে ডার্সলিদের দেয়া জন্মদিনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রেজেন্ট, এমনকি আংকেল ভারননের দেয়া পুরনো সেই মোজা জোড়ার চেয়েও।

ডাডলির থলথলে কাঁধের ওপর দুটো স্নেহের চাপড় দিয়ে রওয়ানা দেয়ার জন্যে পা বাড়ালো আংকেল ভারনন।

হ্যারি বসেছিল ভীত সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে, হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। হাত থেকে টোস্টটা ফেলে সে আংকেল ভারননের পেছন পেছন সামনের দরজায় চলে এলো।

আংকেল কোট পড়ছিল।

আমি তোমাকে নিচ্ছি না, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল।

যেন আমি যেতে চাচ্ছি, হ্যারির রেডিমেড জবাব, আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাচ্ছি।

সন্দেহে চোখ সরু করে আংকেল ভারনন তাকাল তার দিকে।

হ্যারি দ্রুত বলল, আমাদের স্কুলের মানে হোগার্টস-এর তৃতীয় বছরে কখনও কখনও হগসমিড-এ নিয়ে যায়।

তাকে কি? ঠাস করে বলল আংকল ভারনন দরজার হুক থেকে গাড়ির চাবিটা নিতে নিতে।

তোমাকে আমার অনুমোদন পত্রটায় সই দিতে হবে।

আমি কেন সই করব, খিট খিট করে উঠল আংকল।

বেশ, খুব সতর্কভাবে শব্দ বেছে বেছে জবাবটা দিল হ্যারি, মার্জ আন্টির কাছে। ভান করা খুবই কঠিন হবে যে আমি ওই সেন্ট কি যেন নামটা স্কুলে।

সংশোধন করা যায় না এমন ক্ষুদে অপরাধীদের জন্য সেন্ট ব্রুটাস সিকিওর সেন্টার, চীৎকার করে উঠল আংকল ভারনন। তৃপ্ত হলো হ্যারি আংকলের স্বরে ভয়ের চিকণ একটা সুর আনতে পেরেছে বলে।

ঠিক তাই, বলল হ্যারি আংকল ভারননের বিশাল বেগুনি মুখটার দিকে চেয়ে, আমাকে অনেক কিছুই মনে রাখতে হবে। আমাকে সেটা বিশ্বাসযোগ্যও করতে হবে তাই না? কি হবে হঠাৎ করেই যদি আমার মুখ ফস্কে কিছু বেরিয়ে যায়?

ঘুষি উঁচিয়ে আংকল ভারনন হুংকার দিয়ে উঠল, পিটিয়ে নাড়িভুড়ি সব বের করে দেব হতচ্ছাড়া।

হ্যারি সাহস হারালো না। গম্ভীরভাবে বলল, আমাকে পিটিয়ে তক্তা বানালেও আমি যা বলব সেটা মার্জ আন্টি কোনদিনই ভুলবে না।

আংকল ভারনন মাঝপথে থেমে গল, ঘুষিটা তখনও উদ্যত। মুখটা কুৎসিৎ দেখাচ্ছে।

কিন্তু তুমি যদি আমার অনুমোদন পত্রটা সই করে দাও কসম খেয়ে বলছি তাহলে তোমাদের ওই বানানো স্কুলটার কথাই আমার মনে থাকবে, দ্রুত কথাটা শেষ করল হ্যারি। এবং আমি মাগ–মানে স্বাভাবিক মানুষের মতই আচরণ করব।

তখনও দাঁত বেরিয়ে আছে আংকল ভারননের, তার কপালের কাছে শিরাটাকে লাফাতে দেখে হ্যারি বুঝল খুব গভীরভাবে হ্যারির প্রস্তাব ভেবে দেখছে সে। ঠিক আছে, অবশেষে বলল সে, আমি তোমার দিকে সবসময় লক্ষ্য রাখব, যদি মার্জ এর থাকার সময়টা তুমি লাইন মতো চলো এবং যা বলেছি তাই বলো তবে আমি তোমার ফালতু ফরমটায় সই করে দেবো। চট করে ঘুরে এতো জোরে দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল আংকল, যে ওপরের জানালার একটি কাঁচ খসে পড়ল। হ্যারি আর রান্নাঘরে ফিরে না গিয়ে তার শোবার ঘরে গেল। তাকে একজন মাগল এর মতো আচরণ করতে হবে। এখন থেকেই শুরু করা যাক না। মনের দুঃখে সে তার জন্মদিনের সব প্রেজেন্টেশন, কার্ড নিয়ে হোমওয়ার্কের সাথে লুকিয়ে ফেলল আলগা করা ফ্লোরবোর্ডের নিচে। হেডউইগের খাঁচার কাছে গেল হ্যারি। মনে হয় এরল ভালো হয়ে গেছে। পাখার নিচে মাথা গুঁজে দুজনেই ঘুমাচ্ছিল। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হ্যারি। খোঁচা দিয়ে দুজনকে জাগাল।

হেডউইগ এক সপ্তাহের জন্যে তোমাকে কেটে পড়তে হবে। হ্যারির স্বর ভারি। এরলের সাথে যাও। রন তোমাকে দেখে রাখবে। আমি একটা চিরকুট লিখে দেবো।

হেডউইগের বড় বড় চোখ থেকে রাগ ঝরে পড়ছে।

আমার দিকে অমন করে তাকিও না, এটা আমার দোষ নয়। শুধু এই ভাবেই রন আর হারমিওনের সাথে আমি হগসমিড-এ যাওয়ার পারমিশন পাবো।

দশ মিনিট পর এরল আর হেডউইগ জানালা দিয়ে বেরিয়ে উড়তে দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল। হেডউইথের পায়ের সাথে রনের জন্যে একটা চিঠি বাঁধা। হ্যারির এখন নিজেকে দুঃখী মনে হচ্ছে। শূন্য খাঁচাটা নিয়ে ওয়ার্ডরোবে রেখে দিল সে।

মন খারাপ করে বসে থাকার জন্যে বেশি সময় পেলো না হ্যারি। মুহূর্ত না যেতেই আন্টি পেটুনিয়ার চিলের মতো চিক্কার শোনা গেল। নিচে গিয়ে মহামান্য অতিথিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

চুলটা ঠিক করো। হ্যারি হলে গিয়ে আন্টি পৌঁছতে না পৌঁছতে হুকুম জারি হলো। হ্যারি বুঝতে পারছে না চুল ঠিক করবার দরকারটা কি। মার্জ তো তাকে অপছন্দই করে, সে নোংরা ভুত হয়ে থাকবে আন্টি তো সেটাই চায়।

ড্রাইভ ওয়েতে গাড়ী থামার আওয়াজ হলো। গাড়ীর দরজা খুললো। দরজা বন্ধ হলো। বাগানের রাস্তায় পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।

দরজাটা খোল! হিস হিস করে বলল আন্ট পেটুনিয়া।

হ্যারির পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল। তবুও দরজাটা খুলতেই হলো।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আন্ট মার্জ, একেবারে আংকল ভারননের মতো বিশাল শরীর, মাংসল আর বেগুনি মুখ, ওর গোঁফও আছে মনে হয়, অবশ্য সেটা তার ভাইয়ের মতো না। এক হাতে বিশাল স্যুটকেস অন্য হাতে বুড়ো একটা বদমেজাজি বুলডগ।

কোথায় আমার ডাডারস? গর্জন বের হলো মার্জ আন্টির উইন্ড পাইপ দিয়ে। কোথায় আমার ভাইয়ের ব্যাটাটা!

হেলতে দুলতে হল থেকে বেরিয়ে এলো ডাডলি, ব্লন্ড চুলগুলো মাথার সঙ্গে লেপটানো, থুতনির নিচ দিয়ে কোনরকমে উঁকিঝুঁকি মারছে একটা বোটাই। স্যুটকেসটা দিয়ে হ্যারিকে প্রায় পিষে ফেলে মার্জ আন্টি একহাতে কষে ডাডলির গলাটা জড়িয়ে ধরে তার গালে বিশাল এক চুমু খেল। হ্যারি জানে মার্জ আন্টির এই রাক্ষুসে সোহাগ ডাডলি সহ্য করে কারণ বিনিময়ে সে পুরস্কারটা ভালোই পায়। বস্তুত এই মুহূর্তে তার হাতে একটা কুড়ি পাউন্ডের নোট শোভা পাচ্ছে।

পেটুনিয়া মার্জ আন্টির আরেক হুংকার। এগিয়ে গেল আন্টি হ্যারিকে পাশ কাটিয়ে, যেন হ্যারি একটা হ্যাট স্ট্যান্ড। আন্টি মার্জ পেটুনিয়ার হাড্ডিসার চোয়ালের ওপর তার বিশাল মুখটা চেপে ধরল।

স্মিত হাস্যে এগিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করল আংকল ভারনন। চা চলবে মার্জ? বলল সে আর আমাদের রিপার কী খাবে?

রিপার আমার ওখান থেকেই চা খেয়ে নেবে। বলতে বলতে ওরা সকলেই হ্যারিকে স্যুটকেস হাতে দরজায় ফেলে রেখে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ একাকী দাঁড়িয়ে থেকে অত বড় স্যুটকেসটা টানতে টানতে হ্যারি দোতালার বাড়তি বেডরুমে গেল।

নিচে নেমে দেখে রান্নাঘরে মার্জ আন্টি চা আর ফুট কেক সাবাড় করছে, এক কোণে রিপার সড়াৎ সড়াৎ করে চা খাওয়ার কসরৎ করছে। ওকে দেখে গরগর করে উঠল রিপার।

হ্যারির দিকে নজর পড়ল মার্জ আন্টির।

এই যে এখনও এখানেই আছো? ঘেউ করে উঠল সে।

হ্যাঁ, হ্যারির ঠান্ডা জবাব।

ওরকম অকৃতজ্ঞের মতো হ্যাঁ বলবি না। ভারনন আর পেটুনিয়া বলে তোকে জায়গা দিয়েছে, আমি হলে তো কিছুতেই দিতাম না। সোজা এতিমখানায় পাঠিয়ে দিতাম।

মুখ ফুটে বলতে ইচ্ছে করল হ্যারির যে ডার্সলিদের সঙ্গে থাকার চেয়ে এতিমখানায় থাকা অনেক ভালো। কিন্তু না, তাকে হাসমিডে যাওয়ার অনুমতি বাগাতে হবে। একটা কাষ্ঠ হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল হ্যারি।

হ্যারির সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে মার্জ আন্টির সঙ্গে ভারনন আর পেটুনিয়ার একটা তফাৎ রয়েছে। ওরা দুজন কোন সময়ই চায় না হ্যারি চোখের সামনে থাকুক। কিন্তু মার্জ-এর ইচ্ছা হ্যারিকে সবসময়ই ওর চোখের সামনেই থাকতে হবে। যেন নানা ছলছুতায় ওকে অপমান করা যায়। ওর সামনে ডাডলির জন্যে দামি দামি প্রেজেন্টেশন কিনে ওর মনে দুঃখ দেয়া যায়। মার্জ যেন মনে মনে চায় একবার শুধু হ্যারি জিজ্ঞাসা করে দেখুক কেন তার জন্যেও প্রেজেন্টেশন কেনা হচ্ছে না, তাহলেই সে সুযোগ পেয়ে যায় হ্যারিকে যাচ্ছে তাই বলার।

.

দুপুরে খাবার টেবিলে মার্জ আন্টি বলেই ফেলল, তোমার আর কি দোষ ভারনন, জন্মেই যদি কারো দোষ থাকে তুমি আর কি করতে পারো।

হ্যারি না শোনার ভান করল কিন্তু তার তখন হাত কাঁপছে আর মুখ লাল হয়ে গেছে রাগে। মনে মনে সে নিজেকে সামাল দেয়ার চেষ্টা করল। নিজেকে বলল অনুমোদন পত্রের কথা মনে কর, হগসমিড যাওয়ার কথা ভাবো, কিছু বলল না, উঠো না...

ওয়াইনের গ্লাসটা হাতে নিয়ে মার্জ বলল, আসলে এটা জন্ম তত্ত্বের মৌলিক একটি বিষয়। কুকুরের বেলায় দেখো যদি কুত্তিটার মধ্যে কোন গলদ থাকে তবে অবশ্যই বাচ্চার মধ্যেও একই গলদ থাকবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মার্জ আন্টির হাতে ধরা ওয়াইনের গ্লাসটা ফেটে গেলো। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল উড়ন্ত গ্লাসের টুকরো আর ওয়াইনে ভিজে একাকার হয়ে ওর মুখটা একেবারে দেখার মতো হলো, চুঁইয়ে চুঁইয়ে ওয়াইন পড়ছে ওর বিশাল বেগুনি মুখটা থেকে।

মার্জ! তীক্ষ্ম চিৎকার বেরিয়ে এলো পেটুনিয়ার গলা চিরে,, তুমি ঠিক আছে তো।

ভয় পাবার কিছু নেই আমি ঠিক আছি, ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে আশ্বস্ত করল সে, ওয়াইনের গ্লাসটা বোধহয় বেশি জোরে চেপে ধরেছিলাম।

কিন্তু হ্যারির আংকল আর আন্টি দুজনেই ততক্ষণে ওর দিকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। হ্যারি ঠিক করল পুডিং খাওয়া বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি টেবিল ছেড়ে উঠে যাওয়াই ভালো।

বাইরের হলে গিয়ে ধাতস্থ হলো হ্যারির অনেকদিন পর সে এভাবে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারালো। কাজটা উচিৎ হয়নি। শুধু যে হগসমিডে যাওয়া হবে না তাই নয়। ম্যাজিক মন্ত্রণালয়েও তাকে ঝামেলায় পড়তে হতে পারে। হ্যারি এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক যাদুকর। আইন অনুসারে সে স্কুলের বাইরে ম্যাজিক প্রাকটিস করতে পারে না। অবশ্য তার রেকর্ড কখনই পরিষ্কার ছিল না। মাত্র গত বছরই সে মন্ত্রণালয় থেকে ওয়ার্নিং পেয়েছে, ওদের কাছে স্কুলের বাইরে ম্যাজিক করার সামান্যতম বাতাসও পৌঁছালে ওকে হোগার্টস থেকে বের করে দেয়া হবে।

খাবার টেবিল ছেড়ে ডার্সলিদের ওঠার শব্দ পেয়ে দ্রুত দোতালায় উঠে গেলো হ্যারি।

.

পরের তিনদিন মার্জ-এর শত উস্কানিতেও হ্যারি নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারায়নি। ভেতরের প্রাণপণ চেষ্টার কারণে বাইরে তার চেহারায় একটা খরখরে ভাব ফুটে উঠত। এই না দেখে মার্জ তো বলেই ফেলল সে মানসিকভাবে অর্ধেক স্বাভাবিক।

অবশেষে সেই কাংখিত সন্ধ্যাটি এলো, এই বাড়িতে মার্জ-এর শেষ সন্ধ্যা। কোন ঘটনা ছাড়াই ডিনারটা প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। প্রচুর ওয়াইন খেয়েছে মার্জ। ভারনন ব্রান্ডির বোতল বের করল।

মার্জ তোমাকে একটু... জিনিসটা ভালো। প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করল আংকল ভারনন।

একটুখানি, বলল মার্জ, আর একটু আর একটুখানি দ্যটস আ গুড বয়...

ডাডলি তার চতুর্থ পাইটা খাচ্ছিল, আন্ট পেটুনিয়া কফির কাপে একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছিল। টেবিল ছাড়ার জন্যে উসখুস করছে হ্যারি। কিন্তু চোখ রাঙানি দিয়ে তাকে বসিয়ে রেখেছে আংকল। ডিনারের সময়টা পার করতেই হবে।

ব্র্যান্ডির খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখল মার্জ আহ! খাসা ডিনার হয়েছে পেটুনিয়া। নিজের বিশাল পেটের ওপর তৃপ্তির হাত বুলাল সে। আমি বড়সড় বাচ্চা পছন্দ করি। ডাডার তুমি নিশ্চয়ই তোমার বাবার মতো বিরাট এবং স্বাস্থ্যবান হবে।

কিন্তু এইদিকে দেখো, হ্যারির দিকে মাথা ঝাঁকালো মার্জ, হ্যারির পেট যেন খামছে ধরল। এটা দেখতে একবারে ছোটলোকের মতো। কুকুরের মধ্যে ওরকম থাকে। গত বছর আমি ওরকম একটা কুকুরকে ডুবিয়ে মেরেছি।

প্রথমে হ্যারি ভাবল ডু-ইট-ইওরসেলফ ব্রুম কেয়ার হ্যান্ড বুক সম্পর্কে, মনটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা।

মার্জ চালিয়ে যাচ্ছে, আমাকে আর একটা ব্রান্ডি দাও। যা বলছিলাম সেদিন, রক্তের মধ্যেই দোষ থাকে। আমি তোমার পরিবারের বিরুদ্ধে কিছু বলছি না পেটুনিয়া। কিন্তু

তোমার বোনটা ছিল খারাপ ডিম। সবচেয়ে ভালো পরিবারগুলোর মধ্যেও এরকম এক আধজন থাকে। তারপর সে একটা বখাটের সঙ্গে ভেগে গেলো আর তার ফল তো দেখতে পাচ্ছি এই আমাদের সামনে বসে আছে।

হ্যারি তার প্লেটের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

এই পটার, ব্র্যান্ডির বোতল থেকে আরো একটু ঢালল মার্জ, যতটা ঢালল তার চেয়ে বেশি টেবিলে ফেলল, ভারনন তোমরা তো আমাকে কোনদিনই বলোনি ওর বাপটা কি করত?

ও–ও মানে, হ্যারির দিকে চেয়ে বলল ভারনন, ও বেকার ছিল।

যেমন ভেবেছিলাম একটি অকম্মা, চাল নেই চুলো নেই কুড়ে একটা কাজ করেনি কখনো...

আমার বাবা সেরকম কিছু ছিল না, দৃঢ় স্বরে হ্যারি বলল। পুরো ডিনার টেবিলে পিনপতন স্তব্ধতা। হ্যারি রাগে কাঁপছে। জীবনে তার এরকম রাগ হয়নি।

আরো ব্র্যান্ডি?, চীৎকার করল ভারনন, ওকে একেবারে সাদা দেখাচ্ছে। আর্চির গ্লাসে বোতলটা উপুড় করে দিল। এই ছেলে যাও ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়।

না ভারনন না, একটা হেঁচকি তুলল মার্জ। ওকে বলতে দাও। ক্রুর চোখ জোড়া যেন হ্যারিকে এফোড় ওফোড় করে ফেলবে। বলে যা রে ছোঁড়া, বাপমায়ের জন্যে গর্ব হচ্ছে? গাড়ী অ্যাকসিডেন্টে যারা মারা গেছে–আশাকরি মাতাল ছিল দুটোই

ওরা গাড়ী অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়নি, হ্যারি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ওরা অ্যাকসিডেন্টেই মারা গেছে পাঁজি মিথ্যুক কোথাকার! আর তোকে ছেড়ে গেছে তাদের নির্দোষ আত্মীয়দের বোঝা করে। তুই একটি বেয়াদপ অকৃতজ্ঞ...

হঠাৎ মার্জের কথা বন্ধ হয়ে গেলো এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো যেন সে কথা হারিয়ে ফেলেছে। মনে হলো রাগে সে ফুলছে এবং আশ্চর্য ফোলা কমছে না, সে কেবল ফুলেই চলেছে। ওর বিরাট বেগুনি মুখটা ফুলছে, কুতকুতে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে এবং মুখটা ফুলে এত টান টান হয়ে গেছে যে কথা বলারও আর কোন উপায় নেই। পরমুহুতে টুইড জ্যাকেটের কয়েকটা বোতাম ছিঁড়ল পট পট করে-একটা দৈত্যাকার বেলুনের মতো মার্জ আন্টি ফুলেই চলেছে, পেটটা ফুলতে ফুলতে কোমড়ের বেল্টের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলল, আঙুল এক একটা ফুলে সত্যিকার অর্থেই কলা গাছ হয়ে গেল...

মার্জ! একসাথে চেঁচিয়ে উঠল ভারনন আর পেটোনিয়া। ফুলতে ফুলতে মার্জের রাক্ষুসি বপুটা চেয়ার ছেড়ে সিলিং-এর দিকে উঠতে শুরু করল। এখন সে পুরোপুরি গোল হয়ে

গেছে। ওর হাত পা ঝুলছে অদ্ভুতভাবে, রিপার দৌড়ে ঘরে ঢুকল। পাগলের মতো ঘেউ ঘেউ করছে কুকুরটা।

নাআআআআ...

আংকল ভারনন মার্জ-এর পা ধরে টেনে নিচে নামানোর চেষ্টা করতে গেলে নিজেই ওর টানে ওপরে উঠে গিয়েছিল প্রায়। পরমুহূর্তে লাফিয়ে উঠে রিপার ওর পা কামড়ে ধরল। কেউ থামাবার আগেই হ্যারি সবেগে ঘর থেকে বের হলো, লক্ষ্য সঁড়ির নিচের কাপবোর্ড। কাছাকাছি পৌঁছতেই কাপবোর্ডের দরজাটা যাদুর গুণে আপনাআপনি খুলে গেল। এক মুহূর্ত দেরি না করে সে তার ট্রাংকটা বের করে সামনের দরজার কাছে রাখল। দৌড়ে ওপরে গেল, বিছানার নিচে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আলগা করা ফ্লোর বোর্ডটা একটানে খুলে তার সব বই আর জন্মদিনের প্রেজেন্টেশনসহ বালিশের ওয়াড়টা বের করে ফেলল। হেডউইগের খালি খাঁচাটা হাতে নিয়েই দৌড়ে নিচে এলো ট্রাংকটার কাছে। ঠিক সেই সময় ঠাস করে দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলো আংকল ভারনন, পা তার রিপারের কামড়ে রক্তাক্ত।

চিৎকার করে উঠল,

এদিকে আয়! এদিকে আয় হতভাগা ওকে ঠিক করে দিয়ে যা।

হ্যারির রাগ তখন বেপরোয়া এক লাথি মেরে সে তার ট্রাংকটা খুলে যাদুর কাঠিটা হাতে নিয়ে আংকেল ভারননের দিকে তাক করল।

ওর যা প্রাপ্য তাই সে পেয়েছে। খবরদার তুমি আমার কাছে আসবে না!

পেছনে হাত নিয়ে দরজার হুকটা খুলে ফেলল হ্যারি।

আমি যাচ্ছি। যথেষ্ট হয়েছে, আর না।

পর মুহূর্তেই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো হ্যারি। অন্ধকারে ভারী ট্রাংকটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আরেক হাতে ঝুলছে প্রিয় পেঁচা হেডউইগের খাঁচাটা।

দ্য নাইট বাস

কিছুদূর গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল হ্যারি। ভারি স্যুটকেসটা টানতে টানতে ম্যাগনোলিয়া ক্রিসেন্টের কাছে নিচু একটা দেয়ালের পাশে বসল। তখনও রাগে সারা শরীর কাঁপছে, খাঁচার ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ডটা।

কিন্তু অন্ধকার রাস্তার পাশে একাকী দশ মিনিট বসে থাকবার পর ভয় এসে গ্রাস করল ওকে। জীবনের সবচেয়ে বড় মুসিবতে পড়েছে সে সন্দেহ নেই। একদম একা সে এইখানে, এই অন্ধকার মাগল বিশ্বে যাওয়ার কোন জায়গা নেই। এবং সবচেয়ে খারাপ ঘটনা হচ্ছে, এইমাত্র সে ম্যাজিক করে এসেছে বেআইনীভাবে, তার মানে হোগার্টস থেকেও তাকে বের করে দেয়া হবে নিশ্চিত। অপ্রাপ্তবয়স্কদের যাদু সম্পর্কিত ডিক্রিটি সে গুরুতরভাবে ভঙ্গ করেছে। এখনও যে ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের লোকেরা তাকে ধরবার জন্যে ছুটে আসেনি তাতেই অবাক হচ্ছে সে।

কি হবে ওর? গ্রেপ্তার করা হবে? না, শুধু যাদুকরদের দুনিয়া থেকে বহিষ্কার করা হবে? রন আর হারমিওন সম্পর্কে ভাবল এবং আরো হতাশা গ্রাস করল তাকে।

হাতে কোন মাগল মানিও নেই। ট্রাংকের নিচে মানি ব্যাগে কয়েকটি উইজার্ড গোল্ড রয়েছে এবং তার বাবা মা যে টাকা রেখে গেছে সেটা তো লন্ডনের গ্রিংগটস উইজার্ডিং

ব্যাংকে গচ্ছিত আছে। কিন্তু লন্ডন পর্যন্ত সে স্যুটকেস টেনে নিয়ে যাবে কীভাবে? যদি না।

যাদুর কাঠিটার দিকে তাকালো হ্যারি, একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়, ওর কাছে তো বাবার অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটা আছে। সে তো যাদু করে ট্রাংকটাকে পাখির পালকের মতো হালকা করে নিতে পারে, ওটাকে ব্রুমস্টিকে বেঁধে নিয়ে নিজেকে জামাটা দিয়ে অদৃশ্য করে লন্ডনের উদ্দেশ্যে উড়ে যেতে পারে। সেখানে ব্যাংক থেকে সব টাকা বের করে নিয়ে বাকী জীবনটা একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটিয়ে দিতে পারে। চিন্তাটা ভয়ংকর সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানে এই অন্ধকার রাস্ত Tয় সে তো চিরকাল বসে থাকতে পারবে না। যেকোন সময় মাগল পুলিশ এসে হাজির হতে পারে, তারপর তার হাজারো প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে জান বেরিয়ে যাবে।

ট্রাংকটা আবার খুলল হ্যারি, অদৃশ্য হওয়ার জামাটা খুঁজছে। পাওয়ার আগেই আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। ঘাড়ের পেছনে কেমন একটা সড়সড় অনুভূতি হচ্ছে, মনে হলো গোপনে কেউ তার ওপর নজর রাখছে। কিন্তু রাস্তা তো খালি, কোন বাড়ীতে বাতিও জ্বলছে না।

আবার সে ট্রাংকের ওপর ঝুঁকল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সড়াৎ করে আবার উঠে দাঁড়াল, হাতের মুঠোয় যাদুর কাঠিটা শক্ত করে ধরা। শোনেনি কিছুই, কিন্তু তার অনুভূতি বলছে, কেউ অথবা কোন কিছু রয়েছে পেছনের বেড়া আর সামনের গ্যারেজের মধ্যের

জায়গাটুকুতে। চোখ সরু করে হ্যারি অন্ধকার জায়গাটার দিকে তাকালো, যদি শুধু ওটা এবার নড়ে উঠে তাহলেই ও বুঝতে পারবে ওটা রাস্তার বেড়াল না অন্য কিছু।

'আলো' বিড় বিড় করে বলল হ্যারি। ওর যাদুর কাঠির মাথায় একটা উজ্জল আলো জ্বলে উঠল। চোখটা ধাধিয়ে গেলো। যাদুর কাঠিটা মাথার ওপর তুলে ধরল হ্যারি, এবার পরিষ্কার দেখতে পেলো দৈত্যাকার একটা আকৃতি, চোখ দুটো জ্বলছে ভাটার মতো।

এক পা পেছনে এলো হ্যারি এবং ট্রাংকের উপর উল্টে পড়ল, হাত থেকে যাদুর কাঠিটা পড়ে গেলো, এক হাত দিয়ে নিজের পতন ঠেকাতে চেষ্টা করল, তারপরও একেবারে ড্রেনে পড়ে গেলো সে। ব্যাং! হঠাৎ যেন বজ্রপাতের শব্দ হলো, সেই সাথে তীব্র আলো। হাত দিয়ে চোখ আড়াল করল হ্যারি।

চিৎকার দিয়ে আবার রাস্তায় উঠে এলো সে। এক সেকেন্ড পর একজোড়া বিরাট চাকা আর হেডলাইট এসে স্কিইই–চ শব্দ করে দাঁড়াল তার সামনে, এক মুহূর্ত আগে সে যেখানে পড়ে ছিল ঠিক সেইখানে। চোখ তুলে হ্যারি দেখল একটা ট্রিপল বাস দাঁড়িয়ে আছে, রংটা রক্তের মতো, সোনালী অক্ষরে ওটার গায়ে লেখা আছে দ্য নাইট বাস।

এক সেকেন্ড পর একজন কন্ডাক্টর বেরিয়ে এসে অন্ধকারের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল: নাইট বাসে স্বাগতম। আটকে পড়া ডাইনী এবং যাদুকরদের জন্যে ইমারজেন্সি বাস। শুধু তোমার যাদুর কাঠিটা বাড়িয়ে আমাদের ডাকবে, বাসে উঠবে, যেখানে যেতে চাও সেখানেই নিয়ে যাবো। আমি স্ট্যান শানপাইক আজ সন্ধ্যায় তোমাদের কন্ডাক্টার–

হঠাৎ করেই থেমে গল কন্ডাক্টর। হ্যারিকে দেখতে পেয়েছে। মাটিতেই বসে ছিল সে, এতক্ষণে যাদুর কাঠিটা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। কন্ডাক্টারের বয়স খুব বেশি হবে না ভাবল হ্যারি, আমার চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বড়, এই আঠারো উনিশ হবে হয়তো।

ওখানে কি করছো? স্ট্যানের স্বরে এখন আর কৃত্রিমতা নেই।

পড়ে গিয়েছিলাম হ্যারি জবাব দিল।

কিনো পড়ে গিলে কিনো, কিরম করে?

আমি কি ইচ্ছে করে পড়েছি নাকি, বিরক্ত হলো হ্যারি। হাটুর কাছে জিনসের প্যান্টটা ছিঁড়ে গেছে। হাতে ছিলে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল কেন সে পড়ে গিয়েছিল, চট করে ঘুরে গ্যারেজের সামনের জায়গাটা দেখে নিল, নাইট বাসের হেডলাইটে আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা এবং শূন্য, কেউ নেই।

কি দিখছ? স্ট্যান জিজ্ঞাসা করল।

খালি জায়গাটায় ইশারা করে সে বলল, ওখানে কি যেন একটা ছিল, অনেকটা কুকুরের মতো, কিন্তু বিশাল দৈত্যকার। ঘুরে স্ট্যানের দিকে তাকালো, ওর চোখে অস্বস্তি। হ্যারির কপালের দাগটার ওপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

উটা কি কপালে? কাটা দাগটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল স্ট্যান।

ও কিছু না। কাটা দাগের ওপর চুল বিছিয়ে দিতে দিতে বলল হ্যারি। কোন সনাক্ত চিহ্ন দেখানো যাবে না। ম্যাজিক মন্ত্রণালয় যদি খোঁজাখুঁজি করে তবে সহজে ওদের কাছে ধরা দেবে না হ্যারি।

তুমার নাম কি উ?

মাথায় প্রথম যে নামটা আসলো সেটাই অবলীলাক্রমে বলে দিল হ্যারি, নেভিল লংবটম। স্ট্যানের মনোযোগ অন্যদিকে সরাবার জন্যে বলল, তাহলে এই বাস–কি বললে তুমি যেকোন জায়গায় যায়?

ই-হু যে কুনো জায়গায়, গর্ব করে বলল স্ট্যান, যিখানি তুমি যিতি চাও। যতক্ষণ ওটি মাটি উপরত আছি সব জায়গায় যাতি পারি। পানির নিচি কিছু করতি পারি না। ইয়ে, মানি, তুমি তু আমাদির থামিছ, মানি তুমার ম্যাজিক কাঠি দিই নয়? একটু সন্দেহের চোখে হ্যারিকে দেখছে স্ট্যান।

হ্যাঁ তাড়াতাড়ি বলল হ্যারি, লন্ডনে যাওয়ার ভাড়া কত?

এগারো সিকলস, বলল স্ট্যান, কিন্তু তুমি যদি তের দাও তবে একটি চকলিট পাবি, পনরো দিলি একটা গম পানির বোতল আর তুমার পছন্দির রঙ্গের টুথব্রাশ। ট্রাংক খুলে কয়েকটা সিলভার কয়েন স্ট্যানের হাতে দিয়ে বাক্স প্যাটরা নিয়ে হ্যারি উঠে পড়ল বাসে।

বাসে কোন সিট নেই। অর্ধডজন পিতলের বিছানা। প্রত্যেক বিছানার পাশে একটি করে মোমবাতি জ্বলছে। বাসের একেবারে পেছনে ছোট্ট খাট থেকে এক যাদুকর ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে উঠল, ধন্যবাদ, না, এখন না, এখন আমি পোকার আচার বানাচ্ছি।

ড্রাইভারের পেছনের বিছানাটার নিচে ওর ট্রাংকটা ঠেলে দিয়ে স্ট্যান হ্যারিকে বলল ওটা তোমার। হ্যারি বিছানাটায় বসল।

তাহলে যাওয়া যাক ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বলল স্ট্যান।

আরেকটি বজ্রপাত হলো। পর মুহূর্তে বিছানায় বসা থাকা হ্যারি একেবারে সটান চিৎপাতে। আকস্মিক স্পীডের ধাক্কাটা সামলে, উঠে বসে হ্যারি দেখে ওরা আরেক রাস্তা ধরে ঝড়ের গতিতে এগোচ্ছে। ওর অবাক বিস্ময় দেখে মজাই পাচ্ছে স্ট্যান।

ইখান থেকেই তুমি আমাদের নামিয়েছিলে, হ্যারিকে জানালো স্ট্যান। কোথায় আমরা এখনো আর্ণি, ওয়েলস এর কোথাও?, এবার ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলল।

মাগলগুলি এই বাসের শব্দ শুনতে পায় না এটা কি করে সম্ভব? কৌতূহলী প্রশ্ন হ্যারির।

ওহ মাগল! তাচ্ছিল্যের সাথে বলল স্ট্যান, ওরা তো শুনতেই পায় না ঠিকমতো। পায় কী? ভালো করে দিখেও না। কখনই কিছু খিয়াল করে না।

হ্যারি অস্বস্তি বোধ করছে। ড্রাইভারের ওস্তাদির ওপর এখনও ভরসা পাচ্ছে না। তীব্র গতিতে চলছে নাইট বাস। সামনে ল্যাম্প পোস্ট, ডাক বাক্স বা ডাস্টবিন পড়ছে, বাসটা কাছাকাছি আসতেই ওগুলো সরে গিয়ে জায়গা করে দিচ্ছে, আবার জায়গায় ফিরে আসছে বাস চলে যাওয়ার পর। রাস্তা ধরেই চলছে বাস কিন্তু কোন কিছুতে লাগছে না, এমনকি রাস্তার সঙ্গেও বাসের কোন সংস্পর্শ হচ্ছে না। আজব ব্যাপার।

দুশ্চিন্তায় হ্যারির ঘুম আসছে না। দুশ্চিন্তাটা ১০০ মাইল স্পীডে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা বাসের জন্যে না। তার কী হবে? ডার্সলিরা কী মার্জ আন্টিকে সিলিং থেকে নামাতে পেরেছে?

স্ট্যান এক কপি ডেইলি প্রফেট মেলে ধরে ড্রাইভারের পেছনের সিটে বসল। প্রথম পাতায় তোবড়ানো গালের একটি লোকের ছবি রয়েছে। লোকটাকে চেনা চেনা লাগল হ্যারির কাছে।

ওই লোকটা, বলল হ্যারি নিজের যন্ত্রণা ভুলে, ওকে তো মাগল টিভির খবরে দেখিয়েছে।

ছবিটার দিকে এক নজর তাকিয়ে স্ট্যান মন্তব্য করল, সাইরাস ব্ল্যাক, হ: ওর খবর আছিল মাগল টিভিত। হ্যারি তখনও পত্রিকার পাতার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ওটা ওর হাতে দিয়ে স্ট্যান বলল, লাও, তুমার আরো পত্রিকা পড়া উচিত।

মোমবাতির আলোর দিকে পত্রিকাটা ধরে হ্যারি পড়ল:

ব্ল্যাক এখনও পলাতক
সাইরাস ব্ল্যাক সম্ভবত আজকাবান দুর্গে আটক সবচেয়ে কুখ্যাত বন্দী, এখনও ধরা পড়েনি, ম্যাজিক মন্ত্রণালয় এর সত্যতা স্বীকার করেছে। ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী কর্ণেলিয়াস ফাজ আজ সকালে বলেছেন আমরা ব্ল্যাককে ধরবার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছি। তিনি যাদুকর সম্প্রদায়কে শান্ত থাকার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন।
সংকট সম্পর্কে মাগল প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করার জন্য ওয়ার লকদের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন কাজের সমালোচনা করেছে। বিরক্ত ফাজ এ প্রসঙ্গে বলেছেন,
‘আমাকে জানাতেই হতো, তোমরাও সেটা জানো। ব্ল্যাক একটা বদ্ধ উন্মাদ। সকলের জন্যেই মূর্তিমান বিপদ। মাগল অথবা যাদুকর সকলের জন্যেই এবং প্রধানমন্ত্রী আমার কাছে ওয়াদা করেছেন যে তিনি ব্ল্যাকের আসল পরিচয় কারো কাছেই প্রকাশ করবেন না। আর করলেই বা কি কে তাকে বিশ্বাস করবে?’

মাগলদের জানানো হয়েছে যে ব্ল্যাক-এর কাছে অস্ত্র রয়েছে। এদিকে যাদুকর সম্প্রদায় আরো একটি গণহত্যার আশংকা করছে, বারো বছর আগে ব্ল্যাকই একসঙ্গে তেরজনকে হত্যা করেছিল একটি মাত্র ম্যাজিক্যাল শাপ দিয়ে।

হ্যারি আবার ব্ল্যাকের ছবিটা দেখল, ভাঙাচোরা মুখটার মধ্যে শুধু চোখ দুটোকেই জ্যান্ত মনে হচ্ছে। সে কখনও ভ্যাম্পায়ার দেখেনি, কিন্তু ক্লাসে ছবি দেখেছে, ছবিতে ব্ল্যাকের পিচ্ছল সাদা চামড়া দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা ভ্যাম্পায়ার।

ভয়ংকর চেহারা তাই না! বলল স্ট্যান হ্যারির উপর চোখ রেখে।

কাগজটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে হ্যারি বলল, এক শাপে লোকটা তেরোজন মানুষকে হত্যা করেছে।

ইয়েপ! বলল স্ট্যান, এবং প্রকাশ্যে দিনির বেলায় বহুত লোকের চোখের সামনে। বড় একটা মুসিতেই হয়ে গিয়েছিল, তাই না, আর্ণি?

এরর! আর্ণির গলা থেকে গম্ভীর শব্দ বের হলো। এবার হ্যারির দিকে চেয়ারটা ঘুরিয়ে স্ট্যান বলল, ব্ল্যাক কার সমর্থক ছিল, তুমি জান কার?

কোনরকম চিন্তা ভাবনা না করেই হ্যারি বলে ফেলল, কার আবার ভোল্ডেমোর্ট-এর।

স্ট্যানের মুখের ব্রণের দাগগুলো সাদা হয়ে গেলো। স্টিয়ারিংটাকে আর্লি এত জোরে ঘোরালো যে বাসটাকে এড়ানোর জন্যে একটা গোটা ফার্ম হাউজ লাফিয়ে একপাশে সরে গেলো।

মনে হয় তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, চিৎকার করে উঠল স্ট্যান, নাম বুলছ কীসের জন্য তুমি?

তাড়াতাড়ি হ্যারি বলে ফেলল, দুঃখিত, আমি, আমি, মানে ভুলে গিয়েছিলাম...

ভুলে গিয়েছিলে! কোনরকমে বলল স্ট্যান, বিশ্বাস করো এখনও আমার বুক ধক ধক করছে...

তাহলে ব্ল্যাক ছিল মানে তুমি–জানো–কার সমর্থক, অনেকটা মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতেই বলল হ্যারি।

স্ট্যান আবার বকর বকর শুরু করল, পিচ্চি হ্যারি পটার যখন ইউনো—হুর'র হ্যারি কুণ্ঠিতভাবে প্যান্টের কুঁচকে যাওয়া জায়গাটা সমান করছে–মুখোশটা উন্মোচন করে ফেলল, তখন ওর দলের সকলকেই ধরে ফেলা হলো, তাই না অনি? সবাই মনে করল এবার সব শেষ। ইউ–নো–হুঁ নেই, অনেকেই ধরা পড়ে গেছে, অন্যরা সব ঠাণ্ডা মেরে গেলো। কিন্তু সাইরাস ব্ল্যাক দমবার পাত্র নয়। আমি শুনেছি সে আশা করত ক্ষমতা দখল করলে সেই হবে দুই নম্বর ব্যক্তি।

যাই হোক ওরা ব্ল্যাককে একটা রাস্তার মাঝখানে কোণঠাসা করে ফেলল। রাস্তা ভর্তি মাগল। ব্ল্যাক ওর যাদুর কাঠিটা বের করে রাস্তাটাকেই দুই ভাগ করে ফিলল। অমনি একজন যাদুকর আর এক ডজন মাগল ওই ফাঁকের ভিতরে হারিয়ে গেলো চিরদিনের জন্য। ওহ! সে কি ভয়ংকর দৃশ্য। তুমি জানো এরপর ব্ল্যাক কি কোরল? নাটকীয়ভাবে ফিস ফিস করে বলল স্ট্যান।

কী? হ্যারির প্রশ্ন।

হাসল। ওখানে দাঁড়িয়ে সি কি অট্টহাসি ওর। ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের লোকেরা যখন পৌঁছালো ওখানে, সে ওদের সাথে গেলো বিনা আপত্তিতেই। তখনও হাসছে। একটা বদ্ধ পাগল, তাই না আর্ণি?

আজকাবানে যাওয়ার আগে যদি নাও হয়ে থাকে তবে এতদিনে নিশ্চয়ই হয়ে গেছে বলল আর্ণি নিচু গলায়। যে ভয়ংকর জায়গা ওখানে পা রাখার আগে আমি নিজেই নিজকে শেষ করে ফেলতাম। যা ও করেছে ওটাই ওর জন্য একেবারে ঠিক জায়গা....

কাগজের ছবিটা দেখতে দেখতে বিড় বিড় করে বলল স্ট্যান, এখন এই ভয়ংকর পিশাচটা বাইরে। এর আগে কখনই কেউ আজকাবান কারাগার ভেঙ্গে বের হতে পারেনি। বের হয়েছে আর্ণ? কি করি পারলো ভেবেই কুল কিনারা পাওয়া যায় না।

ভয়াবহ ব্যাপার তাই না? আমার মনে হয় না আজকাবান গার্ডদের হাত থেকে সে বাঁচতে পারবে। তাই না আর্ণ?

কি এক অজানা আশংকায় কেঁপে উঠল আর্ণি।

অন্য কিছু বলো স্ট্যান। আজকাবানের কথা উঠলেই আমার তলপেটে কেমন যেন শির শির করে ওঠে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাগজটা রেখে দিল স্ট্যান আর হ্যারি নাইট বাসের জানালায় হেলান দিল। ওর খুব খারাপ লাগছে, এমন খারাপ আর কখনই লাগেনি। কল্পনায় সে এখনই দেখতে পারছে কয়েক রাত পর এই স্ট্যানই অন্য বাসযাত্রীদের বলছে, ওই যে হ্যারি পটারের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ? ওর আন্টিকে একদম উড়িয়ে দিয়েছিল। এই বাসে এক রাতে সেও চড়েছিল তাই না আর্ণ? ও ও তখন পালাচ্ছিল।

সাইরাস ব্ল্যাকের মতোই হ্যারিও তো উইজার্ডদের আইন ভেঙ্গেছে। মার্জ আন্টি এমন ফোলান ফুলিয়েছিল যে আজকাবানে যাওয়ার জন্যে ওই একটা ঘটনাই যথেষ্ট। যদিও হ্যারি নিজে এই আজকাবান জেলটি সম্পর্কে কিছুই জানে না কিন্তু যারাই এর সম্পর্কে বলে একেবারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েই বলে। হোগার্টস-এর গেম টিচার হ্যাগ্রিড এই আগের বছরই সেখানে দুই মাস কাটিয়ে এসেছে। হ্যাগ্রিডকে যখন বলা হলো কোথায় তাকে পাঠানো হচ্ছে ওর তখনকার চেহারায় নির্ভেজাল ভয়টা হ্যারি কোনদিনই ভুলতে পারবে না। এবং হ্যাগ্রিড হচ্ছে হ্যারির দেখা স্বল্প সংখ্যক সাহসী লোকদের মধ্যে একজন।

অন্ধকারের মধ্যে নাইট বাস ছুটে চলেছে। একসময় অ্যানজলেসিয়া থেকে আবারডিন পৌঁছল। এক এক করে যাদুকর আর ডাইনীরা সব নেমে গেল। হ্যারি তখন বাসের একমাত্র যাত্রী।

হ্যা নেভিল, বলল স্ট্যান দুই হাতে তালি বাজিয়ে, লন্ডনে কোথায়?

ডায়গন অ্যালি, জবাব দিল হ্যারি।

ঠিক আছে, শক্ত করে বসো..

ব্যাং

ওরা চ্যারিং ক্রস রোডের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। হ্যারি সোজা হয়ে বসল। বিল্ডিংগুলো সব সংকুচিত হয়ে নাইট বাসের পথ থেকে সরে যাচ্ছে। আকাশটা হালকা হয়ে আসছে। কয়েক ঘণ্টা তাকে আড়ালে থাকতে হবে। গ্রিংগট খোলা মাত্রই ওখানে যেতে হবে। তারপর আবার নতুন যাত্রা। কোথায়? সে নিজেও জানে না।

কড়া ব্রেক চাপল আর্ণি। নাইট বাসটা থামল ছোট্ট জীর্ণশীর্ণ পাব, লিইকি কলড্রন-এর সামনে, এর ঠিক পেছনেই রয়েছে ডায়গন অ্যালিতে ঢোকার ম্যাজিক পথ।

ধন্যবাদ, আর্ণকে লক্ষ্য করে বলল হ্যারি।

বাস থেকে লাফিয়ে নামল সে। নিজের ট্রাংক আর হেডউইগের খাঁচাটা নামাতে সাহায্য করল স্ট্যানকে।

তাহলে, বলল হ্যারি, বাই।

স্ট্যানের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লিইকি কলড্রনের আধো অন্ধকার প্রবেশপথের দিকে।

এই তো হ্যারি, অন্ধকার থেকে কার গলা শোনা গেল।

ও ঘোরার চেষ্টা করল, তার আগেই কাঁধে হাতের ছোঁয়া পেল। ঠিক সেই সময়ই চিৎকার করে উঠল স্ট্যান, বিশ্বাস করবে না আর্ণ! এদিকে এসো জলদি এসো।

হ্যারি হাতের মালিকের দিকে মুখ তুলে তাকালো, ওর পেটে কে যেন বরফের চাই সেঁধিয়ে দিল–ও সোজা কর্ণেলিয়াস ফাজ-এর হাতে এসে পড়েছে। ফাজ মানে স্বয়ং ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

লাফিয়ে স্ট্যান বাসের দরজা থেকে রাস্তার ওপর নামল।

নেভিলকে কি বলে ডাকলেন? মন্ত্রীকে তার উত্তেজিত প্রশ্ন।

বেটেখাট ফাজ লম্বা স্ট্রাইপড কোট গায়ে চড়ানো, শীতল এবং ক্লান্ত।

নেভিল?, বিরক্ত পুনুচ্চারণে বললেন, কে নেভিল? ওতো হ্যারি পটার।

উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল স্ট্যান, আমি জানতাম। আর্ণ! আর্ণ! ভাবতে পারো নেভিল আসলে কে? ও হচ্ছে হ্যারি পটার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যারি পটার, ওই যে আমি তার দাগটা দেখতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ।, বললেন ফাজ, নাইট বাস ওকে তুলে নিয়ে ভালোই করেছে কিন্তু এখন আমাদেরকে লিইকি কলড্রনে ঢোকা দরকার..।

ফাজ হ্যারির কাঁধের ওপর হাতের চাপ বাড়ালো। হ্যারি বুঝতে পারলো ওকে কেন ঘুরিয়ে বার-এর ভেতর ঢোকানো হচ্ছে। বার-এর পেছন থেকে হ্যারিকেন হাতে কুঁজো একটা লোক এগিয়ে এলো। লোকটা টম, বার-এর মালিক।

ওকে পেয়েছেন? বলল টম, আপনাদের কিছু চাই? বিয়ার? কনিয়াক?

সম্ভব হলে চা, জবাব দিলেন মন্ত্রী। হ্যারির কাঁধ থেকে এখনও ওর হাত সরানো হয়নি।

পেছন থেকে টানা হেঁচড়ার বিকট শব্দ পাওয়া গেলো। স্ট্যান এবং আর্ণকে দেখা গেলো হ্যারির বাক্স পেটরা, হেডউইগের খাঁচা টেনে টুনে নিয়ে আসছে। চারদিক তাকাচ্ছে, ওরা উত্তেজিত।

নেভিল তুমি তো বলোনি আসলে তুমি কে? দাঁত কেলিয়ে বলল স্ট্যান আর ওর কাঁধের ওপর দিয়ে, উঁকি দিচ্ছে আর্ণির পেঁচার মতো মুখখানা।

ফাজ বললেন, টম, একটা প্রাইভেট রুম প্লিজ।

বিদায় স্ট্যান আর আর্ণিকে বেজার মুখে বলল হ্যারি। টম ফাজকে বার-এর প্যাসেজটার দিকে ইশারা করল।

বিদায়, নেভিল, জোরের সঙ্গে বলল স্ট্যান।

টমের হ্যারিকেনের পেছন পেছন ফাজ হ্যারিকে নিয়ে চলল, সরু প্যাসেজটা ধরে এগিয়ে ওরা একটা বসার ঘরে চলে এলো। টম দুই আঙুলে ক্লিক করলে ফায়ারপ্লেসটাতে আগুন ধরে গেলো। মাথা নুইয়ে বো করে বিদায় নিল সে।

বসো, আগুনের কাছে একটি চেয়ার দেখিয়ে ওকে বসতে বললেন মন্ত্রী ফাজ।

হ্যারি বসলো। ভেতরে ভেতরে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে ও। লম্বা স্ট্রাইপড কোর্তাটা খুলে একপাশে ছুঁড়ে ফেললেন ফাজ। বটল গ্রীন সুটের প্যান্টটাকে ওপরের দিকে তুলে হ্যারির উল্টোদিকে বসলেন।

হ্যারি, আমি কর্ণেলিয়াস ফাজ, ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

খবরটা হ্যারির অজানা নয়। কিন্তু মন্ত্রীকে ওর জানা সম্পর্কে ধারণা না দেয়াই ভালো। ট্রের ওপর চায়ের পট আর টোস্ট সাজিয়ে টম আবার হাজির হলো। ফাজ এবং হ্যারির মাঝখানের টেবিলে ট্রেটা রেখে চলে গেলো। যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করে গেলো।

যেভাবে তোমার আন্টির বাসা থেকে পালিয়েছ আমাদেরকে তো ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিলে। একেবারে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গিয়েছিল, হ্যারিকে উদ্দেশ্যে করে এতক্ষণে বললেন ফাজ। কিন্তু এখন তুমি নিরাপদ... তোমার ভয়ের কিছু নেই।

টোস্টে মাখন লাগিয়ে ফাজ প্লেটটা হ্যারির দিকে ঠেলে দিল।

খাও। মনে হচ্ছে তুমি ভয়ে আধমরা হয়ে গেছো... এখন তুমি জেনে খুশি হবে যে তোমার আন্টি মার্জ ডার্সলির দুঃখজনকভাবে ফুলে ওঠার ঘটনাটিকে আমরা সামাল দিয়ে ফেলেছি। দুর্ঘটনাজনিত ম্যাজিক বিভাগের দুইজন সদস্য কয়েক ঘন্টা আগে প্রাইভেট ড্রাইভে চলে গেছে। মিস ডার্সলিকে ফুটো করে স্বাভাবিক আকৃতিতে নিয়ে আসা হয়েছে এবং তার স্মৃতিকে সংস্কার করা হয়েছে। ওই ঘটনাটি তার আর মনে থাকবে না, সেই

ব্যবস্থাও করা হয়ে গেছে। তাহলে মিস্টার হ্যারি সব কুছ ঠিক হ্যায় এবং কারো কোন ক্ষতিও হলো না, কি বলো?

চায়ের কাপের ওপর দিয়ে ফাজ দেখল হ্যারিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে, যেন চাচা দেখছে প্রিয় ভাতিজাকে। হ্যারি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল। বলার মতো কিছুই ভেবে পেল না। আবার মুখ বন্ধ করে ফেলল।

আহ হ্যারি তোমার আংকল এবং আন্টি সম্পর্কে ভাবছ। প্রথমে তারা ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিল সন্দেহ নেই। এখন অবশ্য হোগার্টস-এ খ্রীস্টমাস আর ইস্টার কাটানোর পর গরমের ছুটিতে ওরা তোমাকে বাসায় পেলে আপত্তি করবে না।

হ্যারি গলাটা পরিষ্কার করল।

খ্রীস্টমাস আর ইস্টার ছুটিতে সবসময়ই আমি হোগার্টস-এ থাকি। আর প্রাইভেট ড্রাইভে ফিরে যেতে চাই না।

এত রাগ করে না। মাথা ঠান্ডা হলে নিশ্চয়ই তুমি অন্যরকম ভাববে। ওরাই তোমার রক্তের বন্ধন, পরিবার। মনের গভীরে তোমরা একে অন্যকে পছন্দই কর।

ফাজ-এর ভুল ভাঙানোর কথা এখন আর হ্যারি ভাবছে না। ও ভাবছে ওর নিজের ভবিষ্যতের কথা। এরপর ওর কী হবে?

এখন বাকী থাকল শুধু তোমার ছুটির শেষ দুই সপ্তাহ। এই দুই সপ্তাহ তুমি কোথায় কাটাবে? আরেকটা টোস্টে মাখন লাগাতে লাগাতে হ্যারিকে প্রশ্ন করলেন ফাজ। উত্তরটাও নিজেই দিলেন, আমার প্রস্তাব হচ্ছে তুমি এইখানে মানে এই লিইকি কলড্রনেই একটা রুম নিয়ে...

কিন্তু আমার শাস্তির কী হবে? হঠাৎ করেই বলে ফেলল হ্যারি।

এবার চোখ পিট পিট করে হ্যারির দিকে তাকালেন ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়।

শাস্তি?

আমি যে আইন ভেঙ্গেছি, হ্যারি বলল, অপ্রাপ্তবয়স্কদের ম্যাজিক প্র্যাকটিস করার বিরুদ্ধে যে ডিক্রি রয়েছে সেই ডিক্রি অমান্য করার কী হবে?

ওরকম তুচ্ছ একটা ঘটনার জন্যে নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে কোন শাস্তি দেব না, হাতের টোস্টটা নাড়াতে নাড়াতে অধৈর্যের সঙ্গে বললেন ফাজ, ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। আংকল বা আন্টিকে ফোলানোর জন্যে আমরা কাউকে আজকাবানে পাঠাই না।

কিন্তু ওর সঙ্গে হ্যারির ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের যে অতীত রফাগুলো হয়েছিল তার কোন মিল নেই। গত বছর একটা গৃহ-ডাইনী আমার আংকল-এর ঘরে একটা পুডিং নষ্ট করেছিল বলে আমাকে সরকারিভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। ম্যাজিক মন্ত্রণালয় বলেছিল ওখানে আর কোন যাদু হলে আমাকে হোগার্টস থেকে বহিষ্কার করা হবে।

হ্যারির চোখ যদি ভুল না দেখে থাকে, ফাজকে হঠাৎ বিব্রতই মনে হলো। অবস্থার পরিবর্তন হয় হ্যারি–আমাদের অনেক কিছুই বিবেচনায় নিতে হয়... তুমি নিশ্চয়ই বহিস্কৃত হতে চাওনা?

অবশ্যই না।

তাহলে আর এত কথা কেন, নাও এখন টোস্ট খাও, আমি গিয়ে দেখছি টম তোমার রুমটা ঠিক করেছে কিনা, বলে হেলেদুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ফাজ।

একটা রহস্য নিশ্চয়ই আছে, ভাবলো হ্যারি, না হলে মন্ত্রী ফাজ কেন তার জন্যে এই লিইকি কলড্রনে অত রাতে অপেক্ষা করবেন, যদি না সে যা করেছে তার জন্যে শাস্তি দেয়ার ব্যাপার থাকে। ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, নিজে অপ্রাপ্তবয়স্কদের ম্যাজিক প্র্যাকটিস সংক্রান্ত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়বেন এটাও কোন স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

ফাজ ফিরে এলেন। হ্যারির চিন্তায় বাধা পড়ল।

এগারো নম্বর রুম খালি আছে, বললেন ফাজ, আমার মনে হয় ওখানে তোমার ভালোই লাগবে। আর একটা বিষয়, আমি চাই না তুমি মাগল লন্ডনে ঘুরে বেড়াও। আশা করি ব্যাপারটা তুমি বুঝবে। ডায়গন অ্যালির মধ্যেই থাকবে এবং অন্ধকার হওয়ার আগেই এখানে ফিরে আসতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমার হয়ে টম তোমার গতিবিধির ওপর নজর রাখবে।

ঠিক আছে, ধীরে ধীরে বলল হ্যারি, কিন্তু কেন?

আমরা আবার তোমাকে হারাতে চাই না, ফাজের সহাস্য মন্তব্য, না না সেটাও হয়তো নয়... এইভাবে আমরা জানতে পারবো তুমি আছো কোথায়... বুঝতেই পারছো... মানে...

এখন আমাকে যেতে হচ্ছে। অনেক কাজ পড়ে আছে জানত, ডোরাকাটা আলখাল্লাটা তুলে নিতে নিতে বললেন ফাজ।

ব্ল্যাকের ব্যাপারে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো? মানে কোন খবর.. হ্যারি জিজ্ঞাসা করল।

আলখাল্লাটা পরছিলেন ফাজ, আঙুল পিছলে গেল।

কি বললে? ওহ! তুমিও শুনেছ না, মানে এখনও ওকে ধরা যায়নি বটে, তবে ধরা ওকে পড়তেই হবে। সময়ের ব্যাপার মাত্র। আজকাবানের ওরা কখনই ব্যর্থ হয় না। ওরা ভীষণ ক্ষেপে আছে। আমি ওদেরকে এমন ক্ষেপতে দেখিনি কখনও।

আমাকে এখন যেতেই হচ্ছে। হাত বাড়িয়ে দিল ফাজ। করমর্দন করতে করতে হ্যারির মাথায় একটা আইডিয়া এলো।

মিস্টার মিনিস্টার আপনাকে একটা কথা বলতে পারি? বলল সে।

স্বচ্ছন্দে।

হোগার্টস-এর থার্ড ইয়ারে হগসমিড-এ যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু আমার আংকল-আন্টি অনুমোদন ফরম-এ স্বাক্ষর করেননি। আপনি করতে পারেন না?

মন্ত্রী ফাজকে এখন আবার বিব্রত হতে দেখা গেলো।

না, না, দুঃখিত হ্যারি, আমি তোমার পিতাও নই অভিভাবকও নই

কিন্তু আপনি তো ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, আপনি যদি পারমিশন দেন।

না, আমি দুঃখিত। নিয়ম নিয়মই, এবার ফাজ সোজা সাপটা বলে ফেলল। হয়তো আগামী বছর যেতে পারবে। আসলে আমি মনে করছি তোমার হগসমিডে যাওয়াই বোধহয় ঠিক নয়... হ্যাঁ সেটাই বোধহয় ঠিক... আচ্ছা আমাকে এখন যেতে হবে। ভালো থেকো। এঞ্জয় ইওরসেল্ফ।

শেষ একটা হাসি দিয়ে হ্যারির হাতটা আবার মর্দন করে রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন ফাজ।

স্মিত হাস্যে টম এগিয়ে এলো হ্যারির দিকে।

মিস্টার পটার যদি আমার সঙ্গে আসেন। আমি আপনার জিনিসগুলো এরই মধ্যে ওপরে নিয়ে গেছি।

টমকে অনুসরণ করল হ্যারি। চমৎকার একটি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওরা দোতালায় উঠে এলো। পিতল দিয়ে এগারো লেখা দরজাটা ওর জন্যে খুলে দিল টম।

ভেতরে চমৎকার আরামদায়ক বিছানা, ওক কাঠের কয়েকটি ফার্নিচার, ফায়ার–প্লেসটাতে আগুন জ্বলছে। এবং ওয়ার্ডরোবের ওপরে বসে

হেডউইগ! বিস্ময়ে হতবাক হ্যারি।

বরফ সাদা পেঁচাটা ওর ঠোঁট দুটো নাচালো। উড়ে এসে বসলো হ্যারির হাতে।

খুব স্মার্ট পেঁচা আপনার মিস্টার হ্যারি, বলল টম। আপনার ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই এখানে এসেছে। কোন কিছু দরকার হলে চাইতে সংকোচ করবেন না।

মাথাটা একবার নুইয়ে চলে গেলো টম।

বিমনা হয়ে অনেকক্ষণ বিছানার ওপরই বসে থাকলো হ্যারি। ধীরে ধীরে হাত বুলালো হেডউইগের মাথায়। বাইরের আকাশটা দ্রুত রং বদলাচ্ছে। ঘন মখমলি নীল থেকে ঠাণ্ডা স্টিলের ধূসর, তারপর ধীরে ধীরে সোনা মেশানো গোলাপীতে। হ্যারির কাছে পুরো ব্যাপারটা এখনও অবিশ্বাস্য ঠেকছে। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে সে প্রাইভেট ড্রাইভ ছেড়ে এসেছে। তাকে এখনো হোগার্টস থেকে বহিষ্কার করা হয়নি। এবং তার সামনে রয়েছে দুদুটো ডার্সলি মুক্ত সপ্তাহ।

হাই তুলে হেডউইগকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, বড় অস্বাভাবিক একটা রাত গেলো হে!

এবং সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। চশমাটাও খুলল না।

দ্য লিকি কলড্রন

অদ্ভুত এই স্বাধীনতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হ্যারির কয়েকদিন লেগে গেলো। এর আগে কখনই, কখনই সে নিজের ইচ্ছেমতো বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। অথবা যখন যা চেয়েছে তা খেতে পারেনি। এমনকি সে যেখানে খুশি সেখানেই যেতে পারছে, অবশ্য যাওয়াটা যতক্ষণ ডায়াগন অ্যালির মধ্যে থাকছে এবং যেহেতু এই লম্বা সান বাঁধানো গলিটার মধ্যেই দুনিয়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয় যাদুর দোকানগুলো রয়েছে, হ্যারির কোন শখ নেই ফাজকে দেয়া কথার খেলাপ করে আবার মাগল জগতে ঘুরে বেড়াবার।

সকালের নাস্তাটা হ্যারি লিকি কলড্রনেই সারতে পছন্দ করত। নাস্তার টেবিলে অন্যান্যদের সাক্ষাৎ মিলতো। ও বেশ মজা করেই দেখতো অন্যদেরকে। ছোট ছোট সব ডাইনী গ্রাম থেকে এসেছে এক দুদিনের জন্য শপিং করতে। বুড়ো দুর্বল সব ডাইনী, ট্রান্সফিগুরেশন টুডে পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা নিয়ে তর্ক করছে। বন্য দেখতে সব যাদুকর। নাস্তা খাওয়ার পর পেছনের উঠোনে গিয়ে তার যাদু কাঠি দিয়ে ডাস্টবিনের বাঁ দিকের ওপরের ইটটায় আস্তে করে টোকা দিতেই দেয়ালের মধ্যে ডায়াগন অ্যালি যাওয়ার পথটা খুলে যেত। গ্রীষ্মের লম্বা রৌদ্রালোকিত দিনগুলি হ্যারি কাটিয়ে দিত দোকানগুলি ঘুরে ঘুরে। দোকানের বাইরে বসানো রংবেরং-এর বড় বড় ছাতার নিচে বসে। ওখানে নানাধরনের সব যাদুকর আর ডাইনীদের দেখা তো পাওয়া যেতই, এমনকি ওদের বিচিত্র সব কথাও শুনতে ওর ভালো লাগতো। এখন আর কম্বলের নিচে লুকিয়ে হ্যারিকে হোমওয়ার্ক করতে হচ্ছে না। ফ্লোরেন ফোরটেস্কুর আইসক্রীম

পারলারের রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে বসে সে তার হোমওয়ার্ক করছে। এমনকি ফ্লোরেন ফোরটেস্কু, যে কিনা মধ্যযুগের ডাইনী পোড়ানো সম্পর্কে অনেককিছুই জানে, সে পর্যন্ত তাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করছে।

ইতোমধ্যে গ্রিংগটের লকারে রাখা অর্থ থেকে হ্যারি ওর সোনার গ্যালিয়ন, রূপার সিকলস এবং ব্রোঞ্জ নাটগুলো বের করে ফেলেছে। কিন্তু তাতে হয়েছে আর এক মুসিবত। নিজেকে ওর প্রচণ্ডভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে খরচের ব্যাপারে। বারবার ওর নিজেকে শাসাতে হচ্ছে আমাকে হোগার্টস-এ আরো পাঁচ বছর পড়ার খরচ যোগাতে হবে। বইয়ের জন্যে ডার্সলিদের কাছে হাত পাতাটা নিশ্চয়ই সুখকর কিছু হবে না। তবে লিকি কলড্রনে আসার এক সপ্তাহ পর তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার পরীক্ষা হয়ে গেলো, প্রিয় দোকান কোয়ালিটি কুইডিচ সাপ্লাইজ-এ। ভিড় দেখে একদিন হ্যারি ওই দোকানটার দিকে এগিয়ে গেলো। সবাই কি যেন দেখছে। ভিড় ঠেলে গেল সামনে। চারদিকে সব উত্তেজিত যাদুকর আর ডাইনী। অস্ফুট মুগ্ধ উচ্চারণে সব প্রশংসা করছে। একেবারে সামনে গিয়ে হ্যারি দেখতে পেলো যে জিনিসটা শক্তিশালী চুম্বকের মতো প্রবলভাবে আকর্ষণ করে রেখেছে সকলকে। নতুন একটি স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড় করানো তার সারাজীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দর বিস্ময়করভাবে সুন্দর, যাদুর ব্রুম।

চৌকো মুখো এক যাদুকর তার সাথীকে বললো, সবেমাত্র বেরিয়েছে... কিন্তু প্রোটোটাইপ...।

এটা দুনিয়ার সবচেয়ে দ্রুতগামী ব্রুম তাই না ড্যাড, বলল হ্যারির চেয়েও ছোট একটি ছেলে ওর বাবার হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতে।

আইরিশ ইন্টারন্যাশনাল টিম এরকম সাতটি ব্রুমের অর্ডার দিয়েছে এবং এগুলো বিশ্বকাপের জন্যে হট ফেভারিট; ভিড়ের উদ্দেশ্যে বললো দোকানের মালিক। হ্যারির সামনে থেকে বিশালদেহী এক ডাইনী সরে গেলো। এতক্ষণে ও ব্রুমের পাশের নোটিশটা পড়তে পারছে:

দ্য ফায়ারবোল্ট
সর্বাধুনিক রেসিং ব্রুম। ছাইয়ের তৈরি সুপার–ফাইন হাতল। আলাদা করে বাছাই করা প্রত্যেকটি বার্চ কাঠিকে এরোডায়নামিক্স উৎকর্ষতায় তৈরি করা হয়েছে যা ফায়ারবোল্টকে দিয়েছে অনতিক্রম্য ভারসাম্য এবং করেছে পিন পয়েন্ট নির্ভুল। ফায়ারবোল্ট মাত্র দশ সেকেন্ডের মধ্যে ঘণ্টায় ০–১৫০ মাইল গতি তুলতে পারে। এবং এর রয়েছে এমন ব্রেক সিসটেম যা মুগ্ধ না করে পারেই না। মূল্য অনুরোধে।

মূল্য অনুরোধে কতটা সোনার মুদ্রা লাগবে ফায়ারবোল্টর জন্যে হ্যারি ভাবতেও চায় না। সারাজীবনে হ্যারি বোধহয় এমন করে আর কিছু চায়নি। আবার তার নিম্বাস দুই হাজার ক্রম দিয়ে একটিও কুইডিচ ম্যাচ হারেনি সে, তার অমন একটি ব্রুম থাকতে গ্রিংগট থেকে তোলা টাকাপয়সা শেষ করার কোন মানে হয় না। হ্যারি আর দাম জিজ্ঞাসা করল না, কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই ঘুরে ফিরে যেত ফায়ারবোল্টকে দেখতে। তবে কিছু কিছু জিনিস যে তাকে কিনতে হয়নি তা নয়। স্কুলের পোশাক বানাতে হয়েছে আগেরটা ছিঁড়ে

যাওয়ায়। ইস্কুলের বইও কিনতে হয়েছে। এর মধ্যে নতুন দুটি বিষয়ের বইও রয়েছে– ম্যাজিক্যাল জীবের যত্ন এবং ডিভাইনেশন-এর ওপর।

বইয়ের দোকানের কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে হ্যারি অবাকই হলো। বড় বড় সাইজের স্পেল বুক (যাদু টোনার বই)-এর বদলে কাঁচের ওপারে লোহার একটি বড়সড় খাঁচা দেখতে পেলো। খাঁচার মধ্যে দি মনস্টার বুক অফ মনস্টারস-এর একশ কপি রয়েছে। খাঁচার ভেতরে বইয়ের ঘেঁড়া পাতা এদিক ওদিক উড়ছে, বইগুলো একটা আরেকটার সাথে ঝাপটাঝাঁপটি করছে যেন মল্লযুদ্ধ করছে এবং একটা আরেকটাকে ছিঁড়ছে।

হ্যারি ওর বুক লিস্ট বের করে মিলিয়ে নিল। লিস্টে দি মনস্টার বুক অফ মনস্টারস রয়েছে ম্যাচিক্যাল জীবের যত্ন বিষয়ক সেট বই হিসেবে।

হ্যারি ফ্লারিশ অ্যান্ড ব্লটস-এ ঢুকলো, হন্তদন্ত হয়ে ম্যানেজার ছুটে এলো। বলল, হোগার্টস-এর নতুন বই লাগবে?

হ্যাঁ, বলল হ্যারি, আমার দরকার...

সরে দাঁড়াও, বলল ম্যানেজার অস্থিরভাবে, হ্যারিকে একপাশে সরিয়ে দিল। একজোড়া খুবই পুরু গ্লাভস বের করে হাতে পরলো, একটা বড় গোল মাথা লাঠি হাতে নিয়ে মনস্টার বুক খাঁচার দিকে এগিয়ে গেল।

দাঁড়াও, বলল হ্যারি, আমার আছে ওর একটা।

তোমার আছে? ম্যানেজার যেন বেঁচে গেলো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এ নিয়ে সকাল থেকে পাঁচবার আক্রান্ত হয়েছি।

কোন কিছু ভেঁড়ার জোর একটা শব্দ শোনা গেলো। দুইটা মনস্টার বুক মিলে একটাকে চেপে ধরে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করছে। ওরই আওয়াজ।

আরে থাম! থাম! চেঁচিয়ে উঠল ম্যানেজার। হাতের লাঠিটা খাঁচার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বইগুলোকে বিচ্ছিন্ন করল। আমি আর এ বই রাখছি না। কখনও না। আমার মনে হয়েছিল যখন আমরা ইনভিজিবল বুক অফ ইনভিজিবিলিটি কিনে রেখেছিলাম সেটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে খারাপ সময়। লাখ লাখ টাকা দাম অথচ লাভ তো দূরের কথা দামই উঠে আসেনি। মানে আর কোন বইয়ের দরকার আছে তোমার?

হ্যাঁ, বলল হ্যারি ওর বুক লিস্টের দিকে চোখ রেখে। ক্যাসান্দ্রা ভাব্লাতস্কির ভবিষ্যতকে কুয়াশা মুক্তকরণ বইটা দরকার।

হু ডিভাইনেশন শুরু করছ, বলল ম্যানেজার। হাতের গ্লাভস খুলতে খুলতে হ্যারিকে দোকানের পেছন দিকে নিয়ে গেলো। বইয়ের একটা কর্ণার রয়েছে সেখানে ভাগ্য গণনার ওপর। ছোট একটা টেবিলের ওপর অনিশ্চয়তা সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী, ভাগ্য

যখন বিরুদ্ধে যায়: অভিঘাত এবং ভাঙ্গা বল থেকে নিজেকে রক্ষাকরণ জাতীয় বই স্তূপ করা আছে।

মোটা একটা কালো বাইন্ডিং করা বই নামিয়ে ম্যানেজার বলল, এই যে বইটা। ভবিষ্যতবাণী করার সব ধরনের উপায়–হাত দেখা, ক্রিস্টাল বল, পাখি দিয়ে ভবিষ্যৎ পড়ানো সম্পর্কে মৌলিক গাইড...।

কিন্তু হ্যারি শুনছিল না। ওর চোখ তখন আরেকটি বইয়ের ওপর পড়েছে: মৃত্যুর লক্ষণ–যখন জানো সবচেয়ে খারাপটাই আসছে তখন কি করতে হবে।

তোমার জায়গায় আমি হলে কিছুতেই ও বই পড়তাম না। হ্যারির চোখ অনুসরণ করে ম্যানেজার বলল। চারিদিকেই তুমি মৃত্যুর লক্ষণ দেখতে পাবে। তোমাকে ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্যে ওই একটা বইই যথেষ্ট।

কিন্তু তখনও হ্যারি তাকিয়ে রয়েছে বইটার কভারের দিকে। কভারে রয়েছে ভালুকের সমান একটা বিশাল আকৃতির কুকুর, চোখ দুটো চকচক করছে। অবিশ্বাস্য হলেও ছবিটা পরিচিত মনে হচ্ছে...

ম্যানেজার ওর হাতের বইটা হ্যারির হাতে গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করল।

আর কিছু চাই? একটু জোর দিয়েই জিজ্ঞাসা করল ম্যানেজার।

হা, জোর করে নিজের চোখ দুটোকে প্রচ্ছদের কুকুরটার ওপর থেকে সরিয়ে হাতে ধরা বুকলিস্টের দিকে তাকিয়ে বলল হ্যারি, আরো দরকার ইন্টারমিডিয়েট ট্রান্সফিগিউরেশন এবং স্ট্যান্ডার্ড বুক অফ স্পেস গ্রেড থ্রি।

মিনিট দশেক পর ফ্লারিশ এন্ড ব্লটস থেকে বের হলো হ্যারি বগলের নিচে বই নিয়ে। বিমনা অন্যমনস্ক হ্যারি হাটছে লিকি কলড্রনের দিকে কিন্তু যেন উদ্দেশ্যহীন, এর ওর সাথে ধাক্কা খাচ্ছে।

দোতলায় নিজের রুমে ঢুকে বিছানার ওপর বইগুলো ছুঁড়ে ফেলল সে। ঘর গোছানোর জন্যে কেউ একজন এসেছিল। ঘরটা বেশ গোছানো। জানালাটা খোলা এবং সূর্য যেন আলো একেবারে ঢেলে দিচ্ছে জানালা দিয়ে।

বেসিনের উপর আয়নাটায় নিজেকে দেখল হ্যারি।

এটা নিশ্চয়ই মৃত্যুর কোন লক্ষণ হতে পারে না, আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে বলল হ্যারি, কিন্তু ম্যাগনোলিয়া ক্রিসেন্টে ওটা দেখে আমি আতংকিত হয়ে পড়েছি কেন? ওটা নেড়ে কুকুর ছাড়া আর কিছুই না।

হাত তুলে মাথার চুলগুলো সমান করতে চাইল হ্যারি।

হিস হিস করে আয়নাটা বলল, হেরে যাওয়া লড়াই লড়ছ তুমি।

***

একটি দুটি করে দিন যেতে লাগল। হ্যারি খুঁজছে রন বা হারমিওনকে। স্কুল খোলার সময় যত ঘনিয়ে আসছে ততই হোগার্টস-এর এর ছাত্ররা ডায়াগন অ্যালিতে আসছে। এরই মধ্যে ওর সঙ্গে সিমাস ফিনিগান এবং পিন থমাস-এর দেখা হয়েছে। ফ্লারিশ অ্যান্ড ব্লটস-এর বাইরে দেখা হয়েছে মন ভোলা গোল মুখো আসল নেভিল লংবটম-এর সঙ্গে। ও ওর বুক লিস্ট হারিয়ে ফেলেছে। জাঁদরেল দাদীর কাছে এর জন্যে বকুনিও খেয়েছে নেভিল। হ্যারি ভাবছে নেভিলের দাদী যেন জানতে না পারে যে ম্যাজিক মিনিস্ট্রির কাছ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ও নেভিল সেজেছিল।

ছুটির শেষ দিনে ঘুম ভাঙ্গার পর হ্যারির প্রথম ভাবনা ছিল কাল হোগার্টস এক্সপ্রেস-এ রন এবং হারমিওনের সঙ্গে দেখা হবে। ঘুম থেকে উঠে কাপড়চোপড় পড়ে বেরিয়ে এলো ফায়ারবোল্টটাকে একবার শেষ দেখা দেখবার জন্যে। ঘুরে ফিরে দেখল। ভাবছে কোথায় লাঞ্চ করা যায়। এমন সময় শুনতে পেলো কারা যেন তার নাম ধরে চিৎকার করছে:

হ্যারি! হ্যারি

ঘুরে ওদের দেখতে পেলো সে। রন আর হারমিওন, দুইজন বসে আছে ফ্লোরিন ফোর্টেস্কুর আইসক্রীম পারলারের বাইরে।

অবশেষে তোমাকে পাওয়া গেলো। কোথায় কোথায় না তোমাকে খুঁজেছি বলল রন। লিকি কলড্রনে গেলাম, বলল বেরিয়ে গেছে। গেলাম ফ্লারিশ অ্যান্ড ব্লটস-এ, তারপর মাডাম মালকিন্স-এ আর...

স্কুলের সব জিনিস গত সপ্তাহেই কিনে ফেলেছি, বলল হ্যারি। কিন্তু তোমরা কি করে জানো আমি লিকি কলড্রনে রয়েছি?

বাবা বলেছেন, বলল রন।

মিস্টার উইজলি ম্যাজিক মিনিস্ট্রিতে চাকরি করেন। তিনি জানবেন পুরো ঘটনা এবং এও জানবেন ওর হাতে পড়ে মার্জ আন্টির যে দশা হয়েছে তার কথা।

সত্যিই তুমি কি তোমার আন্টিকে ফুলিয়ে ঢোল বানিয়ে দিয়েছিলে? সিরিয়াস স্বরে জিজ্ঞাসা করল হারমিওন।

বিশ্বাস কর আমার কোন ইচ্ছে ছিল না, বলল হ্যারি। আমি–আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। রন তখন অট্টহাসি হাসছে।

এটা কোন মজা করার মতো ব্যাপার নয় রন, বলল হারমিওন। আমি অবাক হচ্ছি যে হ্যারিকে এখনও কেন বহিষ্কার করা হয়নি।

আমিও কম অবাক হইনি, বলল হ্যারি, বহিষ্কারের কথা থাক, আমি তো ভেবেছিলাম আমাকে গ্রেফতারই করা হবে। তোমার বাবা কি জানেন কেন ফাজ আমাকে ছেড়ে দিলেন?

সম্ভবত তুমি বলেই, তাই না, দি ফেমাস হ্যারি পটার, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রন, আমি যদি আমার কোন আন্টিকে এমন ব্লো করতাম তাহলে মন্ত্রণালয় যে আমাকে কি করত সেটা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। তবে একটা কথা তোমাকে মানতেই হবে, ওদেরকে আগে আমাকে কবর থেকে তুলতে হতো, কারণ ঐরকম একটা ঘটনা ঘটানোর পর মা–ই আমাকে মেরে ফেলতো। বাবাকে আজ রাতে অবশ্য জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারো তোমার প্রশ্নের উত্তর। আমরাও আজ রাতটা লিকি কলড্রনেই থাকছি। এবং হারমিওনও।

মাথা নেড়ে হারমিওন বলল, বাবা মা আমাকে সকালেই এখানে রেখে গেছে, সঙ্গে দিয়ে গেছে হোগার্টস-এর সব জিনিসপত্র।

চমৎকার, বলল হ্যারি।

এবং সেপ্টেম্বরেই আমার জন্মদিন, বলল হারমিওন, সেই সুবাদে বাবা কিছু টাকা আগাম দিয়ে গেছে আমার পছন্দমতো বার্থ ডে প্রেজেন্ট কেনার জন্যে।

একটা ভালো বই কিনলে কেমন হয়, রনের নিরীহ প্রস্তাব।

আমার মনে হয় না আমি কোন বই কিনব, বলল হারমিওন স্থির স্বরে, আমার একটা পেঁচা চাই। হ্যারির হেডউইগ আছে তোমারও আছে এরল...

না, আমার নেই, বলল রন, এরল পারিবারিক পেঁচা, আমার নয়। আমার আছে শুধু স্ক্যাবার্স। রন পকেট থেকে তার পোষা ইঁদুরটা বের করল। ওকে চেক আপ করাতে হবে। মিশরে ও সুস্থ বোধ করেনি।

স্ক্যাবর্সকে একটু রোগাই লাগছিল। ওর গোঁফটাও যেন ঝুলে পড়েছে।

ইতিমধ্যেই ডায়গন অ্যালির এক্সপার্ট হ্যারি বলল, ওইদিকে ম্যাজিকাল জীবজন্তুর একটা দোকান রয়েছে। তুমি দেখতে পারো স্ক্যাবার্স-এর জন্যে কিছু পাওয়া যায় কিনা। হারমিওন ওর পেঁচাও পেয়ে যেতে পারে।

আইসক্রিমের বিল মিটিয়ে ওরা দোকানটার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

ভেতরে খুব বেশি জায়গা নেই। দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চিতে খাঁচা ঝোলানো। জায়গাটা দুর্গন্ধে ভরা। বিচিত্র সব শব্দ কানে তালা লাগিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো উইচটা কাকে যেন কি বোঝাচ্ছে। হ্যারি, রন এবং হারমিওন হাতে কিছু সময় পেলো খাঁচাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখবার।

বেগুনি রঙের এক জোড়া ব্যাঙ বসে বসে মরা কতগুলো মাছি খাচ্ছে। জানালার কাছে খাঁচাটায় বিশাল এক কচ্ছপ বসে আছে কুতকুতে চোখ বের করে। ওর খোলসটা চকচক করছে যেন মূল্যবান পাথর খচিত। কমলা রঙের সব বিষাক্ত সাপ কাঁচের জারের গা বেয়ে বেয়ে কিছু দুর উঠছে আবার পড়ে যাচ্ছে। দুনিয়ার সব রং-এর বিড়াল যেমন আছে তেমনি রয়েছে দাঁড়কাকের একটা খাঁচা। দাঁড়কাকের সম্মিলিত কর্কশ শব্দে তিষ্টানো দায়। কাউন্টারের ওপর বড়সড় একটা খাঁচায় চকচকে কতগুলো কালো ইঁদুর ওদের লম্বা লেজগুলিকে ব্যবহার করে স্কিপিং গেম খেলছে।

কাউন্টারের উইজার্ডটা চলে যেতেই রন এগিয়ে গেলো।

আমার ইঁদুরটা, মানে মিশর থেকে ফিরে এসে ওর রং কেমন ফিকে হয়ে গেছে, বলল রন।

পকেট থেকে কালো এক জোড়া ভারি চশমা বের করে উইচটা বলল, ওটাকে কাউন্টারের ওপর রাখো।

সূচিপত্র

রন ভেতরের পকেট থেকে স্ক্যাবার্সকে বের করে ইঁদুরের খাঁচার পাশে রাখল। ইঁদুরগুলো ওদের লাফালাফি বন্ধ করে স্ক্যাবার্সকে ভালো করে একনজর দেখবার জন্যে একদিকে জড়ো হলো।

হুম! স্ক্যাবাসকে তুলে ধরে বলল উইচ, এই ইঁদুরটার বয়স কত?

জানি না, বলল রন। একটু বয়স হবেই। ওটা আমার বড় ভাইয়ের ছিল।

স্ক্যাবার্সকে ভালো করে দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করল কাউন্টারের উইচ, ওর কি কি গুণ বা ক্ষমতা আছে?

মানে–বলল রন। আসলে সত্যটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত স্ক্যাবার্স উল্লেখ করবার মতো কোন ক্ষমতা দেখায়নি। কিন্তু স্ক্যাবাকে খুব গভীরভাবে নিরীক্ষা করছে উইচটা। ওটার ফাটা ছেঁড়া কান থেকে সামনের পা পর্যন্ত সবই দেখলো। সামনের পায়ের একটি আঙুল নেই।

এটার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে, বলল কাউন্টার থেকে।

আত্মরক্ষার্থে রন বলল, পারসি যখন ওটা আমাকে দিয়েছ তখনও ও এরকমই ছিল।

একটা সাধারণ অথবা বাগান–ইঁদুর তিন বছরের বেশি বাঁচবে এটা আশা না করাই ভালো। বলল কাউন্টারের উইচটা। তবে তুমি যদি আরো একটু কষ্টসহিষ্ণু কিছু খুঁজছ

তবে এরকম একটা তোমার ভালো লাগতে পারে। পাশের কালো ইঁদুরের খাঁচার দিকে ইঙ্গিত করল। ইঁদুরগুলো আবার স্কিপিং শুরু করেছে।

তবে তুমি যদি বদল করতে না চাও তাহলে এই র‍্যাট টনিকটা ওকে খাইয়ে দেখতে পারো, নিচে থেকে একটা ছোট লাল শিশি বের করে বলল কাউন্টারের উইচ।

বেশ, বলল রন, কত... আউচ!

রন ঝুঁকে পড়ল, কমলা রঙের বড়সড় একটা কিছু সবচেয়ে উঁচু খাঁচার ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে একেবারে রনের মাথার ওপর নামল। ঝড়ের বেগে থুথু ছিটাচ্ছে ওটা স্ক্যাবারের গায়ে।

না! ক্রুকশ্যাংক না! চিৎকার করে উঠল কাউন্টারের ডাইনীটা। কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। ততক্ষণে ডাইনীটার হাত পিছলে বেরিয়ে স্ক্যাবার্স দরজা লক্ষ্য করে লাগিয়েছে ছুট।

স্ক্যাবার্স! চিৎকার করে উঠল রন ওটার পেছন পেছন দৌড়াতে দৌড়াতে। হ্যারি ওকে অনুসরণ করল।

দশ মিনিট লেগে গেল ওদের স্ক্যাবাসকে খুঁজে বের করতে। একটা ওয়েস্ট পেপার বিন-এর নিচে ও লুকিয়ে ছিল। ভীত কম্পিত ইঁদুরটাকে আলতো করে তুলে রন ওর পকেটে ভরল। মাথায় হাত বুলিয়ে ওটাকে আশ্বস্ত করল।

কী ছিল ওটা? প্রশ্ন করল রন।

হয় বড়সড় একটা বেড়াল না হয় তো ছোটখাট বাঘ, হ্যারির সোজাসাপটা জবাব।

হারমিওন কোথায়?

সম্ভবত ওর পেঁচা কিনছে।

ভিড় ঠেলে আবার ওরা ওই দোকানে ফিরে গেল। ওরা পৌঁছতে পৌঁছতে হারমিওন বেরিয়ে এলো। কিন্তু ওর হাতে কোন পেঁচা নেই। বরং একটা বিশালাকৃতির বেড়ালকে কোলে করে বেরিয়ে এসেছে হারমিওন।

তুমি ওই দৈত্যটাকে কিনেছ? বলল রন। বিস্ময়ে ওর মুখটা ঝুলে আছে।

ওটা গর্জাস, তাই না, উদ্দীপ্ত হারমিওনের জবাব।

সেটা অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার, ভাবল হ্যারি।

হারমিওন, ওই জটা আমার মাথার চামড়া প্রায় তুলে ফেলেছিল, বললো রন।

আসলে ও সেরকম কিছু করতে চায়নি, তাই না কশ্যাংক? বললো হারমিওন।

আর স্ক্যাবার্স-এর কী হবে? ওর বুকের ভেতর লুকিয়ে থাকা ইঁদুরটাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলো রন। ওর বিশ্রাম এবং নিরুদ্বেগ আরাম দরকার। ওরকম একটা জন্তু আশপাশে থাকলে স্ক্যাবার্স কী সেটা পাবে?

তোমার এ কথায় মনে পড়ে গেলো র‍্যাট টনিকটা ভুলে ফেলে এসেছিলে। রনের হাতে ছোট লাল শিশিটা ধরিয়ে দিল হারমিওন। বাজে চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো তো। কশ্যাংক থাকবে আমার ঘরে, স্ক্যাবার্স তোমার ঘরে, সমস্যাটা কোথায় দেখছো তুমি? বেচারা কশ্যাংক ওখানে যুগ যুগ ধরে পড়ে ছিল, কিন্তু ওর কোন খদ্দের ছিল না। ওকে কেউই কিনতে চায়নি।

আমিও ভাবছি কিনবে কেন? বলল রন। ততক্ষণে ওরা লিকি কলড্রনের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

ওখানে পৌঁছে ওরা মিস্টার উইজলিকে দেখতে পেল, বার-এ বসে খবরের কাগজ পড়ছেন।

হ্যারি, মুখ তুলে বললেন তিনি। কেমন আছো?

বেশ ভালো, ধন্যবাদ, মিস্টার উইজলির টেবিলে বসতে বসতে বলল হ্যারি।

পত্রিকাটা রাখলেন মিস্টার উইজলি টেবিলের ওপর। সাইরাস ব্ল্যাক-এর পরিচিত মুখটা দেখতে পেলো ও কাগজে, যেন সোজাসুজি ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

তাহলে, এখনো ওরা ওকে ধরতে পারেনি? জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

না। বললেন মিস্টার উইজলি। তাকে খুবই গম্ভীর দেখাছে। মন্ত্রণালয় আমাদেরকে আমাদের রুটিন কাজ থেকে বের করে নিয়েছে সাইরাস ব্ল্যাককে খুঁজে বের করবার জন্যে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন সুখবর নেই।

আমরা যদি ওকে ধরতে পারি তবে পুরস্কারের টাকাটা পাবো তো? জিজ্ঞাসা করল রন। বাড়তি কিছু টাকা পেলে মন্দ হতো না।

বোকার মতো কথা বলো না রন, বললেন মিস্টার উইজলি। ভালো করে লক্ষ্য করলে ওর মানসিক চাপটা পরিষ্কার বোঝা যায়। তেরো বছরের কোন বালক নিশ্চয়ই সাইরাস ব্ল্যাককে ধরতে পারবে না, ব্ল্যাক ধরা পড়বে আজকাবানের গার্ডদের হাতেই।

ঠিক ঐ মুহূর্তে মিসেস উইজলি বার-এ ঢুকলেন। হাতে দুনিয়ার শপিং, পেছনে দুই জমজ পুত্র ফ্রেড এবং জর্জ, হোগার্টস-এ ওদের ফিফথ ইয়ার শুরু হতে যাচ্ছে এবার, হোগার্টস-এর নতুন ক্যাপ্টেন পার্সি এবং উইজলিদের একমাত্র মেয়ে জিনি।

হ্যারির প্রতি জিনির সবসময় একটা বিশেষ মনোযোগ থাকে, দেখা গেলো অন্যান্য সময়ের চেয়ে আজকে যেন একটু বেশি লজ্জামধুর মাধুর্যে ব্রিত হলো সে। এটা কি এজন্যে যে হোগার্টস-এ গত টার্মে হ্যারি জিনির জীবন বাঁচিয়েছিল? লাল হয়ে গেলো জিনি, ওর দিকে না তাকিয়েই হ্যালো বলল। পার্সি অবশ্য এমন গম্ভীরভাবে হাত বাড়িয়ে দিল যেন সে আর হ্যারি জীবনে কখনো মুখোমুখি হয়নি। বলল, হ্যারি, তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগল।

হ্যালো পার্সি, বলল হ্যারি কাষ্ঠ হাসি হেসে।

আশাকরি তুমি ভালোই আছো, প্রবলভাবে হাত কঁকিয়ে বলল পার্সি। যেন হ্যারিকে মেয়রের সাথে পরিচিত হতে হলো।

বেশ ভালো, ধন্যবাদ

হ্যারি, হাক দিল ফ্রেড। এই মধ্যে সে সামনে থেকে কনুই মেরে পার্সিকে সরিয়ে দিয়ে ঝুঁকে বলল, তোমাকে দেখে কি যে আনন্দ হচ্ছে ওল্ড বয়...।

মারভেলাস, ফ্রেডকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হ্যারির একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল জর্জ, একেবারেই...

পার্সি মুখ গোমড়া করে ফেলল।

এখনকার মতো অনেক হয়েছে। বললেন মিসেস উইজলি।

মাম, বলল ফ্রেড এমনভাবে যেন এইমাত্র মাকে দেখেছে, মার হাতটা টেনে নিয়ে বলল সে, সত্যিই তোমাকে দেখে না!

আমি বলেছি না যথেষ্ট হয়েছে, খালি চেয়ারের ওপর শপিং ব্যাগটা রাখতে রাখতে বললেন মিসেস উইসলি। হ্যালো হ্যারি, তুমি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ খবরটা শুনেছ? পার্সির বুকে লাগানো নতুন সিলভার ব্যাজটার দিকে ইশারা করলেন তিনি। পরিবারের দ্বিতীয় ক্যাপ্টেন, কণ্ঠস্বরে গর্ব স্পষ্ট।

অবশেষে, বিড় বিড় করল ফ্রেড।

কোন সন্দেহ নেই, হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেলেন তিনি, ওরা তোমাদের দুজনকে তো ক্যাপ্টেন বানায়নি।

আমরা ক্যাপ্টেন হতে চাইব কেন, যেন এই চিন্তাটাই ওর স্বভাববিরুদ্ধ, ওটা আমাদের জীবনের সব আনন্দই ছিনিয়ে নিত।

জিনি খিল খিল করে হেসে উঠল।

মনে হয় তোমরা তোমাদের বোনের সামনে খুব ভালো দৃষ্টান্ত তৈরি করছ! তীব্র স্বরে বললেন মিসেস উইজলি।

জিনির আরো ভাই আছে ওর জন্যে ভালো ভালো দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারবে মাম, বলল পার্সি রাতের খাবার খেতে হবে, আমি ওপর থেকে কাপড়টা বদলে আসছি।

ও চলে গেলো ওপরে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল জর্জ। আমরা ওকে একটা পিরামিডে আটকে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মা আমাদের ধরে ফেললেন। বলল জর্জ হ্যারিকে উদ্দেশ্য করে।

***

সে রাতের খাবারের ব্যাপারটি ছিল সত্যিই উপভোগ্য। রেস্টুরেন্ট মালিক টম তিনটা টেবিল জোড়া লাগিয়ে ওদের পার্লারে জায়গা করে দিল। সাতজন উইজলির সঙ্গে হ্যারি আর হারমিওন অত্যন্ত সুস্বাদু পাঁচটা কোর্স শেষ করল।

কাল কিভাবে কিংস ক্রসে যাবো বাবা? মুফতে দেয়া চকলেটে কামড় দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল ফ্রেড।

মন্ত্রণালয় থেকে কয়েকটা গাড়ী দেয়া হবে।

সবাই মুখ তুলে মিস্টার উইজলির দিকে তাকালো।

কেন? পার্সি জিজ্ঞাসা করল।

তোমার জন্যেই পার্স, বলল জর্জ সিরিয়াসলি। এবং গাড়ীর বনেটে ছোট ছোট ফ্ল্যাগ থাকবে ওর ওপর এইচবি লেখা থাকবে ফ্ল্যাগগুলোর মধ্যে..

এইচবি মানে হামাংগাস বিগহেড আর কি, বলল ফ্রেড।

পার্সি এবং মিসেস উইজলি ছাড়া বাকি সকলেই পুডিং খেতে খেতে বিষম খেল।

মিনিস্ট্রি আমাদের গাড়ী দিচ্ছে কেন বাবা? পার্সি নিজের মর্যাদা বুঝে গম্ভীরভাবেই জিজ্ঞাসা করল।

যেহেতু আমাদের গাড়ী নেই এবং যেহেতু আমি মিনিস্ট্রিতে কাজ করি আমাকে ওরা কিছু বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে।

তোমরা ভাবতে পারো তোমাদের কী পরিমাণ লাগেজ আছে সাথে? বললেন মিসেস উইজলি।

রন এখনও তার জিনিসপত্র ট্রাঙ্কে ভরেনি আমার বিছানার ওপর ফেলে রেখেছে, লম্বা একটা যন্ত্রণা কাতর স্বরে বলল পার্সি।

সকালে সময় পাওয়া যাবে না, রন তোমাকে এখনই প্যাকিং সেরে ফেলতে হবে। খাওয়ার টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন মিসেস উইজলি। পার্সির দিকে তীব্র দৃষ্টি হানল রন।

ভরপেট খাওয়ার পর সবাই একে একে নিজ নিজ কামরার দিকে এগিয়ে গেলো। পরের দিনের জন্যে জিনিসপত্র শেষবারের মতো আরেকবার চেক করে নেয়া দরকার। হ্যারির পরের কামরাটাই রন এবং পার্সির। সবেমাত্র নিজের ট্রাঙ্কটা বন্ধ করেছে হ্যারি দেয়ালের ওপাশ থেকে চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেলো। ভালো করে শোনার জন্যে এগিয়ে গেলো ও।

বারো নম্বর কামরার দরজাটা আবছাভাবে ভেজানো।

ওটা এখানেই ছিল বেডসাইড টেবিলের ওপর, পলিশ করার জন্যে ওটা খুলেছিলাম আমি, চেঁচাচ্ছে পার্সি।

আমি ওটা ধরেও দেখেনি, পাল্টা গর্জন করে বলল রন।

কি হয়েছে? জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

আমার হেডবয় ব্যাজটা খোয়া গেছে, হ্যারির দিকে ঘুরে বলল পার্সি।

এবং আমার ইঁদুর স্ক্যাবার্স-এর র‍্যাট টনিকটাও পাওয়া যাচ্ছে না, বলল রন। নিজের ট্রাংক থেকে জিনিসপত্র বের করতে করতে। আমার মনে হচ্ছে ওটা আমি বার-এ ফেলে এসেছি...

আমার ব্যাজ খুঁজে না দিয়ে তুমি কোথাও যাচ্ছ না, চিৎকার করে উঠল পার্সি।

আমি স্ক্যাবার্স-এ টনিকটা নিয়ে আসছি নিচে থেকে, আমার প্যাকিং হয়ে গেছে, বলে হ্যারি নিচে চলে গেলো।

অর্ধেকটা সিঁড়ি নামতেই হ্যারি অন্ধকার পার্লার থেকে ভেসে আসা কারো রাগত স্বর শুনতে পেলো। এক সেকেন্ড পর লোকগুলোকে চিনতে পারলো হ্যারি, মিস্টার এবং মিসেস উইজলি। দ্বিধায় পড়ে গেলো সে, ওদের ঝগড়া শুনে ফেলেছে এটা ওদের জানতে দেয়া ঠিক নয়। ওর নিজের নামটা শুনতে পেলো এবার, থামল এবং নিঃশব্দে পার্লারের দরজাটার আরো কাছে চলে এলো।

..ওকে না বলার কোন অর্থ নেই, রাগ হয়েই বললেন মিস্টার উইজলি। হ্যারির জানার অধিকার আছে। আমি ফাজকে বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ও হ্যারিকে এখনও শিশু হিসেবেই বিবেচনা করছে। ওর বয়স এখন তেরো বছর এবং...

আর্থার সত্যটা জানলে ও ঘাবড়ে যাবে, মিসেস উইজলি তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন। তুমি কি হ্যারিকে ওর মাথার ওপর ওরকম একটা ব্যাপার ঝুলে আছে অবস্থায় স্কুলে পাঠাতে চাও। ঈশ্বরের দোহাই, ও না জেনে অনেক ভালো আছে!

আমি নিশ্চয়ই ওকে কষ্ট দিতে চাই না, তবে আমি ওকে সতর্ক করতে চাচ্ছি, বললেন মিস্টার উইজলি, তুমি তো জানো হ্যারি আর রনের প্রকৃতি, নিজে নিজে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়... মনে নেই দুই দুইবার ওরা নিষিদ্ধ বনে গিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এবার হ্যারিকে ওরকম কিছু করলে চলবে না। যখন আমি চিন্তা করি ওর বাড়ি থেকে পালানোর কথা, কি না ওর হতে পারতো যদি না নাইট বাসটা ওকে তুলে নিত। আমি বাজি ধরে বলতে পারি মিনিস্ট্রি ওকে খুঁজে পাওয়ার আগেই ও মরে ভূত হয়ে যেতো।

ওতো মারা যায়নি, ওতো ভালোই আছে, তাহলে কি দরকার...।

মলি, ওরা বলে সাইরাস ব্ল্যাক পাগল, এবং হয়তো সত্যিই তাই, কিন্তু সে আজকাবান থেকে পালাবার মতো বুদ্ধিমানও বটে এবং সেটা কিন্তু অসম্ভবই ছিল। তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে এখন পর্যন্ত কেউ তার টিকিটি যেমন দেখেনি তেমনি সে যে কোথায়

লুকিয়ে আছে তারও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ডেইলি প্রফেট পত্রিকায় ফাজ প্রত্যেক দিন কি বলছে তার আমি দুই পয়সারও মূল্য দিই না, আমরা ব্ল্যাককে ধরতে পারবো এমন কোন সম্ভাবনাই আমি এ মুহূর্তে দেখছি না। শুধু একটা কথা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি আর সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক-এর একমাত্র টার্গেট হচ্ছে...

কিন্তু হ্যারি তো হোগার্টস-এ একেবারে নিরাপদ থাকবে।

আমরা তো আজকাবানকেও একশ ভাগ নিরাপদ ভাবতাম। ব্ল্যাক যদি আজকাবান ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে তাহলে ও হোগার্টস ভেঙ্গেও ঢুকতে পারবে।

কিন্তু কেউ তো নিশ্চিতভাবে জানে না যে ব্ল্যাক হ্যারিকেই খুঁজছে...

কাঠের ওপর একটা ভোঁতা আওয়াজ হলো। হ্যারি শিওর যে মিস্টার উইজলি টেবিলের ওপর একটা ঘুষি মারলেন।

মলি, তোমাকে কতবার বলব যে ওরা এই কথাটা মিডিয়াকে জানতে দিতে চায় না, কারণ ফাজ এটাকে গোপন রাখতে চায়। যে রাতে ব্ল্যাক পালিয়েছিল সেই রাতেই ফাজ আজকাবান গিয়েছিল। গার্ডরা ফাজকে জানিয়েছে যে ইদানিং ব্ল্যাক ঘুমের মধ্যে কথা বলতো। এবং একটা কথাই বলতো; ও এখন হোগার্টস-এ আছে... হোগার্টস-এ আছে। ব্ল্যাক এখন উন্মত্ত এবং সে হ্যারির মৃত্যু চায়। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলব, ও

ভাবছে যে হ্যারিকে মারতে পারলে তুমি তো–জানো কাকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা যাবে। এবং একাকী বারোটা বছর হাতে পেয়েছিল ও ভাবার জন্যে যে...

থামলেন মিস্টার উইজলি। পার্লারে নীরবতা। দরজার আরো কাছে ভর দিয়ে দাঁড়ালো হ্যারি। ও আরো শুনতে চায়।

বেশ, আর্থার যেটা তুমি ভালো বোঝে সেটাই তোমার করা উচিত, কিন্তু তুমি অ্যালবাস ডাম্বলডোর-এর কথা ভুলে যাচ্ছ। আমি মনে করি যতদিন তিনি হোগার্টস-এর হেডমাস্টার আছেন ওখানে কেউই হ্যারির কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ধারণা করি তিনি নিশ্চয়ই সব কিছু জানেন।

নিশ্চয়ই জানেন। আজকাবানের গার্ডদেরকে ওর স্কুলে ঢোকার মুখে ডিউটি দেয়ার ব্যাপারে ওর আপত্তি আছে কি না সেটা জানতে হয়েছিল। রাজি হয়েছেন তবে খুব খুশি হয়ে নয়।

কেন? খুশি হয়ে না কেন? খুশি হবে না কেন, ওরা তো ওখানে ব্ল্যাকের মতো ক্রিমিনালকে ধরতে যাচ্ছে?

ডাম্বলডোর আজকাবানের গার্ডদের খুব একটা পছন্দ করেন না, বললেন মিস্টার উইজলি গম্ভীরভাবে, এমনকি আমিও পছন্দ করি না... কিন্তু যখন ব্ল্যাক এর মতো

উইজার্ড নিয়ে কায়কারবার, তখন এমনসব শক্তির সঙ্গে হাত মেলাতে হয় স্বাভাবিক অবস্থায় যাদেরকে এড়িয়ে চলাই উচিৎ।

যদি ওরা হ্যারিকে বাঁচাতে সক্ষম হয় তাহলে আমি ওদের বিরুদ্ধে কখনও একটি কথাও বলব না, ক্লান্ত স্বরে বললেন মিস্টার উইজলি, অনেক দেরি হয়ে গেছে, মলি, আমাদের এবার ওঠা উচিৎ...

চেয়ার সরানো হচ্ছে শুনতে পেলো হ্যারি। নিঃশব্দে ও সিঁড়ি বেয়ে বার-এ চলে এলো। পার্লারে দরজাটা খুলল, পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলো মিস্টার অ্যান্ড মিসেস উইজলি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন।

ওরা যে টেবিলটায় বসেছিলেন ওরই নিচে র‍্যাট টনিকটা পড়েছিল। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস উইজলির শোবার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনার পর ব্যাট টনিকের বোতলটা নিয়ে হ্যারি ওপরের দিকে রওয়ানা হলো।

সিঁড়ির ওপরে ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে ফ্রেড আর জর্জ পার্সির কাণ্ডকারখানা দেখে হাসি চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। ব্যাজের খোঁজে মাস্টার পার্সি উইজলি ওর আর রনের রুম ওলটপালট করে ফেলছে।

ওটা আমাদের কাছেই রয়েছে, হ্যারিকে ফিস ফিস করে বলল ফ্রেড, আমরা ওটার উন্নয়ন ঘটিয়েছি।

হেড বয়-এর বদলে ব্যাজটায় এখন লেখা রয়েছে বিগহেড বয়।

হ্যারি যেন জোর করে হাসল, রনের হাতে ওর র‍্যাট টনিকটা তুলে দিল। নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়লো।

তাহলে সাইরাস ব্ল্যাক তারই পেছনে লেগেছে। এখন সব কিছুই বোঝা যাচ্ছে। ওকে জীবন্ত ফিরে পেয়ে মন্ত্রী ফাজ কেন স্বস্তি ফিরে পেয়েছিলেন। ওর প্রতি উদার আচরণের সেটাই ছিল কারণ। হ্যারির কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছেন, যে, সে ড্রাগন অ্যালিতেই থাকবে। ওখানে অনেক উইজার্ড রয়েছে ওকে চোখে চোখে রাখতে পারবে। রেল স্টেশনে পৌঁছানোনার জন্যে মন্ত্রণালয় থেকে কাল দুটো গাড়ীও পাঠাচ্ছেন ওই কারণেই। ও যেন নিরাপদে ট্রেনে উঠতে পারে, আবার ট্রেন পর্যন্ত যেন উইজলিরা ওর ওপর চোখও রাখতে পারে।

পাশের ঘর থেকে তখনও পার্সি বা রনের ভোঁতা চিৎকার ভেসে আসছে। হ্যারি ভাবছে ওর কেন ভয় লাগছে না? এক হামলায় সাইরাস ব্ল্যাক তেরজনকে মেরেছে, স্বাভাবিকভাবেই উইজলি দম্পতি ভেবেছেন যে আসল ঘটনা জানলে সে ভয়েই মরে যাবে। কিন্তু মিসেস উইজলির সঙ্গে হ্যারি সম্পূর্ণ একমত, অ্যালবাস ডাম্বলডোর যেখানে রয়েছেন সেটাই বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। লোকে সবসময়ই বলে ডাম্বলডোরই একমাত্র ব্যক্তি যাকে লর্ড ভোল্টেমোর্ট ভয় পায়। ভোল্ডেমোর্টের ডান হাত হিসেবে ব্ল্যাকও নিশ্চয়ই ওকে তারই মতো ভয় পাবে?

এছাড়া ওখানে ওই আজকাবান গার্ডরা থাকবে, যাদের দর্শনেই লোকে ভয়ে আধমরা হয়ে যায়। ওরা স্কুলের চারপাশে থাকলে, ব্ল্যাকের সাধ্য নেই ভেতরে ঢোকে।

কিন্তু এসব নয়, যে বিষয়টা হ্যারিকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করছে সেটা হলো তার হগসমিডে যাওয়ার সম্ভাবনা এখন একেবারেই শূন্য। ব্ল্যাক ধরা না পড়া পর্যন্ত কেউই চাইবে না হ্যারি স্কুলের বাইরে যাক। বস্তুত হ্যারি সন্দেহ করছে বিপদ না কাটা পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত তাকে নজরে রাখা হবে।

অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে হ্যারি একটা ভেংচি কাটল। ওরা কি মনে করে? সে নিজে নিজের খেয়াল রাখতে পারবে না? তিন তিনবার সে লর্ড ভোল্ডেমোর্টের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে; সে কোন অপদার্থ নয়...

হঠাৎ করেই ম্যাগনোলিয়া ক্রিসেন্টে ছায়ার মধ্যে দেখা জটা ওর মনের আয়নায় ভেসে উঠল। যখন জানোই সবচেয়ে খারাপ সময়টাই আসছে তখন কি করবে...

আমি ঘাতকের হাতে মরবো না, বেশ জোরেই বলল হ্যারি।

সাবাশ এই তো চাই, বলল ঘরের ঘুম ঘুম আয়নাটা।

দ্য ডিমেন্টার

অরদিন সকালে হ্যারির ঘুম ভাঙ্গালো টম, এক কাপ চা আর ওর স্বভাবসুলভ দন্তহীন হাসি দিয়ে। হ্যারি উঠে তৈরি হয়ে নিল। নাছোড়বান্দা হেডউইগকে ও যখন খাঁচার ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করছে ঠিক সেই সময় একটা সার্টের ভেতর মাথাটা গলাতে গলাতে সবেগে ঘরে ঢুকল রন। খুবই বিরক্ত দেখাচ্ছে ওকে।

যত তাড়াতাড়ি ট্রেনে ওঠা যায় ততই মঙ্গল, বলল সে। আর যাই হোক হোগার্টস-এ পার্সির হাত থেকে তো রেহাই পাওয়া যাবে। এখন কি করেছে ও জানো?

হ্যারির বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, বলবে কি করে। মাথা নাড়ল ও।

আমি নাকি পেনেলোপে ক্লিয়ারওয়াটারের ছবির ওপর চা ফেলেছি, তুমি জানো আমাকে ও অভিযুক্ত করছে, মুখ ভেংচে বলল রন। ওটা ওর গার্লফ্রেন্ড, ফ্রেমের নিচে মুখ লুকিয়ে রেখেছে কারণ ওর নাকে বিচ্ছিরি একটা দাগ হয়ে গেছে যে...

তোমাকে বলার আমার কিছু কথা আছে, হ্যারি শুরু করতে গিয়েছিল, ফ্রেড আর জর্জ এসে পড়ায় থেমে গেলো। ওরা রনকে খুঁজছিল অভিনন্দন জানাবে আবার পার্সিকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পেরেছে বলে।

নাস্তার টেবিলে যাওয়ার পথে রন জিজ্ঞাসা করল, কি যেন বলতে চেয়েছিলে?

ঝড়ের বেগে পার্সিকে আসতে দেখে রন মৃদুস্বরে শুধু বলল, পরে।

রওনা হওয়ার তাড়াহুড়োর মধ্যে হ্যারি না বলতে পারলো রনকে, না হারমিওনকে। মালপত্র, বাক্স প্যাটরা নিয়ে সবাই নিচে নামল।

মিস্টার উইজলি একা বাইরে অপেক্ষা করছেন গাড়ির জন্যে। একটু পরেই দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে বললেন, গাড়ী চলে এসেছে। হ্যারি এদিকে চলে এসো।

পুরনো মডেলের ঘন সবুজ রঙের দুটো গাড়ী। মিস্টার উইজলি হ্যারিকে একেবারে আগলে ধরে প্রথম গাড়িটার কাছে নিয়ে গেলেন।

হ্যারি উঠে পড়ো চট করে, বললেন তিনি মানুষে ঠাসা রাস্তাটার সামনে পেছনে দেখে নিয়ে।

হ্যারি পেছনের সীটে বসল। একটু পরেই এলো হারমিওন, রন এবং রনের গা জ্বালানো পার্সি।

বিশ মিনিট আগেই ওরা কিংস ক্রস রেল স্টেশনে পৌঁছে গেলো। মিনিস্ট্রির ড্রাইভাররা ওদের জন্যে ট্রলি যোগাড় করে এনে ওদের বাক্স প্যাটরা ট্রলিতে তুলে দিয়ে মিস্টার উইজলিকে হ্যাটের কোণা অভিবাদন জানিয়ে গাড়ী নিয়ে চলে গেলো।

একেবারে প্লাটফর্ম পর্যন্ত মিস্টার উইজলি হ্যারিরকে রীতিমত বগলদাবা করে রাখলেন। হ্যারির ট্রলিটা মিস্টার উইজলিই ঠেলে পাটফর্ম সাড়ে ন-এ নিয়ে গেলেন। অন্যদের দুজন দুজন করে আসতে বললেন। স্টিলের হ্যারিয়ারটায় হেলান দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে ওরা দুজনেই পড়ে গেলো। এবং পড়েই দেখতে পেলো হোগার্টস এক্সপ্রেসের টকটকে লাল স্টিম ইঞ্জিনটা ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে উইজার্ড আর উইচ ভর্তি প্লাটফরমটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা সব এসেছে ওদের ছেলেমেয়েদের হোগার্টস-এর ট্রেনে তুলে দিতে।

হাপাতে হাপাতে পার্সি আর জিনি ওদের পেছনে এসে উপস্থিত হলো।

আহ! ওই যে পেনেলোপে। বলল পার্সি ওর চুল বিন্যস্ত করতে করতে। এরই মধ্যে লাল হতে শুরু করেছে ও। জিনি আর হ্যারির মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো, হাসি লুকোবার চেষ্টা করল ওরা দুজনেই।

পার্সি হেঁটে গেলো লম্বা কোকড়া চুলের মেয়েটির দিকে। বুক ফুলিয়ে হাঁটছে পার্সি যেন ওর চকচকে ব্যাজটা কিছুতেই পেনেলোপের দষ্টি এড়িয়ে না যায়।

মিস্টার উইজলি আর হ্যারির নেতৃত্বে ট্রেনের প্রায় পেছনের একটা খালি কামরায় উঠে পড়লো ওরা সদলবলে। কামরায় মালপত্র রেখে, লাগেজ র‍্যাকে হেডউইগ আর কুকশ্যাংককে তুলে দিয়ে ওরা আবার ট্রেন থেকে নামলো মিস্টার অ্যান্ড মিসেস উইজলির কাছ থেকে বিদায় নেয়ার জন্যে।

মিসেস উইজলি সবাইকে আদর করলেন। বিশেষ করে সবার শেষে হ্যারিকে আদরটা যেন একটু বেশিই করলেন। সাবধানে থেকো হ্যারি, থাকবে তো! বললেন মিসেস হ্যারি। এই যে তোমাদের সবার জন্যে স্যান্ডউইচ রইল। হারমিওনের হাতে তুলে দিলেন ওগুলো।

হ্যারি, শান্ত স্বরে ডাকলেন মিস্টার উইজলি। একটু শুনে যাবে। মাথা কঁকিয়ে একটা পিলারের দিকে ইশারা করলেন। অন্যদেরকে মিসেস উইজলির চারদিকে রেখে সে মিস্টার উইজলির পেছন পেছন হেঁটে গেলো পিলারটা পর্যন্ত।

যাওয়ার আগে তোমাকে একটা কথা বলতেই চাই–মিস্টার উইজলির গলায় উত্তেজনা।

কোন সমস্যা নেই মিস্টার উইজলি, বলল হ্যারি নিরুত্তাপ স্বরে, আমি সবই জানি।

তুমি জানো? তুমি কীভাবে জানো?

মানে, আমি মানে–আমি গত রাতে আপনাদের সব কথাই শুনে ফেলেছি। শুনে কোন উপায় ছিল না। বলেই দ্রুত বলল, দুঃখিত।

আমি তো চাইনি তুমি ওভাবে সব কথা জানো, বললেন মিস্টার উইজলি। ওর চোখে স্পষ্ট উদ্বেগ।

না–সত্যিই বলছি এভাবেই ঠিক হয়েছে। এইভাবে আপনাকে ফাজ-এর কাছে আপনার দেয়া কথার খেলাপ হতে হলো না। আবার আমিও জেনে গেলাম কোথায় কিভাবে কি ঘটছে।

হ্যারি, তুমি নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছ।

না, আমি মোটেও ভয় পাইনি, বলল হ্যারি বিশ্বাসযোগ্য স্বরে। সত্যিই, কারণ ওর কথায় মিস্টার উইজলির চোখে স্পষ্ট অবিশ্বাস দেখতে পাচ্ছে হ্যারি। আমি কোন হিরো হওয়ার চেষ্টা করছি না, কিন্তু সিরিয়াসলি জিজ্ঞাসা করছি সাইরাস ব্ল্যাক কি ভোল্ডেমোর্টের চেয়ে ভয়ংকর?

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার উইজলি কুকড়ে গেলেন, কিন্তু ওদিকে গেলেন না।

হ্যারি আমি বিশ্বাস করি ফাজ যা ভাবেন তার চেয়েও কঠিন পদার্থে তুমি তৈরি এবং আমি অবশ্যই খুব খুশি যে তুমি ভয় পাওনি কিন্তু।

আর্থার চিৎকার করে উঠলেন মিসেস উইজলি, ট্রেনের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে ওকে আটকে রেখেছ কেন?

ও আসছে মলি, হ্যারির দিকে ফিরে নিচু স্বরে জরুরি গলায় বললেন, শোন আমাকে তোমার কথা দিতে হবে।

যে আমি ভালো ছেলে হয়ে থাকবে এবং সবসময়ই স্কুলের ভেতরে থাকবো? বলল হ্যারি ভারি স্বরে।

ঠিক এটুকুই না, বললেন মিস্টার উইজলি, হ্যারি কখনই তাকে এত সিরিয়াস দেখেনি। হ্যারি আমাকে কথা দাও, তুমি সাইরাস ব্ল্যাককে খুঁজবে না।

হ্যারি অপলকে তাকিয়ে থেকে বলল, কি!

ট্রেনের শেষ বাঁশি শোনা গেলো। ট্রেনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গার্ডরা কামরার দরজাগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে।

প্রতিজ্ঞা কর হ্যারি, আরো দ্রুত বললেন মিস্টার উইজলি, যাই কিছু ঘটুক কেন!

যে লোকটা আমাকে মারতে চাচ্ছে বলে জানি, সেই লোকটাকে আমি কেন খুঁজতে যাবো? জিজ্ঞাসা করল হ্যারি সোজাসুজি।

আমাকে কথা দাও, যাই শোনো না কেন।

আর্থার জলদি, চিৎকার করে উঠলেন মিসেস উইজলি।

ট্রেনের ইঞ্জিন হুশ করে স্টিম ছেড়ে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে। হ্যারি দৌড়ে গিয়ে কামরার হাতলটা ধরে ফেলল, দরজাটা মেলে দিয়ে রন সরে দাঁড়াল। এক লাফে উঠে পড়ল হ্যারি। জানালা দিয়ে ঝুঁকে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস উইজলির উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। ট্রেনটা বাঁক নেয়ায় ওরা দুজনেই অদৃশ্য হয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে।

ট্রেন ছুটতে শুরু করল তুমুল বেগে।

তোমাদের দুজনের সঙ্গে আমার কথা আছে, হ্যারি বলল রন এবং হারমিওনকে।

জিনি অন্যদিকে যাও তো, বলল রন।

চমৎকার! ক্ষেপে উঠে চলে গেল জিনি।

ট্রেনের করিডোর ধরে এগিয়ে চলল ওরা তিনজন খালি কোন কামরার খোঁজে। কিন্তু সব কটি কামরাই প্যাসেঞ্জারে ঠাসা একেবারে শেষেরটি ছাড়া।

কামরার একমাত্র প্যাসেঞ্জার জানালার ধারে ঘুমিয়ে আছে। ওরা কামরাটা ভালো করে দেখে নিল। হোগার্টস এক্সপ্রেস সাধারণত ছাত্রদের জন্যেই রিজার্ভ থাকে। এপর্যন্ত খাবারের ট্রলি ঠেলা উইচটা ছাড়া আর কোন বয়স্ক যাদুকর বা ডাইনীকে ওরা হোগার্টস এক্সপ্রেসে দেখেনি।

আগন্তুক অত্যন্ত ময়লা একটা উইজার্ড চাদর গায়ে দিয়ে আছে। ওটা আবার জায়গায় জায়গায় তালি দেয়া। ওকে অসুস্থ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তবে ওকে বেশ কম বয়সী মনে হলেও ওর হাল্কা বাদামি রঙের চুলে এখনই পাক ধরে গেছে।

তোমার কি মনে হয়, ও কে? চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল রন। বসে দরজাটা বন্ধ করে দেয়ার পর। ওরা বসেছে জানালার কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে।

প্রফেসর আর.জে লুপিন, ফিস ফিস করে বলল হারমিওন সঙ্গে সঙ্গে।

কীভাবে জানো?

ওর ব্রিফকেসের ওপর লেখা রয়েছে, ওর মাথার ওপরের লাগেজ র‍্যাকে রাখা এখানে সেখানে চোট খাওয়া কেসটা দেখিয়ে বলল হারমিওন।

অবাক হয়ে ভাবতে হয় উনি কি পড়াতে পারেন? ভ্রূ কুঁচকে বলল রন।

সহজেই বোঝা যায়, বলল হারমিওন। একটাই মাত্র পদ খালি আছে তাই? ব্ল্যাক আর্টের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা।

টিকতে পারবে কি না সন্দেহ, বলল রন দ্বিধার সঙ্গে। একটা ভালো ঝাঁকি খেলেই সাধ মিটে যাবে। চাকরিটার সঙ্গে বোধহয় দুর্ভাগ্য জড়িয়ে আছে, কোন শিক্ষকই বছরখানেকের বেশি টিকতে পারেন না–সে যাই হোক, হ্যারির দিকে ঘুরে বলল কি যেন বলতে চেয়েছিলে?

হ্যারি ওদেরকে সব কথাই খুলে বলল। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস উইজলির তর্ক বিতর্ক থেকে শুরু করে স্টেশনে উনি যে তাকে সতর্ক করে দিয়েছেন সব, কিছুই লুকালো না। ওর কথা শেষ হওয়ার পর রন বসে রইল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো, হারমিওনের হাত উঠে এসেছে ওর মুখের ওপর। ওই প্রথম কথা বলল মুখ থেকে হাত নামিয়ে, সাইরাস ব্ল্যাক জেল থেকে পালিয়েছে তোমাকে মারবার জন্যে? ওহ! হ্যারি... তোমাকে আসলেই খুউব খুউব সাবধানে থাকতে হবে। বিপদ খুঁজতে বেরিয়ে পড়বে না হ্যারি..

আমি তো বিপদ খুঁজে বেড়াই না, বিরক্ত হয়ে বলল হ্যারি বিপদই সাধারণত আমাকে খুঁজে পেয়ে যায়।

হ্যারিকে কতটা স্টুপিড হতে হবে সেই উম্মাদটাকে খোঁজার জন্যে, যে কি না ওকেই মারতে চাচ্ছে? বলল রন। কিন্তু ওর ভেতরটা যেন নাড়া খেয়েছে প্রবলভাবে।

হ্যারি যতটা ভেবেছিল খবরটা ওরা তার চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে শুনল। সে নিজে ব্ল্যাককে যতটা ভয় না পায়, রন এবং হারমিওন দুজনেই ওর চেয়ে অনেক বেশি ভয় পেয়েছে।

কেউ জানে না ও ব্যাটা কিভাবে আজকাবান থেকে বেরিয়েছে, বলল রন অস্বস্তির সঙ্গে। এর আগে কেউ কখনও ঐ কঠিন কাজটি কাজ করতে পারেনি। এছাড়াও ব্যাটা ছিল টপ সিকিউরিটি বন্দী।

আমার বিশ্বাস ওরা ওকে ধরবেই, বেশ জোরের সঙ্গে বলল হারমিওন।

ওটা কিসের শব্দ? হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল রন।

একটা ক্ষীণ শব্দ অনেকটা হুইসল-এর মতো কোথাও থেকে আসছে। ঘরের চারদিকটা ওরা ভালো করে দেখল।

ওটা তোমার ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে আসছে হ্যারি, বলল রন।

এক মুহূর্ত পর রন লাগেজ র‍্যাক থেকে হ্যারির ট্রাংক টেনে নামিয়ে ওটা খুলে ফেলল। হ্যারির কাপড়ের ভাজের ভেতর থেকে ওর পকেট স্নিকোস্কোপটা বের করল। রনের হাতে ওটা তীব্র বেগে ঘুরছে আর ওটা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

ওটা ট্রাঙ্কের ভেতরেই রেখে দাও, বলল হ্যারি। যে আওয়াজ করছে আবার ওকে জাগিয়ে দেয়। প্রফেসর লুপিনের দিকে মাথা ঝাঁকাল ও।

ট্রেনের গতি কমে শুরু করল।

আমরা বোধহয় পৌঁছে গেছি, বাইরের ঘন কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল রন।

ঘড়ি দেখল হারমিওন, না পৌঁছাতে পারি না, এখনও অনেক সময় বাকি।

তাহলে আমরা থামছি কেন?

হঠাৎ করেই যেন একটা ধাক্কা খেয়ে ট্রেনটা থেমে গেল। ওরা শুনতে পেলো দুদ্দাড় করে লাগেজগুলো পড়ছে ওপর থেকে। তারপর একসঙ্গে সবগুলো বাতি নিভে গেল পুরো ট্রেনটা ঝপ করে আঁধারে ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন।

আহ আমার পাটা মাড়িয়ে দিলে কে, নিশ্চয়ই তুমি রন, গুঙ্গিয়ে উঠল হারমিওন।

হাতড়ে হাতড়ে হ্যারি ফিরে গেলো ওর সিটে। দেখতে পেলো জানালার কাঁচটা মুছে নিয়ে রন বাইরে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে, বাইরের দিগন্তের পটভূমিতে রনের কাঠামোটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

বাইরে কিছু একটা নড়াচড়া করছে, বলল রন, আমার মনে হচ্ছে কেউ ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করছে...

হঠাৎ করেই কামরার দরজাটা সশব্দে খুলে গেলো। কেউ একজন বিপদজনকভাবে হ্যারির পায়ের ওপর পড়ে গেলো।

দুঃখিত! অন্ধকারে নেভিলের গলা শুনতে পাওয়া গেলো। তোমরা বলতে পারো কি হচ্ছে?

অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে হাতড়ে নেভিলের জমাটা ধরে হ্যারি ওকে তুলল, হ্যালো নেভিল!

কে? হ্যারি! কী হচ্ছে কী ওখানে? কোন ধারণাই নেই! বসো।

আমি যাচ্ছি, ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে আসি ব্যাপারটা কী? বলে হারমিওন হ্যারিকে পেরিয়ে দরজার দিকে এগোল। আবার দরজাটা খুলে গেলো এবং প্রায় একইসঙ্গে একটা ভোতা শব্দ আর দুটো যন্ত্রণাকাতর শব্দ শোনা গেলো।

কে?

কে?

জিনি?

হারমিওন?

অন্ধকারে বেরিয়েছ কেন?

আমি রনকে খুঁজছি

ভেতরে এসে বসো।

অন্ধকারে বসতে গিয়ে হ্যারির ওপরেই প্রায় বসতে গিয়েছিল জিনি, এখানে এখানে আমি হ্যারির গলা পেয়ে সরে বসতে গেলে, উফ নেভিলের কাতরোক্তি শোনা গেল।

আস্তে হঠাৎ একটা ভাঙ্গা গলার স্বর শোনা গেল।

মনে হচ্ছে প্রফেসর লুপিনের ঘুম ভেঙ্গেছে। ওর দিক থেকে হ্যারি নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছে। কেউ কোন কথা বলছে না।

একটা মৃদু ঘর্ষণের শব্দ পাওয়া গেলো। প্রফেসর লুপিনের হাতে অনেকগুলো আলো জ্বলে উঠল। ওর ক্লান্ত বুড়ো চেহারাটা আলোকিত হয়ে উঠল কিন্তু ওর চোখ দুটো খুবই সজাগ এবং সতর্ক।

যে যেখানে আছে ওখানেই থাকো, আবারো ভাঙ্গা গলায় বললেন প্রফেসর। হাতের আলো নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। দরজাটা দিকে এগোচ্ছেন।

কিন্তু! প্রফেসর লুপিন দরজার কাছে পৌঁছানোর আগেই কামরার দরজাটা আবার খুলে গেলো।

প্রফেসর লুপিনের হাতের কম্পিত শিখায় ওরা সবাই দেখতে পেলো চাদর গায়ে বিরাট এক মূর্তি।

মাথা গিয়ে ঠেকেছে একবারে ছাদে।

মুখটা সম্পূর্ণ ঢাকা।

হ্যারির দৃষ্টি ওপর থেকে নিচে নামছে।

কাঁপা কাঁপা শিখার আলোয় হ্যারি যা দেখল তাতেই ওর গা শির শির করে উঠল।

চাদরের তলা থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসেছে, হাতটা

হাতটা চকচক করছে, ছাই রঙের, চিকন এবং হাতে ক্ষত রয়েছে মামড়ির, যেন মরা একটা হাত পানিতে বহুদিন থাকার পর রক্তশূন্য ফ্যাকাশে...

এক মুহূর্তের জন্যে! শুধুমাত্র এক মুহূর্তের জন্যে হাতটা দেখতে পেলো হ্যারি। যেন চাদর পড়া জীবটা হ্যারির দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরেই হাতটা চাদরের তলায় টেনে নিল।

এবং তারপর!

তারপর মুখ ঢাকা জীবটা ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস নিজের ভেতরে টেনে নিল যেন নিঃশ্বাসের চেয়েও বেশিকিছু সে টেনে নিতে চাচ্ছে চারপাশ থেকে।

ওদের সবার ওপর দিয়েই তীব্র একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো। হ্যারি টের পেলো ওর নিজের শ্বাস আটকে গেছে বুকে! ঠাণ্ডাটা ওর চামড়া ভেদ করে একবারে ভেতরে চলে গেছে। একেবারে গভীরে ওর হার্টের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে..

ওর চোখ কপালে উঠে গেলো। ও আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

ঠাণ্ডায় একেবারে ঠাণ্ডায় যেন সে ডুবে যাচ্ছে।

ওর কানে ভেতর রাশি রাশি পানির গর্জন!

ওকে কেউ নিচের দিকে টানছে!

পানির গর্জনটা বাড়ছে...!

অনেক অনেক দূর থেকে চিৎকার শুনতে পেলো হ্যারি। ভয়াবহ, ভীত চিৎকার, ওকে কেউ যেন সাহায্যে করার জন্যে ডাকছে!

যেই হোক হ্যারি সাহায্য করতে চাইল। হাতটা নাড়াতে চাইল হ্যারি। পারছে। হ্যারি ওর হাত নাড়াতে পারছে না...!

একটা ঘন সাদা কুয়াশা ওর চারদিকে ঘুরছে! কেবলই ঘুরছে...

ওর ভেতরে ঘুরছে।

হ্যারি! হ্যারি! তুমি ঠিক আছে তো?

কেউ তার মুখে চাপর মারছে।

কী হয়েছে? হ্যারি চোখ খুলেছে।

ওর ওপরে বাতি জ্বলছে। মেঝেটা কাঁপছে হোগার্টস এক্সপ্রেস আবার চলতে শুরু করেছে, বাতিও ফিরে এসেছে। কামরার মেঝেতে কেন ছিটকে পড়ল? রন আর হারমিওন ওর পাশে হাঁটু গেড়ে আছে। ওদের ওপর দিয়ে নেভিল এবং প্রফেসর লুপিন ওকে দেখছে। অসুস্থ লাগছে নিজেকে। চোখের চশমাটা ঠিক করতে গিয়ে দেখলো সারা মুখ ঠাণ্ডা ঘামে জবজবে হয়ে গেছে!

রন এবং হারমিওন মিলে ওকে ওর আসনে টেনে তুলল।

তুমি ঠিক আছো? ওকে জিজ্ঞাসা করল নার্ভাস রন।

হু ঠিক, বলতে বলতে দরজাটার দিকে তাকালো হ্যারি। মুখ ঢাকা মূর্তিটা নেই। গায়েব হয়ে গেছে। কি হয়েছে? ওই ওইটা কোথায়? ওই যে-কে চিৎকার করছিল?

কই কেউ তো চিৎকার করেনি, রন আরো নার্ভাস।

আলোকোজ্জল কামরাটার চারদিকে ভালো করে দেখল হ্যারি। ওইতো জিনি আর নেভিল বসে আছে, দুইজনই ওর দিকে আছে, দুজনকেই ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

কিন্তু আমি তো স্পষ্ট শুনলাম চিৎকার

খটাস করে একটা শব্দ হলো। ওরা সবাই একেবারে লাফিয়ে উঠল। প্রফেসর লুপিন বড়সড় একটা চকলেট ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করছেন।

নাও, হ্যারির দিকে সবচেয়ে বড় টুকরোটা বাড়িয়ে ধরে বললেন। খেয়ে নাও ভালো লাগবে।

ওটা কী ছিল? লুপিনকে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

ডিমেন্টার, অন্যদের চকলেট দিতে দিতে বললেন প্রফেসর।আজকাবানের একটা ডিমেন্টার।

সকলের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। বিস্ফোরিত নেত্রে সবাই তাকিয়ে রইল প্রফেসরের দিকে। চকলেট র‍্যাপারটা দলা পাকিয়ে পকেটে ভরলেন প্রফেসর।

খাও, আবার বললেন। কাজে দেবে। ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ করতে হবে আমি আসছি... কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর।

তুমি কী সত্যিই ঠিক আছে হ্যারি? ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল উত্তণ্ঠিত হারমিওন।

আমি এখনও বুঝতে পারছি না... কী যে ঘটেছিল? মুখ থেকে আরো ঘাম মুছে বলল হ্যারি।

আমি এখনও বুঝতে পারছি না কী যে ঘটেছিল? মুখ থেকে আরো ঘাম মুছে বলল হ্যারি।

ওই যে ডিমেন্টার না কি যেন, ওইটা ওখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল (মানে আমার মনে হচ্ছে যে ওটা চারদিকেই তাকাচ্ছিল কিন্তু আমি তো ওটার মুখ দেখতে পাইনি) এবং তুমি মানে তুমি।

আমার মনে হচ্ছিল তুমি যেন জ্ঞান হারাচ্ছ। বলল রন। ওকে এখনও ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে। হঠাৎ তুমি যেন কাঠের মতো শক্ত হয়ে সিট থেকে মেঝেতে পড়ে গেলে। তোমার সারা শরীরের তখন খিচুনি দেখে কে!

প্রফেসর লুপিন তোমাকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। ওর যাদুর কাঠিটা বের করে নিয়ে দরজা লক্ষ্য করে ডিমেন্টার না কি যেন ওটার দিকে এগিয়ে গেলেন, বলল হারমিওন। আর বললেন যাও, আমরা কেউই কাপড়ের নিচে সাইরাস ব্ল্যাককে লুকিয়ে রাখিনি, যাও। তবুও ওটা যাচ্ছে না দেখে বিড় বিড় করে কিছু বললেন প্রফেসর, তখন ওর যাদুকাঠি থেকে রূপালি কি একটা বেরিয়ে উম্মাদটার দিকে ছুটে গেলো। তখন ওটা ঘুরে যেন হাওয়ায় উড়ে চলে গেল...

ভয়াবহ একটা ব্যাপার। তোমাদের মনে আছে ওটা যখন দরজায় এলো কামরাটা কীরকম ভয়ংকর রকমের ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল? স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু গলায় বলল নেভিল।

আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা এত অস্বাভাবিক লাগছে যে মনে হচ্ছে আর কোনদিনই আমি নিজে স্বাভাবিক হতে পারবো না... বলল রন।

জিনি জড়সড় হয়ে বসে আছে এক কোণায়। ধাক্কাটা ওর হ্যারির চেয়ে কম লাগেনি। ফঁপিয়ে কেঁদে উঠল। হারমিওন এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু তোমরা কেউ কি তোমাদের সিট থেকে পড়ে গিয়েছিলে? প্রশ্ন করল হ্যারি।

না, রনের জবাব, হ্যারির দিকে উদ্বেগের সঙ্গে তাকাল সে। অবশ্য জিনি হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো কাঁপছিল...

হ্যারি কিছুই বুঝতে পারছে না। ওর কাছে সবকিছুই ঘোলাটে মনে হচ্ছে। দুর্বল লাগছে, শীত শীত করছে যেন ফুর আক্রমণ থেকে উঠে এসেছে এই মাত্র। মনে মনে লজ্জাও পেল হ্যারি। সে কেন এমন ভেঙ্গে পড়ছে যখন আর কেউ এত বিপর্যস্ত হয়নি?

ফিরে এসেছেন প্রফেসর লুপিন। কামরায় ঢোকার আগে যেন একটু দম নিলেন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। চারদিক তাকিয়ে বললেন, ও চকলেটটায় কিন্তু বিষ মেশানো নেই।

প্রফেসর ঘরে ঢোকা পর্যন্ত সবার হাতের চকলেট হাতেই ধরা ছিল। প্রথমে হ্যারি কামড় দিয়ে এক টুকরা মুখে পুরলো। আশ্চর্যের ব্যাপার আঙুলের ডগায় উষ্ণতা ফিরে পেলো ও।

দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা হোগার্টস-এ পৌঁছে যাবো, বললেন প্রফেসর লুপিন। হ্যারি, ভালো বোধ করছ তো?

হ্যারি জিজ্ঞাসা করল না, প্রফেসর তার নাম জানলেন কিভাবে।

ভালো, বিড় বিড় করে বলল সে, ব্রিতও বোধ করছে একটু।

যাত্রার বাকি সময়টা আর খুব বেশি কথা হলো না। অবশেষে ট্রেন থামল হগসমিড স্টেশনে। ট্রেন থেকে নামার জন্য বিরাট একটা হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল; পেঁচার ডাক, বিড়ালের মিয়াও এবং টুপির নিচে থেকে নেভিলের পোষা ব্যাঙের ডাক, সব মিলিয়ে বিরাট একটা হৈ চৈ। প্লাটফর্মে ভীষণ ঠাণ্ডা; বৃষ্টি পড়ছে যেন বরফের ছুরি।

প্রথম বর্ষ এই দিকে! পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে হ্যাগ্রিডের দৈত্যাকার কাঠামোটাকে দেখতে পেলো ওরা প্লাটফরমের অন্য প্রান্ত থেকে, ডাকছে ভীত–সন্ত্রস্ত নতুন ছাত্রদের লেক-এর ওপর দিয়ে ওদের ঐতিহ্যবাহী যাত্রার জন্যে।

এই যে তোমরা তিনজন? সকলের মাথার ওপর দিয়ে চিৎকার করে উঠল হ্যাগ্রিড। হাত নাড়ল ওরা, কিন্তু কথা বলার সুযোগ পেল না। চারদিকের মানুষের চাপ ওদের ঠেলে নিয়ে গেল প্লাটফরমের আরেক দিকে। অন্য ছাত্রদের অনুসরণ করে উঁচু নিচু মাটির রাস্তায় উঠে এলো হ্যারি, রন আর হারমিওন। কমপক্ষে একশো ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা করছে ওখানে। হ্যারির ধারণা ওগুলো টেনে নিয়ে যায় অদৃশ্য সব ঘোড়া, কারণ ওরা যখন ভেতরে চেপে বসে দরজা বন্ধ করল, নিজে নিজেই চলতে শুরু করল ঘোড়ার গাড়ীটা, লাফিয়ে উঠল এবড়ো খেবড়ো রাস্তায়।

গাড়ির মধ্যে খড় এবং ছাতা পড়ার স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ পাচ্ছে সে সামান্য। চকলেটটা খাওয়ার পর থেকে ওর ভালোই বোধ হচ্ছে, কিন্তু এখনও দূর্বল লাগছে। রন আর হারমিওন আড়চোখে দেখছে ওকে, যেন ভয় পাচ্ছে আবার অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে সে।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল চমৎকার এক লোহার গেটের দিকে গাড়িটা এগোচ্ছে। হ্যারি দেখল গেটের দুপাশে পাখাওয়ালা শূকর মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথরের দুটো পিলার। আরো দেখল দুদিকে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে ওগুলোর চেয়ে দীর্ঘ দুজন ডিমেন্টর। আবার একটা অসুস্থ শীতল অনুভূতি যেন ওকে গ্রাস করতে উদ্যত হলো। সীটে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে ফেলল হ্যারি, চোখ বন্ধ করেই গেটটা অতিক্রম করল।

দীর্ঘ ঢালু সড়কটায় গাড়ির গতি বেড়ে গেল; ছোট্ট জানালাটা দিয়ে মুখ বের করে হারমিওন দেখল প্রাসাদশৃঙ্গ আর টাওয়ার গুলো ক্রমশ কাছে চলে আসছে। অবশেষে একটা দোল খেয়ে থামল ঘোড়ার গাড়িটা, হারমিওন আর রন নামল।

হ্যারি যখন নামছে তখন শুনল কে যেন টেনে টেনে বলছে, তুমি কি জ্ঞান হারিয়েছিলে পটার? লংবটম কি সত্য কথাই বলছে? সত্যিই তুমি জ্ঞান হারিয়েছিলে?

হারমিওনকে কনুই দিয়ে সরিয়ে পাথরের ধাপের ওপর হ্যারির পথ আঁটকে দাঁড়াল ম্যালফয়, খুশিতে ঠিকরে পড়া ওর নিস্প্রভ চোখ দুটো বিতৃষ্ণায় চক চক করছে।

দাঁতে দাঁত চেপে রন বলল, সরে দাঁড়াও ম্যালফয়।

তুমিও কি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে উইজলি? জোরে জোরে কথা বলছে ম্যালফয়। ডিমেন্টরটা কি তোমাকেও ভয় পাইয়ে দিয়েছিল?

কোন সমস্যা? শান্ত একটি স্বর শোনা গেল। পরের গাড়িটা থেকে এইমাত্র নামলেন প্রফেসর লুপিন।

প্রফেসরের দিকে একটা বেয়াড়া দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল ম্যালফয়, ওর দৃষ্টি ঘুরে গেল প্রফেসরের পোশাকের তালি দেয়ায় দুমড়ানো পুরনো স্যুটটার দিকে। স্বরে সামান্য বিদ্রূপ মেখে

বলল সে,ওহ, না, না–মানে–কিছু না প্রফেসর। ক্র্যাব আর গোয়েলের দিকে তাকিয়ে আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে ওদের নিয়ে প্রাসাদের দিকে উঠে গেল সে।

পেছন থেকে রনকে গুতো দিল হারমিওন দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য, ওরা তিনজন অন্য সকলের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাথরের ধাপগুলো বেয়ে উঠতে শুরু করল। সামনের বিশাল ওক–কাঠের দরজার ভেতর দিয়ে প্রথম বড় হলটায় এলো ওরা, জ্বলন্ত মশালের আলোয় পুরো হলটা উজ্জ্বল হয়ে আছে। অনেকগুলো গুহা রয়েছে হলে, আরো রয়েছে ওপর তলায় যাওয়ার মার্বেল সিঁড়িটা।

ডান দিকের দরজাটা গ্রেট হলে যাওয়ার; সকলের পিছু পিছু হ্যারি ওই দরজাটার দিকে এগোলো, জাদু করা আর সিলিংটায় মাত্র চোখ পড়েছে, কালো মেঘাচ্ছন্ন; এমন সময় শুনতে পেলো পটার! গ্রেঞ্জার! আমার সঙ্গে দেখা করো দুজনই!

হ্যারি আর হারমিওন ঘুরে দাঁড়াল, অবাক। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, ট্রান্সফিগিউরেশন টিচার এবং গ্রিফিন্ডর হাউজের প্রধান, ডাকছেন ওদের। কঠোর মুখো ডাইনী একজন, টান করে চুল বাধা; চশমার চৌকো ফ্রেমের মধ্যে বসানো তীক্ষ্ণ এক জোড়া চোখ। ভিড় ঠেলে হ্যারি এগিয়ে গেল ওঁর দিকে, বুক কাঁপছে আশংকায়। প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে দেখলেই কোথায় আমি যেন একটা ভুল করেছি এমন একটা অনুভূতি হয় হ্যারির।

অত উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই, আমার অফিসে শুধু তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই, ওদেরকে আশ্বস্ত করলেন প্রফেসর। তুমি এগিয়ে যাও উইজলি।

প্রফেসর ম্যাকগোনাল হ্যারি আর হারমিওনকে ভীড় থেকে বের করে নিয়ে গেলেন, তাকিয়ে রইল রন। ওরা ওঁর সঙ্গে বাইরের হলটা পেরিয়ে, মার্বেল পাথরের সিঁড়িটা বেয়ে উপরে উঠে করিডোর ধরে এগিয়ে গেল।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের অফিস ঘরটা ছোট্ট, ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। ওদেরকে বসবার জন্যে ইশারা করলেন প্রফেসর। ডেস্কের পেছনে বসে হঠাৎ করেই যেন বললেন, তোমরা আসার আগেই প্রফেসর লুপিন পেঁচা পাঠিয়ে সব খবর দিয়েছেন, ট্রেনে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে, পটার।

হ্যারি জবাব দেয়ার আগেই, আস্তে টোকা পড়ল দরজায়, এবং হাসপাতালের ট্রেন ম্যাডাম পমফ্রে সজোরে প্রবেশ করল ভেতরে।

হ্যারির মনে হলো ওর মুখটা লাল হয়ে গেছে। ও যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সেটাই যথেষ্ট খারাপ হয়েছে, এখন আবার সবাই ঘটনাটা নিয়ে যেভাবে হৈচৈ শুরু করে দিয়েছে সেটা আরো খারাপ।

আমি ভালো আছি, বলল সে। আমার কোন কিছুর দরকার নেই

ওহ, তাহলে তুমিই, তাই কী? ওর কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে বললেন ম্যাডাম পমফ্রে। (ওকে আরো ভালো করে দেখবার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকলেন। মনে হয় আবারো কোন ভয়ংকর কিছু করেছ?

একটা ডিমেন্টার এর কারণ পপি, বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

ওদের মধ্যে ক্ষুব্দ দৃষ্টি বিনিময় হলো। ম্যাডাম পমফ্রে ব্যাপারটা পছন্দ করল না।

স্কুলের চারদিকে ডিমেন্টার বসানো, বিড় বিড় করে বললেন ম্যাডাম পমফ্রে, হ্যারির চুল সরিয়ে কপালটা পরীক্ষা করছেন তিনি। ওই প্রথম অজ্ঞান হয়নি ওই পিশাচগুলোকে (ডিমেন্টার) দেখে। ইস শরীর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ভয়াবহ। ওই ওরা ওই ডিমেন্টরগুলো! যারা এমনিতেই নাজুক, দুর্বল, ওদের ওপর এই হতভাগাগুলোর যে আছর হয়

আমি নাজুক নই! ক্ষুব্ধ কণ্ঠে হ্যারি বলল।

অবশ্যই তুমি নও, বললেন মাদাম পমফ্রে অন্যমনস্কভাবে, ওর পালস দেখছেন তিনি।

ওর কী দরকার? শুষ্ক গলায় জিজ্ঞাসা করলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। বিশ্রাম? অথবা আজ রাতে হাসপাতালেও থাকতে পারে?

আমি ভালোই আছি! লাফিয়ে উঠে বলল হ্যারি। ও হাসপাতালে যাচ্ছে শুনে ড্র্যাকো ম্যালফয় কি বলতে পারে এই ভাবনাটাই ওর জন্যে একটা নির্যাতন।

বেশ, নিদেনপক্ষে ওর কয়েকটা চকলেট খাওয়াই উচিৎ, বললেন মাদাম পমফ্রে, হ্যারির চোখ দুটো ভালো করে দেখার চেষ্টা করছেন এখন তিনি।

এরই মধ্যে আমি কয়েকটি খেয়েছি, বলল হ্যারি। প্রফেসর লুপিন দিয়েছিলেন আমাদের সবাইকে।

দিয়েছিলেন? অনুমোদনের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন মাদাম পমফ্রে। তাহলে অবশেষে আমরা ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস-এর এমন একজন শিক্ষক পেলাম যিনি তার বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারগুলোও জানেন।

তুমি ঠিক বলছ তো পটার, ঠিক আছো? তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

হ্যাঁ, বলল হ্যারি।

ঠিক আছে। একটু বাইরে অপেক্ষা করো, ততক্ষণে মিস গ্রেঞ্জারের সঙ্গে ওর রুটিন সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে নিই, তারপর একসঙ্গে যাওয়া যাবে রাতের খাওয়া খাবার জন্যে।

মাদাম পমফ্রের সঙ্গে করিডোরে বেরিয়ে এলো হ্যারি। বিড় বিড় করতে করতে হাসপাতালের উদ্দেশে চলে গেলেন তিনি। কয়েক মিনিট পরই বেরিয়ে এলো হারমিওন, কোন একটা ব্যাপারে তাকে বেশ খুশি দেখাচ্ছে, ওর পেছন পেছন বেরিয়ে এলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, তিনজন ওরা মার্বেল সিঁড়ি ধরে নিচতলায় নেমে এলো, গ্রেট হলে।

যেন সরু লম্বা কালো টুপির সমুদ্র; প্রত্যেকটি হাউজ–টেবিলের দুই দিকে বসেছে ছাত্ররা, হাজার মোমবাতির আলোয় চকচক করছে সকলের চেহারা। মোমবাতি গুলো ভাসছে বাতাসে ঠিক টেবিলগুলোর ওপরে। প্রফেসর ফ্লিটউইক, বেটেখাট জাদুকর, এক মাথা সাদা ধবধবে চুল, একটি প্রাচীন হ্যাট আর তেপায়া বের করে নিয়ে যাচ্ছেন হল থেকে।

ওহ, বলল হারমিওন আস্তে করে, আমরা বাছাইটা মিস করলাম।

বাছাই-হ্যাট! হোগার্টস-এর নতুন ছাত্রদেরকে যার যার হলের জন্য বাছাই করে দেয়। যে হলের জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্রটি উপযুক্ত (গ্রিফিন্ডর, র‍্যাভেনক্ল, হাফলপাফ অথবা স্লিথারিন) সেই হলের নাম সজোরে উচ্চারণ করে বাছাই–হ্যাট। তার জন্য সংরক্ষিত আসনটার দিকে হেঁটে গেলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, হ্যারি আর হারমিওন গেল অন্য দিকে গ্রিফিন্ডর টেবিলের উদ্দেশে। ওরা হলের পেছন দিকে হেঁটে যাচ্ছে নিঃশব্দে, সকলের চোখ ওদের দিকে, দু একজন আঙুল তুলে হ্যারিকে দেখাল। ডিমেন্টর দেখে ওর অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা কী এত দ্রুতই ছড়িয়ে পড়েছে?

সে আর হারমিওন রনের দুই পাশে বসল, ওদের জন্য যায়গা রেখেছিল সে।

কী জন্যে ডেকেছিল তোমাকে? চুপি চুপি ও জিজ্ঞাসা করল হ্যারিকে।

ওকে ব্যাপারটা খুলেই বলতে শুরু করেছিল হ্যারি, ঠিক সেই সময় স্বয়ং হেডমাস্টার উঠে দাঁড়ালেন, ওদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবার জন্যে। থেমে গেল সে।

প্রফেসর ডাম্বলডোর, যদিও অনেক বয়স্ক, তবুও তাকে দেখলে মনে হয়, যেন প্রচুর প্রাণশক্তি রয়েছে তার মধ্যে। কয়েক ফুট লম্বা সাদা চুল আর দাড়ি, অর্ধ চন্দ্রাকৃতি চশমা এবং খুবই বাকা নাক। প্রায়ই বলা হয় তিনি হচ্ছেন যুগের সবচেয়ে বড় জাদুকর। অবশ্য শুধু সেই জন্যেই হ্যারি যে তাকে শ্রদ্ধা করে, তা নয়। আসলে অ্যালবাম ডাম্বলডোরের ওপর আস্থা না রেখে পারা যায় না। ছাত্রদের দিকে তাকে উদ্ভাসিত হাসি নিয়ে তাকাতে দেখে, ট্রেনের কামরায় ডিমেন্টারটাকে দেখবার পর এই প্রথমবারের মতো সত্যিই নিরাপদ বোধ করল হ্যারি।

স্বাগতম! বললেন ডাম্বলডোর, মোমের আলোটা কাঁপছে ওঁর দাড়িতে পড়ে। হোগার্টস-এ আরেক বছরের জন্য স্বাগতম! তোমাদেরকে আমাদের কিছু কথা বলবার আছে, এবং এর মধ্যে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমার মনে হয় আমাদের অতি চমৎকার ভূরিভোজের আগেই সেটা বলে নেয়া ভালো।

গলা পরিষ্কার করে বলে যেতে লাগলেন ডাম্বলডোর, হোগার্টস এক্সপ্রেস-এ ওদের খোঁজাখুঁজির পর তোমরা নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে লক্ষ্য করেছ আমাদের স্কুলেও এখন কয়েকজন ডিমেন্টর রয়েছে, ওরা এখানে ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

থামলেন তিনি, হ্যারির মনে পড়ল মিস্টার উইজলি বলেছিলেন, ডিমেন্টররা স্কুল পাহারা দিচ্ছে, ব্যাপারটা তার পছন্দ নয়।

মাঠে যাওয়ার সব কয়টি প্রবেশ পথে ওরা রয়েছে, বলে চলেছেন ডাম্বলডোর, এবং যতদিন ওরা এখানে থাকছে, তোমাদের কাছে বিষয়টা পরিষ্কার করে বলছি, অনুমতি ছাড়া কেউই স্কুল ছেড়ে যাবে না। ছদ্মবেশ ধরে কৌশল করে ডিমেন্টরদের বোকা বানানো যায় না–অথবা অদৃশ্য হওয়ার জামা পড়েও নয়। সোজা সাপ্টা বললেন তিনি, দৃষ্টি বিনিময় করল হ্যারি আর রন। কোন অজুহাত বা অনুরোধ উপরোধ বোঝা ডিমেন্টরদের স্বভাবে নেই। সুতরাং আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি, তোমাদের ক্ষতি করবার মতো কোন কারণ ওদের জন্য তৈরি করবে না। আমি প্রিফেক্ট, নতুন হেড–বয় এবং হেড–গার্লদের উপর নির্ভর করছি যেন ওরা নিশ্চিত করে, কোন ছাত্র ভুল করেও যেন কোনভাবে ডিমেন্টরদের সঙ্গে জড়িয়ে না যায়।

পার্সি বসেছিল হ্যারি থেকে কয়েক আসন দূরে, এবার বুক ফুলিয়ে বসল সে, চারদিক তাকাল একটা ভাব নিয়ে। থামলেন ডাম্বলডোর; চারদিকে তাকালেন গম্ভীরভাবে, কেউ কোন শব্দ করছে না, নড়ছেও না কেউ।

আর খুশির খবর হলো, বলছেন ডাম্বলডোর, এ বছর আমাদের মধ্যে আরো দুজন নতুন শিক্ষককে স্বাগত জানাতে পেরে আমি আনন্দিত।

প্রথমে, প্রফেসর লুপিন, যিনি, ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস-এর শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণে সদয় হয়েছেন।

এলোমেলো কয়েকটা করতালি শোনা গেল, কিন্তু কোন উৎসাহ দেখা গেল না। শুধু, যারা ট্রেনে প্রফেসর লুপিনের সঙ্গে এক কামরায় ছিলেন তারাই জোরে জোরে তালি দিল, তার মধ্যে হ্যারিও রয়েছে। শিক্ষকরা সব তাদের সবচেয়ে ভাল পোশাক পড়ে রয়েছে, প্রফেসর লুপিনকে এদের মধ্যে সত্যিই মলিন এবং বেমানান দেখাচ্ছিল।

স্নেইপের দিকে দেখো, হ্যারির কানে কানে বলল রন।

প্রফেসর স্নেইপ, পোশন টিচার, স্টাফ টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে অপলক তাকিয়ে রয়েছেন প্রফেসর লুপিনের দিকে। সবাই জানে, প্রফেসর স্নেইপই এই বিষয়টা পড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হ্যারি স্নেইপকে রীতিমত ঘৃণা করে, সেও স্নেইপের সরু ফ্যাকাশে মুখের অভিব্যক্তির তাকিয়ে দিকে বিস্ময়ে ভয়ে হতবাক হয়ে গেল। রাগের চেয়ে বেশি ঘৃণা যেন ফুটে উঠেছে ওর চেহারায়। এই অভিব্যক্তি হ্যারির খুব চেনা, কারণ যতবার প্রফেসর স্নেইপ ওর দিকে তাকিয়েছেন ততবারই ওর চেহারায় এই ভাব দেখেছে সে।

আর আমাদের দ্বিতীয় নিয়োগের ব্যাপারে, কথা শেষ হয়নি প্রফেসর ডাম্বলডোরের, প্রফেসর লুপিনের জন্য করতালি থেমে গেছে, দুঃখের সঙ্গে তোমাদের জানাতে হচ্ছে প্রফেসর কেটলবার্ণ, আমাদের কেয়ার অফ ম্যাজিকাল ক্রিয়েচার্স বিষয়ের যিনি শিক্ষক ছিলেন, তিনি গত বছরের শেষে অবসরে চলে গেছেন, তার অবশিষ্ট হাত এবং পায়ের জন্যে আরো বেশি সময় দিতে চান তিনি। আমি খুবই আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, তার যায়গাটি নিচ্ছেন, আর কেউ নয়, রুবিয়াস হ্যাগ্রিড, ওর পশু দেখাশোনার পাশাপাশি এই কাজটিও করতে সম্মত হয়েছে সে।

হ্যারি, রন আর হারমিওন তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে ওরা। তারপর যোগ দিল অন্যান্যদের সঙ্গে করতালিতে, এবং গ্রিফিন্ডর টেবিল থেকে সেটা সবচেয়ে জোরে শোনা গেল। সামনের দিকে ঝুঁকে হ্যাগ্রিডকে দেখার চেষ্টা করল হ্যারি, মুখ একেবারে চুণির মতো লাল হয়ে গেছে ওর, নিজের বিশাল দুই হাতের দিকে চেয়ে রয়েছে সে, কালো দাড়ির জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে আছে ওর বিখ্যাত হাসিটা।

আমাদের বোঝা উচিৎ ছিল! চিৎকার করে উঠল রন, বইটা টেবিলের উপর সজোরে রেখে, ও ছাড়া আর কে আমাদেরকে কামড়াতে পারে এমন বই পাঠাবে?

হ্যারি, রন আর হারমিওনের করতালি সবার শেষে থামল, প্রফেসর ডাম্বলডোর আবার বলতে শুরু করলেন, ওরা দেখল টেবিল ক্লথের কোণা দিয়ে হ্যাগ্রিড ওর চোখের পানি মুছছে।

ঠিক আছে, আমার মনে হয় এটুকুই ছিল তোমাদের জানাবার মতো জরুরী কথা, বললেন ডাম্বলডোর। এবার ফিস্ট শুরু করা যাক।

ওদের সামনে রাখা সোনালী প্লেট আর পানপাত্রগুলো হঠাৎ করেই পূর্ণ হয়ে গেল। হ্যারিরও যেন বেশ ক্ষুধা পেয়ে গেল, হাতের কাছে যা যা পেল তাই মুখে পুরতে শুরু করল সে।

অপূর্ব সুস্বাদু খাবার সব; হাসি, গল্প, কথা এবং কাঁটা চামচ ও ছুরির শব্দে পুরো হল ঘরটা মুহূর্তের মধ্যেই মুখর হয়ে উঠল। হ্যারি, রন আর হ্যাগ্রিড তাড়াতাড়ি খাওয়া সারতে চাইছে যেন হ্যাগ্রিডের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায়। ওরা জানে, ওকে যে শিক্ষক বানানো হয়েছে সেটা ওর কাছে কতখানি। হ্যাগ্রিড পূর্ণ জাদুকর নয়; থার্ড ইয়ারে পড়বার সময় ওকে হোগার্টস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, বের করে দেয়া হয়েছিল যে অপরাধের জন্যে সেটা ও করেইনি। গত বছর হ্যারি, রন আর হারমিওন মিলে সেই অভিযোগ থেকে হ্যাগ্রিডকে মুক্ত করেছিল।

সোনালী পাত্র থেকে অবশেষে কদর কেক-এর শেষ দানাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ডাম্বলডোর যখন বললেন এবার শুতে যাওয়ার সময় হয়েছে, তখন ওরা ওদের সুযোগ পেল।

অভিনন্দন, হ্যাগ্রিড! শিক্ষকদের টেবিলে পৌঁছতে পৌঁছতে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল হারমিওন।

এ সবই তোমাদের তিনজনের জন্য সম্ভব হয়েছে, চকচকে মুখটা ন্যাপকিনে মুছে নিয়ে মুখ তুলে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল ও। বিশ্বাস হয় না বিশাল হৃদয়ের মানুষ ডাম্বলডোর প্রফেসর কৌলবার্ণ অবসর নেয়ার কথা বলবার পর সোজা আমার কুড়েঘরে চলে এলেন... আমি আজীবন এটাই হতে চেয়েছিলাম

আবেগে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল সে, ন্যাপকিনে মুখ আড়াল করল।

প্রফেসর ম্যাকগোনাল ওদেরকে এরপর প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেলেন যার যার হোস্টেলে।

স্রোতের মতো ওপরে উঠছে গ্রিফিন্ডররা মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে, করিডোর ধরে, ওপরে এবং আরো ওপরে, সিঁড়ে বেয়ে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে ঢোকার গোপন প্রবেশ পথের দিকে ক্লান্ত হ্যারি, রন আর হারমিওন ওদের অনুসরণ করল। থামল এসে গোলাপী পোশাক পরা সুলকায় এক মহিলার বিশাল এক ছবির সামনে, ছবির ভেতর থেকে মহিলা ওদের জিজ্ঞাসা করল, পাসওয়ার্ড?

আসছি, আসছি! ভীড়ের পেছন থেকে চিৎকার করছে পার্সি। নতুন পাসওয়ার্ড হচ্ছে ফরচুনা মেজর!

ওহ! না, আবারও একটি নতুন পাসওয়ার্ড বলল নেভিল লংবটম বিষণ্নভাবে। পাসওয়ার্ড মনে রাখতে ওর খুব অসুবিধা হয়।

ছবির ফুটোটার মধ্য দিয়ে কমন রুমের ভেতর গিয়ে, মেয়েরা এবং ছেলেরা আলাদা হয়ে গেল যার যার সিঁড়ির দিকে। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠছে হ্যারি, হোগার্টস-এ ফিরে আসার আনন্দ ছাড়া আর কিছুই ভাবছে না সে এখন। পরিচিত বৃত্তাকার রুমটায় পৌঁছল ওরা, ঘরটার পাঁচটি ফোর–পোস্টার বিছানা যথাস্থানেই রয়েছে, চারদিকে তাকিয়ে হ্যারি ভাবল অবশেষে সে যেন বাড়ি ফিরে এলো।

ট্যালন এবং চা পাতা

পরদিন সকালে নাস্তার জন্যে গ্রেট হলে গিয়ে হ্যারি, রন এবং হারমিওন দেখল ড্র্যাকো ম্যালফয় এক দল স্লিথারিনকে যেন কি একটা গল্প বলে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করছে। ওরা যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, ম্যালফয় তখন অদ্ভুতভাবে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার অভিনয় করল, একসঙ্গে হেসে উঠল স্লিথারিনের দল।

পাত্তা দিও না, বলল হারমিওন, একেবারে হ্যারির ঠিক পেছনে রয়েছে সে। একেবারেই পাত্তা দেবে না, ও এর যোগ্য নয়

এই যে পটার! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিলের মতো চিৎকার করে উঠল প্যানসি পারকিনসন, সিথারিনদের এই মেয়েটার চেহারাটাই ঝগড়াটে। পটার! ডিমেন্টররা আসছে, পটার! উউউউউউউউ!

গ্রিফিন্ডর টেবিলে জর্জ উইজলির পাশে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল হ্যারি।

নতুন থার্ড–ইয়ারের রুটিন, বলল জর্জ, ওগুলো বাড়িয়ে ধরে। হ্যারি, তোমার আবার কি হলো?

ম্যালফয়, বলল রন, জর্জের অন্য পাশে বসতে বসতে। কটমট করে তাকিয়ে রয়েছে ও স্লিথারিন টেবিলটার দিকে।

মাথা তুলে জর্জ দেখতে পেলো ম্যালফয় আবার ভয়ে অজ্ঞান হওয়ার অভিনয় করছে।

ওই পুঁচকে পাজিটা, শান্ত স্বরে বলল সে। কাল রাতে ডিমেন্টররা যখন ট্রেনে আমাদের দিকে এলো তখন ওকে এতো বড়বড় করতে দেখা যায়নি। দৌড়ে আমাদের কামরায় এসে লুকিয়েছিল, তাই না ফ্রেড?

প্রায় কাপড় খারাপ করে ফেলেছিল আর কি, বলল ফ্রেড, ম্যালফয়ের দিকে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে।

আমি নিজেও খুব খুশি হইনি, বলল জর্জ। এই ডিমেন্টরগুলি ভয়াবহ ...

ভেতরটা একেবারে বরফ করে দেয়, তাই না? বলল ফ্রেড।

তুমি তো অজ্ঞান হওনি, হয়েছ? নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

বাদ দাওতো, ভুলে যাবার চেষ্টা করো, ওকে চাঙ্গা করবার জন্যে বলল জর্জ। ফ্রেড, মনে আছে ড্যাডকে একবার আজকাবানে যেতে হয়েছিল? এসে বললেন এর চেয়ে খারাপ যায়গায় তিনি কখনো যাননি। ফিরে এসেছিলেন তিনি দুর্বল, কাঁপতে কাঁপতে ওই

ডিমেন্টররা যে কোন যায়গার সবটুকু আনন্দ শুষে নিতে পারে। ওখানকার সব বন্দী নাকি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায়।

ঠিক আছে দেখা যাবে আমাদের প্রথম কুইডিচ ম্যাচ-এর পর ম্যালফয়কে কেমন খুশি দেখা যায়, বলল ফ্রেড। মনে আছে তো, এই মওশুমের প্রথম খেলা গ্রিফিন্ডর বনাম স্লিথারিন?

এ পর্যন্ত একবারই মাত্র হ্যারি আর ম্যালফয় কুইডিচ খেলায় মুখোমুখি হয়েছিল, আর সেবার ভালোই পর্যন্ত হয়েছিল ম্যালফয়। মনে মনে একটু উৎফুল্ল বোধ করল হ্যারি, সসেজ আর ফ্রাইড টমেটো টেনে নিয়ে খেতে শুরু করল।

নতুন রুটিনটা দেখছে হারমিওন।

বাহ, চমৎকার, আজ থেকে কয়েকটি নতুন বিষয় শুরু হচ্ছে, খুশি হয়ে বলল সে।

হারমিওন, রন বলল, ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকিয়ে, ওরা তোমার রুটিনে গণ্ডগোল পাকিয়ে দিয়েছে। দেখো–প্রত্যেকদিন প্রায় দশটা বিষয়ের ক্লাশ হবে। কিন্তু অত সময় কোথায়!

ও আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। এরই মধ্যে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল-এর সঙ্গে সব ঠিকও করে নিয়েছি।

কিন্তু দেখো, হাসতে হাসতে বলল রন, আজ সকালের রুটিনটাই দেখো? সকাল নয়টায় ডিভাইনেশন। এর নিচে আবার লেখা রয়েছে, নয়টায় মাগল স্টাডিজ। এবং রুটিনের দিকে আরো ঝুঁকে গেল রন, বিশ্বাস হচ্ছে না তার, দেখো এর নিচে আবার লেখা অ্যারিথম্যানসি, সকাল নটায়। মানে আমি বলতে চাচ্ছি, এটা ঠিক যে তুমি ভালো ছাত্রী, কিন্তু কেউই তো অত ভালো হতে পারে না। একই সঙ্গে তুমি তিন তিনটি ক্লাসে উপস্থিত থাকবে কীভাবে?

বোকার মতো কথা বলো না, বলল হারমিওন। আমি একই সময়ে তিনটি ক্লাসে নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকব না।

বেশ, তাহলে—

মোরব্বাটা এদিকে এগিয়ে দাও, বলল হারমিওন।

কিন্তু–

আহ, রন, আমার রুটিনটা যদি পূর্ণ থাকে তাতে তোমার কি? চট করে বলল হারমিওন। তোমাকে বলেছি না প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের সঙ্গে সব মিলিয়ে নিয়েছি আমি।

ঠিক ওই সময় হ্যাগ্রিড প্রবেশ করল গ্রেট হলে। চামড়ার লম্বা একটা ওভারকোট পরনে, বিশাল একটা হাতে অন্যমনস্ক একটা মৃত খাটাশ দোলাচ্ছে।

স্টাফ টেবিলের দিকে যেতে যেতে সে বলল, সব ঠিক তো? দুপুরের খাবারের ঠিক পরই তোমরা যাচ্ছো আমার প্রথম ক্লাসে! সেই ভোর পাঁচটায় উঠেছি সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছি ... আশাকরি সব ঠিকঠাক আছে ... আমি শিক্ষক, ছাত্র পড়াব। সত্যি বলতে কি।

ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে একটা হাসি দিয়ে, স্টাফ টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল খাটাশটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে।

ভাবছি, ও আবার কী তৈরি করে রাখছিল? রনের কণ্ঠে উদ্বেগ।

হলটা খালি হতে শুরু করল। সবাই যার যার প্রথম ক্লাসটা ধরতে বেরিয়ে যাচ্ছে। নিজের রুটিনটা দেখে নিল রন।

আমাদেরও যাওয়া উচিৎ, ডিভাইনেশন ক্লাসটা হবে নর্থ টাওয়ারের একেবারে ওপরে। ওখানে যেতেই লাগবে দশ মিনিট

দ্রুত নাস্তা সেরে, ফ্রেড আর জর্জের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হল থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। স্লিথারিন টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখল ম্যালফয় আবারো অজ্ঞান হয়ে

যাওয়ার অভিনয় করছে। পেছনের অট্টহাসিটা হ্যারিকে বাইরের হল পর্যন্ত অনুসরণ করল।

প্রাসাদ থেকে নর্থ টাওয়ার পর্যন্ত যেতে অনেক সময় লাগল। হোগার্টস-এ দুবছর কেটে গেলেও এখনও প্রাসাদের সবকিছু ওদের জানা হয়নি। এবং এর আগে কখনও নর্থ টাওয়ারের ভেতরে যাওয়া হয়নি ওদের।

নিশ্চয়ই-একটা–শর্ট–কাট–পথ–রয়েছে, সাত তলা পর্যন্ত উঠতে উঠতে হাপাতে হাপাতে বলল রন। অচেনা একটা যায়গায় উঠে এসেছে ওরা। পাথরের দেয়ালটায় ঝুলে রয়েছে বিশাল একটা পেইন্টিং, সাবজেক্ট হচ্ছে দেখা যায় কি যায় না ঘাসের আঁটি।

আমার মনে হয় ওই দিকেই যেতে হবে, ডান দিকের শূন্য পথের দিকে উঁকি দিয়ে বলল হারমিওন।

হতেই পারে না, বলল রন। ওটা দক্ষিণ। দেখো, জানালা দিয়ে তাকালে লেকটার একটুখানি দেখা যাচ্ছে...

দেয়ালের পেইন্টিং–টার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে হ্যারি। একটা নাদুশনুদুশ বিচিত্র বর্ণের ঘোড়া স্বাচ্ছন্দ্যে ঘাস খেয়ে চলেছে, কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। হোগার্টস-এর পেইন্টিং গুলো ছবির ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে, এটা হ্যারির অতি পরিচিত দৃশ্য। এক মুহূর্ত পরেই

পেইন্টিং-এর মধ্যে ঘোড়াটার পিছু পিছু বেটে খাটো সুলকায় এক যোদ্ধা (নাইট) এসে হাজির, পরনে ওর লৌহ–বর্ম, মাথায় লোহার শিরস্ত্রান। ওর ধাতব হাটুতে ঘাসের দাগ দেখে বোঝা যায়, এই মাত্র [ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল সে।

অহো! হ্যারি, রন আর হারমিওনকে দেখে চিৎকার করে উঠল সে। এরা আবার কোন দুর্বৃত্ত, আমার ব্যক্তিগত যায়গায় অনধিকার প্রবেশ করছে? পড়ে যাওয়াতে আমাকে অশ্রদ্ধা জানাতে এসেছে? তলোয়ার বের কর দুর্বৃত্ত, কুকুর!

অবাক হয়ে ওরা দেখল নাইটটি খাপ থেকে নিজের তলোয়ারটা বের করে, সংঘাতিক ভাবে ওটা ঘোরাতে শুরু করল, লাফাতে শুরু করল ক্রোধে। কিন্তু তলোয়ারটা ওর তুলনায় অনেক লম্বা; ঘোরাতে গিয়ে একবার সে ভারসাম্য হারিয়ে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ল ঘাসে।

তুমি ঠিক আছে তো? ছবিটার আরো কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

সরে যাও, নোংরা হামবড়া কোথাকার! সরে দাঁড়া, বদমাশ!

এদিকে পড়ে থাকা তলোয়ারটা সজোরে আঁকড়ে ধরে ওটার উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বীর পুঙ্গব, কিন্তু ওটা ক্রমেই দেবে যাচ্ছে ঘাসের ভেতর। সর্বশক্তি দিয়ে টেনেও ওটা তুলতে পারছে না সে এবার। অবশেষে ঘাসের ওপর

একেবারে চিৎপটাং, শিরস্ত্রাণের মুখাবরণটা ওপরে তুলে মুখের ঘাম মুছল ছবির বেটে খাট নাইট।

শোন, নাইটের ক্লান্তির সুযোগ নিয়ে বলল হ্যারি, আমরা নর্থ টাওয়ারে যাওয়ার পথ খুঁজছি। তুমি নিশ্চয়ই জানো না, তাই না?

জিজ্ঞাসা! মনে হলো সঙ্গে সঙ্গে নাইটের সব রাগ পানি হয়ে গেছে। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, এসো, প্রিয় মিত্র সকল, আমাকে অনুসরণ করো, আমরা নিশ্চয়ই আমাদের লক্ষ্য খুঁজে পাব, নতুবা খুঁজতে গিয়ে সাহসের সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব!

আরেকবার নিষ্ফলভাবে ঘোরালো তলোয়ার, ঘোড়ায় চড়বার ব্যর্থ চেষ্টা করল, তারপর চিৎকার করে উঠল, তাহলে পদব্রজেই রওয়ানা হওয়া যাক, চলুন মহোদয়গণ এবং ভদ্রমহিলা! চলুন! চলুন!

তারপর দৌড়াতে শুরু করল সে ঝন ঝন শব্দ তুলে ছবির ফ্রেমের বাঁ দিক লক্ষ্য করে, এবং এক সময় চলে গেল দৃষ্টির বাইরে।

করিডোর ধরে ওর পিছু পিছু ওরাও দৌড়াতে শুরু করল, লৌহ-বর্মের শব্দটাকে অনুসরণ করছে ওরা। কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে সামনের কোনো ছবির মধ্যে দিয়ে দৌড়াচ্ছে ও।

এখন বুকে সাহস ধরতে হবে, আরো খারাপ সময় আসছে, এসো! চিৎকার করে উঠল নাইট, এবার ওরা ওকে দেখতে পেলো এক দল ভীত সতর্ক মহিলার সামনে, সরু ঘোরানো একটা সিঁড়ির দেয়ালের ছবিতে।

জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে ফেলতে হ্যারি, রন আর হারমিওন ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠছে তো উঠছেই, দৃষ্টি ওদের ঝাঁপসা হয়ে আসছে, এক সময় শুনতে পেল মানুষের কণ্ঠস্বর, অবশেষে যেন ক্লাস রুমে পৌঁছতে পারল ওরা।

বিদায়! চিৎকার শোনা গেল নাইটের, অশুভ দেখতে কয়েকজন সাধুর ছবির মধ্যে থেকে মাথা বের করে রয়েছে সে। হে, আমার কমরেডগণ তোমাদের বিদায়! আবার যদি কখনও তোমাদের কোন মহৎ হৃদয় এবং ইস্পাতের মতো পেশির প্রয়োজন হয় তবে অবশ্যই স্যার ক্যাডোগানকে স্মরণ করবে!

হু, তোমাকেই স্মরণ করবো, বিড় বিড় করে বলল রন, নাইট দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে, যদি কোন পাগলের প্রয়োজন হয়।

সিঁড়ির শেষ কয়েকটা ধাপ অতিক্রম করে ওরা সামনের ফাঁকা জায়গাটায় এসে থামল। ওখানে ক্লাশের বেশিরভাগ ছাত্রই এসে জড়ো হয়েছে। এখানে কোন দরজা নেই; কনুইয়ের খোঁচা মেরে রন হ্যারিকে ছাদের দিকে ইশারা করল, ওখানে একটা বৃত্তাকার দরজা রয়েছে পিতলের নামফলক লাগানো।

সিবিল ট্রিলনি, ডিভাইনেশন টিচার, হ্যারি সশব্দে পড়ল। কিন্তু ওখানে উঠব কীভাবে?

যেন ওর জিজ্ঞাসার জবাবে, হঠাৎ করেই ওপরের দরজাটা খুলে গেল। একটা রূপালী মই নামল ঠিক হ্যারির পায়ের কাছে। সবাই চুপ করে গেল।

তোমার পরে, দাঁত বের করে বলল রন, হ্যারিই প্রথমে উঠল মইটায়।

তার দেখা সবচেয়ে অদ্ভুত-দর্শন ক্লাস রুমে প্রবেশ করল হ্যারি। বস্তুত এটাকে মোটেই ক্লাস রুমের মতো মনে হচ্ছে না; মনে হচ্ছে যেন একটা চিলে কোঠা আর পুরনো আমলের চায়ের দোকানের সংমিশ্রণ। কমপক্ষে বিশটি গোলাকার টেবিল গাদাগাদি করে ঢোকানো হয়েছে, টেবিলগুলোর চারদিকে কাপড় আচ্ছাদিত গদি আঁটা হাতলওয়ালা চেয়ার রয়েছে। জানালা বন্ধ, পর্দাগুলো টানা, টকটকে লাল রঙের নরম আলো ছড়িয়ে রয়েছে ক্লাস রুমে। দম আঁটকানো গরম, ক্লাসরুমের মাঝখানে বড় একটা তামার কেটলির নিচে আগুন জ্বলছে, কেমন ভারী একটা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে কেটলিটা। গোলাকার দেয়াল ঘিরে তাকগুলোতে তাস, ধুলো ভর্তি পালক, পোড়া মোমবাতির শেষাংশ, অসংখ্য রূপালী ক্রিস্টাল বল আর চায়ের অনেকগুলো কাপ রয়েছে অগোছালো অবস্থায়।

হ্যারির কাধ ঘেষে এসে দাঁড়ালো রন, ওদেরকে ঘিরে ধীরে ধীরে পুরো ক্লাসটা জড়ো হলো, সবাই কথা বলছে ফিস ফিস করে।

কোথায় উনি? বলল রন।

কণ্ঠস্বরটা এলো ছায়ার মধ্য থেকে, স্নিগ্ধ রহস্যময় একটা কণ্ঠস্বর।

স্বাগতম, বলল কে যেন, অবশেষে বাস্তব দুনিয়ায় তোমাদেরকে দেখতে পাওয়াটা কতই না চমৎকার।

চিন্তাটা যেন স্বতস্ফূর্তভাবেই এলো হ্যারির মাথায় বিশাল বড়সড় একটা চকচকে পোকার চিন্তা। আগুনের আলোয় এলেন প্রফেসর ট্রিলনি। ওরা দেখল, একজন খুবই ক্ষীণকায়া; বিশালাকৃতির চশমার কাঁচের কয়েক গুণ বর্ধিত এক জোড়া চোখ, গায়ে চুমকি বসানো শাল জড়ানো। গলায় ঝুলছে অসংখ্য চেন আর ছোট ছোট দানার মালা, হাত ভর্তি চুড়ি আর আঙুল ভরা আংটি।

বসো, বললেন তিনি, ওরা সকলে কসরত করেই চেয়ারে উঠে বসল। হ্যারি, রন আর হারমিওন বসল একই টেবিলে।

ডিভাইনেশনে স্বাগতম, বললেন প্রফেসর ট্রিলনি, আগুনের সামনে একটা পাখাওয়ালা চেয়ারে বসে। আমার নাম প্রফেসর ট্রিলনি। তোমরা হয়তো আমাকে আগে দেখোনি। নিচে, স্কুলের ঝকমারির মধ্যে থাকলে আমার দিব্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, সেজন্যে বড় একটা নিচে যাওয়া হয় না।

এমন অসাধারণ একটা ঘোষণার জবাবে ক্লাসের কেউই কিছু বলল না। সুন্দরভাবে গায়ে জড়ানো শালটা গুছিয়ে নিয়ে প্রফেসর ট্রিলনি বললেন, তাহলে, তোমরা পড়বার জন্যে ডিভাইনেশন বেছে নিয়েছ, ম্যাজিক শিল্পের সবচেয়ে কঠিন বিষয়। শুরুতেই তোমাদেরকে সাবধান করছি তোমাদের যদি নিজেদের অন্তদৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টি না থাকে, তাহলে আমি কিছুই শেখাতে পারব না। আর বই? বই এই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে শুধু

শেষের কথাটা শুনে হ্যারি আর রন পরস্পরের দিকে তাকাল, মুচকি হেসে হারমিওনের দিকে তাকাল, এই বিষয়ে বই খুব একটা কাজে আসবে না শুনে ও বেচারি খুব ভড়কে গেছে।

অনেক যাদুকরই অনেক বিষয়েই প্রতিভাবান, তারা শব্দ, গন্ধের জগতে অনেক কিছু করতে পারে, হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এখনও তারা ভবিষ্যতের রহস্যময় জগত ভেদ করতে পারেনি, বলেই চলেছেন প্রফেসর, ওর বড় বড় চকচকে চোখ দুটো সামনের নার্ভাস চেহারাগুলোর উপর ঘুরছে। এটা যার থাকে তার ঈশ্বর প্রদত্ত] দান হিসেবেই থাকে। এই যে, ছেলে, হঠাৎ নেভিলকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন তিনি, গদি উল্টে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল ও, তোমার দাদী ভালো আছেন?

বোধহয়, বলল নেভিল কম্পিত কণ্ঠে।

আমি যদি তোমার যায়গায় হতাম তাহলে অতটা নিশ্চিত হতাম না কিছুতেই, বললেন প্রফেসর, ওর কানের লম্বা পান্নার দুল দুটো চুল্লীর আগুনে ঝিকমিক করে উঠল। ঢোক

গিলল নেভিল। নির্বিকার ভাবে বলেই চলেছেন প্রফেসর ট্রিলনি, এ বছর আমরা ডিভাইনেশনের মৌলিক পদ্ধতিগুলো পড়ব। প্রথম টার্মে পড়তে হবে চায়ের পাতা। পরের টার্মে হাত দেখা। হঠাৎ পার্বতী পাতিলের দিকে ফিরে বললেন, লাল–চুলো মানুষের ব্যাপারে সাবধান থাকবে।

হতচকিত হয়ে পার্বতী রনের দিকে তাকাল, রন বসেছিল ওর ঠিক পেছনে, নিজের চেয়ারটা সরিয়ে নিল পার্বতী।

গ্রীষ্মের সময় আমরা ক্রিস্টাল বল সম্পর্কে জানব, বলে চললেন প্রফেসর, অবশ্য যদি আমরা ফায়ার–ওমেন সম্পর্কে শেষ করতে পারি। দুঃখজনক হলো ফ্লুর কারণে ফেব্রুয়ারিতে কিছুদিনের জন্য ক্লাসের ব্যাঘাত ঘটবে। আমার নিজের গলার স্বর বন্ধ হয়ে যাবে। এবং ইস্টারের সময় আমাদের একজন চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে যাবে।

চাপা একটা নীরবতা নেমে এলো ক্লাস রুমে কিন্তু মনে হলো প্রফেসর ট্রিলনি এ সম্পর্কে সচেতন নন।

আমি ভাবছি, বললেন তিনি সবচেয়ে কাছে বসা ল্যাভেন্ডার ব্রাউনকে লক্ষ্য করে, চেয়ারটার মধ্যে ভয়ে যেন কুঁচকে গেল সে, তুমি যদি আমাকে রূপার সবচেয়ে বড় টি–পটটা এগিয়ে দিতে পারো?

মনে হলো হাপ ছেড়ে বাঁচল ল্যাভেন্ডার, উঠে দাঁড়িয়ে তাক থেকে বিরাট বড় একটা টি-পট এনে প্রফেসর ট্রিলনির সামনে টেবিলের ওপর রাখল।

ধন্যবাদ, মাই ডিয়ার। ঘটনাক্রমে, তুমি যে ব্যাপারটা নিয়ে ভয় পাচ্ছ সেটা ঘটবে, শুক্রবার, মোলই অক্টোবর।

একেবারে কেঁপে উঠল ল্যাভেন্ডার।

এখন তোমরা সবাই জোড়ায় জোড়ায় ভাগ হয়ে যাও। তাক থেকে একটা করে চায়ের কাপ নিয়ে আমার কাছে আসবে, আমি ওগুলো ভরে দেবো চা দিয়ে। তারপর বসে ওটা পান করবে, যে পর্যন্ত না শুধু তলানিটা অবশিষ্ট থাকে। এরপর বাঁ হাতে কাপের মধ্যে তিনবার ঘুরিয়ে নিয়ে কাপটা ধুয়ে নেবে, পিরিচের ওপর কাপটা উপুড় করে রাখবে। চায়ের শেষ ফোঁটাটা ঝরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তোমার পার্টনারের দিকে ওটা বাড়িয়ে দেবে পড়বার জন্যে। আনফগিং দ্য ফিউচার এর পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পৃষ্ঠা দেখে তুমি [তোমার পার্টনার যা দেখেছে তার ব্যাখ্যা করবে। আমি তোমাদের মধ্যেই ঘোরাফেরা করব, তোমাদের সাহায্য করবো, নির্দেশ দেবো। ওহ, ডিয়ার- নেভিল উঠতে গেলে প্রফেসর ওর বাহু ধরে ফেললেন, তোমার প্রথম কাপটা ভাঙার পর, নীল রঙ থেকে একটা বেছে নেবে দয়া করে? গোলাপী রঙের গুলো আমার খুব পছন্দ।

যেই না কাপ নেয়ার জন্যে নেভিল তাকের কাছে পৌঁছেছে অমনি কাপ ভাঙার টুং টাং শব্দ হলো। ব্রাশ আর ডাস্ট প্যান নিয়ে দ্রুত ওর কাছে চলে গেলেন প্রফেসর ট্রিলনি। বললেন, নীল রঙের একটা, ডিয়ার, যদি কিছু মনে না করো ধন্যবাদ

কাপ ভরে দেয়া হলে, হ্যারি আর রন তাদের টেবিলে ফিরে গিয়ে দ্রুত ধোয়া ওঠা চাটা পান করবার চেষ্টা করল। প্রফেসরের বলে দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে তলানিটুকু বাঁ হাতে তিনবার কাপের মধ্যে ঘোরালো, তারপর উপুড় করে ফেলে দিয়ে মুছে ফেলল।

ঠিক, বলল রন, দুজনই নিজের নিজের বইয়ের পাঁচ এবং ছয়ের পাতা খুলছে। আমার বইয়ে কি দেখতে পাচ্ছো?

ভিজে ভারি হয়ে রয়েছে এমন একটা বাদামী রঙের বোঝা, বলল হ্যারি। পারফিউমের গন্ধে ভুর ভুর করছে ঘরের ভেতরের ধোয়া, হ্যারির কেমন ঘুম ঘুম পাচ্ছে আর বোকা বোকা লাগছে।

মনকে প্রসারিত করো, চোখকে মামুলি পার্থিব বিষয়ের উর্ধ্বে দেখতে দাও! আঁধো অন্ধকারের মধ্যে চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর ট্রিলনি।

হ্যারি নিজেকে সুস্থির করার চেষ্টা করল।

তাই তো, তুমি একটা নড়বড়ে ক্রস পেয়েছ... আনফগিং দ্য ফিউচার বইখানা দেখতে দেখতে বলল সে। তার মানে হচ্ছে তোমাকে অনেক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং তোমাকে অনেক দুঃখ–কষ্ট সইতে হবে, ওর জন্যে দুঃখিত কিন্তু ওখানে সূর্যের মতো কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে। দাঁড়াও দাঁড়াও এর অর্থ হচ্ছে অনেক সুখ তাহলে প্রথমে তোমাকে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে কিন্তু পরে তুমি অনেক সুখী হবে

আমাকে যদি বলতে বলো তাহলে বলতেই হয় তোমার ভেতরের চোখের পরীক্ষা করানো দরকার, বলল রন, এরপর তাদের দুজনকেই হাসির টুটি চেপে ধরতে হলো, কারণ প্রফেসর ট্রিলনি ওদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন।

এবার আমার পালা হ্যারির চায়ের কাপে উঁকি মারল রন। অনেক কসরৎ করে দেখতে হচ্ছে বলে ওর কপালে ভাঁজ পড়ে গেলো। গুজবেরি ফলের মতো কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে কিছুটা বোলারদের হ্যাট-এর মতে, বলল সে। হয়তো তুমি ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে কাজ করবে

চায়ের কপিটাকে অন্য দিক থেকে উঁচু করল সে।

কিন্তু এভাবে ওটাকে ওক গাছের বীজ বা ফলের মতো দেখাচ্ছে। আনফগিং দ্য ফিউচার খানা ঘাটতে ঘাটতে বলল সে। অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি সোনা। চমৎকার, আমাকেও কিছু ধার দিতে পার। এবং এখানেও একটি জিনিষ রয়েছে, বলে সে কাপটা আবার ওল্টালো,

এখন ওখানে একটা জন্তু দেখা যাচ্ছে। ইস! ওটাই যদি ওর মাথাটা হতো এটা দেখতে জলহস্তীর মতো ...না, ভেড়ার মতো

হ্যারি হেসে উঠতেই পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর ট্রিলনী।

ওটা আমাকে দাও দেখি, রনকে বললেন তিনি তিরস্কারের ভঙ্গিতে। যেন উড়ে গিয়ে রনের হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন হ্যারির কাপটা। সবাই নির্বাক, দেখছে।

ঘড়ির কাটার উল্টো দিকে ঘোরাতে ঘোরাতে কাপটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তিনি।

বাজপাখী তোমার একটি মারাত্মক শত্রু রয়েছে ডিয়ার।

কিন্তু সবাই তো তার কথা জানে, জোরে ফিস ফিস করে বলল হারমিওন। প্রফেসর ট্রিলনী ওর দিকে কটমট করে চাইলেন।

হ্যাঁ, তারা জানে বৈকি, বলল হারমিওন। সবাই জানে হ্যারি আর ইউ–নো হুর কথা।

বিস্ময় আর প্রশংসায় হ্যারি আর রন তাকিয়ে রইল ওর দিকে। হারমিওনকে এভাবে টিচারের সঙ্গে কথা বলতে তারা আর কখনও শোনেনি। প্রফেসর ট্রিলনী যেন ঠিক

করেছেন তিনি হারমিওনের কথার জবাব দেবেন না। বড় বড় চোখ দুটো আবার হ্যারির কাপের দিকে নামিয়ে তিনি আবার ওটা ঘোরাতে লাগলেন।

মুগুড় একটা আক্রমণ। এটা কোন সুখদায়ক কাপ নয়। আমি মনে করেছিলাম ওটা একটা বোউলার্স হ্যাট, ভয়ে ভয়ে বলল রন।

মাথার খুলি তোমার সামনে বিপদ, মাই ডিয়ার

সবাই প্রফেসর ট্রিলনীর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রয়েছে, যেন অসাড়, তিনি কাপটাকে শেষবারের মতো একবার ঘোরালেন, হা করে অনেক কষ্টে শ্বাস নিলেন এবং তারপর তীব্র তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো তার গলা চিরে।

কাপ ভাঙ্গার আরেকটি তীক্ষ্ণ শব্দ পাওয়া গেলো; নেভিল তার দ্বিতীয় কাপটাও ভেঙ্গেছে। একটা শূন্য আরাম কেদারায় ধপ করে বসে পড়লেন প্রফেসর ট্রিলনী। চকচকে হাতটা বুকে চেপে আছেন, চোখ দুটো বন্ধ।

মাই ডিয়ার বয় বেচারা ... না না বলাটাই ভালো হবে ...না... আমাকে জিজ্ঞাসা করো না।

ওটা কি প্রফেসর? সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল ডিন থমাস। সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছে এবং হ্যারি আর রনের টেবিলের চারপাশে জড়ো হয়েছে। প্রফেসর ট্রিলনীর চেয়ারের কাছে চলে এসেছে হ্যারির কাপটাকে ভালো করে দেখবার জন্যে।

মাই ডিয়ার, নাটকীয়ভাবে খুলে গেলো প্রফেসর ট্রিলনীর চোখ, তোমার পথে ভয়ংকর করালদর্শন দ্য গ্রিম।

দ্য কি? বলল হ্যারি।

ও বুঝতে পারছে একমাত্র সেই যে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না তা নয়; ডিন থমাস ওর দিকে কাঁধ ঝাঁকালো আর ল্যাভেন্ডার ব্রাউনকে বিভ্রান্ত দেখালো, বাদবাকী প্রায় সকলেই ভয়ে মুখে হাত চাপা দিল।

দ্য গ্রিম, মাই ডিয়ার, দ্য গ্রিম! চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর ট্রিলনী এবং হ্যারি যে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না তাতে তিনি মনে মনে আঘাতই পেলেন। দৈত্যাকার ভুতুড়ে কুকুর যেটা গীর্জার আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়! মাই ডিয়ার বয় এটা একটা অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ–সবচেয়ে খারাপ লক্ষণ–মৃত্যু!

হ্যারির পেট যেন ভেতর দিকে সেঁধিয়ে গেলো। ফ্লারিশ অ্যান্ড ব্লটস-এ ডেথ ওমেনস-এর মলাটে সেই কুকুরটা–ম্যাগনোলিয়া ক্রিসেন্টের ছায়ায় কুকুরটা ল্যাভেন্ডার ব্রাউনও মুখে হাত চেপে ধরল। সকলেই হ্যারির দিকে তাকিয়ে রয়েছে, সকলেই, একমাত্র হারমিওন ছাড়া, যে উঠে গিয়ে প্রফেসর ট্রিলনীর চেয়ারের পেছনে দাঁড়াল।

আমার মনে হয়না ওটা গ্রিম-এর মতো দেখতে, সোজা সাপটা বলে দিল হারমিওন।

ক্রমবর্ধমান বিতৃষ্ণা নিয়ে ওকে চোখের দৃষ্টিতে মাপছেন প্রফেসর ট্রিলনী।

যা বলছি তার জন্যে ক্ষমা করে দিও, তোমার মধ্যে আমি তো অলৌকিক ক্ষমতার আভা দেখতে পাচ্ছি না। ভবিষ্যতের অনুরণন ধারণ করার ক্ষমতা একেবারেই কম।

মাথা এদিক থেকে ওদিক দোলাচ্ছিল সিমাস ফিনিগান।

প্রায় নিমীলিত চোখে বলল, আপনি যদি এমন করেন তবে ওটাকে ঘিম-এর মতোই লাগে। বাম দিকে হেলে গিয়ে বলল, কিন্তু এখান থেকে ওটাকে গাধার মতোই মনে হচ্ছে।

আমি মরছি কি, মরছি না এটা তোমরা নির্ধারণ করা কখন শেষ করবে। নিজের কথায় হ্যারি নিজেই অবাক হয়ে গেলো। এখন কেউই ওর দিকে তাকাতে চাচ্ছে না।

আমার মনে হয় আজকের মতো এ পর্যন্তই থাক, প্রফেসর ট্রিলনী তার রহস্যময় স্বরে বললেন। হ্যাঁ ...তোমাদের জিনিষপত্র গোছগাছ করে নাও

নীরবে গোটা ক্লাসটাই ওদের চায়ের কাপ গুলো প্রফেসরকে ফিরিয়ে দিল। বই গোছালো। যার যার ব্যাগ বন্ধ করল। এমনকি রনও হ্যারির চোখে চোখে তাকাতে পারছে না।

আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত, ক্ষীণ স্বরে বললেন প্রফেসর ট্রিলনী, ভাগ্য তোমাদের ভালো থাকুক। ওহ এবং ডিয়ার– নেভিলকে দেখিয়ে বললেন পরের বার তোমার দেরী হবে, মনে রেখো অন্যদের সঙ্গে তাল মেলাতে তোমাকে অতিরিক্ত কাজ করতে হবে।

প্রফেসর ট্রিলনীর মই বেয়ে হ্যারি, রন আর হারমিওন নেমে সিঁড়ি দিয়ে নিচে এলো নীরবে। তারপর ছুটল প্রফেসর ম্যাকগোনাগল-এর ট্রান্সফিগিউরেশন ক্লাসের উদ্দেশ্যে। ক্লাস রুমটা খুঁজে পেতে অনেক সময় লেগে গেলো, আগের ক্লাস থেকে আগে বেরিয়েও একেবারে শুরু হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পৌঁছাতে পারল ওরা।

রুমের একেবারে পেছনের একটা আসন বেছে নিল হ্যারি। তারপরও ওর মনে হতে লাগল একেবারে উজ্জ্বল স্পটলাইটের নিচে বসে রয়েছে সে; আর ক্লাসের অন্যরা ওকে দেখছে চোরা চাহনীতে যেন যে কোন মুহূর্তে ও মরে পড়ে থাকবে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ওদের অ্যানিম্যাজি (যাদুকর, যারা স্বেচ্ছায় পশুতে রূপান্তরিত হতে পারে) সম্পর্কে পড়াচ্ছিলেন, হ্যারির কানে কিছুই ঢুকছে না এবং প্রফেসর যখন ওদের সামনেই নিজেকে চোখে চশমার দাগওয়ালা বিচিত্র বর্ণের ডোরা কাটা বাদামী রঙের বেড়ালে রূপান্তরিত করলেন তখনও সে ওদিকে তাকিয়ে দেখেনি।

ছোট্ট একটা শব্দ করে আবার নিজের আকৃতিতে ফিরে এসে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন, সত্যিই তোমাদের আজ হয়েছে কী? চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, অবশ্য

কিছু এসে যায় না, কিন্তু এবারই প্রথম আমার রূপান্তর কোন ক্লাস থেকে আভিন্দন পেল না।

সবগুলো মাথা আবার হ্যারির দিকে ঘুরে গেলো, কিন্তু কেউই কোন কথা বলল। তারপর, হাত তুলল হারমিওন।

প্লিজ, প্রফেসর, এইমাত্র আমাদের প্রথম ডিভাইনেশন ক্লাশ শেষ করে এলাম, এবং আমরা চা-পাতার মর্মার্থ উদ্ধার করার চেষ্টা করছিলাম, আর

আহ, নিশ্চয়ই, বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, হঠাৎ ভ্রুকুটি করে। আর কিছুই বলবার দরকার নেই, মিস গ্রেঞ্জার। এখন বলো তোমাদের মধ্যে কে এ বছর মারা যাচ্ছো?

সবাই স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

আমি, অবশেষে বলল হ্যারি।

আচ্ছা, বললেন প্রফেসর ক্ষুদে ক্ষুদে উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে হ্যারিকে বিদ্ধ করে। তাহলে, তোমার জানা উচিৎ, পটার, এ স্কুলে আসার পর থেকেই সিবিল ট্রিলনী প্রত্যেক বছরই একজন ছাত্রের মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যত্বাণী করেছে। এখন পর্যন্ত তাদের একজনেরও মৃত্যু হয়নি। অশুভ লক্ষণ বা ওমেন দিয়ে নতুন ছাত্রদের অভ্যর্থনা জানানো তার খুব প্রিয় পন্থা। অবশ্য আমি আমার সহকর্মীদের সম্পর্কে কখনই খারাপ কিছু বলি না– হঠাৎ

থেমে গেলেন তিনি। ওরা দেখল প্রফেসরের নাকের পাটা সাদা হয়ে গেছে। আরো শান্ত স্বরে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বলে যেতে লাগলেন, ডিভাইনেশন হচ্ছে ম্যাজিকের সব চেয়ে অপূর্ণ এবং কম নিখুঁত শাখা। তোমাদের কাছে লুকবো না এ বিষয়ে আমার ধৈর্য খুব কম। সত্যিকারের (ভবিষ্যৎ) দ্রষ্টার দেখা পাওয়া একটি বিরল ব্যাপার এবং প্রফেসর ট্রিলনী

আবার থামলেন তিনি। বললেন সাদামাটা স্বরে, আমার তো মনে হচ্ছে, পটার তোমাকে আজ খুবই সুস্থ দেখাচ্ছে, এ অবস্থায় আমি যদি তোমাকে হোম ওয়ার্ক থেকে রেহাই না দিই তবে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না, তবে তোমাকে আশ্বস্ত করছি মরে গেলে আর হোম ওয়ার্ক দিতে হবে না।

হারমিওন হাসল। হ্যারির একটু ভালো বোধ হলো। প্রফেসর ট্রিলনীর মাতাল করা পারফিউমের গন্ধ আর প্রায়ান্ধকার লাল বাতি থেকে দূরে বসে এক মুঠো চা পাতার ভয়ে ভীত হওয়া কঠিন বৈকি। তারপরও অনেকেই প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের কথায় আশ্বস্ত হতে পারল না। রনকে এরপরও বিচলিত দেখাচ্ছিল, এবং ল্যাভেন্ডার ফিস ফিস করে বলল, কিন্তু নেভিলের চায়ের কাপের ব্যাপারটা কী তাহলে?

ট্রান্সফিগিউরেশন ক্লাস শেষ হওয়ার পর দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্যে গ্রেট হল অভিমুখী ভিড়ের সঙ্গে ওরাও যোগ দিল।

রনের দিকে তরকারির একটা ডিশ ঠেলে দিয়ে হারমিওন বলল, চিয়ার আপ, রন, তুমি তো শুনেছ প্রফেসর ম্যাকগোনাগল কি বলেছেন।

চামচ দিয়ে প্লেটে তরকারি তুলে নিল রন, কাটা চামচটাও তুলে নিল, কিন্তু খেতে শুরু করল না।

হ্যারি, বলল সে আস্তে করে, ওর স্বর সিরিয়াস। তুমি কোথাও বড় কোন কালো কুকুর দেখোনি তো, দেখেছ?

হু দেখেছি, বলল হ্যারি। যে রাতে ডার্সলিদের ছেড়ে এসেছি সে রাতেই দেখেছি।

শব্দ করে রনের হাত থেকে কাটা চামচটা পড়ে গেলো।

হবে একটা নেড়ী কুকুর, বলল হারমিওন শান্তভাবে।

রন এমনভাবে হারমিওনের দিকে তাকাল যেন ও (হারমিওন) পাগল হয়ে গেছে।

হারমিওন, যদি হ্যারি গ্রিম দেখে থাকে তাহলে–তাহলে ওটা দুঃসংবাদই, বলল রন। আমার আংকল বিলিয়াস একটা দেখেছিল এবং-এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি মরে গিয়েছিলেন।

কাকতালীয় ব্যাপার, নিজের জন্য কদুর জুস ঢালতে ঢালতে হালকাভাবে বলল হারমিওন।

তুমি জান না তুমি কি বলছ! বলল রন, ক্ষেপে উঠতে শুরু করেছে সে। ভয়ে সব জাদুকরেরই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায় গ্রিম দেখে!

এতক্ষণে সঠিক কথাটা বলেছ, আত্মবিশ্বাসের জোরে কথাটা বলল হারমিওন। ওরা গ্রিম দেখে ভয়েই মারা যায়। গ্রিম কোন অশুভ লক্ষণ নয় ওটাই মৃত্যুর কারণ! এবং হ্যারি এখনও আমাদের মধ্যে বেঁচেই রয়েছে এই জন্যে যে কারণ একটা গ্রিম দেখে প্রাণ ত্যাগের মতো বোকা সে নয়!

নিঃশব্দে হারমিওনের উদ্দেশ্যে মুখ ভেংচাল রন। ব্যাগ খুলে অ্যারেথম্যানসি বইটা বের করে জুসের জগের গায়ে হেলান দিয়ে ওটা খুলে রাখল।

আমার মনে হয় ডিভাইনেশনটা একেবারেই অস্পষ্ট একটা বিষয়, বইয়ের নির্দিষ্ট পাতাটা খুঁজতে খুঁজতে বলল সে। আমার মতে অনেকটাই অনুমান নির্ভর।

ওই কাপের মধ্যেকার গ্রিম সম্পর্কে কোন কিছুই অস্পষ্ট নয়! উত্তপ্ত স্বরে বলল রন।

হ্যারিকে যখন বলছিলে ওটা একটা ভেড়া তখন তো তোমাকে খুব আত্মবিশ্বাসী মনে হয়নি, বলল হারমিওন শীতল গলায়।

প্রফেসর ট্রিলনী বলেছেন তোমার মধ্যে (ডিভাইনেশন উপলদ্ধি করার মতো) সঠিক ক্ষমতাটাই নেই!

হারমিওনের আঁতেই ঘা দিল রন। এত জোরে অ্যারিথম্যানসি বইটা বন্ধ করল হারমিওন যে কিছু মাংস আর গাজর এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল।

ডিভাইনেশন-এ ভালো হওয়ার মানে যদি এক দলা চা–পাতার মধ্যে মৃত্যুর লক্ষণ দেখা, তাহলে মনে হয় না আমি খুব বেশিদিন ওটা পড়ব! আমার অ্যারিথম্যানসি ক্লাসের তুলনায় ওটা একেবারে রাবিশ!

ছোঁ মেরে ব্যাগটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে দীর্ঘ দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল হারমিওন।

ওর চলে যাওয়ার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল রন।

কি কথা বলছে ও? হ্যারিকে বলল রন। এখনও তো সে অ্যারিথম্যানিসি ক্লাস যাওয়াই শুরু করেনি।

***

লাঞ্চের পর ক্যাসেল বা দুর্গ–প্রাসাদটা থেকে বেরোতে পেরে হ্যারি যেন স্বস্তি পেল। গতকালের বৃষ্টি আর নেই; আকাশ পরিষ্কার, বিবর্ণ ধূসর। ওরা যখন ম্যাজিকেল প্রাণীর যত্ন নেয়া বিষয়ক ক্লাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করল পায়ের নিচে তখন ভেজা আর সতেজ ঘাস।

রন আর হারমিওন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে না। ওরা নীরবে ঢাল বেয়ে নিষিদ্ধ বনের ধারে হ্যাগ্রিডের কুটিরের দিকে এগোচ্ছে, পাশে পাশে হাটছে হ্যারি নীরবে। সামনে তিনটি অতি পরিচিত পেছন দিক, দেখে হ্যারি বুঝতে পারল এই ক্লাসগুলো ওদের স্লিথারিনদের সঙ্গে একত্রে করতে হবে। ক্র্যাব আর গোয়েল-এর সঙ্গে উদ্দীপ্ত ভাবে কথা বলছে ম্যালফয়, আর ওরা খল খল করছে আনন্দে। হ্যারি নিশ্চিত যে ও জানে ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

কুটিরের দরজায় ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করছিল হ্যাগ্রিড। ছুঁচোর চামড়ায় তৈরি ওভারকোট পরে অধীরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে কুকুর ফ্যাংকে পাশে নিয়ে।

এসো এসো জলদি করো! ডাকল হ্যাগ্রিড, ওরা কাছে আসতেই। তোমাদের জন্যে আজ বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে! সামনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস আসছে! সবাই এসে গেছে? ঠিক আছে, আমাকে অনুসরণ করো!

একটা খুব খারাপ মুহূর্তে হ্যারি ভাবল হ্যাগ্রিড ওদেরকে বনের ভেতর নিয়ে যাচ্ছে; ওখানে হ্যারির এমন অনেক দুঃস্বপ্নের স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে যা জন্মের জন্যে

যথেষ্ট। যাই হোক গাছের ধার থেকে হ্যাগ্রিড দূরে সরে এলো এবং পাঁচ মিনিট পর ওরা নিজেদের একটা ভোলা ছোট মাঠের বাইরে দেখতে পেলো। ওখানে আর কিছুই নেই।

সবাই এখানে এই বেড়ার পাশে এসে দাঁড়াও! সে ডাকল। হ্যাঁ ঠিক আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছে কি না সেটা নিশ্চিত করে নেবে। এখন, প্রথমেই তোমরা তোমাদের যার যার বই খোলার চেষ্টা করবে।

কীভাবে? বলল ডাকো ম্যালফয় টেনে টেনে ঠাণ্ডা গলায়।

এহ? বলল হ্যাগ্রিড।

কীভাবে খুলব বই আমরা? আবার বলল ম্যালফয়।

সে তার দ্য মনস্টার বুক অফ মনস্টার্স বইখানা বের করল, বইটি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। সবাই তাদের বই বের করল। কেউ কেউ, যেমন হ্যারি, বেল্ট দিয়ে বই বেঁধে রেখেছে। অন্যরা ব্যাগের ভেতর শক্ত করে ঠেসে রেখেছে, না হয় তো বড় বড় ক্লিপ দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে।

কেউই কী তার বই খুলতে পারোনি? হতাশ স্বরে জিজ্ঞাসা করল হ্যাগ্রিড।

সবাই মাথা নাড়ল।

আস্তে আস্তে হাত বোলাতে হবে বইয়ের ওপর, বলল হ্যাগ্রিড যেন এটাই বিশ্বের একমাত্র করণীয় কাজ। দেখো

সে হারমিওনের বইটা নিয়ে ওপরের টেপটা ছিঁড়ে ফেলল। বইটা কামড় দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু হ্যাগ্রিড তার দৈত্যাকার একটা আঙুল বইটার মাঝ (মেরুদণ্ড) বরাবর চালিয়ে দিল, কেঁপে উঠল বইটা, তারপর খুলে গিয়ে হাতের উপর শান্ত হয়ে থাকল।

ওহ! আমরা কি বোকা! অবজ্ঞাভরে বলল ম্যালফয়। আমাদের হাত বোলানো উচিৎ ছিল! আমরা কেন ভাবতে পারিনি!

আমি আমি ভেবেছিলাম ওগুলো খুব মজার, দ্বিধাভরে হারমিওনকে বলল হ্যাগ্রিড।

ওহ, সাংঘাতিক রকমের মজার! বলল ম্যালফয়। সত্যিই বুদ্ধি আছে বৈকি, আমাদেরকে এমন সব বই দেয়া হলো যেগুলো কামড়ে হাত ছিঁড়ে ফেলতে চায়!

চুপ করো, ম্যালফয়, বলল হ্যারি শান্ত স্বরে। হ্যাগ্রিডকে মনমরা দেখাচ্ছে এবং হ্যারি চাচ্ছে হ্যাগ্রিডের প্রথম ক্লাশটা যেন সফল হয়।

ঠিক আছে, তাহলে, বলল হ্যাগ্রিড, মনে হচ্ছে ও খেই হারিয়ে ফেলেছে, তাহলে তাহলে তোমরা বই পেয়ে গেছ এবং এবং এখন তোমাদের দরকার হবে ম্যাজিক্যাল প্রাণীগুলো। ইয়েহ। আমি যাই ওগুলোকে নিয়ে আসি। অপেক্ষা করো।

দীর্ঘ পায়ে হেঁটে ও বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলো।

হে ঈশ্বর, এ যায়গাটা একেবারে গোল্লায় গেছে, জোরে বলে উঠল ম্যালফয়। ওই ভূতের বাচ্চাটা ক্লাশ নিচ্ছে, বাবাকে যদি বলি তাহলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে

চুপ করো ম্যালফয়, আবার বলল হ্যারি।

সাবধান পটার, উন্মত্ত ঘাতক কিন্তু তোমার পিছু লেগেছে।

উউউউউউউহ! খোলা মাঠটার উল্টো দিক দেখিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল ল্যাভেন্ডার ব্রাউন।

ওদের দিকে হেলে দুলে এগিয়ে আসছে হ্যারির জীবনে দেখা সবচেয়ে উদ্ভট প্রাণী। সংখ্যায় ডজনখানেক। ওগুলোর শরীর, পেছনের পা এবং লেজ ঘোড়ার মতো। কিন্তু সামনের পা, পাখা এবং মাথাটা বিশাল দৈত্যাকার ঈগলের। আরো রয়েছে নিষ্ঠুর দেখতে ইস্পাত রঙ্গের ঠোঁট এবং বিশাল কমলা রঙ্গের চোখ। সামনের পা দুটোর বাঁকা নখ প্রায় আধ ফুট লম্বা এবং দেখতে ভয়ংকর। প্রত্যেকটি প্রাণীর গলায় চেন লাগানোমোটা

চামড়ার কলার পরানো রয়েছে, সব গুলো চেন এরই অন্য প্রান্ত হ্যাগ্রিডের বিশাল হাতে ধরা। জগিং করতে করতে উদ্ভট প্রাণীগুলোর পেছন পেছন ছুটে আসছে ও খোলা মাঠের ভেতর।

ওই দিকে যাও! গর্জন করে উঠল সে হাতের শেকল গুলো ঝাকড়াতে ঝাকড়াতে, প্রাণীগুলোকে তাড়া দিল বেড়ার দিকে যেতে যেখানে পুরো ক্লাশটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যাগ্রিড বেড়ার সঙ্গে প্রাণীগুলোকে বাঁধতে গেলে সকলেই একটু পিছিয়ে গেল।

হিপোগ্রিফস! খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল সে ওদের দিকে হাত নেড়ে। খুব সুন্দর, তাই না?

হ্যারি যেন এক রকম বুঝতে পারছে হ্যাগ্রিড কি বোঝাতে চাচ্ছে। এরকম একটা প্রাণী যেটা অর্ধ–অশ্ব অর্ধ–পাখি সেটা দেখবার প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠলে হিপোগ্রিফকে দেখতে ভালো লাগতে থাকে। ওদের গায়ের চকচকে পালকগুলো ক্রমশ পশমে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া। প্রতিটি হিপোগ্রিফ ভিন্ন ভিন্ন রঙের, কড়া ধূসর, তামাটে, গোলাপী ফুটকি ওয়ালা, চকচকে বাদামী অথবা কালির মতো কালো।

তাহলে, হাত দুটো মলতে মলতে চারদিকে উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল হ্যাগ্রিড, তোমরা যদি আরেকটু কাছে আসতে চাও

মনে হলো কাছে যেতে কেউই আগ্রহী নয়। অবশ্য হ্যারি, রন আর হারমিওন অতি সাবধানে বেড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

প্রথমে যে কথাটা হিপোগ্রিফদের সম্পর্কে তোমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে ওরা কিন্তু ভীষণ রকমের আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন, বলল হ্যাগ্রিড। খুব সহজেই ওদের মর্যাদায় আঘাত লাগে, হিপোগ্রিফদের। কখনই ওদেরকে অপমান বা অসম্মান করবে না, কারণ তাহলে ওটাই হয়তো হবে তোমার জীবনের সর্বশেষ কাজ।

ম্যালফয়, ক্র্যাব আর গয়ল কিছুই শুনছিল না; ওরা নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে কথা বলছিল। হ্যারির কেমন যেন একটা জঘন্য ধারণা হতে লাগল যে ওরা হ্যাগ্রিডের ক্লাশটাকে বিপর্যস্ত করার ষড়যন্ত্র করছে।

হিপোগ্রিফটাই যেন প্রথম সাড়া দেয় তার জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে, হ্যাগ্রিড বলে চলল। ওরা খুব বিনয়ী, দেখো? ওর দিকে তুমি অগ্রসর হও, ওকে বো করো এবং অপেক্ষা করো। যদি সে পাল্টা বো করে, তার মানে হচ্ছে ওকে ছোঁয়ার সম্মতি মিলল। যদি ও পাল্টা বো না করে তবে দ্রুত তোমাকে ওর সামনে থেকে সরে যেতে হবে, কারণ পায়ের ওই বড় বড় বাঁকা নখগুলো খুব বিপদজনক, সাংঘাতিকভাবে জখম করতে পারে।

ঠিক আছে-এখন কে প্রথমে আসতে ইচ্ছুক?

জবাবে ক্লাশের বেশিরভাগই আরো পেছনে সরে গেলো। এমনকি হ্যারি, রন আর হারমিওনেরও ভয় অমঙ্গলের। হিপোগ্রিফগুলো তাদের হিংস্র মাথা দোলাচ্ছে এবং

শক্তিশালী পাখাগুলো নাড়ছে; এভাবে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখাটা ওরা পছন্দ করছে না বলেই মনে হচ্ছে।

যেন অনুনয় করছে এমনিভাবে বলল হ্যাগ্রিড,কেউই না?

আমি যাব, বলল হ্যারি।

পেছন থেকে কে যেন গভীর একটা শ্বাস নিল। পার্বতী এবং ল্যাভেন্ডার ফিস ফিস করল, উউউউহ, না, হ্যারি না, তোমার চা-পাতা গুলোর কথা মনে কর!

ওদেরকে পাত্তাই দিল না হ্যারি। মাঠের বেড়া টপকালো সে।

লক্ষ্মী ছেলে! সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল হ্যাগ্রিড। ঠিক আছে-দেখা যাক বাকবিক-কে তুমি কি ভাবে সামলাও।

একটা চেইন আলাদা করে ধূসর হিপোগ্রিফটাকে অন্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করল সে। গলা থেকে চামড়ার কলারটা খুলে ফেলল। মাঠের বাইরে দাঁড়ানো ক্লাশের সকলে যেন নিঃশ্বাস চেপে রেখেছে। ম্যালফয়ের চোখ জোড়া সরু হয়ে গেছে বিদ্বেষে।

আস্তে ধীরে, হ্যারি, শান্ত স্বরে বলল হ্যাগ্রিড। ওর সঙ্গে তোমার দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে, চেষ্টা কর যেন চোখের পাতা না পড়ে যাদের চোখ বেশি পিট পিট করে হিপোগ্রিফ তাদের বিশ্বাস করে না...।

ততক্ষণে হ্যারির চোখ থেকে পানি বের হতে শুরু করেছে, কিন্তু ও চোখ বন্ধ করল না। বিশাল মাথাটা ঘুরিয়ে বাববিক তাকিয়ে আছে হ্যারির দিকে তার একটি কমলা রঙের ভয়ানক চোখ দিয়ে।

হ্যাঁ, এই ভাবে, বলল হ্যাগ্রিড। এই ভাবেই, হ্যারি এখন বো কর

হিপোগ্রিফের সামনে ঘাড় পেতে দেয়াটা ভালো লাগল না হ্যারির, কিন্তু যা বলা হলো সেটাই করল সে। ছোট্ট একটা বো করেই সোজা হলো সে, তাকাল হিপোগ্রিফের চোখে।

ওটা তখনও উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। নড়ল না ওটা।

আহ, বলে উঠল হ্যাগ্রিড, বিচলিত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। ঠিক আছে-এখন পেছনে আস্তে ধীরে পেছনে আসতে শুরু করো হ্যারি

কিন্তু সেই সময়, ঠিক সেই সময়, অপার বিস্ময়ে হ্যারি দেখল, হঠাৎ হিপেগ্রিফটা ওর সামনের আঁশওয়ালা হাটু দুটো বাঁকিয়ে অভ্রান্তভাবে বো করল।

চমৎকার, খুব ভালো হয়েছে, হ্যারি, বলল উচ্ছ্বসিত হ্যাগ্রিড। ঠিক আছে এখন ওকে ছুতে পারো তুমি! ওর ঠোঁটটাকে আদর করো, যাও!

হ্যারি ধীরে ধীরে হিপোগ্রিফের দিকে এগিয়ে গেলো, ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু মনে মনে ভাবছে পিছু হটে যাওয়াই বোধহয় ভালো ছিল। কয়েকবার ওর ঠোঁটটাকে আস্তে আস্তে করে চাপড় মারল। এবং যেন আরামে চোখ বুজে ফেলল হিপোগ্রিফটা।

হাততালিতে ফেটে পড়ল পুরো ক্লাশ। ব্যতিক্রম শুধু ম্যালফয়, ক্র্যাব আর গয়ল, ওদেরকে খুবই হতাশ দেখাচ্ছিল।

ঠিক আছে হ্যারি, বলল হ্যাগ্রিড, আমার মনে হচ্ছে ও তোমাকে ওর পিঠেও চড়তে দেবে!

এটা হ্যারির প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি। সে একটা ব্রুমস্টিক চড়তে অভ্যস্ত, কিন্তু হিপোগ্রিফে চড়াও যে একই রকম হবে সে ব্যাপারে সে অতটা নিশ্চিত নয়।

তুমি ওদিক দিয়ে উঠে পড়, ডানার–জয়েন্টের ঠিক পেছন দিয়ে, বলল হ্যাগ্রিড, এবং মনে রেখো ওর কোন পাখা টেনে বার করে নিও না, ওটা ও পছন্দ করবে না

বাকবকের ডানার ওপরে পা রেখে হ্যারি ওর পিঠে উঠে পড়ল। উঠে দাঁড়ালো হিপোগ্রিফটা। কিন্তু ধরবে কোথায়, বুঝতে পারছে না হ্যারি, ওর সামনে যা কিছু দেখা যাছে সবই পাখায় মোড়া।

যাও তাহলে, চিৎকার করে উঠল হ্যাগ্রিড, হিপোগ্রিফের পেছনে মারল এক চাপড়।

কোন রকম সতর্ক না করেই হ্যারির দুদিকে বারো–ফুট পাখা মেলে দিল জটা; হিপোগ্রিফটা আকাশে ওঠার আগে কোন মতে ওর গলা জড়িয়ে ধরবার সময় পেলো হ্যারি। ব্যাপারটা একেবারেই ব্রুমস্টিকের মতো নয় এবং হ্যারি জানে কোনটা ওর বেশি পছন্দ; ওর দুই দিকে পাখা দুটো বেকায়দাভাবে বাড়ি মারছে, পায়ে লাগছে আঘাতটা এবং ওর মনে হলো পড়ে যাচ্ছে যেন; মসৃণ পালকগুলো ওর মুঠো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু জোরেও ঠেসে ধরার সাহস পাচ্ছে না সে; হিপোগ্রাফের পেছনটা পাখার তালে তালে ওঠা নামা করছে আর হ্যারি ওর নিশ্বাস দুই হাজারে সহজ ওড়ার তুলনায় সামনে পেছনে করছে বার বার।

খোলা মাঠটার চারদিকে একবার উড়ে এলো বাকবিক ওকে নিয়ে, তারপর মাটিতে নামতে শুরু করল; এবং এই সময়টাকেই হ্যারি সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছিল; হিপোগ্রিফের মসৃণ গলাটা নিচের দিকে বাক নিতেই ও পেছন দিকে হেলে পড়ল, ভয় হচ্ছিল ওটার ঠোঁটের ওপর দিয়ে পিছলে পড়ে যাবে ও; চারটি সামঞ্জস্যহীন পা যখন মাটিতে পড়ল একটা ধাক্কা খেল হ্যারি, পড়তে পড়তে কোন রকমে সামলে নিয়ে আবার সোজা হতে পারল।

চমৎকার হ্যারি, সোল্লাসে গর্জন করল হ্যাগ্রিড। ম্যালফয়, ক্র্যাব আর গয়ল ছাড়া ক্লাশের বাকি সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। এবার কে যেতে চাইছ?

হ্যারির সাফল্যে সাহস পেয়ে এবার ক্লাশের বাকি সবাই সাবধানে বেড়া টপকে মাঠে চলে এলো। হ্যাগ্রিড একটার পর একটা হিপোগ্রিফের বাঁধন খুলে দিল, এবং তারপর পুরো মাঠ জুড়ে দেখা গেল নার্ভাস কতগুলো লোক কুর্ণিশ করছে।

নেভিল ওর হিপোথিফের কাছ থেকে বার বার দূরে সরে আসছে, মনে হচ্ছে ওটা কিছুতেই হাটু বাঁকা করতে চাচ্ছে না। রন আর হারমিওন চেষ্টা করছে বাদামী রঙেরটাকে নিয়ে, দেখছে ওদের।

ম্যালফয়, ক্র্যাব আর গয়ল নিল বাকবিককে। ও ম্যালফয়ের প্রতি বো করেছে ঠিকই এবং ম্যালফয়ও ওটার ঠোঁটে হাত বোলাচ্ছে কিন্তু কাজটা করছে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে।

খুবই সহজ ব্যাপার একটা, হ্যারি যেন শুনতে পায় এমন জোরে টেনে টেনে বলল ম্যালফয়। আমি জানতাম এটা সহজ হতেই হবে, যদি পটার এটা করতে পারে আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুমি নিশ্চয়ই অত বিপদজনক নও, তাই? বলল ও হিপোগ্রিফটাকে উদ্দেশ্য করে। তুমি কী তাই, কুৎসিৎ জানোয়ার?

ইস্পাতের মতো বাঁকা নখগুলোর মুহূর্তের টানে ব্যাপারটা ঘটে গেল; ম্যালফয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো একটা তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার এবং পর মুহূর্তেই দেখা গেলো হ্যাগ্রিড বাকবিকের গলায় কলারটা পরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে, ওটা ম্যালফয়ের দিকে ধেয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে আর ম্যালফয় বাঁকা হয়ে পড়ে রয়েছে ঘাসের ওপর ওর কাপড়ের ওপর দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে রক্তের ধারা।

আমি মারা যাচ্ছি! আর্ত চিৎকার করে উঠল ম্যালফয়, পুরো ক্লাশটাই ভয় পেয়ে গেলো। আমি মরে যাচ্ছি, দেখো জানোয়ারটা আমাকে মেরে ফেলেছে!

তুমি মরে যাচ্ছো না! বলল হ্যাগ্রিড যে নিজেই ভিয়ে] ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কেউ একজন আমাকে সাহায্য করো–ওকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে–

হারমিওন দৌড়ে গিয়ে গেটটা খুলে দিল, সহজেই ম্যালফয়কে পাজাকোলে করে তুলে নিয়ে রওয়ানা হলো হ্যাগ্রিড। যেতে যেতে হ্যারি দেখল ম্যালফয়ের বাহুতে লম্বা একটা গভীর ক্ষত; রক্ত ঝরছে ঘাসের ওপর, ওকে নিয়ে ঢাল বেয়ে ওপরে ক্যাসেলের দিকে ছুটছে হ্যাগ্রিড।

ভয়ে সকলের ভেতরটা নাড়া খেয়ে গেছে, পুরো ক্লাশটা ধীরে ধীরে হাটছে। স্লিথারিনের সকলেই হ্যাগ্রিডের উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে।

ওকে এই মুহূর্তেই বরখাস্ত করা উচিৎ, কাঁদতে কাঁদতে বলল প্যানসি পারকিনসন।

দোষটা ম্যালফয়েরেরই ছিল, সঙ্গে সঙ্গে বলল ডিন থমাস। জবাবে মুঠো পাকিয়ে মার দেয়ার ভঙ্গি করল ক্র্যাব আর গয়ল।

সিঁড়ির পাথরের ধাপগুলো বেয়ে ওরা সবাই জনশূন্য সামনের হলরুমটায় ঢুকল।

আমি দেখে আসছি ও ঠিক আছে কি না! বলল প্যানসি, ওরা দেখল মার্বেল সিঁড়ির ধাপগুলো দৌড়ে উঠে গেলো ও। স্লিথারিনরা তখনও হ্যাগ্রিডের উদ্দেশ্যে বিড় বিড় করছে, ধীরে ধীরে ওদের ভূগর্ভস্থ কক্ষের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলো ওরা; হ্যারি, রন আর হারমিওন ওপর তলায় উঠে গেলো গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের দিকে।

নার্ভাস হারমিওন জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের কি মনে হয় ও সেরে যাবে?

অবশ্যই, ম্যাডাম পমফ্রে মুহূর্তের মধ্যেই কাটাছেঁড়া সারাতে পারেন, বলল হ্যারি, আরো অনেক অনেক বেশি খারাপ ক্ষত ম্যাজিকের মতো সারিয়ে দিয়েছেন তিনি।

হ্যাগ্রিডের প্রথম ক্লাশেই অমন একটা দুর্ঘটনা হওয়াটা খারাপই হয়েছে, তাই? বলল রন, বিচলিত দেখাচ্ছে ওকে। ম্যালফয়ই পুরো ব্যাপারটা গুবলেট করে দিয়েছে ...

ডিনারের সময় হলে ওরাই প্রথমে গ্রেট হলে গিয়ে পৌঁছাল, হ্যাগ্রিডকে দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু নেই সে ওখানে।

ওরা তো ওকে বরখাস্ত করবে না, করবে? উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল হারমিওন, সামনে পড়ে থাকা স্টেক আর কিডনি–পুডিং ছুঁয়েও দেখেনি সে।

না করাই ভালো হবে, বলল রন, খাচ্ছে না সেও।

হ্যারি তাকিয়ে রয়েছে স্লিথারিন টেবিলটার দিকে। ক্র্যাব আর গয়ল সহ একটা বিরাট গ্রুপ একত্র হয়ে গভীরভাবে কথা বলছে। হ্যারি নিশ্চিত যে, ম্যালফয়ের আহত হওয়ার নিজস্ব একটা গপ্পো ওরা তৈরি করছে।

বেশ, তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে না প্রথম দিনটা ইন্টারেস্টিং ছিল না, গোমড়া মুখে বলল রন।

ডিনারের পর গ্রিফিন্ডর কমন রুমে এলো ওরা। এখানে বেশ লোকজন রয়েছে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল-এর দেয়া হোমওয়ার্ক করার চেষ্টা করল ওরা। কিন্তু তিনজনের কেউই মনোযোগ দিতে পারল না, বার বার টাওয়ারের জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেলো ওদের দৃষ্টি।

হ্যাগ্রিডের জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে, হঠাৎ বলে উঠল হ্যারি।

ঘড়ি দেখল রন।

যদি দ্রুত যেতে পারি তাহলে ওর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারি, এখনো বেশ বেলা রয়েছে ..

আমি বুঝতে পারছি না, ধীরে ধীরে কথাটা বলে হ্যারির দিকে তাকাল হারমিওন।

মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে আমার, বলল সে সুনির্দিষ্টভাবে। সিরিয়াস ব্ল্যাক এখানকার ডিমেন্টারসদের পেরিয়ে আসতে পারেনি এখনো, তাই না?

জিনিষপত্র রেখে ছবির ফুটোটা দিয়ে বের হয়ে রওয়ানা হলো ওরা। সামনের দরজায় কেউ না থাকাতে খুশি, কারণ এ সময় বের হওয়া উচিৎ কি না এ নিয়ে তারাও দ্বিধায় রয়েছে।

ঘাস এখনো ভেজা এবং গোধুলী বেলায় প্রায় কালো দেখাচ্ছে। হ্যাগ্রিডের কুটিরের দরজায় গিয়ে নক করলে ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, ভেতরে এসো।

টেবিলেই বসে রয়েছে হ্যাগ্রিড শুধু সার্ট পড়ে, গায়ে কোট নেই; ওর হাউন্ড কুকুর ফ্যাং ওর কোলে মাথা দিয়ে রয়েছে। এক নজর দেখেই বোঝা গেল প্রচুর মদ্যপান করেছে সে; ওর সামনে বালতির সমান একটা পানপাত্র রয়েছে, এবং মনে হচ্ছে ওদেরকে দৃষ্টি সীমায় ধরতেই ওর অসুবিধা হচ্ছিল।

আশাকরি এটা একটা রেকর্ড হয়ে গেলো, ভারি গলায় বলল সে ওদেরকে চিনতে পেরে। মনে হয় না ওদের কখনও এমন শিক্ষক ছিল যে কি না মাত্র একদিনই টিকেছিল।

তোমাকে বরখাস্ত তো করা হয়নি, হ্যাগ্রিড! দম নিয়ে বলল হারমিওন।

এখনও করেনি, বলল হ্যাগ্রিড কাতরভাবে, পানপাত্রে একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে। মাত্র তো সময়ের ব্যাপার, তাই না, ম্যালফয় বলার পর।

কেমন আছে ও? জিজ্ঞাসা করল রন, বসে পড়ল ওরা সবাই। আঘাতটা সিরিয়াস নয় নিশ্চয়ই, তাই না?

ম্যাডাম পমফ্রে যতটা সম্ভব করেছেন, বলল হ্যাগ্রিড, কিন্তু ও বলছে এখনো তীব্র ব্যথা পাচ্ছে ... ব্যান্ডেজে মোড়া গোঙাচ্ছে।

ও ভান করছে, সঙ্গে সঙ্গে বলল হ্যারি। ম্যাডাম পমফ্রে যে কোন কিছুই সারাতে পারেন। গত বছর আমার নিজের অর্ধেক হাড় গজিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। বিশ্বাস করো ম্যালফয় এই অবস্থাটার পুরো সুযোগ নিচ্ছে।

নিশ্চয়ই স্কুল গভর্নরদেরও বলা হয়ে গেছে, কাতর কণ্ঠে বলল হ্যাগ্রিড। ওরা নিশ্চয়ই মনে করবেন আমি বিপদজনক একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলাম। হিপোগ্রিফদের ক্লাশটা

আরো পরে শুরু করা উচিৎ ছিল ফ্লোবারওয়ার্মস বা ওই রকম কিছু দিয়ে শুরু করা আমি শুধু ভেবেছিলাম ওটাই প্রথম ক্লাশ হিসেবে ভালো হবে সবই আমার দোষ

সবটাই ম্যালফয়ের দোষ হ্যাগ্রিড! বলল হারমিওন আন্তরিকভাবে।

আমরা তো দেখেছি, বলল হ্যারি। তুমিই তো বলেছ হিপোগ্রিকদের অপমান করলে ওরা আক্রমণ করে। সমস্যাটা ম্যালফয়ের, কারণ ও তোমার কথা শোনেনি। আমরা ডাম্বলডোরকে বলবো আসল ঘটনা।

ঘাবড়ে যেও না হ্যাগ্রিড, আমরা তোমার পক্ষে থাকব। বলল রন।

হ্যাগ্রিডের গুবড়ে পোকার মতো কালো চোখের ভাঁজ পড়া কোণ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। আবেগে হ্যারি আর রনকে জাপটে ধরে ওদের হাড় ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম করলো সে।

আমার মনে হচ্ছে তোমার যথেষ্ট পান করা হয়ে গেছে, দৃঢ় স্বরে বলল হারমিওন। পানপাত্রটা তুলে নিয়ে বাইরে গিয়ে ওটা খালি করতে গেলো সে।

মানে, হয়তো সে ঠিকই বলছে, বলল হ্যাগ্রিড হ্যারি আর রনকে ছেড়ে দিয়ে। ওরা দুজন টলতে টলতে দূরে সরে গেলো, পাঁজর ঘষছে দুজনই।

চেয়ার থেকে নিজের ভারি দেহটাকে তুলল হ্যাগ্রিড এবং খলিত পদক্ষেপে হারমিওনকে অনুসরণ করল। ঘরের ভেতর থেকে ওরা পানি ছুঁড়ে ফেলার শব্দ শুনতে পেলো।

কি করল ও, জিজ্ঞাসা করল হ্যারি শূন্য পানপাত্রটা হাতে করে হারমিওন ফিরে আসতেই।

পানির পিপার মধ্যে ওর মাথাটা ডুবিয়ে নিল, পানপাত্রটা টেবিলে রাখতে রাখতে জবাব দিল হারমিওন।

হ্যাগ্রিড ফিরে এলো চোখ থেকে পানি মুছতে মুছতে, ওর দীর্ঘ চুল আর দাড়ি ভেজা।

এটাই ভালো, বলল সে কুকুরের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে, ভিজে গেলো ওরা সবাই। দেখো তোমরা যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ এটা খুবই ভালো হয়েছে, সত্যিই আমি–

হঠাৎ থেমে গেল হ্যাগ্রিড একেবারে পাথরের মতো নিশ্চল, হ্যারির দিকে তাকিয়ে আছে, যেন এই মাত্র সে খেয়াল করেছে যে হ্যারিও এখানে এসেছে।

তুমি কি করছ বলে ভেবেছ, এহ? সে রীতিমত গর্জন করে উঠল, এতই আকস্মিক যে ফুটখানেক শূন্যে লাফিয়ে উঠল সবাই। তোমার তো অন্ধকারের পর এভাবে ঘুরে বেড়াবার কথা নয়, হ্যারি! আর তোমরা দুজন ওকে এটা করতে দিচ্ছ।

দীর্ঘ পদক্ষেপে হ্যারির কাছে হেঁটে গেল হ্যাগ্রিড, ওর হাতটা ঠেসে ধরে টেনে নিয়ে গেল দরজার দিকে।

এসো! রীতিমত ক্ষেপে গেছে হ্যাগ্রিড। আমি তোমাদের সবাইকে স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, আর যেন না দেখি এরপর তোমরা আমাকে অন্ধকারের পর দেখতে এসেছ। আমি এর উপযুক্ত নই!

ওয়ার্ডরোবে বোগার্ট

বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ক্লাশেই এলো না ম্যালফয়। আর যখন এলো তখন দেরী করে এলো। ও যখন এলো তখন স্লিথারিন আর গ্রিফিন্ডররা তাদের ডাবল পোশন ক্লাশের অর্ধেকটা পেরিয়ে গেছে। ক্লাশরুমে ঢুকল দাম্ভিক ম্যালফয় ডান হাত ব্যান্ডেজে জড়ানো, স্লিং-এ ঝোলানো; হ্যারির মতে অভিনয় করছে সে, যেন কোন ভয়াবহ যুদ্ধ ফেরত বীর যোদ্ধা।

কেমন আছে হাতটা ড্র্যাকো? বোকার মতো কাষ্ঠ হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করল প্যানসি পারকিনসন। খুব কি ব্যথা করছে?

হ্যাঁ, বলল ম্যালফয় যেন একটা ভেংচি কাটল। কিন্তু হ্যারি লক্ষ্য করল, প্যানসির দৃষ্টি অন্য দিকে সরে যেতেই সে ক্র্যাব আর গয়লের উদ্দেশ্যে চোখ টিপল।

বসে পড়ো, বসে পড়ো, অলস ভাবে বললেন প্রফেসর স্নেইপ।

হ্যারি আর রন নিজেদের দিকে তাকিয়ে বিদ্বেষপূর্ণ কুটি বিনিময় করল; ওরা যদি দেরী করে আসত তাহলে স্নেইপ কখনই বলতেন না বসে পড়ো বসে পড়ো, ওদেরকে শাস্তি দিতেন। কিন্তু স্নেইপের ক্লাশে যে কোন কিছু করেই পার পেয়ে যেতে পারে ম্যালফয়;

স্নেইপ স্লিথারিন হাউজের প্রধান, এবং সাধারণত নিজের ছাত্রদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন।

আজ ওরা একটা নতুন পোশন বানাচ্ছে, আকৃতি ছোট করতে পারে সে রকম একটা পোশন। হ্যারি আর রনের লোহার বড় কড়াইটার পাশেই ম্যালফয় নিজেরটা বসালো। এবং ওরা তিনজন একই টেবিলে ওদের গাছ গাছড়াগুলি কাটতে শুরু করল।

স্যার, ম্যালফয় ডাকল স্নেইপকে, স্যার, এই শেকড়গুলো কাটার জন্যে আমার সাহায্য দরকার, আমার হাতটা–

উইজলি, ম্যালফয়ের জন্য ওর শেকড়গুলো কেটে দাও, বললেন স্নেইপ, মাথা না তুলে।

[রাগে] রনের মুখ লাল হয়ে গেলো।

তোমার হাতে তো আসলে কিছু হয়নি, চাপা স্বরে বলল ও ম্যালফয়ের উদ্দেশ্যে।

টেবিলের ওপার থেকে হাসির ভান কলল ম্যালফয়।

উইজলি, তুমি শুনেছ প্রফসর স্নেইপ কি বলেছেন, শেকড়গুলো কেটে ফেলো।

ছুড়িটা নিয়ে ম্যালফয়ের শেকড়গুলো নিজের দিকে টেনে নিয়ে ও যেনতেন ভাবে ওগুলো কাটতে শুরু করল, যেন এক একটা টুকরা এক এক সাইজের হয়।

প্রফেসর, টেনে টেনে বলল ম্যালফয়, উইজলি আমার শেকড়গুলোকে নষ্ট করছে, স্যার।

স্নেইপ এগিয়ে এলেন ওদের টেবিলের দিকে, ওর বাঁকা নাকটাকে নিচু করে তাকালেন শেকড়গুলোর দিকে, তারপর রনের উদ্দেশে একটা পিলে চমকানো হাসি দিলেন।

ম্যালফয়ের সঙ্গে শেকড়গুলো বদলে নাও, উইজলি।

কিন্তু, স্যার

পনরো মিনিট ধরে রন ওর শেকড়গুলোকে একেবারে সমান সাইজে কেটে রেখেছে।

এখনই, বললেন স্নেইপ ভয়ংকর সুরে।

খুব সুন্দর করে কাটা ওর নিজের শেকড়গুলো ম্যালফয়ের দিকে ঠেলে দিল, আবার ছুরিটা তুলে নিল হাতে।

আর স্যার, এই ডুমুর ডাটাগুলোর ছাল ছাড়াতে হবে, বলল ম্যালফয়, ওর স্বরে বিষ ভরা হাসি।

পটার তুমি ম্যালফয়ের ডুমুর ডাটাগুলোর ছাল ছাড়াবে, একমাত্র হ্যারির জন্য তুলে রাখা বিতৃষ্ণার হাসিটা হাসলেন স্নেইপ।

হ্যারি ম্যালফয়ের ডুমুর ডাটাগুলোকে নিজের দিকে টেনে নিল, রন আগের কাটা শেকড়গুলোকে ঠিকঠাক করায় মনোযোগ দিল। খুব দ্রুত ডাটা গুলোর ছাল ছাড়িয়ে ওগুলো ম্যালফয়ের দিকে ছুঁড়ে দিল হ্যারি কোন কথা না বলে। ম্যালফয়ের কৃত্রিম হাসিটা বেড়ে গেলো আরো।

তোমাদের বন্ধু হ্যাগ্রিডকে ইদানিং দেখেছ? আস্তে করে ওদেরকে জিজ্ঞাসা করল ম্যালফয়।

সেটা তোমার নাক গলাবার কোন বিষয় নয়, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রন ওর দিকে না তাকিয়ে।

আমার ভয় হচ্ছে ও আর শিক্ষক থাকতে পারছে না, কত্রিম দরদ দেখিয়ে বলল ম্যালফয়। আমার আহত হওয়ার ঘটনায় বাবা খুব বেশি খুশি হননি—

বেশি কথা বললে আমি কিন্তু তোমাকে এবার আসলেই আহত করবো, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল রন।

স্কুল গভর্নরদের কাছে ইতোমধ্যেই নালিশ করেছেন তিনি। এবং মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকেও। তোমরা তো জানো বাবার অনেক প্রভাব রয়েছে সব যায়গায়। আর এ রকম একটা দীর্ঘস্থায়ী আঘাত সে একটা লম্বা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, কে জানে, আমার হাতটা আর কোনদিন আগের মতো হবে কি না?

ও সে জন্যেই তুমি হাতটা এভাবে ঝুলিয়ে রাখছ, বলল হ্যারি, ভুল করে একটা মরা শুয়োপোকার মাথা কেটে ফেলল, রাগে কাঁপছিল ওর হাত। যেন হ্যাগ্রিডকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করানো যায়।

বেশ, বলল ম্যালফয়, স্বর নিচু করে ফিস ফিস করে বলল, আংশিক সত্য, পটার। তাছাড়া অন্যান্য সুবিধাও পাওয়া যাচ্ছে। উইজলি, আমার শুয়োপোকাটাকে কেটে দাও।

কয়েক কড়াই দূরে ম্যালা ঝামেলায় পড়েছে নেভিল। পোশন ক্লাশে নিয়মিতভাবেই মুশকিলে পড়ে ও; ওর জন্যে এই ক্লাশটা সবচেয়ে অলুক্ষুণে, এবং প্রফেসর স্নেইপের প্রতি ভীষণ ভীতি ওর অবস্থাটাকে আরো জটিল করে তুলেছে। ওর পোশন যেটা, উজ্জ্বল অ্যাসিড গ্রীন, সেটা হয়ে গেছে

কমলা রঙ, লংবটম, বললেন স্নেইপ হাতা দিয়ে কড়াই থেকে কিছুটা পোশন তুলে আবার ছেড়ে দিলেন কড়াইয়ে, যেন সবাই দেখতে পায়। কমলা রং। আমাকে বলো তোমার ওই মোটা মাথায় কি কখনই কিছু ঢোকে না? তুমি কি শোনোনি আমি

পরিষ্কারভাবে বলেছি ইঁদুরের মাত্র একটা প্লীহা হলেই চলবে? বলিনি জোকের একটুখানি রসই যথেষ্ট? তোমাকে বোঝাতে হলে আমার আর কি করতে হবে, লংবটম?

লাল-গোলাপী হয়ে গেলো নেভিলের মুখের রং, কাঁপছে সে ভয়ে। মনে হচ্ছে এখনই কেঁদে ফেলবে সে।

প্লিজ, স্যার, অনুনয় করল হারমিওন, প্লিজ, আমি নেভিলকে সাহায্য করতে পারি

আমার তো মনে পড়ছে না তোমাকে বাহাদুরি দেখাবার জন্য আমি ডেকেছিলাম মিস ঘের, ঠাণ্ডা স্বরে বললেন স্নেইপ, এবং হারমিওনও নেভিলের মতোই লাল হয়ে গেল। লংবটম এই ক্লাশের পর তোমার পোশনের কয়েক ফোঁটা তোমার ব্যাঙটাকে খাইয়ে দেখবে কি হয়। বোধহয় এরপর তুমি সঠিকভাবে কাজ করতে উৎসাহিত হবে।

সরে গেলেন স্নেইপ, ভয়ে নেভিলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে।

আমাকে সাহায্য করো! কাতর কণ্ঠে হারমিওনকে বলল সে।

হ্যারি, ডাকল সিমাস ফিনিগান সামনে ঝুঁকে ওর ওজন মাপার পিতলের যন্ত্রটা নেয়ার সময়, শুনেছ? ডেইলী প্রফেট পত্রিকায় আজ সকালে লেখা হয়েছে ওরা মনে করে সাইরিয়াস ব্ল্যাককে দেখা গেছে।

কোথায়? হ্যারি আর রন একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল। টেবিলের আরেক মাথায় ম্যালফয় মাথা তুলল, কান পাতল শোনার জন্যে।

এখান থেকে খুব দূরে নয়, বলল সিমাস, ওকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। একজন মাগল ওকে দেখতে পেয়েছে। অবশ্য সে ঘটনাটার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। মাগলরা মনে করে ও একটা সাধারণ অপরাধী, তাই না? সে অবশ্য হটলাইনে টেলিফোন করেছিল। তবে, মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিক ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে ওখান থেকে সরে পড়েছিল সে।

এখান থেকে খুব দূরে নয় পুনরাবৃত্তি করল রন, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকাল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যালফয়কে দেখল মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনছে। কি হয়েছে ম্যালফয়? আরো কোন কিছুর ছাল ছাড়াতে হবে?

বিদ্বেষে চকচক করছে ম্যালফয়ের চোখ জোড়া, এবং হ্যারির দিকে নিবদ্ধ ওর দৃষ্টি। ও টেবিলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল।

ব্ল্যাককে একাকী ধরবার ফন্দি আঁটছ পটার?

হু, সেটা ঠিক, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হ্যারি।

ম্যালফয়ের সরু মুখটায় ছড়িয়ে পড়ল একটা ক্রুর হাসি।

নিশ্চয়ই, আমিই চেষ্টা করবো, শান্ত স্বরে বলল সে। এর আগেই আমার কিছু করা উচিত ছিল। ভালো ছেলের মতো আমার স্কুলের চার দেয়ালের ভেতরে থেকে যাওয়া ঠিক হয়নি, বাইরে গিয়ে ওকে খুঁজে বার করবার দরকার ছিল।

কি বলছ তুমি ম্যালফয়? রুক্ষ স্বরে বলল রন।

তুমি কি সেটা জানো না, পটার? ওর নিপ্রভ চোখ দুটো সরু হয়ে এলো।

কী জানি না?

ম্যালফয় একটা দীর্ঘ অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি হাসল।

হয়তো তুমি কোন ঝুঁকি নিতে চাও না, বলল সে (ম্যালফয়)। ওটা তুমি ডিসেন্টরদের হাতেই ছেড়ে রাখতে চাও, তাই না? কিন্তু তোমার যায়গায় যদি আমি হতাম, তাহলে প্রতিশোধ নিতে চাইতাম। আমি নিজে ওকে খুঁজে বার করতাম।

তুমি কী বলছো? ক্ষেপে গিয়ে প্রশ্ন করল হ্যারি, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন স্নেইপ, এতক্ষণে তোমাদের উপাদান মেশানো হয়ে গেছে। এই পোশন পান করবার আগে জ্বাল দিয়ে নিতে হয়; যখন ফুটতে শুরু করবে তখন পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং তারপর আমরা পরীক্ষা করবো লংবটমের

ক্র্যাব এবং গয়ল জোরে হেসে উঠল নেভিলকে ঘামতে দেখে ও নিজের পোশনটা নাড়ছে পাগলের মতো। হারমিওন বিড় বিড় করে ওকে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিল, যেন স্নেইপ শুনতে না পায়। হ্যারি আর রন ওদের অব্যবহৃত উপাদানগুলো গুছিয়ে কোণার পাথরের বেসিনে হাতা আর হাত ধুতে গেলো।

ম্যালফয় কি বোঝাতে চেয়েছিল? ছাদের নর্দমা সংলগ্ন সিংহাকৃতির মুখ থেকে বেরনো বরফ শীতল পানির নিচে হাত দিয়ে হ্যারি জানতে চাইল রনের কাছে। আমি কেন ব্ল্যাক-এর ওপর প্রতিশোধ নিতে যাবো, ও তো আমার কোন ক্ষতি করেনি-এখনো।

এটা ওর ষড়যন্ত্র, ও এটা তৈরি করছে যেন তুমি বোকার মতো কিছু একটা করে বসো

ক্লাশ শেষ হওয়ার পথে, স্নেইপ হেঁটে গেলেন নেভিলের কাছে, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে ওর কড়াইয়ের কাছে।

সবাই এসে চারপাশে দাঁড়াও। বললেন স্নেইপ, চকচক করছে ওর কালো চোখ জোড়া, এসে দেখো লংবটমের ব্যাঙের দশা কি হয়। যদি সে সংকোচন পোশন বানাতে সফল হয়ে থাকে তবে ওর ব্যাঙটা ছোট হয়ে ব্যাঙাচি হয়ে যাবে। এবং যদি সে বানাতে না পারে, এবং কোন সন্দেহ নেই সে ব্যর্থই হয়েছে, তাহলে সম্ভাবনা হচ্ছে যে ওর ব্যাঙটা বিষে আক্রান্ত হয়ে যাবে।

গ্রিফিন্ডাররা ভয়ে ভয়ে দেখছে। স্লিথারিনরা মহা উত্তেজিত। নেভিলের ব্যাঙ ট্রেভরকে বাঁ হাতে তুলে নিলেন স্নেইপ, নেভিলের পোশনের মধ্যে ছোট্ট একটা চা চামচ ডোবালেন, ওটা এখন সবুজ রং ধারণ করেছে। ট্রেভরের গলা দিয়ে কয়েক ফোঁটা পোশন নামিয়ে দিলেন তিনি।

এক মুহূর্তের জন্য সবাই নীরব হয়ে গেল একেবারে, ঢোক গিলল ট্রেভর; পপ করে ছোট্ট একটা শব্দ হলো, ক্ষুদে ব্যাঙাচি ট্রেভরকে নড়তে দেখা গেল স্নেইপের হাতের তালুতে।

হাততালিতে ফেটে পড়ল গ্রিফিন্ডররা। বেজার হয়ে গেলেন স্নেইপ, পকেট থেকে ছোট্ট একটা শিশি বের করে ট্রেভরের ওপর কয়েক ফোঁটা তরল ঢাললেন এবং সে হঠাৎ করেই আবার পূর্ব আকৃতি ফিরে পেল।

গ্রিফিন্ডর থেকে পাঁচ পয়েন্ট কেটে নেয়া হলো, বললেন স্নেইপ। সবগুলো মুখ থেকে হাসি মুছে গেলো। মিস গ্রেঞ্জার আমি বলেছি ওকে সাহায্য না করবার জন্যে। ক্লাশ ডিসমিস।

হ্যারি, রন আর হারমিওন সিঁড়ি বেয়ে সামনের হল রুমে ঢুকল। হ্যারি তখনও ভাবছে ম্যালফয়ের কথাগুলো। রন উত্তেজিত স্নেইপের ব্যাপারে।

পোশন ঠিক হয়েছে বলে গ্রিফিন্ডর থেকে পাঁচ পয়েন্ট কেটে নেয়া হলো। হারমিওন তুমি মিথ্যা কথা বললে না কেন? তোমার বলা উচিৎ ছিল ওটা নেভিল নিজে নিজেই করেছে!

হারমিওন জবাব দিল না। রন চারপাশে তাকালো।

কোথায় হারমিওন?

হ্যারিও ফিরে দাঁড়াল। ওরা সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপে। দেখছে ক্লাশের বাকি সবাই গ্রেট হলে ঢুকছে লাঞ্চের জন্য।

ও তো আমাদের ঠিক পেছনেই ছিল, ভ্রুকুটি করে বলল রন।

ক্র্যাব আর গয়লকে দুপাশে নিয়ে ম্যালফয় ওদের পাশ দিয়ে চলে গেলো হ্যারিকে কৃত্রিম একটা হাসি উপহার দিয়ে।

ওই যে হারমিওন, বলল হ্যারি।

দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে হারমিওন; একহাতে নিজের ব্যাগটা খামচে ধরে আছে অন্য হাতে কাপড়ের নিচে কি যেন একটা খুঁজে রেখেছে।

তুমি কীভাবে ওটা করলে? জিজ্ঞাসা করল রন।

কী? ওদের সঙ্গে যোগ দিতে দিতে বলল হারমিওন।

এক মুহূর্তে তুমি ছিলে আমাদের সাথে আর আবার পরের মুহূর্তেই সিঁড়ির একেবারে নিচের ধাপে।

কী? হারমিওনকে একটু বিভ্রান্ত লাগল। ওহ-একটা জিনিষের জন্যে আমাকে ফিরে যেতে হয়েছিল। ও না

হারমিওনের ব্যাগের একদিকটায় সেলাই খুলে গিয়েছে। হ্যারি অবাক হলো; ওটা অন্তত ডজনখানেক বড় আর ভারি বইয়ে ঠাসা।

ওগুলো বয়ে বেড়াচ্ছ কেন? রন জিজ্ঞাসা করল।

তুমি জান কতগুলো বিষয় পড়ছি আমি, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হারমিওন। এগুলো একটু ধরতে পারবে?

কিন্তু– ওর দেয়া বইগুলো উল্টে পাল্টে দেখছে রন, প্রচ্ছদগুলো দেখে বলল, আজ তো এর একটিরও ক্লাশ নেই, শুধু ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস রয়েছে দুপুরের পরে।

ও হ্যাঁ, অনির্দিষ্টভাবে বলল হারমিওন, কিন্তু তারপরও সবগুলো বইই আবার নিজের ব্যাগে রাখল। আশা করি লাঞ্চে ভালো কিছু পাওয়া যাবে ক্ষুধায় পেট জ্বলছে, বলতে বলতে গ্রেট হলের দিকে হেঁটে চলে গেল হারমিওন।

তোমার কী মনে হচ্ছে হারমিওন আমাদের কাছে কিছু একটা লুকাচ্ছে? রন জিজ্ঞাসা করল হ্যারিকে।

***

ওরা যখন ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্ট ক্লাশে পৌঁছল তখনও প্রফেসর লুপিন সেখানে পৌঁছাননি। ওরা সবাই বসল, যার যার বই, পালকের কলম এবং পার্চমেন্ট বার করল। প্রফেসর লুপিন যখন ক্লাশে ঢুকলেন তখন ওরা একে অন্যের সাথে কথা বলছে। প্রফেসর লুপিন অস্পষ্টভাবে হেসে নিজের পুরনো রংচটা ব্রিফকেসটা টিচার্স ডেস্কের উপর রাখলেন। আগের মতোই জীর্ণ লাগছে তাকে, কিন্তু ট্রেনে যেমন দেখাচ্ছিল তার চেয়ে তাজা দেখাচ্ছে, যেন এর মধ্যে বেশ কয়েকবার ভরপেট খেতে পেয়েছেন।

গুড আফটারনুন, বললেন তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে, তোমরা কি তোমাদের বইগুলো ব্যাগে ভরে রাখবে, প্লিজ। আজকের ক্লাশটা প্র্যাকটিকাল, তোমাদের শুধু জাদুর কাঠির প্রয়োজন হবে।

বই রাখতে রাখতে ক্লাশের মধ্যে কয়েকটা কৌতূহলী দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেলো। এর আগে স্মরণকালের মধ্যে এই ক্লাশের কোন প্র্যাকটিকাল হয়নি, শুধুমাত্র গত বছর তাদের আগের শিক্ষক খাঁচাভর্তি পিক্সি এনে ক্লাসে ছেড়ে দিয়েছিল।

ঠিক আছে, সবাই তৈরি হলে বললেন প্রফেসর লুপিন, আমাকে অনুসরণ করো।

বিভ্রান্ত কিন্তু কৌতূহলী ক্লাসটা ওকে অনুসরণ করে বাইরে গেল। জনশূন্য করিডোর ধরে, বাঁক ঘুরে ওরা অনুসরণ করল প্রফেসরকে। পথে দেখা গেল পিভস দ্য পোল্টারজিস্ট (উপদ্রপকারী ভূত) শূন্যে উল্টো হয়ে ঝুলতে ঝুলতে সবচেয়ে কাছের দরজার চাবির ফটোটাকে চুইংগাম দিয়ে ঠাসছে।

প্রফেসর লুপিন দুফিটের মধ্যে না আসা পর্যন্ত পিভস তাকে দেখেনি। সে তার বাঁকা-আঙুলের পা এক পাশ থেকে আরেক পাশে আন্দোলিত করে গান গেয়ে উঠল।

লুনি, লুপি লুপিন, পিভস গাইল। লুনি, লুপি লুপিন, লুনি, লুপি লুপিন

দুর্বিনীত পিভসকে সামলানো সব সময়ই কঠিন, কিন্তু সে শিক্ষকদের বরাবর সম্মান করতো। সবাই প্রফেসর লুপিনের দিকে তাকাল তার প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্যে; ওদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে প্রফেসর তখনও হাসছেন।

আমি যদি তোমার যায়গায় হতাম পিভস, তাহলে ওই চুইংগামটা চাবির ফুটো থেকে বের করে নিতাম, ভালোভাবেই বললেন প্রফেসর। মিস্টার ফিলচ তার ঝাড়ুগুলো পাবেন না।

ফিলচ হচ্ছে হোগার্টস-এর কেয়ারটেকার, বদমেজাজি এবং ব্যর্থ এক জাদুকর যে সব সময়ই ছাত্রদের এবং বিশেষ করে পিভস-এর বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন। প্রফেসর লুপিনের কথা পাত্তাই দিল না পিভস, বরং ওঁর কথা শুনে বিচিত্র আওয়াজ আর অঙ্গভঙ্গি করে তার বিরাগ প্রকাশ করল।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রফেসর লুপিন তার জাদুর কাঠিটা বের করলেন।

চমৎকার একটা উপকারী কিন্তু ছোট্ট জাদু, মাথা ঘুরিয়ে ক্লাশকে বললেন তিনি, খুব ভালোভাবে খেয়াল কর।

কাঁধ বরাবর জাদুর কাঠিটা তুললেন তিনি, বললেন, ওয়ার্দিওয়াসি! এবং ওটাকে পিভস-এর দিকে তাক করলেন।

বুলেটের গতিতে চুইংগামের দলাটা চাবির ফুটো থেকে বেরিয়ে পিভস-এর বা নাকের ফুটোর ভেতরে ঢুকে গেল; উপরের দিকে ঘুরে গেল পিভস এবং অভিশাপ দিতে দিতে পালিয়ে বাঁচল।

দারুণ, স্যার! বিস্ময়ে বলল ডিন থমাস।

ধন্যবাদ ডিন, জাদুর লাঠিটা রাখতে রাখতে বললেন প্রফেসর, আমরা কী তাহলে যাবো?

আবার চলতে শুরু করল ক্লাসটা। প্রফেসর লুপিনের দিকে তাকাচ্ছে ওরা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে। দ্বিতীয় একটা করিডোরে এসে থামলেন তিনি, একেবারে স্টাফ রুমের দরজার সামনে।

রুমটা খুলে দিয়ে একপাশে সরে গিয়ে বললেন, ভেতরে প্লিজ।

স্টাফ রুম, অগোছালো চেয়ারে ভর্তি লম্বা একটা রুম, একজন শিক্ষকের উপস্থিতি ছাড়া পুরোটা খালি। প্রফেসর স্নেইপ বসেছিলেন একটা নিচু চেয়ারে, ওরা সবাই রুমে ঢুকতেই ঘুরে দেখলেন। তার চোখ জোড়া চকচক করছে মুখে কদর্য একটা অবজ্ঞার ভাব। রুমে ঢুকে প্রফেসর লুপিন দরজাটা বন্ধ করবার উপক্রম করতেই স্নেইপ বললেন, এটা খোলাই রাখ লুপিন, আমি বরং এটা দেখবো না। চেয়ার ছেড়ে উঠে ক্লাশের পাশ দিয়ে চলে গেলেন তিনি কালো পোশাকটায় বিরাট ঢেউ তুলে। দরজার কাছে এসে পেছন ফিরলেন, সম্ভবত কেউ তোমাকে সাবধান করে দেয়নি লুপিন, যে এই ক্লাশে নেভিল লংবটম রয়েছে। তাকে কোন কঠিন কিছু করবার দায়িত্ব না দেয়ার জন্যেই উপদেশ দিচ্ছি। যদি না মিস গ্রেঞ্জার তার কানের কাছে ফিস ফিস করে সব বলে দিতে থাকে।

লাল হয়ে গেল নেভিল। হ্যারি তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল স্নেইপের দিকে নিজের ক্লাশে তিনি নেভিলকে পীড়ন করেন সেটাই যথেষ্ট খারাপ, আবার অন্য শিক্ষকদের সামনে ওর একই রকম আচরণ করা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রফেসর লুপিন চোখ বড় করলেন।

আমি তো আশা করছি প্রথম দিকের অপারেশনে নেভিলই আমাকে সাহায্য করবে, বললেন প্রফেসর লুপিন, এবং আমি নিশ্চিত সে প্রশংসনীয়ভাবেই সেটা করবে।

নেভিলের চেহারাটা সম্ভব আরো লাল হলো। বাঁকা হয়ে গেলো স্নেইপের ঠোঁট, চলে গেলেন তিনি দ্রুত দরজাটা বন্ধ করে।

তাহলে, বললেন প্রফেসর লুপিন, ক্লাশকে রুমের শেষ প্রান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে, ওখানে একটিমাত্র ওয়ার্ডরোব ছাড়া আর কিছুই নেই, শিক্ষকরা ওখানে তাদের অতিরিক্ত পোশক রাখেন। প্রফেসর লুপিন ওয়ার্ডরোবের কাছে যেতেই ওটা এদিক ওদিক কেঁপে দেয়ালের সঙ্গে জোরে বাড়ি খেল।

কয়েকজন ভয়ে লাফিয়ে পেছনে চলে গিয়েছিল। ঘাবড়াবার কিছু নেই, তাদের লক্ষ্য করে বললেন প্রফেসর লুপিন শান্ত স্বরে। ওটার ভেতরে একটা বোগার্ট রয়েছে।

বেশিরভাগই মনে করল ওটা ভয় পাবার মতো কোন কিছু। নেভিল তাকাল প্রফেসর লুপিনের দিকে চোখে নির্ভেজাল আতংক, আর সিমাস ফিনিগান ভয়ে তাকিয়ে রয়েছে কাঁপতে থাকা দরজার নবটার দিকে।

বোগার্টরা পছন্দ করে অন্ধকার, বদ্ধ যায়গা, বললেন প্রফেসর লুপিন। ওয়ার্ডরোব, বিছানার মাঝখানের ফাঁক, সিঙ্কের নিচের কাবার্ডে-একবার আমি একজনের দেখা পেয়েছিলাম যে কি না বড় দেয়ালঘড়ির মধ্যে তার আবাস বানিয়েছিল। এটা এখানে এসেছে গতকাল দুপুরের পরে, আমি হেডমাস্টারকে বলেছিলাম স্কুলের স্টাফরা যদি ওকে ওখানেই থাকতে দেয় তবে থার্ড ইয়ারের একটা প্র্যাকটিকাল ক্লাশ নিতে সক্ষম হবো।

তাহলে প্রথম যে প্রশ্নটি আমাদের করতে হবে সেটা হলো বোগার্ট কী? হাত তুলল হারমিওন।

আকৃতি–পরিবর্তনকারী, বলল সে। আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভয় দেখাতে সক্ষম যে আকৃতি সেটাই ধারণ করে সে।

আমি নিজেও এত ভালো করে বলতে পারতাম না, বললেন প্রফেসর লুপিন, গর্বিত দেখাল হারমিওনকে। তাহলে ভেতরের অন্ধকারে যে বোগার্টটা বসে রয়েছে সে এখনও কোন আকতি ধারণ করেনি। সে এখনও জানে না দরজার বাইরে যারা রয়েছে কোন আকৃতি তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভীত করবে। কেউ জানে না বোগার্ট আসলে দেখতে

কেমন। কিন্তু, যে মুহূর্তে আমি ওটাকে বের করে আনব, ঠিক সেই মুহূর্তে ওটা সেই আকৃতি ধরবে যেটা দেখলে আমরা প্রত্যেকে ভয় পাবো।

তার মানে হচ্ছে, বললেন প্রফেসর লুপিন, নেভিলের মুখ নিসৃত ভয়ার্ত শব্দগুলোকে পাত্তা দিচ্ছেন না তিনি, শুরুতেই বোগার্টের তুলনায় আমরা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছি। ধরতে পেরেছ হ্যারি?

সদা তৎপর, হাত তুলে সব প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত হারমিওন পাশে থাকলে কোন প্রশ্নের জবাব দেয়া সত্যিই কঠিন, কিন্তু হ্যারি সফল হলো।

ইয়ে–মানে আমরা এতজন রয়েছি যে ওটা বুঝবেই না কোন আকৃতি ধারণ করতে হবে?

একেবারে সঠিক, বললেন প্রফেসর, এবং ওর হাত নিচে নামাল, একটু হতাশ দেখাচ্ছে ওকে। যখন কোন বোগার্টের সঙ্গে তোমাদের মোলাকাৎ হবে তখন সঙ্গে লোকজন থাকাই ভালো। বিভ্রান্ত হয়ে যায় ও। সেটাই হওয়া উচিৎ, মস্তকবিহীন মৃতদেহ অথবা মাংসখেকো একটা? একবার আমি দেখেছিলাম একটা বোগার্ট একসঙ্গে দুজনকে ভয় দেখাতে গিয়ে নিজেকে অর্ধ–শ্লাগে রূপান্তরিত করেছিল। একেবারেই ভয়ের কিছু নয়।

বোগার্টকে ঠেকানোর জাদুটা খুব সহজ, কিন্তু তারপরও প্রয়োগ করতে মনের জোর লাগে। দেখো, একটা বোগার্টকে যেটা একেবারে শেষ করে দেয় সেটা হচ্ছে হাসি।

তোমাকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে মনের প্রভাব খাটিয়ে ওটাকে এমন একটা আকৃতি ধারণ করতে বাধ্য করা যেটা দেখলে তোমার খুব মজা লাগবে এবং তুমি হাসবে।

প্রথমে জাদুর কাঠি ছাড়াই আমরা জাদুটা প্র্যাকটিস করব। আমার সঙ্গে বলো রিডিকুলাস!

রিডিকুলাস! ক্লাশের সবাই এক জোটে বলে উঠল।

বেশ, বললেন প্রফেসর লুপিন। খুব ভালো। কিন্তু ওটা ছিল সবচেয়ে সহজ অংশটা। আসলে শুধু শব্দটাই যথেষ্ট নয়। এবং এখানেই নেভিল, তোমার প্রয়োজন।

ওয়ার্ডরোবটা আবার কেঁপে উঠল, তবে নেভিলের মতো নয়, কাঁপতে কাঁপতে যে সামনে এগোচ্ছে, যেন ফাঁসির মঞ্চে যাচ্ছে।

ঠিক আছে নেভিল, বললেন প্রফেসর লুপিন। আগের কাজ আগে: তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভীত করে কোন জিনিষটা?

নেভিলের ঠোঁট নড়ল, কিন্তু কোন শব্দ বের হলো না।

শুনতে পাইনি, নেভিল, দুঃখিত, বললেন প্রফেসর উফুল্ল কণ্ঠে।

চারদিকে উদ্ভ্রান্তের মতো তাকাল নেভিল, যেন কারো সাহায্য ভিক্ষা করছে, তারপর বলল, প্রায় ফিস ফিস করে, প্রফেসর স্নেইপ।

প্রায় সকলেই হেসে উঠল। এমনকি নেভিলও হেসে উঠল যেন অপরাধীর মতো। প্রফেসর লুপিনকে অবশ্য চিন্তিত হতে দেখা গেল।

প্রফেসর স্নেইপ হুমমম নেভিল, আমার বিশ্বাস তুমি তোমার দাদীর সঙ্গে থাকো?

ইয়ে–মানে হ্যাঁ, বলল নার্ভাস নেভিল। কিন্তু আমি–আমি চাইনা বোগার্ট দাদীতে রূপান্তরিত হোক।

না, না, তুমি আমাকে ভুল বুঝছ, হেসে বললেন প্রফেসর লুপিন। আমি ভাবছি তুমি আমাদের বলতে পারবে কি না, কী ধরনের পোশাক তোমার দাদী পরেন?

নেভিলকে চমকে উঠতে দেখা গেল, তবে সে বলল, মানে সব সময়ই একই হ্যাট। একটা লম্বা হ্যাট ওটার মাথায় একটা শকুন ঠাসা। এবং একটা লম্বা পোশাক সাধারণত সবুজ, এবং কখনও কখনও শেয়ালের–চামড়ার স্কার্ফ।

এবং একটা হ্যান্ডব্যাগ? যোগ করলেন প্রফেসর লুপিন।

বড় একটা লাল, বলল নেভিল।

ঠিক আছে তাহলে, বললেন প্রফেসর লুপিন। ওই পোশাক কী তুমি পরিষ্কার ভাবে তোমার মনের চোখে দেখতে পারো?

হ্যাঁ, বলল নেভিল অনিশ্চিতভাবে, ভাবছে এর পরে কি হতে যাচ্ছে।

বোগার্ট যখন এই ওয়ার্ডরোব থেকে সজোরে বেরিয়ে আসবে, নেভিল, এবং তোমাকে দেখতে পাবে, ওটা প্রফেসর স্নেইপের আকৃতি ধারণ করবে, বললেন লুপিন। এবং তুমি এইভাবে তোমার জাদুর কাঠি তুলে চিৎকার করে বলবে রিডিকুলাস এবং গভীরভাবে তোমার দাদীর পোশাকের কথা ভাববে। যদি সবকিছু ঠিকঠাক চলে তাহলে প্রফেসর স্নেইপ বাধ্য হবেন শকুন–মাথা হ্যাট, সবুজ পোশাক এবং লাল হ্যান্ডব্যাগধারীতে পরিণত হতে।

হাসির একটা গমক শোনা গেল। ওয়ার্ডরোবটা আরো জোরে নড়ে উঠল।

যদি নেভিল সফল হয়, তবে, বোগার্টটা একে একে আমাদের সকলের দিকেই ফিরবে। বললেন প্রফেসর লুপিন। আমি চাচ্ছি এখন তোমরা এক মুহূর্তের জন্যে ভাববে কোনটা তোমাদের কাছে সবচেয়ে ভীতিকর এবং সঙ্গে সঙ্গে এও ভাববে কিভাবে ওটাকে হাস্যকর কিছুতে রূপান্তরিত হতে বাধ্য করা যায়।

নীরবতা নেমে এলো রুমে। হ্যারি ভাবছে কোনটা ওর কাছে সবচেয়ে বেশি ভীতিকর?

তার প্রথম চিন্তা ছিল লর্ড ভল্ডেমর্ট–পর্ণ শক্তিতে ফিরে আসা একজন লর্ড ভল্ডেমর্ট। কিন্তু বোগার্ট–ভল্টেমর্টের ওপর প্রতি আক্রমণের প্ল্যান ঠিক করবার আগেই, ওর মনের পর্দায় ভয়ংকর একটা ছবি ভেসে উঠল

একটা পঁচা গলিত চকচকে হাত, কালো পোশাকের নিচে টলটলায়মান ভাবে গড়িয়ে চলছে ... একটা লম্বা, অদৃশ্য মুখ নিঃসৃত নিঃশ্বাস গা শির শির করা ঠাণ্ডা যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে ... ডোবার কথা

কেঁপে উঠল হ্যারি, তাকাল চারদিক, কেউ দেখে ফেলেনি তো। অনেকেরই চোখ চেপে বন্ধ হয়ে আছে। রন বিড় বিড় করছে, ওটার পা ছিঁড়ে ফেল। হ্যারি নিশ্চিত যে ও জানে রন কি নিয়ে ভাবছে। রনের সবচেয়ে ভয়ের হচ্ছে মাকড়সা।

সবাই তৈরি? জিজ্ঞাসা করলেন প্রফেসর লুপিন।

হ্যারির ভেতর ভয়ের একটা স্রোত বয়ে গেল। সে তৈরি নয়। একজন ডিমেন্টরকে কী করে কম ভীতিকর করা যায়? কিন্তু সে আরো সময় নিতে চাচ্ছে না, সকলেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়ছে, সার্টের হাত গোটাচ্ছে।

নেভিল, আমরা সকলে পেছনে সরে যাবো, বললেন প্রফেসর লুপিন। যেন তোমার সামনের যায়গাটা পরিষ্কার থাকে, ঠিক আছে? পরের জনকে আমি সামনে ডাকব সবাই পেছনে যাও, নেভিল যেন পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়।

সবাই পেছনে সরে গেলো, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, নেভিলকে ওয়ার্ডরোবের সামনে একা ছেড়ে দিল। ওকে ম্লান আর ভীত দেখাচ্ছে, কিন্তু ও সার্টের হাত গুটিয়ে নিয়ে জাদুর কাঠিটা হাতে ধরে প্রস্তুত।

তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে, নেভিল, বললেন প্রফেসর লুপিন, ওয়ার্ডরোবের হাতলের দিকে নিজের জাদুর কাঠিটা তাক করে। এক–দুই–তিন-এখন!

স্ফুলিঙ্গের একটা ঝলক প্রফেসর লুপিনের জাদু কাঠি থেকে বেরিয়ে সোজা ওয়ার্ডরোবের নবে আঘাত করল। সজোরে খুলে গেল ওয়ার্ডরোবটা। বড়শীর মতো নাক এবং ভীতিকর, প্রফেসর স্নেইপ বেরিয়ে এলেন ওয়ার্ডরোব থেকে, তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন নেভিলের দিকে।

পিছিয়ে গেল নেভিল, ওর জাদুর কাঠিটা সোজা করে ধরা, মুখ নড়ছে কিন্তু নিঃশব্দে। ওর ওপর প্রায় এসে পড়ল স্নেইপ, পোশাকের ভেতরে হাত ঢোকাল।

রি–র–রিডিকুলাস! কঁকিয়ে উঠল নেভিল।

বাতাসে চাবুকের সপাং আওয়াজের মতো আওয়াজ হলো। হোঁচট খেল স্নেইপ; এখন ওর পরনে লেস লাগানো লম্বা পোশাক, সোজা একটা হ্যাট মাথায় পোকা খাওয়া শকুনি, এবং হাতে দোলাচ্ছেন টকটকে লাল রঙের একটা হ্যান্ডব্যাগ।

হাসিতে ফেটে পড়ল গোটা ক্লাস; বোগার্ট থমকে দাঁড়াল, বিভ্রান্ত, প্রফেসর লুপিন চিৎকার করে উঠলে, পার্বতী! সামনে এসো!

পার্বতী সামনে এগিয়ে গেলো, মুখ স্থির। স্নেইপ ঘুরে ওর দিকে তাকাল। আরেকটি বজ্রপাতের শব্দ হলো, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল স্নেইপ ওখানে এখন সারা গা ব্যান্ডেজে মোড়া রক্তাক্ত এক মমি দাঁড়িয়ে রয়েছে; ওটার দৃষ্টিহীন মুখটা পাবর্তীর দিকে এবং ওর দিকে হাটছে মমিটা, খুব ধীরে, পা টেনে টেনে, আড়ষ্ট হাতটা ধীরে ধীরে উঠছে ওপরে

মমির পায়ের ব্যান্ডেজের পাক খুলে গেল; পা জড়িয়ে উপুড় হয়ে আছড়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়িয়ে গেলো।

সিমাস! প্রফেসর লুপিনের গর্জন শোনা গেল।

পার্বতীকে পাশ কাটিয়ে সিমাস এগিয়ে গেল।

ক্র্যাক! আরেকটা বজ্রপাতের শব্দ শোনা গেল। মমিটা যেখানে ছিল সেখানে এখন এক নারী, কালো চুল তার মেঝের সমান দীর্ঘ এবং সবুজের ছোঁয়া লাগানো মুখটা কংকালের

মতো–বাপরী একটা। মুখ ব্যাদন করে বিরাট একটা হা করল সে, অপার্থিব একটা শব্দে ভরে গেল রুমটা, দীর্ঘ একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, হ্যারির মাথার চুল সব দাঁড়িয়ে গেল।

রিড্ডিকুলাস! চিৎকার করে উঠল সিমাস।

বাস্তুপরীর গলা দিয়ে কর্কশ একটা শব্দ বের হলো, নিজের গলাটা খামচে ধরল সে; নীরব হয়ে গেলো সে।

ক্র্যাক! বাস্তুপরীটা ইঁদুরে রূপান্তরিত হয়ে গেল, বৃত্তাকারে ঘুরে নিজের লেজটাকে ধরবার চেষ্টা করছে সে, আবার ক্র্যাক!–সাপে পরিণত হয়ে গেলো ওটা, গড়িয়ে এগোলোলা সাপটা, পাক খেলো তারপর আবার ক্র্যাক!-একটিমাত্র অক্ষিগোলকে পরিণত হলো ওটা।

ওটা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে! চিৎকার করে উঠলেন লুপিন। আমরা লক্ষ্যে পৌঁছে যাচ্ছি। ডিন!

দ্রুত এগিয়ে গেলো ডিন।

ক্র্যাক! অক্ষিগোলকটা কাটা হাতে পরিণত হলো, মৃদু নড়ল, মেঝে ঘষটাতে ঘষটাতে এগোতে লাগল কাঁকড়ার মতো।

রিড্ডিকুলাস! চিৎকার করে উঠল ডিন।

সাৎ করে একটা শব্দ হলো, ইঁদুর ধরার কলে আটকে গেলো হাতটা।

চমৎকার! রন, এরপর তুমি!

লাফিয়ে সামনে এলো রন।

ক্র্যাক!

চিৎকার করে উঠল কয়েকজন। বিরাট একটা মাকড়সা, ছয় ফিট লম্বা এবং সারা গা লোমে ঢাকা, এগিয়ে যাচ্ছে রনের দিকে, দাঁড়াগুলো শানাচ্ছে। ভীতিকরভাবে। এক মুহূর্তের জন্য হ্যারি ভাবল রন জমে পাথর হয়ে গেছে। তারপর

রিড্ডিকুলাস! গলা ফুলিয়ে চিৎকার করে উঠল রন, মাকড়সার পা গুলো অদৃশ্য হয়ে গেলো। গড়াতে শুরু করল ওটা; চিৎকার দিয়ে ওটার পথ থেকে সরে গেলো ল্যাভেন্ডার ব্রাউন। হ্যারির পায়ের কাছে গিয়ে থামল ওটা। জাদুর লাঠিটা তুলল ও, প্রস্তুত, কিন্তু

এখানে! হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর লুপিন, দ্রুত চলে গেলেন সামনে।

ক্র্যাক!

পা বিহীন মাকড়সাটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। এক মুহূর্তের জন্য সবাই উদ্ভ্রান্তের মতো চারদিকে তাকালো, কোথায় ওটা। এরপর ওরা দেখতে পেলো লুপিনের সামনে শূন্যে ঝুলছে রূপালী একটা গোলক, অনেকটা আলস্যভরেই তিনি বললেন রিডিকুলাস!

ক্র্যাক!

নেভিল সামনে এসো, আর এটাকে শেষ করো! বললেন লুপিন, মেঝেতে পড়লো বোগার্টটা আরশোলা হিসেবে। ক্র্যাক! আবার ফিরে এলো স্নেইপ। এবার নেভিল একেবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েই বেগে এগিয়ে গেলো।

রিডিকুলাস! চিৎকার করল নেভিল এবং মুহূর্তের কম সময়ের জন্য ওরা স্নেইপকে দেখতে পেলো ওর লেস লাগানো পোশাকে, হাঃ করে বড় একটা হাসি দিল নেভিল সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো বোগার্ট এবং ধূয়ার হাজার হাজার ছোট ছোট কুণ্ডলীতে ছড়িয়ে পড়ে শেষ হয়ে গেলো।

চমৎকার! চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর লুপিন, সমস্ত ক্লাশ হাততালিতে ফেটে পড়ল। চমৎকার, নেভিল, খুবই ভালো করেছ, তোমরা সবাই। এখন দেখা যাক... গ্রিফিন্ডরের যারা বোগার্টের মোকাবেলা করেছে তাদের প্রত্যেককে পাঁচ পয়েন্ট নেভিলের জন্য দশ পয়েন্ট, কারণ ও দুবার মোকাবেলা করেছে এবং হ্যারি ও হারমিওন প্রত্যেকের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে।

কিন্তু আমি তো কিছু করিনি, বলল হ্যারি।

তুমি এবং হারমিওন ক্লাশের শুরুতে আমার প্রশ্নগুলো সঠিকভাবে জবাব দিয়েছিলে, হ্যারির কথার জবাবে বললেন প্রফেসর লুপিন। ঠিক আছে, চমৎকার একটি ক্লাশ। বাড়ীর কাজ, বোগার্ট সম্পর্কিত অধ্যায়টা পড়বে আর সংক্ষেপে লিখবে সোমবার আমাকে দিতে হবে। আজ এ পর্যন্তই।

উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল ক্লাশটা। হ্যারির অবশ্য খুব ভাল লাগছিল না। প্রফেসর ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে বোগার্টের মোকাবেলা করা থেকে বিরত করেছেন। কেন? কারণ হ্যারিকে ট্রেনে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখেছেন উনি এবং ভেবেছেন ওর মোকাবেলা করার ক্ষমতা নেই? আশংকা করেছেন আবার অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে হ্যারি?

কিন্তু কেউই মনে হয় কোন কিছু খেয়াল করেনি।

ওই যে বাস্তুপরীটাকে মোকাবেলা করলাম, দেখেছ? চিৎকার করে উঠল সিমাস।

এবং হাতটা! নিজের হাতটাই এক প্রস্ত ঘুরিয়ে বলল ডিন।

আর হ্যাট পরা স্নেইপ!

এবং মমিটা!

আমি ভাবছি প্রফেসর লুপিন ক্রিস্টাল বলকে এত ভয় পান কেন? চিন্তিত স্বরে বলল ল্যাভেন্ডার।

এটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে ভালো ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস-এর ক্লাস, তাই না? ক্লাশরুমে ফিরে গিয়ে ব্যাগ নেয়ার সময় উত্তেজিত হয়ে বলল রন।

ওঁকে ভালো শিক্ষক বলেই মনে হচ্ছে, সহমত হয়ে বলল হারমিওন। কিন্তু আমি যদি একবার বোগার্টকে মোকাবেলা করতে পারতাম।

তোমার জন্যে ওটা আর কি? চাপা বিদ্রুপাত্মক হাসি হেসে বলল রন। আরেকটা হোম ওয়ার্ক যেটা শুধুমাত্র দশে নয় আনতে পারে?

উধাও স্কুলব্যাগ

খুব অল্প সময়ের মধ্যে ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস ছাত্রদের সবচেয়ে প্রিয় ক্লাশ হয়ে গেল। শুধুমাত্র ড্রকো ম্যালফয় এবং তার স্লিথারিন দঙ্গলই প্রফেসর লুপিনের বিরুদ্ধে কথা বলত।

ওর পোশাকের দিকে তাকাও, পাশ দিয়ে প্রফেসর লুপিন যাওয়ার সময় হয়ত সরবে ফিস ফিস করছে ম্যালফয়। আমাদের বাড়ীর পুরনো গৃহ-ডাইনীর মতো কাপড় পড়েছেন উনি।

এ ছাড়া আর কারো মাথা ব্যথা ছিল না প্রফেসরের পোশাক নিয়ে, তার কাপড় তালি দেয়া, না ছেঁড়া এটা কারো নজরেই পড়তো না। তার পরের ক্লাশগুলোও প্রথমটার মতোই ইন্টারেস্টিং ছিল। বোগার্টস-এর পর ওরা পড়েছে রেড ক্যাপ সম্পর্কে, পড়েছে ছোট ছোট কদাকার ভূতের কথা। যেখানেই রক্তপাত হয় সেখানেই ওগুলো ওত পেতে থাকে; তা সে প্রাসাদের মাটির তলার অন্ধ কুঠুরিতেই হোক অথবা পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের গর্তেই হোক, যেখানেই হোক একাকী পথহারা কাউকে পেলেই হলো, অমনি তাকে মুগুরপেটা করে রক্তাক্ত করার জন্য ওত পেতে থাকে। রেড ক্যাপের পর ওরা কাপ্পাস–কে মোকাবেলা করল। কাপ্পাস মানে পানিতে থাকা লতানো একপ্রকার জীব বিশেষ, দেখতে আঁশযুক্ত বানরের মতো, হাতের আঙুলগুলো জোড়া লাগানো, সব সময় নিশপিশ করছে পানিতে হেঁটে আসা মানুষের গলা টিপে মারবার জন্যে।

হ্যারি শুধু ভাবত অন্য ক্লাশগুলোও যদি এমনই ভালো লাগত। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ক্লাশ হচ্ছে পোশন। আজকাল স্নেইপ যেন বিশেষভাবে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে গেছে, এবং কারো কোন ধারণাই নেই কেন। ঘটনাটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে গেছে; বোগার্টের স্নেইপের রূপ ধারণ এবং যেভাবে নেভিল ওটাকে তার দাদীর পোশাক পরিয়েছে কোন কিছুই আর কারো জানতে বাকী নেই। ব্যাপারটা সেইপের কাছে মোটেই উপভোগ্য মনে হয়নি। প্রফেসর লুপিনের নাম উচ্চারণ মাত্রই তার চোখ ভীতিকরভাবে জ্বলে ওঠে। এর পর নেভিলের ওপর তার উৎপীড়ন বেড়ে গেল অনেক বেশি।

বেঢপ আকৃতি আর প্রতাঁকের অর্থ বের করতে করতে এবং তার দিকে তাকানো প্রফেসরের ট্রিলনির পানিতে ভরে ওঠা চোখের দৃষ্টি উপেক্ষা করতে করতে দম আটকানো ক্লাশ রুমের সময়টাও হ্যারির কাটছে ভয়ে ভয়ে। যদিও ক্লাশের অনেকেই প্রফেসর ট্রিলনিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে তবুও সে প্রফেসরকে পছন্দ করতে পারেনি। লাঞ্চের সময় পার্বতী পাতিল আর ল্যাভেন্ডার ব্রাউন প্রফেসর ট্রিলনির টাওয়ার–রুমে ঘুরে বেড়ায় আর প্রতি বারই একটা বিরক্তিকর সবজান্তার ভাব নিয়ে ফিরে আসে। হ্যারির সঙ্গে কথা বলার সময় ফিস ফিস করে কথা বলে ওরা যেন মৃত্যু সজ্জায় শুয়ে আছে হ্যারি।

এখন আর কেয়ার অফ ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচার্স ক্লাশটা কেউই পছন্দ করছে, ঘটনাবহুল প্রথম ক্লাশটার পর ওটা একেবারেই নিরস হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে হ্যাগ্রিড নিজের উপর

আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। ওরা এখন একের পর এক ক্লাশে ফ্লোবারওয়ার্ম-এর পরিচর্যা বিষয়ে শিখছে। ফ্লোবারওয়ার্ম, সবচেয়ে বিরক্তিকর জীব।

এগুলোর যত্ন নিয়ে সময় নষ্ট করবে কেন কেউ? বলল রন ঘন্টাখানেক ফ্লোবারওয়ার্মকে লেটুস খাওয়ানোর কসরৎ করার পর।

অক্টোবরের শুরুতে অবশ্য হ্যারি করার মতো আরো কিছু কাজ পেয়ে গেল, এমন আনন্দদায়ক যে অপছন্দের ক্লাশগুলোকে ভুলিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। কুইডিচ মওশুম চলে এসেছে, নতুন মওশুমের কৌশল ঠিক করবার জন্যে গ্রিফিন্ডর টিমের ক্যাপ্টেন অলিভার উড সভা ডাকল এক বৃহস্পতিবার।

কুইডিচ টিমে সাতজন খেলোয়াড় থাকে: তিনজন চেসার, যাদের কাজ হচ্ছে পিচের দুই প্রান্তের পঞ্চাশ ফুট উঁচু ধাতব বৃত্তের মধ্যে দিয়ে কোয়াল (ফুটবলের সমান লাল বল) পাঠিয়ে গোল করা; দুইজন বিটার, দুটি ভারী ব্যাট দিয়ে এরা উড়ন্ত ব্লাজার (দুটি ভারী কালো বল) ফেরানো ওদের কাজ, ব্লাজারগুলো উড়তে উড়তে খেলোয়ারদের আক্রমণ করে; একজন কীপার, গোলরক্ষণই যার কাজ; এবং একজন সীকার, যার কাজ সবচেয়ে কঠিন, গোল্ডেন স্নিচ (আখরোটের সমান ছোট কিন্তু পাখাওয়ালা বল) ধরা, স্নিচটা ধরতে পারলেই খেলা শেষ হয় এবং সীকার-এর টিম পায় অতিরিক্ত একশত পঞ্চাশ পয়েন্ট।

অলিভার উড হৃষ্ট পুষ্ট লম্বা চওড়া সতরো বছরের তরুণ, হোগার্টস-এর সপ্তম এবং শেষ বর্ষে পড়ছে। অন্ধকার হয়ে আসা কুইডিচ পিচের প্রান্তের কাপড় বদলাবার রুমটার মধ্যে ঠাণ্ডায় ছয় সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলবার সময় ওকে বেশ বেপরোয়া মনে হচ্ছিল।

এটা আমাদের শেষ সুযোগ–আমার শেষ সুযোগ কুইডিচ কাপটা জেতার, সে বলল ওদের পায়চারি করতে করতে। এই বছরের শেষেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। এরপর আমি আর কোনো শট নিতে পারব না।

গত সাত বছর ধরে জেতেনি গ্রিফিন্ডর। ঠিক আছে, আমাদের ভাগ্যটাই সবচেয়ে খারাপ ছিল গতবছর টুর্নামেন্টই বাতিল হয়ে গেলো ঢোক গিলল উড, যেন স্মৃতিটা এখনও তার গলায় দলা পাকায়। কিন্তু আমরা এও জানি যে আমাদেরই রয়েছে স্কুলের–সবচেয়ে ভালো–রাড়ি–টিম, বলল সে হাতের তালুতে ঘুষি মেরে, ওর চোখে পুরনো সেই উন্মাদের দৃষ্টি জ্বলে উঠতে দেখা গেল।

আমাদের রয়েছে সুপার তিনজন চেসার।

অ্যালিসিয়া পিনেট, অ্যাঞ্জেলিনা জনসন এবং কেটি বেল-এর দিকে আঙুল তাক করল উড।

আমাদের দুজন অপরাজেয় বিটার রয়েছে।

হয়েছে এবার থামো উড, আমাদের ব্রিত করছ তুমি অলিভার, একসাথে বলে উঠল ফ্রেড আর জর্জ উইজলি, লজ্জা পাওয়ার ভান করে।

এবং আমাদের এমুন একজন সীকার রয়েছে যে কোনদিনই আমাদের ম্যাচ জেতার ব্যাপারে অসফল হয়নি! বলল উড প্রচণ্ড গর্বের সঙ্গে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকিয়ে। এবং আমি, সে যোগ করল, যেন পরে মনে পড়েছে এমনভাবে।

আমরা মনেকরি তুমিও খুব ভালো, অলিভার, বলল জর্জ।

ক্র্যাকিং কীপার, বলল ফ্রেড।

কথা হচ্ছে, বলে চলল উড, আবার পায়চারি করতে শুরু করেছে সে, গত দুবছর ধরে কুইডিচ কাপটা আমাদেরই জেতা উচিৎ ছিল। হ্যারি যখন থেকে টিমে যোগ দিয়েছে তখন থেকেই আমি ভেবেছিলাম কাপটা আমাদেরই হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা জিততে পারিনি, এবং সম্ভবত এ বছরই ওটা জেতার সর্বশেষ সুযোগ

এত মনমরা হয়ে কথা কয়টি বলল উড যে ফ্রেড এবং জর্জও সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল।

অলিভার, এ বছরটা আমাদের বছর, বলল ফ্রেড।

আমরা এবার জিতবই, অলিভার! বলল অ্যাঞ্জেলিনা।

অবশ্যই, বলল হ্যারি।

দৃঢ় সংকল্প নিয়েই গ্রিফিন্ডর টিম ট্রেনিং শুরু করল, সপ্তাহে তিন সন্ধ্যা। ঠান্ডা বাড়ছে, আবহাওয়াও ভেজা, রাতের অন্ধকার বাড়ছে, কিন্তু কাদা, বাতাস অথবা বৃষ্টি কোনটাই রূপালী কুইডিচ কাপ জেতার ব্যাপারে হ্যারির দৃষ্টিকে স্নান করতে পারছে না।

ট্রেনিং-এর পর এক সন্ধ্যায় গ্রিফিন্ডর কমনরুমে ফিরে এলো হ্যারি, ঠাণ্ডায় জমে গেছে কিন্তু প্র্যাকটিস ভালোভাবে চলছে বলে খুশি, কিন্তু কমনরুমে উত্তেজিত গুঞ্জন।

কী হয়েছে? জানতে চাইল সে রন আর হারমিওনের কাছে, আগুনের পাশে ভালো দুটো আসনে বসে ছিল ওরা দুজনে, জ্যোতির্বিদ্যার জন্যে কয়েকটি তারার তালিকা তৈরি করছে।

প্রথম হগসমিড ছুটি, বলল রন পুরনো নোটিস বোর্ডে টাঙানো নোটিসটা দেখিয়ে।হ্যালোঈন, অক্টোবরের শেষে।

একসেলেন্ট, বলল ফ্রেড, হ্যারিকে অনুসরণ করে ছবির ফুটো দিয়ে এসেছে সেও। জোঙ্কোর দোকানে যেতে হবে আমাকে, বন্দুকের ছোট ছোট গুলি প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

হ্যারির পাশে একটা চেয়ারে ধপ করে বসল হ্যারি। ওর উচ্ছ্বাস কমতে শুরু করেছে। হারমিওন যেন ওর মনের কথা পড়তে পারছে।

হ্যারি, আমি নিশ্চিত যে পরেরবার তুমিও যেতে পারবে, বলল সে। ওরা দ্রুতই ব্ল্যাককে ধরে ফেলবে, এরই মধ্যে ওকে দেখা গেছে।

হগসমিডে কিছু করবার চেষ্টা করবে এত বোকা নয় ব্ল্যাক, বলল রন। ম্যাকগোনাগলকে জিজ্ঞাসা কর এবার তুমি যেতে পারো কি না, হ্যারি, পরেরটা হয়তো কয়েক যুগেও হবে না।

রন! বলল হারমিওন। হ্যারির স্কুলেই থাকার কথা

থার্ড ইয়ারের একমাত্র ওই স্কুলে থেকে যেতে পারে না, বলল রন। হ্যারি যাও, ম্যাকগোনাগলকে জিজ্ঞাসা করো।

হু, মনে হয় আমি জিজ্ঞাসাই করব, বলল হ্যারি মনস্থির করে।

তর্ক করবার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল হারমিওন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কশ্যাঙ্কস আলতো করে লাফিয়ে ওর কোলে উঠল। ওর মুখে একটা বড়সড় মৃত মাকড়সা ঝুলছে।

ওকে কী ওটা আমাদের সামনেই খেতে হবে? বিদ্বেষে ভ্রুকুটি করে জিজ্ঞাসা করল রন।

ধীরে ধীরে ক্রুকশ্যাঙ্কস মাকড়সাটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলল, ওর হলুদ চোখ দুটো উদ্ধত ভাবে স্থির হয়ে আছে রনের ওপর।

ওটাকে ওখানেই রাখ, তাহলেই হবে, বিরক্ত হয়ে বলল রন। আমার ব্যাগে স্ক্যাবার্স ঘুমিয়ে রয়েছে।

হাই তুলল হ্যারি। ঘুম পাচ্ছে ওর, কিন্তু ওর তারার তালিকাটা এখনও তৈরি হয়নি। ব্যাগটা নিজের দিকে টেনে একটা পার্চমেন্ট, কালি আর পাখার কলমটা বের করে কাজ শুরু করে দিল ও।

চাইলে আমারটা টুকে নিত পারো, বলল রন নিজের শেষ তারাটা আঁকালোভাবে লেবেল করে তালিকাটা হ্যারির দিকে ঠেলে দিল।

হারমিওন নকল করা একেবারেই অপছন্দ করে, নিজের ঠোঁট চেপে রাখল সে সজোরে, কিন্তু কিছু বলল না। কশ্যাঙ্কস তখনও অপলকে তাকিয়ে রয়েছে রনের দিকে, লেজের ডগাটা নাড়াচ্ছে এদিক ওদিক। তারপর, কোন রকম আগাম হুশিয়ারি না দিয়ে হঠাৎ লাফ দিল।

ওই! রন গর্জন করে উঠল, নিজের ব্যাগটা ঝট করে টেনে নিল, কশ্যাঙ্কস ওর চারটে থাবা ব্যাগের মধ্যে সেঁধিয়ে দিল, হিংস্র আক্রোশে ছিঁড়ছে সে ব্যাগটা। সর, সরে যা, দূর হ হতচ্ছাড়া জানোয়ার!

ব্যাগটা টেনে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রন কিন্তু ছাড়াতে পারল না, কশ্যাঙ্কস ছাড়ছে না ওটা, ফালা ফালা করছে।

রন, ওকে মারবে না! চিৎকার করে উঠল হারমিওন। পুরো কমনরুমটা দেখছে ওদেরকে–ব্যাগটা সজোরে ঘোরালোরন, কশ্যাঙ্কস তখনো ব্যাগটা ধরে ঝুলছে আর স্ক্যাবার্স বেরিয়ে এলো ব্যাগ থেকে ওপর দিয়ে

ওই বেড়ালটাকে ধরো! আর্তনাদ করে উঠল রন, ব্যাগের অবশিষ্টাংশ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে টেবিলে লাফিয়ে পড়ল ক্রুকশ্যাঙ্কস, ধাওয়া করল ভীত সন্ত্রস্ত স্ক্যাবার্সকে।

জর্জ উইজলি লাফ দিয়ে বেড়ালটাকে ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না; প্রায় বিশ জোড়া পায়ের ফাঁক দিয়ে দৌড়ে গিয়ে পুরনো একটা চেষ্ট অফ ডুয়ার্স-এর তলায় লুকালো স্ক্যাবার্স। পিছলে গিয়ে থামল কুকশ্যাঙ্কস, হামাগুড়ি দিয়ে বসে সামনের থাবা দিয়ে চেস্ট অফ ড্রয়ার্স এর নিচে আঁচড়াতে লাগল ক্রুদ্ধ বেড়ালটা।

রন আর হারমিওন দুজনেই দৌড়ে ওখানে গেল; কুকশ্যাঙ্কস-এর মাঝখানে ধরে টেনে ওকে নিয়ে এলো হারমিওন; উপুড় হয়ে শুয়ে অনেক কষ্টে লেজ ধরে টেনে বার করল স্ক্যাবার্সকে রন, চেস্ট অফ ড্রয়ার-এর নিচতলা থেকে।

দেখো ওর কি হাল! ক্ষিপ্ত রন বলল হারমিওনকে উদ্দেশ্য করে–ওর সামনে স্ক্যাবার্সকে দোলাতে দোলাতে। এটা একেবারে হাড্ডিসার! ওই বেড়ালটাকে ওর কাছ থেকে দূরে রাখবে তুমি!

ক্রুকশ্যাঙ্কস মনে করে না এটা অন্যায়! বলল হারমিওন, কাঁপছে ওর স্বর। রন, সব বেড়ালই ইঁদুর ধাওয়া করে!

ওই জানোয়ারটা কেমন যেন অদ্ভুত! স্ক্যাবার্সকে পকেটে ভরার চেষ্টা করতে করতে বলল রন, ওটা তখনও ওর হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ছটফট করছে। ওটা আমাকে বলতে শুনেছে যে ব্যাগে স্ক্যাবার্স রয়েছে!

ওহ, কি যা তা বলছ, বলল হারমিওন ধৈর্য হারিয়ে। কশ্যাঙ্কস ওর গন্ধ পেয়েছে, অন্য কোন ভাবে, তুমি কি ভেবেছ–

ওই বেড়ালটা স্ক্যাবার্সের পেছনে লেগেছে! রন বলল, চারপাশে যে লোক রয়েছে সেটা পাত্তাই দিল না সে, ওরা হাসতে শুরু করেছে। স্ক্যাবার্সই এখানে আগে এসেছে, অসুস্থ সে!

কমনরুমের থেকে গটগট করে বেরিয়ে একেবারে সোজা ছেলেদের হোস্টেলে চলে গেলো রন।

পরদিনও হারমিওনের সঙ্গে মুখ ভার করে থাকল রন। হারবলজি ক্লাশে হারমিওনের সঙ্গে কথা প্রায় বললই না, যদিও সে, হ্যারি আর হারমিওন একই সঙ্গে কাজ করছিল।

স্ক্যাবার্স কেমন আছে? ভীরু গলায় জিজ্ঞাসা করল হারমিওন। গাছ থেকে গোলাপী রঙের শিম গুলো ছিঁড়ে চকচকে বিচিগুলো কাঠের বালতিতে রাখছে ওরা তখন।

আমার বিছানার নিচে লুকিয়ে আছে সে, ভয়ে কাঁপছে, বলল রন রাগত স্বরে, শিমের বিচিগুলো বালতিতে রাখতে গিয়ে গ্রীন হাউজের মেঝেতে ছড়িয়ে দিল।

সাবধান, উইজলি, সাবধান! চিৎকার করে উঠলেন প্রফসর স্প্রাউট, শিমের বিচিগুলো থেকে ওদের চোখের সামনেই ততক্ষণে চারা গজিয়ে গেছে।

পরের ক্লাশটা ট্রান্সফিগিউরেশন-এর। ক্লাশের পর হ্যারি প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে জিজ্ঞাসা করবে যে অন্যদের সঙ্গে সেও হগসমিড-এ যেতে পারবে কি না, সে জন্যে সে ক্লাশের বাইরের লাইনটার পেছনে দাঁড়াল, মনে মনে ভাবছে কি ভাবে তার আর্জির পক্ষে যুক্তি দেবে। লাইনের সামনে একটা সমস্যা হলো, হ্যারির মনোযোগ সেদিকে চলে গেল।

ল্যাভেন্ডার ব্রাউন মনে হয় কাঁদছে। ওকে জড়িয়ে ধরে আছে পার্বতী। সঙ্গে সঙ্গে সিমাস ফিনিগান আর ডিন থমাসকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে। ওদেরকেও বেশ সিরিয়াস দেখাচ্ছিল।

কী হয়েছে ল্যাভেন্ডার? জিজ্ঞাসা করল হারমিওন, এরই মধ্যে সে, হ্যারি আর রন এগিয়ে গেছে সামনে।

বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, ফিস ফিস করে বলল পার্বতী,একটা শেয়াল ওর খরগোশ বিঙ্কিকে মেরে ফেলেছে।

হায়! সত্যিই আমি দুঃখিত ল্যাভেন্ডার, বলল হারমিওন।

আমার বোঝা উচিত ছিল! বিলাপ করতে করতে বলল ল্যাভেন্ডার। তুমি জান আজ কোন দিন?

ইয়ে–

অক্টোবরের ষোল তারিখ! যে জিনিষটা হবে বলে তুমি সবচেয়ে ভয় পাও সেটা অক্টোবরের ষোল তারিখই হবে! মনে আছে? ঠিকই বলেছিল সে, ঠিকই বলেছিল।

পুরো ক্লাশটা ল্যাভেন্ডারের চারদিকে জড়ো হলো। গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাথা ঝাঁকাচ্ছে সিমাস। একটু দ্বিধা করল হারমিওন, তারপর বলল, তুমি–তুমি ভয় পাচ্ছো বিংকিকে শেয়ালে মেরেছে?

মানে, শেয়ালই যে মেরেছে তেমন নাও হতে পারে, বলল ল্যাভেন্ডার, চোখে জলের ধারা নিয়ে হারমিওনের দিকে তাকাল সে, কিন্তু আমি তো ভয়ই পাচ্ছিলাম যে ও মারা যাবে, তাই না?

ওহ, বলল হারমিওন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল

বিংকি কি বুড়ো হয়ে গিয়েছিল?

ন–না! ফুঁপিয়ে উঠল ল্যাভেন্ডার। ও–ও ছোট্টটি ছিল–বেবি!

ল্যাভেন্ডারের কাঁধটা আরো গভীরভাবে জড়িয়ে ধরল পার্বতী।

কিন্তু, তাহলে ও মরে যেতে পারে বলে ভয় পাচ্ছিলে কেন? জিজ্ঞাসা করল হারমিওন।

চোখ গরম করে পার্বতী তাকাল ওর দিকে।

মানে, যুক্তি দিয়ে যদি বিচার করো, গ্রুপের অন্যদের দিকে ফিরে বলল হারমিওন। মানে আমি বলতে চাচ্ছি, দেখো এমনও ঘটনা না যে বিংকি আজই মারা গেছে, তাই না, আজ শুধু খবরটা পেয়েছে ল্যাভেন্ডার বিলাপ করে উঠল ল্যাভেন্ডার–সে যে এটা আশংকা করছিল তা নয়, কারণ খবরটা ওর জন্যে সত্যিই মর্মান্তিক–।

হারমিওনের কথায় কিছু মনে করো না ল্যাভেন্ডার, জোরে বলে উঠল। রন, অন্যের পোষা জীবের কোন মূল্যই নেই ওর কাছে।

সৌভাগ্যবশত ঠিক সেই সময়ই প্রফেসর ম্যাকগোনাগল দরজা খুললেন; কারণ হারমিওন আর রন পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিল এমনভাবে যেন মেরে ফেলবে একজন অন্যজনকে। ক্লাশে গিয়ে হ্যারির দুপাশে বসল দুজন এবং কথা বলল না কেউ কারো সঙ্গে।

হ্যারি তখনও ঠিক করতে পারেনি প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে সে কি বলবে, এরই মধ্যে ক্লাশ শেষ হওয়ার ঘন্টা বাজল, কিন্তু উনিই প্রথম হগসমিড-এর বিষয়টা তুললেন।

সবাই বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই তিনি বললেন, এক মিনিট! তোমরা যেহেতু আমার হাউজে রয়েছ, হ্যালোঈন-এর আগে যার যার হগসমিড পারমিশন ফরম আমার কাছে পৌঁছে দেবে। ফরম নেই তো গ্রামেও (হগসমিড-এ) যাওয়া নেই, সে জন্যে ভুলে যেও না কিন্তু!

নেভিল ওর হাত তুলল।

প্লিজ প্রফেসর, আ–আমার মনে হচ্ছে, আমি হারিয়ে ফেলেছি

তোমার দাদী তোমার ফরম আমার কাছে সরাসরি পাঠিয়ে দিয়েছে, লংবটম, বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। উনি মনে করেছেন এটাই নিরাপদ (ফরম হারাবার ভয় নেই]। আজ এ পর্যন্তই, তোমরা এখন যেতে পার।

এখনই ওঁকে বলো, হ্যারিকে ফিস ফিস করে বলল রন।

কিন্তু, মানে– বলতে শুরু করেছিল হারমিওন।

যাও, হ্যারি বলল, রন নাছোড়বান্দা।

হ্যারি অপেক্ষা করল, ক্লাশের বাকি সবাইকে চলে যেতে দিল, দ্বিধান্বিত চিত্তে প্রফেসরের টেবিলের দিকে এগোল।

হ্যাঁ, বলো পটার?

গভীরভাবে শ্বাস নিল হ্যারি।

প্রফেসর, আমার আংকল এবং আন্টি–মানে–আমার ফরমটা সই করতে ভুলে গিয়েছেন, বলল ও।

চৌকো চশমার ওপর দিয়ে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ওর দিকে চেয়ে রইলেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

তাহলে–মানে–আপনি কি মনে করেন ঠিক হবে–আমি বলতে চাচ্ছি–যদি–যদি, আমি হগসমিড-এ যাই তবে সেটা ঠিক হবে তো?

নিচের দিকে তাকিয়ে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তার কাগজপত্র গোছাতে শুরু করলেন।

আমার মনে হচ্ছে ঠিক হবে না, পটার, বললেন তিনি। তুমি শুনেছ, আমি কি বলেছি। ফরম নেই তো যাওয়াও নেই। এটাই নিয়ম।

কিন্তু–প্রফেসর, আমার আংকল এবং আন্টি দুজনই মাগল–আপনি জানেন, হোগার্টস-এর ফরম আর অন্যান্য বিষয়ে ওরা বোঝেন না, বলল হ্যারি, রন প্ররোচিত করছে ওকে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে। শুধু যদি আপনি বলেন যে আমি যেতে পারি।

কিন্তু আমি বলতে পারি না, বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, উঠে দাঁড়িয়ে সুন্দরভাবে একটা ড্রয়ারে কাগজগুলো রাখতে রাখতে। ফরমে পরিষ্কার লেখা রয়েছে মা-বাবা অথবা অভিভাবকদেরকেই অনুমতি দিতে হবে। ফিরে ওর দিকে তাকালেন তিনি, মুখে একটা

অদ্ভুত অভিব্যক্তি। ওটা কি করুণার? দুঃখিত পটার, কিন্তু ওটাই শেষ কথা। তুমি বরং তাড়াতাড়ি যাও, না হলে পরের ক্লাশে দেরী হয়ে যাবে।

***

আর কিছু করবার নেই। প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে বেছে বেছে বেশ কয়টা গালি দিল রন, ওতে আবার বিরক্ত হলো হারমিওন; ওর চেহারায় একটা যা হয় তা ভালোর জন্যেই হয় ভাব দেখা গেল, ওটা দেখে আরো ক্ষেপে গেল রন। আর ক্লাশের সবাই বেশ জোরে জোরেই আলাপ করছে এবার হগসমিড-এ পৌঁছে কে কি করবে প্রথমে, এ সবই আবার নীরবে সহ্য করতে হচ্ছে হ্যারিকে।

হ্যারিকে উৎফুল্ল করার চেষ্টায় রন বলল, জানোতো, সব সময়ই একটা ভোজ হয়ে থাকে, সন্ধ্যার হ্যালোঈন ভোজ।

ইয়েহ, বলল হ্যারি, মুখ ভার করে, বিরাট।

হ্যালোঈনের ভোজ সব সময়ই ভালো হয়, কিন্তু একদিন সকলের সঙ্গে হগসমিড-এ কাটিয়ে এসে ভোজটায় গেলে ওটা আরো মজা লাগত। যে যাই বলুক না কেন, তাকে যে থেকে যেতে হচ্ছে এর সান্তনা কেউই দিতে পারছে না। ডিন টমাস হাতের লেখা খুব ভালো নকল করতে পারে, সে প্রস্তাব দিল ফরমে আংকল ভারনন-এর স্বাক্ষর দিয়ে দেবে, কিন্তু হ্যারি তো আগেই বলে দিয়েছেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে যে তার ফরমে

স্বাক্ষরই করা হয়নি; সেই কারণে ওর প্রস্তাবটা মাঠে মারা গেল। দোনোমনো করে রন প্রস্তাব করল অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটার কথা, কিন্তু ওটা একেবারেই নাকচ করে দিল হারমিওন, ওকে স্মরণ করিয়ে দিল প্রফেসর ডাম্বলডোরের কথা, ডিমেন্টাররা ওটার ভেতর দিয়েও দেখতে পারে। স্পারসি যা বলেছে তার মধ্যে আর যাই পাওয়া যাক না কেন সান্তনা পাওয়া গেল না মোটেই।

হগসমিড নিয়ে ওরা হৈ চৈ করে ঠিকই, কিন্তু আমি তোমাকে বলতে পারি হ্যারি যত বলা হয় তত নয় আসলে, বলল ও গম্ভীরভাবে। আচ্ছা, মিষ্টির দোকানগুলো ভালো, কিন্তু জোঙ্কোর জোঁক শপটা, সত্যি বলতে কি বিপদজনক, তবে, হ্যাঁ, শিকিং শ্যাক-এ যথার্থই যাওয়া যায়, এ ছাড়া তুমি সত্যিই আর কিছু মিস করছ না।

***

হ্যালোঈন-এর দিন সকালে অন্য সকলের মতোই ঘুম থেকে উঠে হ্যারি নাস্তা খেতে গেল, পুরোপুরি বিমর্ষ সে, অবশ্য ভাব দেখাচ্ছে এমন যে সব কিছুই ঠিকঠাক স্বাভাবিক।

আমরা তোমার জন্যে হানিডিউকস থেকে অনেক চকলেট নিয়ে আসব, বলল হারমিওন, হ্যারির জন্যে ওকে ভীষণ দুঃখিত দেখাচ্ছে।

হ্যা এক বোঝা, বলল রন। হ্যারির বিমর্ষতার মধ্যে কুকশ্যাংকে নিয়ে ওদের ঝগড়ার কথা ভুলে গেছে সে আর হারমিওন দুজনই।

আমার জন্যে চিন্তা করো না, বলল হ্যারি, যেন কথার কথা বলছে এমনভাবে বলল সে। রাতের ফিস্টে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। ওখানে তোমাদের সময় ভালোভাবে কাটুক।

সামনের হলঘর পর্যন্ত সে গেল ওদের সঙ্গে, ওখানে কেয়ারটেকার ফিলচ লম্বা একটা তালিকার সঙ্গে নাম মিলিয়ে দেখছে, প্রত্যেকটা মুখের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে, নিশ্চিত করছে যার যাওয়া উচিত নয় সে যেন চুপি চুপি বেরিয়ে যেতে না পারে।

এখানেই থেকে যাচ্ছ, পটার? চিৎকার করে উঠল লাইন থেকে ম্যালফয়, ক্র্যাব আর গয়লের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে সে। ডিমেন্টারদের পার হয়ে যেতে ভয় পাচ্ছো?

ওকে উপেক্ষা করল হ্যারি। মার্বেল সিঁড়ি ধরে জনশূন্য করিডোর ধরে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে ফিরে গেল ও।

পাসওয়ার্ড, ঘুম ঘুম ভাব থেকে যেন ধাক্কা খেয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করল স্থূলকায়া মহিলা।

ফরচুনা মেজর, উদাস স্বরে বলল হ্যারি।

দেয়ালে টাঙানো ছবিটা সড়াৎ করে খুলে গেল, ফুটোর ভেতর দিয়ে গলে ও কমন রুমে চলে এলো। প্রথম আর দ্বিতীয় বর্ষীয়দের পরিপূর্ণ কমন রুম, সবাই বকবক করছে,

আরো রয়েছে সিনয়ার দুএকজন, যারা এতবার হগসমিড-এ গেছে যে আকর্ষণই হারিয়ে ফেলেছে।

হ্যারি! হ্যারি! হাই, হ্যারি!

কলিন ক্রিভি। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সব সময় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকে হ্যারির প্রতি এবং কথা বলার সুযোগ পেলেই তার সদ্ব্যবহার করে।

তুমি হগসমিড-এ যাচ্ছে না, হ্যারি? কেন? এই–কলিন আগ্রহ নিয়ে চারদিকে ওর বন্ধুদের দিকে তাকাল, তোমরা ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে বসতে পারো, হ্যারি!

ইয়ে–না, মানে, ধন্যবাদ কলিন, মুড নেই হ্যারির, অনেকগুলো লোক লোভ নিয়ে ওর কপালের দাগটার দিকে তাকিয়ে থাকবে এটা এখন সে সহ্য করতে পারবে না। আমাকে এখন লাইব্রেরীতে যেতে হবে, কয়েকটা কাজ সারতে হবে।

এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ছবিটার ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর গত্যন্তর থাকল না।

আমাকে জাগিয়ে তোলার মানে কি? স্থূলকায় মহিলা মেজাজ খারাপ করে বলল হেঁটে যাওয়া হ্যারিকে উদ্দেশ্য করে।

লাইব্রেরীর দিকে বিমর্ষ হ্যারি উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে গেল, কিন্তু অর্ধেক পথ গিয়ে মন পরিবর্তন করল; কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। ঘুরল সে। মুখোমুখি হলো ফিলচের, বোঝাই যাচ্ছে সর্বশেষ হাসমিড যাত্রীকে বিদায় করে এসেছে সে।

কি করছ ওখানে? খেঁকিয়ে উঠল সন্দেহবাতিক ফিলচ।

কিছুই না, সত্য কথাটাই বলল হ্যারি।

কিছু না, থুথু ফেলল ফিলচ, বিশ্রীভাবে কাঁপছে ওর গাল। বিশ্বাস করার মতো কথা! নিজে নিজেই ঘুরে বেড়াচ্ছো, হগসমিড-এ যাওনি কেন তোমার অন্য পাজি বন্ধুদের মতো স্টিংক পিলেট (বন্দুকের ছোট গুলি) বা বেচ পাউডার অথবা শব্দ করা পোকা কিনতে?

কাঁধ জাকালো হ্যারি।

ঠিক আছে, কমন রুমে ফিরে যাও, ওটাই তোমার যায়গা! তীব্র স্বরে বলল ফিলচ এবং হ্যারি দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া না পর্যন্ত জ্বলন্ত চোখে ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

কিন্তু হ্যারি কমন রুমে ফিরে গেল না; সিঁড়ির এক ধাপ উঠে সে দাঁড়াল, ভাবল পেঁচাঁদের ওখানে গিয়ে হেডউইগকে দেখে এলে কেমন হয়। আরেকটা করিডোর ধরে হাঁটতে শুরু করল হ্যারি, একটা রুমের ভেতর থেকে কে যেন ডাকল, হ্যারি?

দ্রুত পেছন ফিরে এলো হ্যারি, কে ডাকছে দেখার জন্যে, প্রফেসর লুপিনকে দেখতে পেলো সে, তার অফিসের দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছেন।

কী করছ তুমি? জিজ্ঞাসা করলেন প্রফেসর, ফিলচের চেয়ে একেবারেই অন্যরকম স্বরে। রন আর হারমিওন কোথায়?

হগসমিড, যেন কোন কিছু হয়নি এমনভাবে বলল হ্যারি।

আহ, বললেন লুপিন। এক মুহূর্ত হ্যারির দিকে তাকিয়ে ভাবলেন। ভেতরে এসো না কেন? এই মাত্র একটা গ্রাইন্ডিলো পেলাম আমাদের পরবর্তী ক্লাশের জন্য।

একটা কী? জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

লুপিনকে অনুসরণ করে ওর অফিসে ঢুকল হ্যারি। এক কোণে বিরাট একটা পানির ট্যাংক। ছোট ঘোট সরু শিং ওয়ালা একটা ফ্যাকাসে–সবুজ মতো জীব ট্যাংকের কাঁচের দেয়ালে মুখটা চেপে ধরে রয়েছে। মাঝ মাঝে মুখভঙ্গি করছে, লম্বা সরু আঙুলগুলো বাঁকাচ্ছে।

জল-দৈত্য, বললেন প্রফেসর লুপিন, চিন্তিতভাবে ওটাকে জরিপ করতে করতে। ওকে নিয়ে খুব একটা মুশকিল হওয়ার কথা নয়, বিশেষ করে কাপ্পাস এর পরে। কৌশলটা হচ্ছে ওটার মুঠোটা আলগা করে দিতে হবে। খেয়াল করেছ আঙুলগুলো কী অস্বাভাবিক লম্বা? শক্তিশালী কিন্তু খুবই ভঙ্গুর।

সবুজ দাঁত খিচালো জীবটা তারপর ট্যাংকের কোণায় সবুজ আগাছার আড়ালে গিয়ে লুকালো।

চা খাবে? কেটলিটা খুঁজতে খুঁজতে বললেন লুপিন। আমি নিজেও খাব বলে ভাবছিলাম।

ঠিক আছে, একটু বিব্রত বোধ করে বলল হ্যারি।

জাদুর কাঠিটা দিয়ে কেটলিটায় আস্তে করে টোকা দিলেন লুপিন, হঠাৎ ওটার নল দিয়ে জলীয় বাষ্পের রাশি বের হতে শুরু করল।

বসো, বললেন লুপিন, একটা ধুলোমাখা টিনের ঢাকনা খুলতে খুলতে। আমার কাছে শুধু চায়ের ব্যাগ রয়েছে–কিন্তু আমার মনে হচ্ছে চা–পাতা সম্পর্কে তোমার যথেষ্ট [অভিজ্ঞতা] হয়েছে?

হ্যারি তাকাল প্রফেসর লুপিনের দিকে। লুপিনের চোখ পিট পিট করছে। আপনি জানলেন কি করে, জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

প্রসেসর ম্যাকগোনাগল বলেছেন, বললেন লুপিন, হ্যারির দিকে ফালি করে কাটা চায়ের এক পেয়ালা বাড়িয়ে দিতে দিতে। তুমি নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছো না তাই না?

না, বলল হ্যারি।

এক মুহূর্তের জন্য ভাবল ম্যাগনোলিয়া ক্রিসেন্টে দেখা কুকুরটার কথা প্রফেসর লুপিনকে বলে, পরে ভাবল, বলবে না। ও চায় না লুপিন ওকে ভীরু মনে করুক, বিশেষ করে যেহেতু এরই মধ্যে তিনি ভাবছেন যে সে বোগার্টকে মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়।

হ্যারির মনের ভাব তার মুখে ফুটে উঠেছে, কারণ লুপিন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন সমস্যায় পড়েছ হ্যারি?

না, মিথ্যা কথা বলল হ্যারি। একটু চা খেল, লক্ষ্য করল গ্রাইন্ডিলোটা ওর দিকে তাকিয়ে মুঠো পাকাচ্ছে। হ্যাঁ, হঠাৎ বলল উঠল সে, লুপিনের ডেস্কের ওপর চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল। মনে আছে যেদিন আমরা বোগার্টকে মোকাবেলা করছিলাম।

হ্যাঁ, ধীরে ধীরে বললেন লুপিন।

আপনি আমাকে মোকাবিলা করতে দেননি। কেন? হঠাৎ করেই বলল হ্যারি।

ভ্রূ তুললেন লুপিন।

আমি তো ভেবেছি ওটাই হওয়া উচিত, হ্যারি। বললেন প্রফেসর, মনে হয় অবাক হয়েছেন তিনি।

হ্যারি আশা করেছিল লুপিন হয়তো অস্বীকার করবেন যে সে রকম কিছু করেছিলেন তিনি। হতবাক হয়ে গেল সে।

কেন? আবার জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

বেশ, বললেন লুপিন সামান্য ভ্রূকুটি করে, আমি ভেবেছিলাম যদি বোগার্ট তোমার সামনাসামনি হয় তবে ওটা লর্ড ভল্ডেমর্ট-এর রূপ ধারণ করবে।

হ্যারি তাকিয়ে থাকল অপলক। শুধু যে এই উত্তরটাই সে সর্বশেষ আশা করেছিল তা নয়, কিন্তু প্রফেসর লুপিন ভল্টেমর্টের নাম নিয়েছেন! হ্যারির জান একমাত্র ব্যক্তি যিনি সশব্দে ওই নামটি উচ্চারণ করেন (সে নিজে ছাড়া) তিনি হচ্ছেন প্রফেসর ডাম্বলডোর।

তবে আমার ভুল হয়েছিল, এখনও হ্যারির দিকে ভ্রুকুটি করে রয়েছেন। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম স্টাফ রুমের ভেতর লর্ড ভল্ডেমর্ট-এটা ঠিক হবে না। আমি ধারণা করেছিলাম সবাই আতংকিত হয়ে পড়বে।

আমিও প্রথমে ভল্টেমর্টের কথাই ভেবেছিলাম, সত্যি কথাটাই বলল হ্যারি। কিন্তু পরে আমি–আমি মনে করেছিলাম ওই ডিমেন্টারদের কথা।

তাই বুঝি, বললেন লুপিন চিন্তিত স্বরে। বেশ, বেশ বুঝতে পারছি। হ্যারির চোখে বিস্ময় দেখে সামান্য হাসলেন। বোঝা যাচ্ছে তুমি সবচেয়ে বেশি যাকে ভয় পাও সেটা হচ্ছে– ভয়। খুবই বিচক্ষণ, হ্যারি।

জবাবে কি বলবে সেটা বুঝতে পারল না হ্যারি, আরো একটু চা খেল।

তাহলে তুমি ভাবছিলে আমি মনে করছি তুমি বোগার্টকে মোকাবিলা করতে অক্ষম? প্রফেসর লুপিন বললেন তীক্ষ্ণভাবে।

ইয়ে মানে হ্যাঁ, বলল হ্যারি। এখন হঠাৎ করেই হ্যারির অনেক ভালো বোধ হচ্ছিল। প্রফেসর লুপিন, আপনি জানেন ডিমেন্টাররা

দরজায় কেউ নক করাতে বাধা পেল হ্যারি।

ভেতরে এসো। বললেন লুপিন।

দরজা খুলে প্রফেসর স্নেইপ ঢুকলেন। তার হাতে একটা ছোট পানপাত্র, ওটা থেকে ক্ষীণ ধারায় ধোয়া বেরোচ্ছে, হ্যারিকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন, কালো চোখগুলো সরু হয়ে এলো।

ওহ, সেভেরাস, লুপিন হেসে। অনেক ধন্যবাদ, ডেস্কের ওপর রেখে যাবেন কী?

পানপাত্রটা রাখলেন স্নেইপ, হ্যারি আর লুপিনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে ওর চোখ।

হ্যারিকে আমার গ্রাইন্ডিলোটা দেখাচ্ছিলাম, মধুর স্বরে বললেন লুপিন পানির ট্যাংকটা দেখিয়ে।

চমৎকার, বললেন স্নেইপ, ওটার দিকে না তাকিয়েই। এটা আপনাকে সরাসরি পান করতে হবে, লুপিন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি করব, বললেন লুপিন।

আমি এক কড়াই ভর্তি তৈরি করেছি, বললেন স্নেইপ, যদি আপনার আরো লাগে।

কাল আমার আরো কিছুটা পান করা উচিৎ বোধহয়। অনেক ধন্যবাদ, সেভেরাস।

ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই, বললেন স্নেইপ, কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টিটাকে পছন্দ করল না হ্যারি। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন স্নেইপ, মুখে কোন হাসি নেই এবং সতর্ক।

কৌতূহলে পানপাত্রটির দিকে তাকিয়ে রইল হ্যারি। মুচকি হাসলেন লুপিন।

প্রফেসর স্নেইপ দয়া করে আমার জন্যে একটা পোশন তৈরি করেছেন, বললেন তিনি। আমি কখনোই খুব ভালো পোশন তৈরি করতে পারি না আর এটা তো খুবই জটিল। পানপাত্রটা তুলে একটু পুঁকলেন। চিনি এই পোশনের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়, বললেন তিনি এক চুমুক খাওয়ার পর শিহরিত হয়ে।

কেন? হ্যারি বলতে শুরু করেছিল। মুখ তুলে তাকালেন লুপিন, হ্যারির শেষ না করা প্রশ্নটার জবাব দিলেন।

কয়েকদিন ধরে কোন কিছুই যেন যুৎসই লাগছে না, বললেন তিনি। এই পোশনটাই শুধু এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। প্রফেসর স্নেইপের সঙ্গে কাজ করছি সত্যিই আমি ভাগ্যবান; দুনিয়াতে খুব বেশি জাদুকর নেই যারা এই পোশন তৈরি করতে পারে।

আরেক চুমুক খেলেন প্রফেসর লুপিন কিন্তু হ্যারির ভেতর প্রবল ইচ্ছা জাগল ওর হাত থেকে গ্লাসটা ফেলে দেয়ার।

ডার্ক আর্ট সম্পর্কে প্রফেসর স্নেইপ খুবই আগ্রহী, মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেলো হ্যারির।

সত্যি? আরেক চুমুক খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলেন লুপিন, অল্পই আগ্রহী মনে হলো তাকে।

কেউ কেউ মনে করে– ইতস্তত করল হ্যারি, তারপর বেপরোয়াভাবে বলেই ফেলল, কেউ কেউ মনে করে ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস পড়ানোর কাজটা পাওয়ার জন্যে তিনি সব কিছু করতে পারেন।

পুরো পোশনটা গলায় ঢেলে দিলেন লুপিন, তারপর একটা মুখভঙ্গি করলেন।

বিরক্তিকর, বললেন প্রফেসর। ঠিক আছে হ্যারি, আমাকে এখন কাজে ফিরে যেতে হবে, পরে ফিস্ট-এ তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

ঠিক আছে, চায়ের খালি কাপটা রাখতে রাখতে বলল হ্যারি।

শূন্য পানপাত্রটা থেকে তখনও ধোয়া বেরোচ্ছে।

***

এই নাও, বলল রন। ততটাই এনেছি যতটা আমাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব।

বৃষ্টির মতো হ্যারির কোলের ওপর পড়ল বিচিত্র আর উজ্জ্বল রঙের সব চকলেট। সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে রন আর হারমিওন কেবল কমন রুমে এসেছে। বাইরের ঠাণ্ডায় আরো গোলাপী হয়ে গেছে ওরা। দেখে মনে হচ্ছে সারা জীবনের আনন্দ ছড়িয়ে আছে ওদের চোখেমুখে।

ধন্যবাদ, বলল হ্যারি, একটা প্যাকেট তুলে নিয়ে। হগসমিড দেখতে কেমন? কোথায় কোথায় গেলে তোমরা?

বলতে গেলে–সবখানেই। দেরভিশ আর ব্যাঙ্গেস, জাদুর যন্ত্রপাতির দোকান, জোঙ্কোর জোঁক শপ, গরম আর উপচে পড়া বাটারবিয়ারের জন্য থ্রি ব্রুমস্টিক-এ এবং এ ছাড়াও আরো অনেক যায়গায়।

পোস্ট-অফিসে, হ্যারি! প্রায় দুশো পেঁচা, সব কটা তাকের ওপর বসে রয়েছে, রং দিয়ে চিহ্নিত, যেন বোঝা যায় কোনটা কত দ্রুত চিঠি বহন করে নিয়ে যেতে পারে!

হানি ডিউক্স-এ নতুন ধরনের চকলেট, লজেন্স, টফি বিক্রি করছে, ওরা বিনে পয়সায় স্যাম্পলও বিলি করছে, এই যে একটু খানি, দেখো–

মনে হয় আমরা একটা রাক্ষসও দেখেছি, সত্যি, ওখানে থ্রি ব্রুমস্টিকে সব ধরনের

যদি তোমার জন্য বাটারবিয়ার আনতে পারতাম, সত্যি একেবারে গরম করে ফেলে

তুমি কী করলে? বলল হারমিওন, ওকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। কোন কাজ করতে পেরেছ?

না, বলল হ্যারি। লুপিন ওর অফিসে আমার জন্যে এক কাপ চা বানিয়েছিলেন। এবং তারপর স্নেইপ এসে হাজির

ওদেরকে পোশনটা সম্পর্কে সবই বলল সে। রনের মুখ একেবারে হা হয়ে গেল।

লুপিন ওটা খেয়েছেন? ঢোক গিলল সে। উনি কি পাগল?

ঘড়ি দেখল হারমিওন।

আমাদের নিচে যাওয়া উচিত, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিস্ট শুরু হবে ছবির ফুটো দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলো ওরা ভিড়ের মধ্যে, তখনও কথা বলছে স্নেইপকে নিয়ে।

কিন্তু যদি তিনি–তোমরা জানো– গলার স্বর নিচু করল হারমিওন, ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে, যদি তিনি লুপিনকে–বিষ দেয়ার চেষ্টা করতেন–নিশ্চয়ই হ্যারির সামনে সেটা করতেন না।

হু, হয়তো, বলল হ্যারি, সামনের হলে পৌঁছে গেল ওরা, চলে গেল গ্রেট হলে। শত শত মোমবাতি জ্বালানো কুমড়ো দিয়ে হলটাকে সাজানো হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে পাখা ঝাপটানো জীবন্ত সব বাদুড় এবং টকটকে কমলা রঙের অসংখ্য পতাকা, সিলিং বরাবর উড়ছে ওগুলো যেন চকচকে সব।

খাবারটা খুবই সুস্বাদু; হারমিওন এবং রন এমনিতেই হানিডিউ-এর টফি লজেন্স খেয়ে পেট ভর্তি করে রেখেছিল, তারপরও ওরা দুজনই সব কিছুই দুইবার করে নিল। শিক্ষকদের টেবিলের দিকে বার বার আড় চোখে তাকাচ্ছিল হ্যারি। উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল প্রফেসর লুপিনকে, এবং যেমন বরাবর করেন তেমনি উদ্দীপ্ত স্বরে কথা বলছেন চার্মস-এর শিক্ষক ছোটখাট প্রফেসর ফ্লিটউইক-এর সঙ্গে। টেবিলের যে দিকে প্রফেসর স্নেইপ বসেছেন সেদিকে চোখ গেল হ্যারির। সেইপের চোখ কি লুপিনের দিকে চেয়ে কেঁপে কেঁপে জ্বলে উঠছে? ওটা কী স্বাভাবিক? না, তার দেখার ভুল?

হোগার্টস ভূতদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফিস্ট শেষ হলো। দেয়াল আর টেবিলের ভেতর থেকে বের হয়ে ওরা (বিমান বাহিনীর বিমানের মতো] ছক তৈরি করে উড়ে বেড়াল। গ্রিফিন্ডর হাউজের ভুত প্রায়-মস্তক হীন নিক অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তার নিজের (প্রায়) মস্তক হারানোর ঘটনাটা আবার ঘটিয়ে সবাইকে দেখালো।

সন্ধ্যাটা এত চমৎকার কাটল যে, ম্যালফয়ও ওটা নষ্ট করতে পারল না। যদিও হল ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় সে একবার চেঁচিয়ে উঠেছিল, ডিমেন্টাররা প্রীতি ও শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে, পটার! বলে।

অন্যদের সঙ্গে হ্যারি, রন আর হারমিওন গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের পথে রওয়ানা হলো, কিন্তু স্থূলকায়া মহিলার ছবিওয়ালা করিডোরে পৌঁছে দেখল প্রচণ্ড ভীড়।

ভেতরে যাচ্ছে না কেন ওরা? জিজ্ঞাসা করল রন।

সামনের জনের মাথার ওপর দিয়ে উঁকি দিল হ্যারি। মনে হলো ছবিটা বন্ধ।

আমাকে যেতে দাও, প্লিজ, পার্সির গলা শোনা গেল। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মতো ভাব করে কর্মব্যস্ত পার্সি এগিয়ে এলো ভিড় ঠেলে। এখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছে কেন? তোমরা সকলেই নিশ্চয়ই পাসওয়ার্ড ভুলে যাওনি-এক্সকিউজ মি, আমি হেড বয়–

এরপর সকলেই একদম নীরব হয়ে গেল, প্রথমে সামনের সকলে, মনে হলো করিডোর ধরে তীক্ষ্ণ একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। ওরা শুনতে পেলো পার্সির গলা, কেউ একজন প্রফেসর ডাম্বলডোরকে নিয়ে এসো, জলদি।

সকলেই মাথা ঘুরিয়ে তাকাল; যারা একবারে পেছনে ছিল ওরা পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে দাঁড়াল।

কী হচ্ছে ওখানে? জিজ্ঞাসা করল জিনি, এইমাত্র এসেছে সে।

পরমুহূর্তেই দেখা গেল প্রফেসর ডাম্বলডোর উপস্থিত, এগিয়ে যাচ্ছেন ছবিটার দিকে; ওঁর পেছন পেছন হ্যারি, রন আর হারমিওনও এগিয়ে গেল ঘটনা দেখার জন্যে।

হায় আল্লাহ–চিৎকার করে হ্যারির বাহু আঁকড়ে ধরল হারমিওন।

ছবি থেকে স্থূলকায়া মহিলা উধাও, ওটাকে এমনভাবে কেটে ফালা ফালা করা হয়েছে যে ক্যানভাসের টুকরা মেঝেতে পড়ে রয়েছে; বড় একটা অংশ একেবারেই ছিঁড়ে নিয়ে গেছে কেউ।

ক্ষত বিক্ষত পেইন্টিং–টার দিকে তাকালেন প্রফেসর ডাম্বলডোর তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন, চেহারা মলিন বিষণ্ণ, দেখলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, লুপিন এবং স্নেইপ দ্রুত এগিয়ে আসছেন তার দিকে।

ওকে খুঁজে বের করতে হবে, বললেন ডাম্বলডোর।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, প্লিজ, মিস্টার ফিলচের কাছে যান, স্থূলকায়া মহিলার জন্যে এখানকার প্রতিটি পেইন্টিং খুঁজে দেখতে বলুন।

ভাগ্য ভালো আপনাদের! একটা খনখনে গলা শোনা গেল।

ঝামেলাবাজ ভূত পিভস, সকলের মাথার ওপরে ভাসছে, খুবই খুশি দেখাচ্ছে ওকে, কারও দুর্দশা বা কোন ভাংচুরের ঘটনা দেখলেই যেমন আনন্দিত হয় সে।

কী বলতে চাচ্ছ পিভস? শান্ত স্বরে বললেন ডাম্বলডোর, পিভস-এর হাসিটা একটু মিলিয়ে গেল। ডাম্বলডোরকে চটাবার সাহস নেই তার। এর বদলে মসৃণ স্বরে কথা বলল সে, তার খোণা গলার চেয়ে ওটা কোনক্রমেই ভালো স্মৃতিমধুর নয়।

লজ্জা পেয়েছে, স্যার। দেখা দিতে চায় না। খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে। ছবিটার মধ্যে দিয়ে গাছগুলোকে এড়িয়ে তাকে পাঁচতলার দিকে দৌড়ে যেতে দেখেছি, স্যার। চিৎকার করছিল স্যার, ভয়াবহ কিছু, বেশ তৃপ্তির সঙ্গে বলল পিভস। বেচারা, বলল সে যেন ঠাট্টা করে।

ও কি বলেছে কে করেছে ওটা? শান্তভাবে বললেন ডাম্বলডোর। ওহ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, স্যার, এমনভাবে যেন তার বগলের নিচে একটা বোমা রয়েছে। ওকে যখন যেতে দেয়নি সে, তখন খুব রেগে গিয়েছিল সে। শূন্যে একটা ডিগবাজি খেল পিভস। দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল। বড়ই বদ মেজাজি ওটা, ওই সাইরিয়াস ব্ল্যাক।

নির্মম পরাজয়

গ্রিফিন্ডর হাউজের সবাইকে আবার গ্রেট হলে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন প্রফেসর ডাম্বলডোর। দশ মিনিট পর ওখানে হাফলপাফ, র‍্যাভেনক্ল এবং স্লিথারিনরাও এসে উপস্থিত। সকলকেই বিভ্রান্ত লাগছে।

সবগুলো ক্যাসেল-এ আমাদের ভালো করে খুঁজতে হবে, বললেন প্রফেসর ডাম্বলডোর। এদিকে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল এবং ফ্লিটউইক হলঘরের সব দরজা বন্ধ করে দিলেন। নিরাপত্তার জন্যে তোমাদের সকলকে হলঘরেই রাত কাটাতে হবে। প্রিফেক্টরা হলঘরের প্রবেশপথে পাহারায় থাকবে। এবং হেডবয় আর হেডগার্লরা দায়িত্বে থাকবে যেন এর অন্যথা না হয়। যে কোন সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাতে হবে, পার্সির দিকে তাকালেন তিনি, ওকে খুবই গর্বিত এবং গুরুত্বপূর্ণ দেখাচ্ছিল। খবর দিতে হলে কোন একটি ভূতের মাধ্যমে পাঠাবে।

প্রফেসর ডাম্বলডোর থামলেন, হলঘর ছাড়তে উদ্যত হলেন, আবার বললেন, ও হ্যাঁ, তোমাদের প্রয়োজন হবে।

জাদুর কাঠি নাড়তেই লম্বা লম্বা টেবিলগুলো উড়ে গিয়ে দেয়ালের সাথে সেঁটে গেল; আবার নাড়ালেন জাদুর কাঠি, মেঝেটা ভরে গেল শত শত গোলাপী স্লিপিং ব্যাগে।

ভালো করে ঘুমাও, নিজের পেছনে দরজাটা বন্ধ করতে করতে বললেন প্রফেসর ডাম্বলডোর।

মুহূর্তের মধ্যে হলঘরটা ভরে গেল শত শত উত্তেজিত কণ্ঠে; স্কুলের অন্য সবাইকে গ্রিফিন্ডররা বলছিল এইমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাটা।

সবাই যার যার স্লিপিং ব্যাগে! চিৎকার করে উঠল পার্সি। আর কোন কথা নয়! দশ মিনিটের মধ্যে বাতি বন্ধ করে দেয়া হবে।

এসো, হ্যারি আর হারমিওনকে বলল রন। তিনজন তিনটা স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে এক কোণায় সরে গেলো।

তোমরা কী মনে করো ব্ল্যাক এখনো প্রাসাদেই রয়ে গেছে? উদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইল হারমিওন।

ডাম্বলডোর বোধয় ভাবছেন নিশ্চয়ই সেরকমই কিছু ভাবছেন, বলল রন।

সে যে আজকের রাতটাকেই বেছে নিয়েছে এটা খুবই ভাগ্যের কথা, বলল হারমিওন, ধরাচুড়া পড়েই স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে কথা বলছে ওরা। যে রাতটায় আমরা কেউই টাওয়ারে নেই

মনে হচ্ছে পালাতে পালাতে ওর সময় জ্ঞান লোপ পেয়েছিল, বলল রন। বুঝতে পারেনি আজকের রাতটা হ্যালোঈন-এর রাত। না হলে হঠাৎ করেই সে এখানে আসতে পারত।

ভয়ে কেঁপে উঠল হারমিওন।

ওদের চারপাশে সবাই একে অপরকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে : ও এখানে ঢুকল কী করে?

সে হয়তো জানে কি করে বাতাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে হয়, কয়েক ফুট দূর থেকে একজন র‍্যাভেনক্ল বলে উঠল।

হয়তো ছদ্মবেশে, পঞ্চম বর্ষের একজন হাফলপাফ।

হয়তো উড়ে এসেছে, বলল ডিন থমাস।

বিশ্বাস করো আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে হোগার্টস-এর ইতিহাস পড়বার কষ্টটা করেছি? মেজাজ নিয়ে হারমিওন বলল হ্যারি আর রনকে।

বোধহয়, বলল রন, কেন?

কারণ, তোমরা জান প্রাসাদটি দেয়াল নয় আরো অতিরিক্ত কিছু দিয়ে সুরক্ষিত, বলল হারমিওন। এর ওপর অনেক রকমের জাদু কার্যকর রয়েছে, যেন কেউ গোপনে প্রবেশ করতে না পারে। তুমি এখানে বাতাসের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পার না। ওই ডিমেন্টরদের বোকা বানিয়েছে যে ছদ্মবেশ আমি সেটা একবার দেখতে চাই। এখানে প্রবেশের প্রতিটি ক্ষেত্র ওরা পাহারা দিয়ে রেখেছে। ও যদি উড়ে আসত তবুও ওরা ওকে দেখতে পেত। এবং সবগুলো গোপন পথ ফিলচের জানা, ওগুলোয় নিশ্চয়ই পাহারা ছিল ...।

বাতি নিভিয়ে দেয়া হচ্ছে, চিৎকার করে উঠল পার্সি। সবাই যার যার স্লিপিং ব্যাগে এবং আর কোন কথা নয়!

এ সঙ্গে সবগুলি মোমবাতি নিভে গেল। একমাত্র আলো যা রয়েছে সেটা আসছে রূপালী ভূতগুলো ছড়াচ্ছে, ঘুরে ফিরে ওরা প্রিফেক্টদের সঙ্গে গুরুতর কিসব আলোচনা করছে। হলঘরের জাদু করা সিলিং-এ বাইরের আকাশের মতোই তারারা সব মিট মিট করছে। তখনও চলছে ফিসফাস, তারপর ওই আলোর মধ্যে হ্যারির মনে হলো সে ঘুমিয়ে রয়েছে বাইরে তারা ভরা আকাশের নিচে মৃদুমন্দ বায়ুর মধ্যে।

প্রতি ঘন্টায় একজন করে শিক্ষক আসছেন, দেখে যাচ্ছেন সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে কি না। প্রায় ভোর তিনটায় যখন অনেক ছাত্রই ঘুমিয়ে গেছে, তখন প্রফেসর ডাম্বলডোর এলেন। হ্যারি খেয়াল করল উনি পার্সিকে খুঁজছেন, ও তখন স্লিপিং ব্যাগগুলোর মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে, সবাইকে বলছে কথা না বলার জন্যে। হ্যারি, রন আর

হারমিওনের কাছ থেকে সামান্য দূরে ছিল পার্সি, ডাম্বলডোরের পদশব্দ কাছে এগিয়ে আসতেই ওরা তিনজন ঘুমের ভান করে পড়ে রইল।

ওর কোন নিশানা পাওয়া গেল, প্রফেসর? ফিসফিস করে জানতে চাইল পার্সি।

না। এখানে সব ঠিকঠাক আছে তো?

সব কিছুই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, স্যার।

ঠিক আছে। এই রাতে সবাইকে আবার নিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না। গ্রিফিন্ডরের ছবির ফুটোর জন্য অস্থায়ী একজন রক্ষক পাওয়া গেছে। কাল সকলকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে।

আর স্থূলকায়ার কি অবস্থা, স্যার?

তৃতীয় তলায় আর্গিলশায়ারের ম্যাপে লুকিয়ে রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে পাস ওয়ার্ড ছাড়া সে ব্ল্যাককে ভেতরে ঢুকতে দিতে চায়নি। সেই কারণেই সে হামলা করেছে। এখনও বেচারার একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থা। একটু স্বাভাবিক হয়ে এলে মিস্টার ফিলচ তাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে আনবেন।

হলের দরজাটা আবার কাঁচ ক্যাচ করে উঠল। খুলল। অনেকগুলো পদশব্দ শুনতে পেলো হ্যারি।

হেডমাস্টার? স্নেইপ এসেছেন। সতর্কভাবে কান পাতল হ্যারি। চতুর্থ তলার পুরোটাই তন্ন তন্ন খোঁজা হয়েছে, সে ওখানে নেই। মাটির নিচের ঘরগুলো খুঁজেছে ফিলচ। ওখানেও নেই।

অ্যাস্ট্রনমি টাওয়ার? প্রফেসর ট্রিলনির রুম? পেঁচাঁদের থাকার যায়গায়?

সব যায়গায়ই খোঁজা হয়েছে ...

ঠিক আছে সেভেরাস। আমি আমি অবশ্য আশাকরি না এতক্ষণ ধরে এখানে ঘোরাফেরা করছে ব্ল্যাক।

স্নেইপ জিজ্ঞাসা করলেন, ও কীভাবে এখানে ঢুকল, সে সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে প্রফেসর?

আরো ভালো করে শোনার জন্যে হাতের ওপর থেকে মাথাটা সামান্য তুলল হ্যারি।

অনেকগুলো, সেভেরাস এবং প্রত্যেকটিই অন্যটির চেয়ে ভিন্ন।

ওদের দিকে তাকিয়ে চোখ সামান্য খুলল হ্যারি। সরু করল। ওর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ডাম্বলডোর, কিন্তু ও পার্সির চেহারা পুরোটাই দেখতে পাচ্ছে, মনোযোগে আবিষ্ট হয়ে রয়েছে, ওর দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে স্নেইপও, মনে হচ্ছে রেগে আছেন যেন।

আমাদের আলোচনাটা মনে আছে হেডমাস্টার–মানে এই টার্ম শুরু হওয়ার ঠিক আগে যে আলোচনা? বললেন স্নেইপ। কথা বলার সময় ঠোঁট নড়ছে কি নড়ছে না প্রফেসর স্নেইপের, যেন পার্সিকে শোনাতে চাচ্ছেন না নিজের কথা।

মনে আছে সেভেরাস, বললেন ডাম্বলডোর। ওর গলার স্বরে যেন একটা সতর্কবাণী রয়েছে।

মনে হচ্ছে-এটা একেবারেই অসম্ভব যে ভেতরের কোন সাহায্য ছাড়া ব্ল্যাক স্কুলের ভেতরে ঢুকতে পেরেছে। আমি আমার উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলাম যখন আপনি নিয়োগ

আমি বিশ্বাস করি না এই প্রাসাদের একজনও ব্ল্যাককে ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করেছে, বললেন ডাম্বলডোর। এবং তার কণ্ঠস্বরে পরিষ্কার বোঝা গেল তিনি আলোচনাটাকে এখানেই থামিয়ে দিলেন, আর কোন কথাই বলতে পারলেন না প্রফেসর স্নেইপ।

আমাকে ডিমেন্টর্সদের কাছে যেতে হবে, ওদের বলেছিলাম, আমাদের খোঁজাখুঁজি শেষ হয়ে গেলে জানানো হবে, বললেন প্রফেসর ডাম্বলডোর।

ওরা সাহায্য করতে চায়নি, স্যার? জানতে চাইল পার্সি।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ঠাণ্ডা স্বরে বললেন ডাম্বলডোর। কিন্তু আমি হেডমাস্টার থাকতে কোন ডিমেন্টররই এই প্রাসাদের চৌকাঠ মাড়াতে পারবে না।

সামান্য অপ্রস্তুত হলো পার্সি। নিঃশব্দে কিন্তু দ্রুত পা ফেলে হল থেকে বেরিয়ে গেলেন ডাম্বলডোর। চেহারায় তীব্র অসন্তোষের ছাপ নিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে প্রফেসর স্নেইপও বেরিয়ে গেলেন।

দুপাশে রন আর হারমিওনের দিকে তাকাল হ্যারি। ওরাও চোখ খুলে রেখেছে বইকি, তারা ঝিলমিল সিলিংটা প্রতিফলিত হচ্ছে ওদের চোখে।

ওসব কী নিয়ে কথা হচ্ছিল? মুখ খুলল রন।

পরের কয়দিন স্কুলে অন্য কোন আলোচনা ছিল না, সাইরিয়াস ব্ল্যাকের প্রসঙ্গ ছাড়া।

সে কিভাবে স্কুল-প্রাসাদে ঢুকতে পেরেছিল এ প্রশ্নের জবাবে প্রতিদিনই অসম্ভব অসম্ভব সব গল্প শোনা যেতে লাগল। হাফলপাফ হাউজের হান্নান অ্যাবট পরবর্তী হারবলজি ক্লাসের প্রায় পুরো সময়টাই উৎসুক শ্রোতাদের শুনিয়ে বেড়াল, কিভাবে ব্ল্যাক একটা ফুলের তোড়ায় রূপান্তরিত হতে পারে।

দেয়াল থেকে স্থূলকায়ার ছেঁড়া ক্যানভাসটি নামিয়ে ফেলা হলো। ওর যায়গায় স্যার ক্যাডোগান এবং তার ধূসর রঙের মোটাসোটা ঘোড়ার বাচ্চার ছবি টাঙিয়ে দেয়া হলো। অবশ্য এ ব্যাপারে কেউই খুশি হলো না। স্যার ক্যাডোগান তার জীবনের একাংশ কাটিয়েছেন মানুষকে ডুয়েল লড়তে আহ্বান করে আর অন্য অংশ কাটিয়েছেন অসম্ভব রকমের জটিল পাস ওয়ার্ডের কথা ভাবতে ভাবতে। শেষেরটা দিনে আবার কমপক্ষে দুবার পরিবর্তনও করতেন।

হাউ হাউ করা পাগল একটা, পার্সিকে বলল সিমাস ফিনিগান ক্ষিপ্ত হয়ে। আর কাউকে কি পাওয়া যায় না?

অন্য কোন ছবিই কাজটা করতে সম্মত হয়নি, বলল পার্সি। স্থূলকায়ার পরিণতি দেখে ভয় পেয়ে গেছে। স্যার ক্যাডোগানই একমাত্র যে স্বেচ্ছায় কাজটা করতে চেয়েছেন।

হ্যারি অবশ্য স্যার ক্যাডোগানকে নিয়ে মোটেই ভাবছে না। এখন ওর ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। শিক্ষকগণ কোন না অজুহাতে ওর সঙ্গে করিডোর ধরে হাটেন। আর (সম্ভবত ওর মায়ের নির্দেশে) পার্সি উইজলি সারাক্ষণ ওর পেছনে আঠার মত লেগে রয়েছে, একেবারে পাহারাদার কুকুরের মত। আরো বড় কথা প্রফেসর ম্যাকগোনাগল এমন গম্ভীর-বিষাদ মুখে হ্যারিকে ডেকে পাঠালেন যে ও মনে করেছিল কেউ বুঝি মারা গেছেন।

তোমার কাছে লুকিয়ে রাখার আর কোন অর্থ হয় না, পটার, গম্ভীরভাবে বললেন তিনি। জানি তোমার কাছে একটা বড় ধরনের আঘাত, কিন্তু সাইরিয়াস ব্ল্যাক

আমি জানি সে আমার পেছনে লেগেছে, ক্লান্ত স্বরে বলল হ্যারি। রনের মাকে ওর বাবা বলছেন আমি শুনেছি। মিস্টার উইজলি ম্যাজিক মিনিস্ট্রিতে কাজ করেন।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। দু এক মুহূর্তের জন্য অপলকে চেয়ে রইলেন হ্যারির দিকে, তারপর বললেন, আচ্ছা বেশ! তাহলে তো তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে সন্ধ্যায় কুইডিচ প্র্যাকটিসে তোমার যাওয়া উচিত নয়। শুধু টিম মেম্বারদের সঙ্গে ভর সন্ধ্যায় বাইরে কুইডিচ পিচে একেবারে অরক্ষিত অবস্থায়, পটার

শনিবার আমাদের প্রথম ম্যাচ, বলল হ্যারি, ক্ষেপে গেছে সে। আমাকে তো প্র্যাকটিস করতে হবে, প্রফেসর!

গভীর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। হ্যারি জানে, গ্রিফিন্ডর টিমের সাফল্য সম্পর্কে প্রফেসর গভীরভাবে আগ্রহী; হাজার হোক তিনিই তো হ্যারির নামটা সিকার হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন। দম আটকে অপেক্ষা করছে সে।

হুমমমম... উঠে দাঁড়ালেন, জানালার কাছে গিয়ে কুইডিচ পিচটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পিচটা আবছা দেখা যাচ্ছে। বেশ... ঈশ্বর জানেন, অবশেষে কাপটা আমরাই জিতেছি দেখতে চাই কিন্তু একই কথা, পটার...একজন

শিক্ষক যদি উপস্থিত থাকেন প্রাকটিসের সময়] আমি স্বস্তি পাবো। ম্যাডাম হুচকে অনুরোধ করব তোমাদের প্রাকটিসে উপস্থিত থাকতে।

***

প্রথম কুইডিচ ম্যাচটা এগিয়ে আসতে আসতে আবহাওয়া আরো খারাপ হয়ে গেল। অকুতোভয় গ্রিফিন্ডর টিম ম্যাডাম হুচ-এর উপস্থিতিতে আগের যে কোন সময়ের চেয়ে আরো কঠোরভাবে প্রাকটিস চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু, তাদের শনিবারের ম্যাচের ঠিক চূড়ান্ত প্রাকটিসের আগে, অলিভার উড জানালো অনাকাংখিত খবরটা।

স্লিথারিন টিমের সঙ্গে আমরা খেলছি না! বলল সে, ক্ষেপে গেছে সে। এইমাত্র ফ্লিন্ট দেখা করতে এসেছিল। এর বদলে আমরা খেলছি হাফলপাফদের সঙ্গে।

কেন? টিমের বাকি সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল।

ফ্লিন্ট-এর অজুহাত হচ্ছে যে ওদের সিকার-এর হাত এখনও ভালো হয়নি, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল সে। কিন্তু ওরা যে কেন খেলতে চাচ্ছে না সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, এই আবহাওয়ায় খেলতে চায় না ওরা, যদি হেরে যায়

সারা দিন ধরে প্রবল বাতাস আর বৃষ্টি, উড-এর কথার সঙ্গে সঙ্গে দূরে কোথাও থেকে বজ্রপাত হলো। শব্দ কানে এলো ওদের।

ম্যালফয়ের হাতের কিছুই হয়নি! বলল হ্যারি তীব্রভাবে। ও ভান করছে।

আমি জানি, কিন্তু প্রমাণ তো করতে পারব না, তিক্তস্বরে বলল উড। আর আমরা, সারাক্ষণ ওই সব চাল প্রাকটিস করেছি যে খেলাটা স্লিথারিনদের সঙ্গে হবে, এখন খেলতে হচ্ছে হাফলপাফদের সঙ্গে। ওদের খেলার স্টাইল ভিন্ন। ওদের এখন নতুন অধিনায়ক এবং সিকার, সেড্রিক ডিগরি–

ফিক ফিক করে হেসে উঠল অ্যাঞ্জেলিনা, আলিসিয়া এবং কেটি।

কী হলো? ভ্রূ কুঁচকালো উড। সিরিয়াস সময়ে ওদের হালকা আচরণ পছন্দ হয়নি।

ওই লম্বা, হ্যাণ্ডসাম ছেলেটা না? জিজ্ঞাসা করল অ্যাঞ্জেলিনা।

শক্ত সমর্থ এবং স্বল্পবাক, বলল কেটি, আবার ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করল ওরা।

স্বল্পবাক কারণ দুটো শব্দ এক সঙ্গে বলতে পারে না জিহ্বার জড়তার কারণে, বলল অসহিষ্ণু ফ্রেড। বুঝতে পারছি না এত ভয় পাচ্ছো কেন, অলিভার, হাফলপাফকে গোণায় ধরে কে! শেষবার যখন খেলেছিলাম হ্যারি পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্নিচটা ধরে ফেলেছিল মনে আছে?

এখন আমরা একেবারেই ভিন্ন পরিস্থিতিতে খেলছি! রীতিমত চিৎকার করে উঠল উড, চোখ দুটো সামান্য বেরিয়ে এসেছে। ডিগরি একটা শক্তিশালী দল তৈরি করে ফেলেছে! সে নিজে একজন তুখোড় সিকার! আমার ভয় ছিল তোমরা ব্যাপারটাকে হাল্কাভাবেই নেবে! আমাদের আরাম করবার সুযোগ নেই! আমাদের সজাগ থাকতে হবে! স্লিথারিনরা আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলতে চাইছে আমাদের জিততেই হবে।

***

খেলার একদিন আগে বাতাসের শো শো আওয়াজ গর্জনে রূপান্তরিত হলো আর বৃষ্টি পড়তে লাগল যেন আকাশ ছাপিয়ে। ক্লাসরুম আর করিডোরে এত অন্ধকার যে অতিরিক্তি টর্চ আর বাতির প্রয়োজন পড়ল। স্লিথারিন টিমটাকে খুবই আত্মতৃপ্ত মনে হচ্ছে। এবং এদের মধ্যে ম্যালফয় সবচেয়ে খুশি।

আহ! যদি আমার হাতটা শুধু আর একটু ভালো হতো! দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল সে। বাইরে তখন ঝড়ো বাতাসের তাণ্ডব চলছে।

হ্যারির মাথায় তখন পরের দিনের ম্যাচ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে অলিভার উড ওর কাছে এসে খেলা সম্পর্কে এটা ওটা টিপস দিয়ে যেতে লাগল। তৃতীয়বার এমন হলো যে উডের দীর্ঘ আলোচনার জন্য হ্যারি তার ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্ট ক্লাসে দশ মিনিট দেরী করে ফেলল। দৌড়াতে শুরু করল ও,

পেছন পেছন চিৎকার করছে উড, খুব দ্রুত পাশ ফিরতে পারে, হ্যারি তুমি হয়তো গোত্তা খেয়ে ওকে পাশ কাটাতে চাইবে।

পিছলে গিয়ে ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস ক্লাসরুমের বাইরে থামল হ্যারি, টেনে দরজা খুলে সটান ভেতরে ঢুকল।

দুঃখিত, আমার দেরি হয়ে গেছে, প্রফেসর লুপিন, আমি...।

কিন্তু টেবিলের ওপার থেকে যিনি মুখ তুললেন তিনি প্রফেসর লুপিন নন, তিনি প্রফেসর স্নেইপ।

দশ মিনিট আগে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে পটার, সুতরাং গ্রিফিন্ডার থেকে দশ পয়েন্ট কাটা গেল। বসো।

কিন্তু হ্যারি নড়ল না।

প্রফেসর লুপিন কোথায়? জিজ্ঞাসা করল ও।

তিনি বলেছেন তিনি খুবই অসুস্থ, আজ ক্লাস নিতে পারবেন না,বাঁকা হেসে বললেন স্নেইপ। আমার মনে হয় তোমাকে বসতে বলা হয়েছে?

যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল হ্যারি।

ওর কী হয়েছে?

স্নেইপের কালো চোখ জোড়া চকচক করে উঠল।

মারা যাওয়ার মতো কিছু হয়নি, বললেন তিনি, তাকে দেখে মনে হলো এ রকমই কিছু হোক এটাই তিনি চেয়েছিলেন। গ্রিফিন্ডর থেকে আরো পাঁচ পয়েন্ট কাটা গেল, এরপর যদি তোমাকে আবার বসতে বলতে হয় তবে পঞ্চাশ পয়েন্ট কাটা যাবে।

ধীরে ধীরে হেঁটে গিয়ে সিটে বসল হ্যারি। ক্লাসের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন স্নেইপ।

যেমন আমি বলছিলাম পটার বাধা দেয়ার আগে। এ পর্যন্ত যা পড়ানো হয়েছে সে সম্পর্কে প্রফেসর লুপিন কোথাও লিখে রেখে যাননি।

স্যার, আমরা এ পর্যন্ত বোগার্ট, লাল টুপি, কাপ্পাস এবং গ্রিন্ডিলো সম্পর্কে ক্লাস করেছি, বলল হারমিওন দ্রুত, এবং আমরা শুরু করতে যাচ্ছিলাম।

চুপ করো, শীতল স্বরে বললেন স্নেইপ। আমি তোমার কাছে জানতে চাইনি। আমি শুধু প্রফেসর লুপিনের শৃংখলার অভাবের কথা বলছিলাম।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

এ পর্যন্ত আমরা যত ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস-এর টিচার পেয়েছি তাদের মধ্যে তিনিই সবার সেরা, সাহস করে বলে ফেলল ডিন থমাস। ক্লাসের সব দিক থেকে সম্মতির গুঞ্জন শোনা গেল। আগের চেয়ে ভয়ংকর দেখাল স্নেইপকে।

তোমরা খুব সহজেই সন্তুষ্ট হয়ে যাও। লুপিন তোমাদেরকে খাটায় না বললেই চলে–আমি তো মনে করি প্রথম বর্ষের ছাত্ররাও লাল টুপি আর গ্রিন্ডিলোকে সামাল দিতে সক্ষম হবে। আজ আমরা আলোচনা করব...।

হ্যারি ওকে দেখল দ্রুত পাতা উল্টে বইয়ের একেবারে শেষে অধ্যায়ে চলে যেতে। এবং তিনি নিশ্চয়ই জানেন ওরা সেটা করেনি।

ওয়েরউলফ (নেকড়েয় রূপান্তরিত মানব সন্তান), বললেন স্নেইপ।

কিন্তু স্যার, হারমিওন যেন নিজিকে আর ধরে রাখতে পারছে না, এখনও আমাদের ওয়েরউফ সম্পর্কে ক্লাস করা উচিত নয়, আমাদের হিংকিপাংক সম্পর্কে শুরু করার কথা।

মিস গ্রেঞ্জার, বললেন স্নেইপ, ভয়ংকর শান্ত স্বরে, আমার মনে হয় ক্লাসটা আমি নিচ্ছি, তুমি নও। এবং আমি তোমাদের সকলকে বলছি তিনশ চৌরানব্বই পৃষ্ঠা খোল। চারদিকে তাকালেন তিনি, সকলেই! এখনই!

অনেক তিক্ত তির্যক চাহনি এবং চাপা ক্রোধের অস্ফুট মন্তব্য শোনা গেল, সবাই বই খুলল।

তোমাদের মধ্যে কে বলতে পারে, কীভাবে আমরা নেকড়েয় রূপান্তরিত মানুষ এবং আসল নেকড়ের মধ্যে তফাত ধরতে পারবো? বললেন স্নেইপ।

সকলেই নীরব নিশ্চল বসে আছে। সকলেই শুধু হারমিওন ছাড়া, ওর হাত যেমন প্রায়ই করে তেমনি উঁচু করে ভোলা।

কে বলতে পারে? হারমিওনের তুলে ধরা হাত উপেক্ষা করে আবার জিজ্ঞাসা করলেন স্নেইপ। মুখের বাঁকা হাসিটা আবার ফিরে এসেছে। তোমরা কি বলতে চাও যে প্রফেসর লুপিন তোমাদেরকে মৌলিক পার্থক্যটা...।

আমরা তো বলেইছি, হঠাৎ বলে উঠল পার্বতী.ওয়েরউলফ পর্যন্ত আমরা যাইনি, আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম।

চুপ করো? দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন স্নেইপ। বেশ, বেশ, কখনো ভাবিনি এমন একজন থার্ড ইয়ার ছাত্রের সঙ্গে দেখা হবে যে দেখলেও ওয়েরউলফ চিনতে পারবে না। প্রফেসর ডাম্বলডোরকে জানানো প্রয়োজন যে তোমরা সকলেই কত পেছনে পড়ে রয়েছ ...।

প্লিজ, স্যার, বলল হারমিওন, তখনও ওর হাত তোলা, কয়েকটি ছোটখাট বিষয়ে ওয়েরউফ আসল নেকড়ে থেকে ভিন্ন। ওয়েরউলফের নাকটা।

এই নিয়ে দুইবার তুমি জিজ্ঞাসা না করা হলেও কথা বলেছ, মিস গ্রেঞ্জার, বললেন স্নেইপ, কণ্ঠস্বর শীতল। অসহ্য রকমের সবজান্তা হওয়ার জন্য গ্রিফিন্ডর থেকে আরো পাঁচ পয়েন্ট কাটা গেল।

লাল হয়ে গেল হারমিওন। হাত নামাল। একদষ্টে তাকিয়ে থাকল মেঝের দিকে, চোখ ছল ছল করছে। সবাই খরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সেইপের দিকে, বোঝা গেল ক্লাসের প্রায় সবাই ওকে কি পরিমাণে ঘৃণা করে। রন জোরে বলে উঠল, আপনি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন এবং ওর জানা আছে উত্তরটা! শুনতেই যদি না চান তাহলে জিজ্ঞাসা করা কেন?

ক্লাসের সকলেই তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল যে অনেক বেশি বলে ফেলেছে রন। স্নেইপ ধীরে ধীরে রনের দিকে এগোলেন, পুরো ক্লাস দম বন্ধ করে রয়েছে।

ডিটেনশন উইজলি, মসৃণ স্বরে বললেন স্নেইপ, মুখটা নিয়ে গেছেন একেবারে রনের মুখের কাছে। এরপর যদি কখনও শুনি আমার পড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে সমালোচনা করছ তাহলে তোমাকে খুব পস্তাতে হবে বলে দিচ্ছি।

এরপর পুরো ক্লাসে আর কেউই কোন শব্দ করল না। বসে বসে বই থেকে ওয়েরউফ সম্পর্কে নোট নিল।

খুবই দূর্বলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ওটা ভুল, কাপ্পা সাধারণত মঙ্গোলিয়ায় পাওয়া যায় প্রফেসর লুপিন একে দশে আট দিয়েছেন? আমি তো তিনও দিতাম না...

অবশেষে ঘন্টা পড়ল। কিন্তু স্নেইপ ওদের ধরে রাখলেন ক্লাসে।

তোমরা সকলে রচনা লিখে আমার কাছে জমা দেবে, বিষয় হলো, কিভাবে ওয়েরউলফ চেনা এবং হত্যা করা যায়। এ বিষয়ে পার্চমেন্টের দুটো রোল লিখতে হবে, এবং সোমবার সকালের মধ্যে জমা দিতে হবে। এই ক্লাসটার দিকে কারো একজনের নজর দেয়ার এটাই সময়। উইজলি তুমি অপেক্ষা করো তোমার ডিটেনশনটা ঠিক করতে হবে।

ক্লাসের অন্যদের সঙ্গে হ্যারি আর হারমিওনও ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এলো। অপেক্ষা করল সবাই যতক্ষণ না নিরাপদ দূরত্বে চলে গেল, তারপর ফেটে পড়ল স্নেইপ সম্পর্কে ক্ষিপ্ত মন্তব্যে।

ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস-এর অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে তো স্নেইপ এ রকম করেন না, যদিও তিনিই কাজটা পেতে চান, হ্যারি বলল। লুপিনের পেছনে লেগেছেন কেন? তোমার কী মনে হয় বোগার্টের জন্যে?

আমি জানি না, বিষাদক্লিষ্ট কণ্ঠে জবাব দিল হারমিওন। কিন্তু আমি চাই প্রফেসর লুপিন যেন খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠেন...

মহাক্ষিপ্ত রন ওদের সঙ্গে যোগ দিল পাঁচ মিনিট পর।

জান আমাকে কী শাস্তি দিয়েছে ওই–(এমন একটা গালি দিল যে হারমিওনও তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল রন)? হাসপাতালে আমাকে বেডপ্যান পরিস্কার করতে হবে। এবং কোন রকম জাদু ছাড়াই পরিষ্কার করতে হবে! ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে রন। হাতের মুঠো পাকানো। ব্ল্যাক কেন যে সেইপের অফিসে লুকিয়ে থাকেনি। তাহলে তো ওকে শেষ করে ফেলতে পারতো অন্তত আমাদের স্বার্থে!

***

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠল হ্যারি, এত ভোরে যে তখনও অন্ধকার চারদিকে। মুহূর্তের জন্যে ভাবল বাতাসের গর্জন ওর ঘুম ভাঙিয়েছে, পরক্ষণেই ঘাড়ের কাছে হিমশীতল বাতাসের স্পর্শ পেল সে, শোয়া থেকে একেবারে খাড়া হয়ে বসল হ্যারি। হল্লাবাজ ভূত পিভস বাতাসে ভাসছে আর ওর কানে জোরে ফুঁ দিচ্ছে।

ও রকম করছ কেন? ক্ষেপে গিয়ে বলল হ্যারি।

জোরে আরেকটা ফুঁ দিয়ে হা হা করে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পিভস।

অ্যালার্ম ঘড়িটা কোন মতে খুঁজে পেল হ্যারি, দেখল ভোর সাড়ে চারটা মাত্র। পিভসকে একটা অভিশাপ দিয়ে আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়ল সে, ঘুমানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম আর আসে না। বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ, প্রাসাদের দেয়ালে বাতাসের সগর্জন ঝাপটা এবং নিষিদ্ধ বনের গাছগুলোর মর্মর আর্তনাদ এসব উপেক্ষা করে কি আর ঘুমানো যায়! কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাকে যেতে হবে কুইডিচ পিচে, ওই প্রচণ্ড বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। অবশেষে ঘুমাবার চেষ্টাটা বাদই দিল হ্যারি। উঠে কাপড় পড়ে নিম্বাস দুই হাজারটা হাতে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

দরজা খুলতে কি যেন একটা ওর পায়ে লাগল। নুয়ে ঠিক সময় মত কশ্যাংকের লোমশ লেজটা ধরে ফেলল, টেনে বাইরে বের করে নিয়ে এলো।

রন তোমার সম্পর্কে ঠিক কথাই বলে, কশ্যাংকে লক্ষ্য করে বলল হ্যারি। আশেপাশে অনেক উঁদুর রয়েছে যাও না ওদের তাড়া করে বেড়াও, যাও না। পা দিয়ে কশ্যাংককে ঘোরানো সিঁড়িটা বরাবর নামিয়ে দিতে দিতে বলল, স্ক্যাবার্স এর পেছনে লাগবে না, ওকে একা থাকতে দাও।

কমনরুমে এসে ঝড়ের গর্জন আরো বেশি শোনা যেতে লাগল। ম্যাচ বাতিল যে হবে না এটা হ্যারি নিশ্চিত। ঝড়-বৃষ্টির মতো ছোটখাট ঘটনায় কুইডিচ ম্যাচ কখনও বাতিল করা হয় না। তারপরও সে উদ্বিগ্ন। করিডোরে সেড্রিক ডিগরিকে দেখিয়ে দিয়েছে উড; ডিগরি

পঞ্চম বর্ষের ছাত্র এবং হ্যারির চেয়ে গায়ে গতরে অনেক বড়। সিকাররা সাধারণত হালকা পাতলা এবং অত্যন্ত দ্রুতগামী হয়; কিন্তু এই আবহাওয়ায় ডিগরির ওজনই ওর জন্য সুবিধাজনক হবে, অন্তত বাতাস তাকে ঠেলে কোর্সের বাইরে ফেলতে পারবে না।

ভোর না হওয়া পর্যন্ত আগুনের সামনে বসে হ্যারি সময়টা কাটিয়ে দিল। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে কশ্যাংকের চুপি চুপি উপরে ওঠাটা বন্ধ করে এসেছে। নাস্তার সময় হলে নিজেই একা ছবির ফুটোটা দিয়ে অগ্রসর হলো।

দাঁড়াও এবং যুদ্ধ করো নোংরা কাপুরুষ কোথাকার! চিৎকার করে উঠল ছবির স্যার ক্যাডোগান।

ওহ, চুপ করো, ধমকে উঠল হ্যারি, হাই তুলল।

বড় এক বোল পরিজ নিয়ে বসল হ্যারি এবং টোস্ট ভেঙে মুখে পুরতে পুরতে শুরু করতে করতে টিমের অন্য সবাই এসে পড়ল।

খুবই কঠিন হবে, বলল উড, ও নিজে কিছুই খাচ্ছে না।

অলিভার দুশ্চিন্তা বাদ দাও তো, মোলায়েম স্বরে বলল এলিসিয়া, একটু আধটু বৃষ্টি আমরা পরোয়া করি না।

কিন্তু মুশকিল হলো বৃষ্টিটা একটু আধটুর চেয়ে অনেক বেশিই হচ্ছিল। কুইডিচ খেলার জনপ্রিয়তা পুরো স্কুলকেই ঝড়ো বৃষ্টির মধ্যে পিচে টেনে আনল। ড্রেসিং রুমে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে হ্যারি দেখল বিরাট একটা ছাতা মাথার ওপর ধরে স্টেডিয়ামের দিকে যেতে যেতে ওকে দেখে হাসছে আর আঙুল তুলে দেখাচ্ছে ম্যালফয়, ক্র্যাব আর গয়ল।

টিমের সকলে রক্তবর্ণ জার্সি পড়ে নিয়ে উডের প্রাক–ম্যাচ আলোচনার জন্যে। অপেক্ষা করছে। কিন্তু কোনো আলোচনা হলো না। ও কয়েকবার কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু অদ্ভুত ঢোক গেলার শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হলো না, হতাশায় মাথা নেড়ে ওদেরকে অনুসরণ করার জন্যে ইশারা করল উড।

বাতাস এত জোরে বইছে যে পিচের দিকে যেতে যেতে এপাশ ওপাশ হেলে পড়ল ওরা। দর্শকরা যদি কোন চিৎকার করেও থাকে বজ্রের গর্জনে কিছুই শুনতে পেল না। হ্যারির চশমার ওপর দিয়ে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ছে, এর মধ্যে দিয়ে সে কিভাবে স্নিচটাকে দেখতে পাবে নিজেই ভেবে পাচ্ছে না।

হাফলপাফরা পিচের বিপরীত দিক থেকে আসছে, হলুদ জার্সি পরনে। দুই দলের অধিনায়ক পরস্পরের দিকে হেঁটে গেলো, করমর্দন করল, উডের দিকে তাকিয়ে ডিগরি হাসল, কিন্তু উডকে দেখে মনে হলো ওর চোয়াল আঁটকে গেছে, শুধু মাথা নেড়ে প্রত্যুত্তর দিল সে। হ্যারি দেখল ম্যাডাম হুচ-এর মুখ থেকে নিঃসৃত হলো,যার যার ব্রুমে চড়ো। কাদার ভেতর প্যাঁচ প্যাঁচ শব্দের মধ্যে দিয়ে হ্যারি ওর ডান পা তুলে নিম্বাস

দুহাজারের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল। ম্যাডাম হুচ হুইসল বাজালেন, দূর থেকে তীব্র একটা শব্দ ভেসে এলো–ছুটতে শুরু করল সবাই।

দ্রুত ওপরে উঠে গেল হ্যারি কিন্তু বাতাসে কাঁপছে ওর নিশ্বাস। যত জোরে সম্ভব ওটাকে আঁকড়ে ধরল সে, ঘুরল, চোখ সরু করে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভিজে সারা হ্যারি এবং ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গেল, এর মধ্যে স্নিচ দূরের কথা নিজের টিমের প্লেয়ারদেরই দেখতে পাচ্ছে না সে। পিচের ওপর দিয়ে সামনে পেছনে উড়ে যাচ্ছে সে, আবছা লাল এবং হলুদ মূর্তিগুলোর পাশ দিয়ে সঁত সাত করে উড়ে যাচ্ছে, খেলার অন্যদিকে যে কি হচ্ছে কোন ধারণা নেই। বাতাসের তোড়ে খেলার ধারাবিবরণীও শুনতে পাচ্ছে না। দু দুবার হ্যারিকে প্রায় ফেলে দিয়েছিল একজন ব্লাজার; চশমার কাঁচের ওপর বৃষ্টির ধারা ওর দৃষ্টি এমনভাবে ঝাঁপসা করে দিয়েছে যে দেখতেই পায়নি আসছে ওরা।

সময়ের ধারণা হারিয়ে ফেলল সে। ব্রুমটাকে সোজা করে ধরে রাখাটাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আঁধার আরো ঘনিয়ে এলো, যেন রাত স্থির করেছে তাড়াতাড়ি চলে আসবে। দুবার আরেকজন প্লেয়ারকে প্রায় মেরেই বসেছিল আরকি, বুঝতেও পারেনি নিজের দলের না অন্যপক্ষের প্লেয়ার সে। সবাই এত ভিজে গেছে আর বৃষ্টি এত ঘন হয়ে পড়ছে যে সে বুঝতেই পারছে না তফাতটা।

প্রথম বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল ম্যাডাম হুচ-এর হুইসল; ঘন বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হ্যারি শুধু উডের আবছা মূর্তিটা দেখতে পেলো, ওকে মাটিতে নামার সংকেত দিচ্ছে। পুরো দলটা ঝপ করে নামল কাদার ওপর।

আমি বলেছি সময় শেষ! দলের উদ্দেশ্যে গর্জন করে উঠল উড। এদিকে এসো, এদিকে।

পিচের ধারে বড় একটা ছাতার নিচে সবাই জড়ো হলো; চোখ থেকে চশমাটা খুলে তাড়াতাড়ি মুছে নিল হ্যারি।

স্কোর কত?

আমরা পঞ্চাশ পয়েন্ট বেশি, বলল উড, কিন্তু তাড়াতাড়ি স্নিচটা কজা করতে পারলে আমাদেরকে রাতের বেলায় খেলতে হবে।

কিন্তু চোখে যতক্ষণ চশমা রয়েছে আমার কিচ্ছুটি করবার নেই, অসহিষ্ণুভাবে বলল হ্যারি চশমাটা দোলাতে দোলাতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে হারমিওন এসে দাঁড়াল ওর পেছনে; মাথার ওপর ওর বর্ষাতিটা ধরা। ওর মুখটা কি এক ব্যাখ্যার অতীত আনন্দে উদ্ভাসিত।

দেখি চশমাটা আমার কাছে দাও তো জলদি!

ওর হাতে চশমাটা দিল হ্যারি, বিস্ময়ে পুরো দলটা দেখছে, চশমায় জাদুর কাঠিটা ছোঁয়াল হারমিওন, বলল, ইমপারভাইয়াস!

দেখো! হ্যারির হাতে চশমা ফিরিয়ে দিতে দিতে,এর ওতে আর বৃষ্টির পানি লাগবে না!

উডকে দেখে মনে হলো এখনই চুমু খেয়ে ফেলবে হারমিওনকে।

অসাধারণ! ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল ওর উদ্দেশ্যে, ততক্ষণে ও মিলিয়ে গেছে ভীড়ের মধ্যে। ও.কে. চলো এবার যাওয়া যাক।

হারমিওনের জাদু ওদের পক্ষে আসল কাজটা করল। হ্যারি তখনও ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আছে, জীবনে এত ভেজা কখনও ভিজেনি সে, কিন্তু এখন সে দেখতে পাচ্ছে। নতুন উদ্যমে ব্রুমটাকে ঝড়ো বাতাসের মধ্যে দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলল, চারদিকে দেখছে লক্ষ্য সিচ, এক ব্লাজারকে এড়িয়ে, নিচু হয়ে ডিগরিকে ফাঁকি দিল, ও বিপরীত দিকে উড়ে যাচ্ছিল।

আবার বজ্রের গর্জন শোনা গেল, পরক্ষণেই বিদ্যুতের চমক। খেলাটা ক্রমেই আরো বিপদজনক হয়ে উঠছে। হ্যারিকে তাড়াতাড়ি স্নিচটা ধরতে হবে

ঘুরল সে, ইচ্ছা পিচের মধ্যেখানে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুতের আরেকটা চমক চারদিক আলোকিত হলো, সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা দেখল হ্যারি, ওর মনোযোগ আকৃষ্ট হলো ওদিকে: লোমবিশিষ্ট বিশাল কালো একটি কুকুরের ছায়ামূর্তি, স্থির নিশ্চল, সবচেয়ে ওপরের খালি আসনগুলোতে আকাশের পটভূমিকায় যেন আঁকা।

হ্যারির অসাড় আঙুলগুলো পিছলে গেল এবং ওর নিম্বাস কয়েক ফুট নেমে গেল। এক ঝাঁকিতে চোখের ওপর থেকে সিক্ত চুলগুলো সরিয়ে আবার আসনগুলোর দিকে তাকাল। নেই! হাওয়া হয়ে গেছে কুকুরটা।

হ্যারি! গ্রিফিন্ডর গোলপোস্ট থেকে উডের আর্তনাদ ভেসে এলো। হ্যারি তোমার পেছনে।

উদ্ভ্রান্তের মতো চারদিকে তাকাল হ্যারি। পিচের মধ্য দিয়ে ধেয়ে আসছে সেড্রিক ডিগরি এবং ওদের মাঝখানের বৃষ্টি ধৌত বাতাসে ক্ষুদে একটা সোনালী কণা

আতঙ্কের এক ধাক্কায় হ্যারি ব্রুমের হাতলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিটাকে লক্ষ্য করে ধেয়ে গেল।

চলো! হুংকার ছাড়ল সে তার নিম্বাসের উদ্দেশ্যে, বৃষ্টি এক ঝাপটা দিয়ে গেল তার মুখে। আরো জোরে!

কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছিল তখন। পুরো স্টেডিয়াম জুড়ে রহস্যজনক একটা নীরবতা। বাতাস আগের মতোই জোরে বইছে কিন্তু গর্জন করতে ভুলে গেছে। যেন কেউ একজন শব্দটা বন্ধ করে দিয়েছে, হ্যারি কী হঠাৎ কালা হয়ে গেছে? হচ্ছেটা কী?

এরপর ঠাণ্ডার এক ভয়ানক স্রোত ওকে গ্রাস করল, ওর ভেতরে প্রবেশ করল, ঠিক সেই সময় ওর মনে হলো নিচে পিচের মধ্যে কারা যেন

চিন্তার আগেই হ্যারি স্নিচের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিচে পিচের দিকে তাকাল।

কমপক্ষে একশ ডিমেন্টরস দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওদের লুকনো মুখগুলো উপরে হ্যারির দিকে তোলা। বরফ শীতল ছুরি যেন ওর বুকে কেউ মেরেছে, ভেতরটা কেটে দুই ভাগ করে ফেলেছে। এবং এরপর আবার চিৎকারটা শুনল হ্যারি ... কেউ একজন আর্তনাদ করছে, আর্তনাদ করছে ওর মাথার ভেতর একজন মহিলা

হ্যারিকে নয়, না হ্যারি নয়, প্লিজ হ্যারিকে নয়?

সরে দাঁড়াও, বোকা মেয়ে এখন সরে দাঁড়াও

হ্যারিকে নয়, প্লিজ না, আমাকে নাও, ওর বদলে আমাকে মেরে ফেল।

অনুভূতিহীন সাদা কুয়াশার ঘূর্ণি হ্যারির মস্তিষ্ক দখল করে ফেলছে কী করছে সে? সে কেন উড়ছে? ওকে ওর সাহায্য করা দরকার সে মারা যাচ্ছে ... তাকে হত্যা করা হবে

সে পড়ছে, শীতল কুয়াশার মধ্যে দিয়ে নিচে নামছে।

না, হ্যারি নয়! প্লিজ দয়া কর দয়া কর।

তীক্ষ একটা স্বর হাসছে, মহিলাটি চিৎকার করছে, এবং এরপর হ্যারির আর কিছু মনে নেই।

***

ভাগ্য ভালো মাটিটা নরম ছিল।

আমি নিশ্চিত ভেবেছিলাম ও মারা গেছে।

কিন্তু ওর চশমাটা পর্যন্ত ভাঙেনি।

ফিস ফিস করে বলা কথাগুলি শুনতে পাচ্ছে হ্যারি কিন্তু কোন অর্থ করতে পারছে না। কোথায় আছে কিছুই বুঝতে পারছে না, কিভাবে ওখানে পৌঁছেছে সে ধারণাও নেই,

অথবা এখানে আসার আগে কি করছিল সেটাও মনে করতে পারছে না। শরীরের প্রতিটি ইঞ্চিতে তীব্র ব্যথা, যেন কেউ পিটিয়েছে ওকে।

আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে ভীতিকর দৃশ্য ছিল ওটা।

ভীতিকর...ভীতিকর বিষয় মাথা ঢাকা কালো মানুষ...ঠাণ্ডা...আর্তনাদ...

সট করে খুলে গেল ্যারির চোখ। হাসপাতালে শুয়ে রয়েছে সে। আপাদমস্তক কর্দমাক্ত গ্রিফিন্ডর টিম ওর বেডের চারপাশে। রন আর হারমিওনও রয়েছে।

হ্যারি! বলল ফ্রেড, কাদা মাখা ওকে ফ্যাকাশে সাদা দেখাচ্ছে। এখন কেমন বোধ করছ?

হ্যারির স্মৃতি যেন ফাস্ট ফরওয়ার্ড হতে শুরু করল। বিদ্যুতের চমক দ্য গ্রিম দ্য সিচ এবং ডিমেন্টরস...

কী হয়েছে? বলল সে, এত আকস্মিকভাবে উঠে বসল যে সবাই হা হয়ে গেল।

তুমি পড়ে গিয়েছিলে, বলল ফ্রেড। তুমি মানে–কী–নিশ্চয়ই পঞ্চাশ ফিট ওপর থেকে পড়েছ?

আমরা ভেবেছিলাম তুমি মরেই গিয়েছ, বলল এলিসিয়া, কাঁপছে ও।

ছোট্ট একটা তীক্ষ্ণ শব্দ করল হারমিওন। ওর চোখ রক্তবর্ণ।

কিন্তু ম্যাচ, জিজ্ঞাসা করল হ্যারি। খেলার কী হলো? আবার খেলা হবে?

কেউ কিছু বলল না। ভয়ানক সত্যিটা হ্যারির ওপর পাথরের মত চেপে বসল।

আমরা নিশ্চয়ই–পরাজিত হইনি?

ডিগরি স্নিচটা ধরে ফেলেছিল, বলল জর্জ। ঠিক তুমি পড়ে যাওয়ার পরেই। ও বুঝতে পারেনি কি হয়েছে। যখন সে দেখল তুমি মাটিতে পড়ে রয়েছ সে খেলা বন্ধ করতে চেয়েছিল। আবার খেলতে চেয়েছিল। কিন্তু ওরা ভালোভাবে খেলেই বিজয়ী হয়েছে ... উডও স্বীকার করে নিয়েছে।

উড কোথায়? জিজ্ঞাসা করল হ্যারি, হঠাৎ খেয়াল হলো উড নেই ওখানে।

এখনও গা ধুচ্ছে, বলল ফ্রেড। মনে হয় ও নিজেকে ডোবাতে চেষ্টা করছে।

হাটুতে মুখ গুজল হ্যারি, হাত দিয়ে মুঠো করে নিজের চুল ধরে টানল। ওর কাধ ধরে সজোরে ঝাঁকালো ফ্রেড।

এই হ্যারি, এমন করছ কেন, তুমি তো আগে কখনও স্নিচ ধরতে ব্যর্থ হওনি।

কোন একটা সময় নিশ্চয়ই থাকবে যখন তুমি ওটা ধরতে পারবে না, বলল জর্জ।

এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি, বলল ফ্রেড। আমরা একশ পয়েন্টে হেরেছি, ঠিক? এখন হাফলপাফ যদি র‍্যাভেন-এর কাছে হারে এবং আমরা র‍্যাভেনক্ল আর স্লিথারিন দুটোকেই হারাতে পারি।

হাফলপাফদের কমপক্ষে দুশ পয়েন্টে হারতে হবে, বলল জর্জ।

কিন্তু ওরা যদি র‍্যাভেনক্লদের হারিয়ে দেয়।

সব কিছু নির্ভর করছে পয়েন্টের ওপর–যে কোন দিকে একশ পয়েন্টের পার্থক্য থাকতে হবে

হ্যারি চুপচাপ শুয়ে আছে। একটি কথাও বলছে না। ওরা হারল এই প্রথমবারের মতো, ও একটা কুইডিচ ম্যাচ হেরেছে।

দশ মিনিট পর ম্যাডাম পমফ্রে এসে ওদের যেতে বললেন।

পরে এসে তোমাকে আবার দেখে যাব, বলল ফ্রেড। নিজেকে দোষ দিও হ্যারি, এখনও আমাদের সেরা সিকার তুমি।

পুরো দলটি বেরিয়ে গেল। পেছনে রেখে গেল কাদা মাটির দাগ। ম্যাডাম পমফ্রে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন, ওকে খুব খুশি দেখাচ্ছে না। রন এবং হারমিওন হ্যারির বিছানার কাছে এগিয়ে গেল।

ডাম্বলডোর সত্যিই খুব রেগে গেছেন, কম্পিত স্বরে বলল হারমিওন। এর আগে কখনও ওঁকে এমন করতে দেখিনি। তুমি যখন পড়তে শুরু করেছ দৌড়ে পিচের মধ্যে গেলেন, জাদুর কাঠিটা নাড়লেন, মাটিতে পড়বার আগে তোমার গতিটা একরকম ধীর হয়ে গেল। তারপর ওটা ঘোরালেন ডিমেন্টর্সদের দিকে। ওদের লক্ষ্য করে রূপালী কিছু ছুড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ওরা স্টেডিয়াম ছেড়ে চলে গেল

ওরা যে মাঠে এসেছিল সে জন্যে সাংঘাতিক ক্ষেপে গিয়েছিলেন উনি, আমরা শুনতে পেলাম বলছেন–

তারপর জাদু করে তোমাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে দিলেন, বলল রন। এতে করে ভাসতে ভাসতে তুমি স্কুলে গেলে সঙ্গে ডাম্বলডোরও গেলেন। সবাই ভেবেছিল তুমি বোধহয়।

ওর কথা আস্তে আস্তে থেমে গেল, কিন্তু ওসব শোনেইনি। সে ভাবছিল ডিমেন্টররা ওকে কি করল ভাবছে চিৎকারটা সম্পর্কে। চোখ তুলে দেখল রন আর হারমিওন উদ্বেগের

সঙ্গে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তাড়তাড়ি সে এমন–কিছু হয়নি ধরনের প্রশ্ন করল একটা।

আমার নিশ্বাসটা কি কেউ তুলে রেখেছে?

রন আর হারমিওন দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল।

ইয়ে

কী? বলল হ্যারি, একজন থেকে অন্যজনের দিকে সরে গেল ওর দৃষ্টি।

মানে যখন তুমি পড়ে গেলে, ওটা উড়ে গেল, দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বলল হারমিওন।

তারপর?

তারপর ওটা গিয়ে আছড়ে ওহ হ্যারি–ওটা আছড়ে পড়ল হোমপিং উইলো গাছটার ওপর।

হ্যারির ভেতরটা পাক দিয়ে উঠল। গাছটা সাংঘাতিক রকমের উগ্র মেজাজের, একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছে মাটিতে।

তারপর? উত্তরটা ভেবে ভয় পাচ্ছে হ্যারি।

তুমি তো জান হোমপিং উইলোর কথা, বলল রন। ওকে কেউ আঘাত করুক গাছটা মোটেই সেটা পছন্দ করে না।

তোমার জ্ঞান ফিরবার সামান্য আগে প্রফেসর ফ্লিটউইক ওটা নিয়ে এসেছেন, ছোট্ট করে বলল হারমিওন।

ধীরে ধীরে সে পায়ের কাছের ব্যাগটা তুলে উপুড় করল, কয়েকটা কাঠের টুকরা এবং গাছের একটা সরু ডাল পড়ল ব্যাগ থেকে। হ্যারির বিশ্বস্ত ব্রুমস্টিকের অবশিষ্ট।

মরেডার্স ম্যাপ

সপ্তাহের পুরোটাই হ্যারিকে হাসপাতালে রেখে দেয়ার জন্যে জোর করলেন মাদাম পমফ্রে। ও আপত্তি করেনি, অভিযোগও করেনি, কিন্তু নিম্বাস দুহাজারের অবশিষ্ট টুকরো গুলি ফেলে দিতেও দেয়নি। ও জানে এটা বোকামি হচ্ছে, জানে যে নিম্বাসকে আর ঠিক করা যাবে না, কিন্তু কিছু করারও নেই, ওর যেন মনে হচ্ছে সেরা এক বন্ধুকে হারাল সে।

দর্শনার্থীর ভিড় লেগেই রয়েছে, ওরা সব আসে, ওকে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করে। হলুদ বাঁধাকপির মতো দেখতে ফুলের একটা গোছ পাঠালো হ্যাগ্রিড। এবং জিনি উইজলি, ভীষণরকম লাজুক, নিজের বানানো ভালো হয়ে যাও কার্ড নিয়ে এলো লজ্জায় লাল হয়ে। হ্যারি যদি ওটাকে ফলের বোলের নিচে চাপা দিয়ে না রাখে তবে কার্ডটা চিৎকার করে গান গাইতে থাকে। রোববার সকালে গ্রিফিন্ডর টিম আবার এলো, এবার সঙ্গে উড় রয়েছে। এক ধরনের ফাঁকা মৃত স্বরে হ্যারিকে বলল ও, ওকে সে মোটেই দোষ দিচ্ছে না। রন আর হারমিওন রাত হলে হ্যারির পাশ থেকে উঠে যায়। কিন্তু যে যাই বলুক বা করুক না কেন হ্যারি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না, কারণ ওর সমস্যার অর্ধেকটাই শুধু ওরা জানে।

গ্রিম সম্পর্কে বলেনি সে কাউকে। এমন কি রন এবং হারমিওনকেও না, কারণ রন আতংকিত হবে এবং হারমিওন পাত্তাই দেবে না, না হয়তো ঠাট্টা করবে। কিন্তু বাস্তব

হচ্ছে এ পর্যন্ত দুদুবার দেখা গিয়েছে ওটাকে এবং দুবারই প্রায় প্রাণঘাতি দুর্ঘটনা হতে যাচ্ছিল; প্রথমবার তাকে নাইট–বাসটা প্রায় চাপা দিয়ে দিয়েছিল আর কি; দ্বিতীয়বার পঞ্চাশ ফিট ওপর ব্রুমস্টিক থেকে পড়েছে সে। তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কি গ্রিম তার পিছু নিতে থাকবে? জীবনের বাকি দিনগুলি কি বার বার পেছন ফিরে ওই জটা আছে কি না দেখতে হবে তাকে?

এরপরও রয়েছে ডিমেন্টাররা। যতবার ওদের কথা মনে হয় ততবারই হ্যারি অসুস্থ এবং অপমানিত বোধ করে। সবাই বলে ডিমেন্টাররা হচ্ছে ভয়াবহ কিন্তু ওদের কাছে গিয়ে প্রতিবারই কেউ জ্ঞান হারায়নি আর কেউ তো মুমু বাবা মার কথার প্রতিধ্বনিও শুনতে পায় না।

এখন হ্যারি জানে ওই আর্তনাদ কার। ও শুনেছে, বার বার শুনেছে রাতের পর রাত হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে, ছাদের এক ফালি চাঁদের আলোর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে। ডিমেন্টাররা যখন ওর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল ও তখন ওর মায়ের জীবনের শেষ কয়েকটি মুহূর্তের কথা শুনতে পেয়েছিল, লর্ড ভল্ডেমর্টের হাত থেকে ওকে বাঁচানোর তার প্রাণান্তর প্রয়াস, এবং মাকে খুন করবার আগে ভল্টেমর্টের সেই অট্টহাসি হ্যারির ঝিমুনি আসে, স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যায়, চটচটে পঁচা গলা প্রস্তরীভূত হাতের দুঃস্বপ্ন ভীতসন্ত্রস্ত অনুনয়ের দুঃস্বপ্ন। সজোরে আবার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, মায়ের স্বরের জগতে ডুবে যাওয়ার জন্যে।

***

সোমবার স্কুলে ফিরে পরিচিত শব্দ আর ব্যস্ততার মধ্যে স্বস্তি ফিরে পেল হ্যারি। এখানে বাধ্য হয়ে ওকে অন্য কিছু চিন্তা করতে হয়। এমনকি ড্র্যাকো ম্যালফয়ের বিদ্রূপ সহ্য করতে হলেও স্বস্তি পেল হ্যারি। গ্রিফিন্ডরের পরাজয়ে আনন্দে আত্মহারা ম্যালফয়; অবশেষে হাতের ব্যান্ডেজ খুলে ফেলেছে সে। এবং দুই হাত সম্পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী হওয়াটা পালন করল ব্রুম থেকে হ্যারির পড়ে যাওয়া অনুকরণ করে। পরের পোশন ক্লাসের বেশির ভাগ সময়টা সে কাটাল ডিমেন্টারদের অনুকরণ করে; রন আর সহ্য করতে পারল না। ম্যালফয়ের দিকে বড়সড় একটা কুমিরের হৃৎপিন্ড ছুঁড়ে মারল সে, মুখে লাগল ওটা ম্যালফয়ের। পরিণতি হলো স্নেইপ গ্রিফিন্ডরের পঞ্চাশ পয়েন্ট কেটে নিল।

আবার যদি স্নেইপ ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টের ক্লাস এই ভাবে নিতে থাকে তাহলে আমি আর আসছি না, অসুস্থ হবো, লাঞ্চের পর লুপিনের ক্লাসরুমের দিকে যেতে যেতে বলল রন। হারমিওন দেখতো ভেতরে কে রয়েছে।

দরজা দিয়ে উঁকি দিল হারমিওন।

ঠিক আছে!

প্রফেসর লুপিন ফিরে এসেছেন কাজে। নিশ্চিতভাবেই মনে হচ্ছে তিনি অসুস্থ ছিলেন। পুরনো পোশাকগুলো ঢিলেঢালাভাবে ঝুলছে গায়ে, চোখের নিচে কালি পড়েছে; তারপরও

ক্লাসের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে স্মিত হাসলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাই লুপিনের অসুস্থতার সময়ের স্নেইপের আচরণ সম্পর্কে হাজারো অভিযোগে ফেটে পড়ল।

এটা ঠিক নয়, উনি আপনার অনুপস্থিতির সময়টা ক্লাসে আসতেন, আমাদেরকে উনি হোমওয়ার্ক দেবেন কেন?

ওয়েরউলফ সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

–দুই রোল পার্চমেন্ট লিখতে হবে!

তোমরা প্রফেসর স্নেইপকে বলেছিলে ওটা আমাদের এখনও পড়া হয়নি? জিজ্ঞাসা করলেন লুপিন, একটু যেন অসন্তুষ্ট।

আবার সকলে একসঙ্গে বলতে শুরু করল।

হ্যাঁ, কিন্তু উনি বললেন আমরা সত্যিই পেছনে পড়ে গেছি।

শুনবেনই না আমার কথা।

দুই রোল পার্চমেন্ট!

সবার ক্রুদ্ধ চেহারা দেখে হাসলেন লুপিন।

ঘাবড়াবার কিছু নেই, আমি প্রফেসর স্নেইপের সঙ্গে কথা বলব। তোমাদের ওটা লিখতে হবে না

ও না, বলল হারমিওন, হতাশ দেখাচ্ছে ওকে। এর মধ্যে ওটা শেষও করে ফেলেছি আমি!

[অনেকদিন পর] ওরা মজা করে ক্লাস করল। কাঁচের বাক্সে করে হিংকিপাংক নিয়ে এসেছেন প্রফেসর লুপিন, এক-পেয়ে জন্তু একটা, দেখে মনে হয় যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলি দিয়ে বানানো, রুগ্ন এবং দেখতে একেবারেই নিরীহ।

আগুন্তুকদের ভুলিয়ে জলাভূমির দিকে নিয়ে যায়, বললেন প্রফেসর লুপিন, ওরা ক্লাস-নোট নিচ্ছে। ওটার হাত থেকে একটা বাতি ঝুলছে লক্ষ্য করেছ? লাফিয়ে আগে আগে যায়-মানুষ বাতিটাকে অনুসরণ করে-তারপর...

কাঁচের ভেতর থেকে ভয়ানক একটা প্যাঁচপ্যাঁচে শব্দ করল হিংকিপাংকটা।

ঘন্টা বাজল। বইপত্র গুছিয়ে সকলেই দরজার দিকে হাটা দিল, হ্যারিও রয়েছে। ওদের মধ্যে, কিন্তু

হ্যারি একটু দাঁড়াও, ডাকলেন প্রফেসর লুপিন, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।

দ্রুত পিছনে এলো হ্যারি, লক্ষ্য করল হিংকিপাংকের বাকস্টাকে কাপড় দিয়ে ঢাকছেন প্রফেসর।

ম্যাচটা সম্পর্কে আমি শুনেছি, বললেন লুপিন, ডেস্কে ফিরে গিয়ে বইগুলো ব্রিফকেসে ভরতে ভরতে, তোমার মস্টিক সম্পর্কে সত্যিই আমি দুঃখিত, ওটা ঠিক করবার কি কোন উপায় রয়েছে?

না, বলল হ্যারি। গাছটা ওটাকে একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

লুপিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

আমি যে বছর হোগার্টস-এ এসেছি সেই বছরই হোমপিং উইলো গাছটা লাগানো হয়েছে। ওটাকে নিয়ে একটা খেলা হতো সে সময়। গাছের গুঁড়িটা ধরবার মতো কাছে কে যেতে পারে। শেষে ডেভি গাজিওন নামে এক ছেলের তো চোখই গিয়েছিল আরকি, এবং ওই গাছের কাছে যাওয়া আমাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কোন ক্রমস্টিকের সাধ্য নেই ওর সামনে টিকে থাকে।

আপনি ডিমেন্টারদের সম্পর্কেও শুনেছেন? অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

হ্যাঁ, শুনেছি। আমার মনে হয় না আমাদের মধ্যে কেউই প্রফেসর ডাম্বলডোরকে এত রাগ হতে দেখেছি। বেশ কিছুদিন ধরে অশান্ত হয়ে উঠছিল ওরা

ওদেরকে ডাম্বলডোর মাঠে যেতে দিতে অস্বীকার করায় ওরা ক্ষেপে গেল আমার মনে হয় ওদের কারণেই তুমি পড়ে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, বলল হ্যারি। একটু ইতস্তত করল সে, তারপর যে প্রশ্নটা সে করতে চায়, আটকাবার আগেই সেটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। কেন? ওরা আমার সঙ্গে এমন করে কেন? আমি কী শুধু–?

দুর্বলতার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন লুপিন, যেন হ্যারির মনের কথা পড়ে ফেলেছেন। অন্যদের চেয়ে ডিমেন্টাররা তোমাকে বেশি প্রভাবিত করতে পারে কারণ তোমার অতীতের সঙ্গে কিছু ভীতি জড়িয়ে রয়েছে যা অন্যদের বেলায় নেই।

শীতের রোদ্দুর ক্লাসরুমের ভেতর এসে পড়েছে, লুপিনের সাদা চুল এবং ওর কিশোর চেহারা দুটোই আলোকিত হয়ে উঠল।

পৃথিবীতে যত প্রাণী হাটে তার মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছে ডিমেন্টার। অন্ধকার এবং নোংরা যায়গায় বিচরণ করে বেড়ায়, ক্ষয় এবং হতাশার মধ্যেই এদের আনন্দ, যেখানে থাকে সেখানকার বাতাস থেকে শান্তি, আশা এবং আনন্দ শুষে নেয়। না দেখলেও মাগলরাও এদের উপস্থিতি টের পায়। ডিমেন্টারের খুব কাছে যদি যাও তাহলে সব

ভালো লাগা, সব সুখ স্মৃতি তোমার ভেতর থেকে বেরিয়ে যাবে। যদি সম্ভব হয় ডিমেন্টার তোমাকে ওর মতই কলুষিত জীবে পরিণত করে ফেলবে। জীবনের সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতাগুলি ছাড়া তোমার কাছে আর কিছুই থাকবে না। এবং তোমার সঙ্গে যা হয়েছে হ্যারি সেই অভিজ্ঞতাই একজনকে ব্রুম থেকে নিচে ফেলে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। তোমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।

ওরা যখন কাছে আসে–লুপিনের ডেস্কের দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে হ্যারি ওর গলা শুকিয়ে গেছে। শুনতে পাই ভল্ডেমর্ট আমার মাকে হত্যা করছে।

যেন হ্যারির কাঁধ ধরতে যাচ্ছে হাত দিয়ে হঠাৎ এমন একটা ভঙ্গি করলেন লুপিন, কিন্তু ধরলেন না। মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো। তারপর

ওদেরকে ম্যাচে আসতে হলো কেন? তিক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

ওরা ক্ষুধার্ত হচ্ছে, বললেন লুপিন, স্বর ঠাণ্ডা, শব্দ করে ব্রিফকেসটা বন্ধ করলেন। ডাম্বলডোর ওদেরকে স্কুলের ভেতর ঢুকতে দেবেন না, ওদের মানব শিকারের সরবরাহ শেষ হয়ে গেছে... আমার মনে হয় কুইডিচ পিচের চারপাশের ভিড়টার লোভ ওরা সামলাতে পারেনি। উত্তেজনা... আবেগ... ওটা ছিল ওদের ভোজ সম্পর্কিত ধারণা।

আজকাবান নিশ্চয়ই ভয়াবহ, হ্যারি বিড় বিড় করে বলল। লুপিন গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন।

দুর্গটা ছোট্ট একটি দ্বীপে রয়েছে, সাগরের মধ্যে, কিন্তু বন্দীদের ভেতরে রাখার জন্যে ওদের দেয়াল বা পানির দরকার নেই। দরকার নেই কারণ ওরা সকলেই যার যার নিজের মাথার মধ্যেই বন্দী হয়ে রয়েছে, সামান্য চিন্তাটুকুও করতে অক্ষম। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অধিকাংশই পাগল হয়ে যায়।

কিন্তু ওদের ভেতর থেকেই সাইরিয়াস ব্ল্যাক পালিয়ে গেছে, ধীরে বলল হ্যারি। সে পালিয়েছে ...

ডেস্ক থেকে লুপিনের ব্রিফকেসটা পিছলে গেল; ওটা ধরবার জন্যে দ্রুত ওকে নিচু হতে হলো।

হ্যাঁ, সোজা হয়ে বললেন লুপিন। ব্ল্যাক নিশ্চয়ই এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবার একটা উপায় বের করেছে। আমি হয়তো বিশ্বাস করতাম না... বেশিদিন ওদের হেফাজতে থাকলে ডিমেন্টার্সরা একজন জাদুকরের শক্তিও নিঃশেষে শুষে নিতে পারে...

ট্রেনে ওই ডিমেন্টারকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন আপনি, হঠাৎ বলল হ্যারি।

কিছু কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে যেগুলো একজন ব্যবহার করতে পারে, বললেন লুপিন। কিন্তু ট্রেনে তো মাত্র একজনই ডিমেন্টার ছিল। সংখ্যায় ওরা যত বেশি হবে প্রতিরোধ করা ততই কঠিন হবে।

কী ধরনের প্রতিরোধ? সঙ্গে সঙ্গে বলল হ্যারি। আমাকে শেখাতে পারেন?

আমি ডিমেন্টারদের বিরুদ্ধে লড়বার ব্যাপারে দক্ষ হওয়ার ভান করি না হ্যারি–বরং উল্টোটাই...

হ্যারির মুখের দৃঢ় সংকল্প দেখলেন লুপিন, ইতস্তত করলেন, তারপর বললেন, বেশ ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করব সাহায্য করতে। কিন্তু পরবর্তী টার্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ছুটির আগে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে। বড় অসময়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।

***

লুপিনের ডিমেন্টার প্রতিরোধী শিক্ষা দেয়ার প্রতিশ্রুতি, মায়ের মৃত্যুর মুহূর্তের কথা আর শুনতে হবে না-এইসব চিন্তা এবং নভেম্বরের শেষে কুইডিচ ম্যাচে র‍্যাভেনক্ল হাফলপাফদের একেবারে শুইয়ে দেয়ার ঘটনায় হ্যারির মনটা চাঙ্গা হতে শুরু করল। গ্রিফিন্ডররা এখনও প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়ে যায়নি, কিন্তু আরেকটি ম্যাচ হারবার মতো বিলাসিতাও ওদের নেই। উড যেন আবার তার উৎসাহ ফিরে পেল। ডিসেম্বরের শীতের সন্ধ্যার আঁধারেও তার টিমকে কঠোর ট্রেনিং দিতে শুরু করল। মাঠের আশে পাশে ডিমেন্টারের কোন ছায়াও হ্যারির নজরে পড়ল না। মনে হয় ডাম্বলডোরের ক্রোধ তাদেরকে ওদের স্টেশনেই আটকে রেখেছে।

টার্ম শেষ হওয়ার দুই সপ্তাহ আগে হঠাৎ একদিন আকাশটা চোখ ধাঁধানো সাদা ঔজ্জ্বল্যে ভরে গেল। কাদা ভরা মাঠ এক সকালে চকচকে বরফে ঢেকে গেল। প্রাসাদের ভেতরে ক্রিস্টমাসের গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। চার্ম টিচার প্রফেসর ফ্লিটউইক নিজের ক্লাসরুমটাকে ঝিকমিক আলোয় সাজিয়ে নিয়েছেন, যেগুলো আসলে ডানা ঝাপটানো পরী। ছাত্ররা ছুটির পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছে। রন আর হারমিওন দুজনেই ঠিক করেছে যে ওরা হোগার্টন-এ থেকে যাবে। রন বলছে ও পার্সিকে দুই সপ্তাহ ধরে সহ্য করতে পারবে না [সে জন্যে বাড়ী যাবে না। হারমিওন জোর দিয়ে বলছে ওর লাইব্রেরীতে কাজ করতে হবে। হ্যারিকে অবশ্য বোকা বানানো যায়নি; ওরা যে ওকে সঙ্গ দেয়ার জন্যেই কেউ হোগার্টস ছেড়ে যাচ্ছে না এটা বুঝতে পেরেছে এবং সে জন্যে ওদের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছে।

টার্ম শেষ হওয়ার আগের সপ্তাহান্তে হগসমিডে আরেকটি যাত্রার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকলের জন্যে খবরটা আনন্দের হলেও বলাই বাহুল্য হ্যারির জন্যে। সেরকম নয়।

আমাদের ক্রিস্টমাস শপিংটা ওখান থেকেই করতে পারব! বলল হারমিওন। হানিডিউক্স-এর মিন্টস গুলো ড্যাড এবং মাম সত্যিই পছন্দ করবে।

তৃতীয় বর্ষের সেই একমাত্র ছাত্র যাকে স্কুলেই থাকতে হচ্ছে, এটা মেনে নিয়ে হ্যারি উডের কাছ থেকে কোন ব্রুমস্টিক বইটা চেয়ে নিল, দিনটা সে বিভিন্ন ধরনের

মস্তিক সম্পর্কে পড়েই কাটিয়ে দেবে। প্রাকটিসের সময় সে স্কুলের একটা ক্রমে চড়ে প্রাকটিস করেছে, প্রাচীন একটা শুটিং স্টার, ওটা ভীষণ ধীরগতির এবং ঝকায়; ওর নিজের একটা নতুন ব্রুম প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

শনিবার সকালে হগসমিড যাত্রার সময় সে রন আর হারমিওনকে বিদায় জানাল, তারপর মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের দিকে হাঁটতে লাগল। বরফ পড়ছে, জানালা দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছে, পুরো প্রাসাদটাই নিথর এবং নীরব।

সসস–হ্যারি!

ঘুরে দাঁড়াল সে, চার–তলার করিডোরের মাঝখানে একটা একচক্ষু কুঁজো জাদুকরের মূর্তির পেছন থেকে ফ্রেড আর জর্জ ওর দিকে উঁকি দিচ্ছে।

তোমরা কী করছ? হ্যারি জিজ্ঞাসা করল। তোমরা যে হগসমিডে যাচ্ছ না?

যাওয়ার আগে তোমাকে উৎসবের শুভেচ্ছা দিয়ে যেতে চাই, রহস্যময় ইশারায় বলল ফ্রেড। এদিকে এসো...

একচক্ষু মূর্তিটার পাশের একটি শূন্য ক্লাসরুমের দিকে মাথা নাড়ল সে। ফ্রেড আর জর্জকে অনুসরণ করে হ্যারি ভেতরে গেল। আস্তে করে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে জর্জ ফিরল হ্যারির দিকে, ওর মুখে উজ্জল হাসি।

তোমার জন্যে আগাম ক্রিস্টমাস পুরষ্কার, বলল সে।

পোশাকের ভেতর থেকে কিছু একটা বের করে ফ্রেড টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিল। বড় একটা বর্গাকৃতির ছেঁড়া পার্চমেন্ট, ওতে কিছুই লেখা নেই। ফ্রেড আর জর্জের আরেকটি জোক মনে করে হ্যারি ওটার দিকে তাকিয়ে রইল।

ওটা কী হতে পারে?

এটা, আমাদের সাফল্যের গোপন কথা, পার্চমেন্টায় চাপড় মেরে বলল জর্জ।

তোমাকে এটা দেয়া দুঃখজনক বটে, বলল ফ্রেড, কিন্তু গতরাতে আমরা স্থির করেছি যে তোমার প্রয়োজন আমাদের চেয়ে বেশি।

যাইহোক, আমাদের এটা মুখস্থ হয়ে গেছে, বলল জর্জ। এখন এটা তোমার কাছে সমর্পণ করছি। আর আমাদের প্রয়োজন নেই।

এবং পুরনো এক টুকরো পার্চমেন্ট আমারই বা কোন কাজে লাগবে? বলল হ্যারি।

এক টুকরা পুরনো পার্চমেন্ট! বলল ফ্রেড, চোখ বন্ধ করে, যেন হ্যারি ওকে মর্মান্তিকভাবে আঘাত করেছে। ওকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও জর্জ।

বেশ আমরা যখন আমাদের প্রথম বর্ষে ছিলাম–কচি বয়স, ভাবনাহীন এবং নিষ্পাপ

হ্যারি নাক দিয়ে শব্দ করল। ফ্রেড এবং জর্জ কখনও নিষ্পাপ ছিল, হ্যারির সন্দেহ হলো।

বেশ, এখনকার চেয়ে নিষ্পাপ-ফিলচ এর সঙ্গে একটা যায়গায় আমাদের লেগে গেল।

করিডোরে আমরা একটা পটকা ফুটিয়েছিলাম, ব্যস, অমনি সে ক্ষেপে গেল

আমাদেরকে তাড়িয়ে তার অফিসে নিয়ে গিয়ে স্বভাবমত হুমকি দেয়া শুরু করল

–ডিটেনশনের—

-নাড়িভূড়ি বের করে নেয়ার

–ওর ফাইলিং ক্যাবিনেটে বাজেয়াপ্ত এবং সাংঘাতিক বিপদজনক লেখা ড্রয়ারটা আমাদের নজর এড়ালো না।

আমাকে আর ওটা বলতে হবে না, বলল হ্যারি, ওর মুখে হাসি।

বেশ, তুমি হলে কী করতে? বলল ফ্রেড। আরেকটা পটকা ফুটিয়ে জর্জ ওর মনোযোগ সরিয়ে নিল, আমি ড্রয়ারটা এক টানে খুলে-এটা হাতিয়ে নিলাম।

যতটা খারাপ শোনায় ব্যাপারটা আসলে ততটা খারাপ নয়, বলল জর্জ। আমাদের মনে হয় এটা কীভাবে কাজ করে ফিলচ কখনও বের করতে পারেনি। সম্ভবত সে বুঝতে পেরেছিল এটা কি, না হলে সে এটা বাজেয়াপ্ত করত না।

এবং তোমরা জান এটা কীভাবে কাজ করে?

ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বলল ফ্রেড আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে। এই ছোট্ট জিনিষটা স্কুলের সব শিক্ষকের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি শিখিয়েছে।

তোমরা আমাকে হাপ ধরিয়ে দিচ্ছ, বলল হ্যারি টুটা ফাটা পুরনো পার্চমেন্টটার দিকে তাকিয়ে।

ওহ, তাই নাকি? বলল জর্জ।

সে তার জাদুর কাঠি বের করে পার্চমেন্টায় আলতো করে ছোঁয়াল এবং বলল, আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে শপথ করিতেছি যে আমার উদ্দেশ্য মহৎ নয়।

জর্জ যেখানে জাদুদণ্ডটি স্পর্শ করেছিল সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে কতগুলো লাইন ফুটে উঠতে শুরু করল এবং মাকড়সার জালের মতো পার্চসেন্ট জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। লাইনগুলো একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হলো, একে অপরকে ছেদ করল, পার্চমেন্টের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়ল; তারপর ওপরের দিকে কয়েকটি শব্দ ফুটে উঠল, আঁকাবাঁকা সবুজ শব্দ, লেখা

মেসার্স মুনি, ওয়ার্মটেইল, প্যাডফুট অ্যান্ড প্রংস।
ম্যাজিক্যাল মিসচিফের সরঞ্জামাদির সরবরাহকারিগণ
গর্বের সঙ্গে উপস্থাপনা করছে।

মরেডার্স ম্যাপ

মানচিত্রে হোগার্টস প্রাসাদের একেবারে বিস্তারিত দেখানো হয়েছে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালির বিন্দু যেগুলো পার্চমেন্টের চারদিক ঘুরছে। প্রত্যেকটিতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অক্ষরে নাম লেখা। হতবাক হ্যারি উবু হয়ে দেখার চেষ্টা করল। উপরে বা দিকের কোণার বিন্দুটিতে দেখা যাচ্ছে প্রফেসর ডাম্বলডোর নিজের স্টাডিতে পায়চারি করছেন; কেয়ারটেকারের বিড়াল মিসেস নরিস তৃতীয় তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং হল্লাবাজ পিভস পুরস্কার রাখার রুমে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। পরিচিত করিডোর ধরে হ্যারির চোখ ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আরো কিছু লক্ষ্য করল।

মানচিত্রে দেখা গেল আরো এক সেট পথ রয়েছে, যেগুলোতে ও কখনই প্রবেশ করেনি। এবং অনেকগুলো সোজা গিয়ে উঠেছে

একেবারে হগসমিডে, বলল ফ্রেড, আঙুল দিয়ে একটা পথ ধরে এগিয়ে। এমন সাতটা পথ রয়েছে। কিন্তু এই চারটা সম্পর্কে ফিলচ জানে– আঙুল দিয়ে সেগুলো দেখিয়েও দিল, তবে আমরা নিশ্চিত যে শুধু আমরাই এগুলো সম্পর্কে জানি। পাঁচতলায় আয়নার পেছনে যে পথটা রয়েছে সেটা নিয়ে মোটেই ভাববে না। গত শীতকাল পর্যন্ত ও পথটা আমরা ব্যবহার করেছি, কিন্তু ওটা ভেঙ্গে গেছে সম্পূর্ন বন্ধ। এবং এই পথটা কেউ ব্যবহার করেছে তাও আমাদের মনে হয় না, কারণ এটার প্রবেশ পথে হোমপিং উইলোটা লাগানো রয়েছে। কিন্তু এই যে এই পথটা, এটা একেবারে হানিডিউক্স পর্যন্ত গেছে। আমরা এই পথ ব্যবহার করেছি অসংখ্যবার। এবং হয়তো খেয়াল করেছ এর প্রবেশ পথটা ঠিক এই রুমের বাইরে রয়েছে, এক–চক্ষু মূর্তিটার কুজের ভেতর দিয়ে।

মুনি, ওয়ার্মটেইল, প্যাডফুট এবং প্রংস, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জর্জ, মানচিত্রের মাথায় চাপড় মারল। ওদের কাছে আমাদের অনেক ঋণ।

মহৎ লোক, আইন ভঙ্গকারি নতুন প্রজন্মকে সাহায্য করবার জন্য ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে যাচ্ছে, গম্ভীরভাবে বলল ফ্রেড।

ঠিক বলেছ, বলল জর্জ, ব্যবহার করার পর এটাকে মুছে ফেলবার কথা ভুলে যেও না

–না হলে কেউ পড়ে ফেলতে পারে, সাবধান করে দিল ফ্রেড।

ওটাকে স্পর্শ করে শুধু বলতে হবে মিসচিফ সম্পন্ন! এটা আবার সাদা হয়ে যাবে।

তাহলে, হ্যারি সাহেব, বলল ফ্রেড উদ্ভটভাবে পার্সির নকল করে, মনে রেখ তোমাকে ভালো আচরণ করতে হবে।

তোমার সঙ্গে হানিডিউক্স-এ দেখা হবে, বলে চোখের ইশারা করল জর্জ।

এক ধরনের আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে ওরা দুজন ঘর ছেড়ে চলে গেল।

জাদুকরী মানচিত্রটার দিকে চেয়ে থকল হ্যারি। দেখল কালির ক্ষুদ্র বিন্দুটা দিকে, মিসেস নরিস বা দিকে ঘুরল মেঝেতে পড়ে থাকা কিছু শোঁকার চেষ্টা করল। যদি ফিলচ সত্যিই না জানে [মানচিত্রটা সম্পর্কে] তাহলে তাকে মোটেই ডিমেন্টার্সদের, অতিক্রম করে যেতে হবে না।

উত্তেজনায় টইটম্বুর হ্যারির, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়ই মিস্টার উইজলির একটা কথা মনে পড়ে গেল।

যে জিনিষ নিজের জন্য চিন্তা করতে পারে কখনই তাকে বিশ্বাস করবে না, যদি না দেখতে পাও নিজের মগজটা ও কোথায় রেখেছে।

যে সকল বিপদজনক ম্যাজিক্যাল বস্তু সম্পর্কে মিস্টার উইজলি সতর্ক করে দিয়েছিলেন মানচিত্রটা তার মধ্যে একটি কিন্তু, হ্যারি নিজেকে প্রবোধ দিল সে শুধু হাসমিডে পৌঁছাবার জন্যে ওটা ব্যবহার করতে চায়, কোন কিছু চুরি করবার জন্যে বা কাউকে আক্রমণ করবার জন্যে নয় এবং কোন রকম অঘটন ছাড়াই ফ্রেড ও জর্জ অনেক বছর ধরে এটা ব্যবহার করছে

আঙুল দিয়ে মানচিত্রের ওপর হানিডিউক্স-এর পথটা অনুসরণ করল হ্যারি।

তারপর, হঠাৎ, যেন কোরো নির্দেশ পালন করছে, মানচিত্রটা গুটিয়ে ওর পোশাকের ভেতর লুকিয়ে রাখল হ্যারি, ক্লাসরুমের দরজার দিকে দ্রুত অগ্রসর হলো। দরজাটা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করল সে। বাইরে কেউ নেই। খুব সাবধানে ক্লাসরুম থেকে চুপিসারে বেরিয়ে একচক্ষু ডাইনীটার মূর্তিটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

তাকে কী করতে হতো? মানচিত্রটা আবার বের করল এবং অবাক হয়ে দেখল ওটার ওপর কালির নতুন আরেকটি বিন্দু দেখা যাচ্ছে, ওর ওপর লেখা হ্যারি পটার। এই বিন্দুটি ঠিক ওখানেই রয়েছে যেখানে আসল হ্যারি দাঁড়িয়ে রয়েছে, চতুর্থ তলার করিডোরের মাঝ বরাবর। খুব সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করল হ্যারি। ওর নিজের প্রতিকৃতি কালির বিন্দুটা অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতির জাদুর কাঠি দিয়ে ডাইনীটার গায়ে টোকা দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি হ্যারি ওর আসল জাদুর কাঠিটা বের করে মূর্তিটার গায়ে ওটা দিয়ে টোকা

দিল। কোন কিছুই ঘটল না। আবার মানচিত্রটাকে দেখল সে। খুবই ক্ষুদ্র একটা বুদবুদ দেখা গেল ওর বিন্দুটার পাশে। ওর ভেতর লেখা রয়েছে ডিসেনডিয়াম।

ডিসেনডিয়াম ফিস ফিস করে বলল হ্যারি। পাথরের ডাইনীটাকে আবার জাদুর কাঠি দিয়ে টোকা দিল।

সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির কুজটা খুলে গিয়ে একজন হালকা পাতলা মানুষের ভেতরে যাওয়ার মতো যায়গা করে দিল। করিডোরের এপাশ ওপাশ দেখে নিল হ্যারি, ম্যাপটা আবার ভেতরে রাখল, তারপর মাথা আগে দিয়ে ভেতরে ঢুকল, পাথরের ঢালু জায়গা দিয়ে নিজেকে সামনের দিকে ঠেলে নিল।

বেশ মাটির সড়কে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। মানচিত্রটা তুলে ধরে জাদুর কাঠিটা স্পর্শ করে বিড় বিড় করে বলল, দুষ্টামি কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিচে নামল ও, মনে হলো ঢালু পথটা পাথরের তৈরি, তারপর নামল ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাঁতে মাটির ওপর। দাঁড়িয়ে দেখল চারদিক। ঘন কালো অন্ধকার। জাদুর কাঠিটা তুলে ধরে বলল, লুমাস!. আলো জ্বলে উঠল জাদুর কাঠির মাথায়, দেখা গেল একটা সরু নিচু পথ। এবার ম্যাপটা তুলে ধরে জাদুর কাঠি দিয়ে টোকা দিয়ে বলল সম্পন্ন। সঙ্গে সঙ্গে মানচিত্রটা সাদা হয়ে গেল। আবার ভাঁজ করে ওটা ওর পোশাকের ভেতর রেখে দিল। হৃৎপিণ্ড ধড়াক ধড়াক করছে, উত্তেজিত আবার ভয়ও পাচ্ছে। রওয়ানা হয়ে গেল হ্যারি।

আঁকাবাঁকা হয়ে গেছে পথটা, যেন কোন দৈত্যাকার খরগোশের সুড়ং। দ্রুতগতিতে যাচ্ছে সে, উঁচুনিচু পথটায় কয়েকবার হোঁচট খেল, সামনে জাদুর কাঠিটা ধরা।

যেন এক যুগ পার হয়ে গেল, কিন্তু হানিডিউক্স-এ যেতে হবে এই চিন্তা হ্যারিকে শক্তি যোগাল। প্রায় ঘন্টখানেক পর মনে হলো পথটা উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। হাঁপাচ্ছে সে, পা চালালো আরো জোরে, মুখটা গরম হয়ে উঠেছে, কিন্তু পা ঠাণ্ডা।

দশ মিনিট পর, ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল হ্যারি, সিঁড়িটা ওর দৃষ্টির বাইরে উঠে গেছে উপরের দিকে। উপরের দিকে উঠতে শুরু করল ও, কিন্তু যেন কোন শব্দ না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক হলো। একশ ধাপ, দুইশ ধাপ, উপরে উঠছে তো উঠছেই, এক সময় খেই হারিয়ে ফেলল ও, শুধু নিজের পায়ের দিকে ওর নজর তারপর হঠাৎ ওর মাথার সঙ্গে শক্ত কিছুর সংঘর্ষ হলো।

মনে হচ্ছে এটা কোন লুকনো দরজা। ওখানে দাঁড়িয়ে হ্যারি নিজের মাথা ডলতে লাগল, কোন কিছু শোনার চেষ্টা করল। কোন শব্দ শোনা গেল না। খুব ধীরে ধীরে লুকনো দরজাটার একটা পাল্লা ওঠালো উপরের দিকে, উঁকি দিল বাইরে।

মাটির নিচের একটা ঘরে (সেলারে) রয়েছে সে। সেলারটা কাঠের পিপা আর বাক্সে ভর্তি। উপরে উঠে লুকনো দরজাটা নামিয়ে রাখল সে-এমনভাবে মিশে গেল ধুলো ভরা মেঝের সঙ্গে যে বোঝাই মুশকিল ওখানে ওটা রয়েছে। উপরে ওঠার কাঠের সিঁড়ির

দিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সে। এখন সে শব্দ শুনতে পাচ্ছে, ঘণ্টার টুং টাং শব্দ এবং দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

জেলি শ্লাগ-এর আরেকটি বাক্স নিয়ে এসো, ডিয়ার, ওরা প্রায় সবটাই শেষ করে ফেলেছে– বলল এক নারী কণ্ঠ।

সিঁড়ি দিয়ে এক জোড়া পা নিচে নেমে আসছে, বিশাল একটা পিপার পেছনে লাফ দিয়ে সরে গেল হ্যারি, অপেক্ষা করল কখন পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়। সে শুনতে পাচ্ছে বিপরীত দিকের দেয়ালের কাছের বাক্সগুলো সরাচ্ছে লোকটা। এরপর কোন সুযোগ সে আর নাও পেতে পারে

দ্রুত নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো হ্যারি, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল; পেছনে তাকিয়ে দেখল বিশাল একটা পিঠ এবং চকচকে একটা টাক বাক্সগুলোর মাঝে যেন ডুবে রয়েছে। সিঁড়ির উপরের দরজাটায় পৌঁছে গেল সে, দরজার ফাঁক গলে নিজেকে হানিডিউক্স-এর কাউন্টারের পেছনে আবিষ্কার করল হ্যারি–মাথা নিচু করল। হামাগুড়ি দিয়ে সরে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে।

হোগার্টস-এর ছাত্র ছাত্রীতে ভর্তি হানিডিউক্স, এত ভিড় যে কেউই দুবার হ্যারির দিকে তাকাল না। ওদের মধ্যে ঘুরে বেড়াত লাগল হ্যারি, সে যে এখন কোথায় রয়েছে সেটা দেখতে পেলে ডাডলির সূচালো মুখটার দশা কি হতে পারে ভেবে মনে মনে একটা হাসি চাপল ও।

শেলফ-এর উপর শেলফ, কত রকমের সুস্বাদু মিষ্টি যে রয়েছে ভাবাও যায়।

ষষ্ঠবর্ষীয়দের এটা দলের মধ্যে নিজেকে সেঁধিয়ে হ্যারি দেখতে পেল দোকানের সবচেয়ে দূরের কোণায় একটা নোটিশ ঝুলছে–(অস্বাভাবিক স্বাদ)। ওটার নিচে দাঁড়িয়ে রন আর হারমিওন ট্রে–ভর্তি রক্ত–গন্ধ সমৃদ্ধ ললিপপ পরীক্ষা করছে। চুপি চুপি ওদের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল হ্যারি।

উঁহু, না, হ্যারি ওগুলো পছন্দ করবে না, ওগুলো ভ্যাম্পায়ারদের জন্য মনে হয়, বলছিল হারমিওন।

এগুলো কেমন হয়? বলল রন, হারমিওনের প্রায় নাকের নিচে এক বৈয়াম ভর্তি করোচ ক্লাস্টার ঠেলে দিয়ে।

অবশ্যই না, বলল হ্যারি।

রন বৈয়ামটা প্রায় ফেলে দিয়েছিল আরকি।

হ্যারি হারমিওনের মুখ দিয়ে আর্তধ্বনি বেরিয়ে এলো। তুমি এখানে কি করছ? কীভাবে– তুমি কীভাবে?

ওঔ! বলল রন, ওকে খুব খুশি দেখাচ্ছে। তুমি তাহলে অপ্রত্যাশিত যায়গায় অপ্রত্যাশিত সময়ে উপস্থিত হতে শিখে গেছ!

নিশ্চয়ই না, শিখিনি, বলল হ্যারি গলা নামিয়ে, যেন সিক্সথ ইয়ারের কেউ শুনতে না পায়, ওদেরকে মরেডার্স ম্যাপ সম্পর্কে সব খুলে বলল সে।

কি আশ্চর্য ফ্রেড আর জর্জ আমাকে কখনও ওটা দিল না কেন! বলল রন, বেশ রেগে গেছে সে। আমি ওদের ভাই!

কিন্তু হ্যারিও ওটা নিজের কাছে রাখবে না! বলল হারমিওন, যেন ধারণাটা খুবই হাস্যকর। ও সেটা প্রফেসর ম্যাকগোনাগল-এর কাছে ফিরিয়ে দেবে, তাই না হ্যারি?

না, দেব না! বলল হ্যারি।

তুমি কী পাগল? বলল রন, হারমিওনের দিকে চোখ পাকিয়ে। অমন ভালো একটা জিনিষ প্রফেসরের হাতে তুলে দিতে হবে?

যদি ওটা প্রফেসরের হাতে তুলে দিতে যাই, তাহলে বলতে হবে কোথা থেকে পেয়েছি! ফিলচ তাহলে জেনে যাবে যে ফ্রেড আর জর্জ ওটা চুরি করেছে!

কিন্তু, সাইরিয়াস ব্ল্যাক-এর কথা মনে আছে তো? ক্রুদ্ধ চাপা স্বরে বলল হারমিওন। ওই ম্যাপে আঁকা যে কোন একটা পথ দিয়ে ব্ল্যাক প্রাসাদে ঢুকতে পারে! শিক্ষকদের ব্যাপারটা জানা দরকার।

সে এই ম্যাপ-এর পথগুলি দিয়ে আসছে না হয়তো, দ্রুত বলে উঠল হ্যারি। ম্যাপ-এ সাতটি গোপন পথ রয়েছে, ঠিক? ফ্রেড এবং জর্জ মনে করে ফিলচ ইতোমধ্যেই চারটির কথা জানে। অন্য তিনটি-একটা ভেঙ্গে পড়েছে, ওটার ভেতর দিয়ে কেউই যেতে পারবে না। একটার মুখে হোমপিং উইলো গাছটা লাগানো রয়েছে, এটা দিয়ে বেরনো সম্ভব নয়। আর একটা হচ্ছে যেটা দিয়ে আমি এখানে এসেছি–কিন্তু–নিচের কুঠুরিতে যে এটার প্রবেশমুখ সেটা বোঝার কোন উপায় নেই সুতরাং সে যদি না জানে যে ওটা এখানেই রয়েছে

ইতস্তত করল হ্যারি। কিন্তু ব্ল্যাক যদি জানে এখানেই ওটার প্রবেশমুখ তাহলে? রন বেশ জোরে গলা খাঁকারি দিল, আঙুল তুলে দোকানটার ভেতরে লাগানো একটা নোটিশ দেখালো।

ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের আদেশক্রমে
ক্রেতা সাধারণকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত, সূর্যাস্তের পর থেকে প্রতি রাত হগসমিড-এর রাস্তায় টহল দেবে ডিমেন্টাররা। হগসমিড-এর বাসিন্দাদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং সাইরিয়াস ব্ল্যাক ধরা

পড়লে তুলে নেয়া হবে। সুতরাং সংশ্লিষ্টদেরকে সন্ধ্যার আগেই কেনাকাটা শেষ করবার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
আনন্দময় হোক ক্রিসমাস।

দেখেছো? শান্ত স্বরে বলল রন। পুরো এলাকাটায় ডিমেন্টাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ অবস্থায় ব্ল্যাককে দরজা ভেঙ্গে হানিডিউকস-এ ঢুকেছে এটা আমি দেখেতে চাই। তবে যাই বলল হারমিওন, যদি দরজা ভাঙ্গে, তবে হানিডিউকস-এর মালিকরা নিশ্চয়ই শুনতে পাবে কারণ ওরা উপরেই থাকে!

হ্যাঁ, কিন্তু–কিন্তু– মনে হলো আরেকটা সমস্যা খুঁজে বের করবার জন্যে হারমিওন জোর চেষ্টা করছে। দেখো, এরপরও হ্যারির হগসমিড-এ আসা উচিৎ নয়, কারণ অভিভাবকের স্বাক্ষর করা অনুমোদনপত্র নেই ওর। যদি কেউ জানতে পারে তাহলে কঠিন সমস্যায় পড়বে সে! এখনও তো রাত হয়নি, যদি আজই এখানে সাইরিয়াস ব্ল্যাক এসে হানা দেয়? এখনই?

প্রথমে তো তাকে এখানে হ্যারি রয়েছে সেটা জানতে হবে বা হ্যারিকে খুঁজে পেতে হবে, বলল রন, জানালার বাইরে তাকিয়ে রয়েছে সে, ঘন সাদা বরফ পড়ছে ঘুরতে ঘুরতে। দেখো হারমিওন, এখন ক্রিসমাস, হ্যারিরও একটা সুযোগ পাওয়া উচিৎ।

ঠোঁট কামড়ে ধরল হারমিওন, ওকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে।

তুমি কি আমার সম্পর্কে নালিশ জানাবে? দাঁত বের করে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

ওহ–না, নিশ্চয়ই না–কিন্তু সত্যিই বলছি, হ্যারি

ফিজিং হুইজবিজ দেখেছ, হ্যারি? বলল রন, ওকে সজোরে ধরে ওদের কেনা জিনিষগুলোর কাছে নিয়ে গেল। এবং জেলি শ্লাগগুলো? এসিড পপস? আমার সাত বছরের সময় ফ্রেড দিয়েছিল আমাকে–আমার চিহ্বা পুড়িয়ে দিয়েছিল ওটা। মনে আছে ব্রুমস্টিক নিয়ে ওকে তাড়া করেছিল মা।

কেনা সমস্ত কিছুর দাম মিটিয়ে দিল রন আর হারমিওন। হানিডিউক্স থেকে বাইরে বরফ–বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এলো ওরা।

হগসমিড এখন একেবারে ক্রিসমাস কার্ডের মতো দেখতে হয়েছে, ছোট ছোট কুটির এবং দোকানগুলো বরফে ছেয়ে গেছে; দরজায় দরজায় পবিত্র ফুলের মালা শোভা পাচ্ছে, গাছে গাছে ঝুলছে জাদু করা মোমবাতি।

কেঁপে উঠল হ্যারি, অন্য দুজনের মতো ওর গায়ে কোট আলখাল্লা নেই। রাস্তা ধরে সামনে এগিয়ে গেল ওরা, বাতাসের কারণে মাথা নিচু করে রেখেছে,

এরই মধ্যে চেঁচিয়ে রন আর হারমিওন ওকে এটা ওটা চিনিয়ে দিচ্ছে।

ওটা পোস্ট অফিস।

ওখানে জোংকো

আমরা শিকিং শ্যাক-এ যেতে পারি

শোন আমি বলি কি, বলল রন, ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে, আমরা কি থ্রি ব্রুমসস্টিক-এ বাটারবিয়ার পান করতে যাবো?

খুবই ইচ্ছা করছে হ্যারির ওখানে যেতে প্রবল বাতাস আর ওর হাত একেবারে জমে গেছে, রাস্তাটা পেরিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ছোট্ট পানশালাটায় ঢুকল ওরা।

প্রচণ্ড ভিড় আর হৈ চৈ, গরম এবং বোয়ায় আচ্ছন্ন। বাঁকা একজন মহিলা, মুখটা সুন্দর, বার-এ পানীয় সার্ভ করছে এক দঙ্গল জাদুকরকে।

ওই হলেন ম্যাডাম রোজমের্তা, বলল রন। আমি ড্রিংকসগুলো নিয়ে আসছি আনব? বলল সে, মুখটা লাল হয়ে গেছে একটু।

পেছন দিকের একটা খালি টেবিলে গিয়ে বসল হ্যারি আর হারমিওন, কাছেই ফায়ারপ্লেস-এর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সুন্দর ক্রিসমাস ট্রি। পাঁচ মিনিট পর রন এলো তিনটি ধূমায়িত পাত্রে গরম গরম বাটারবিয়ার নিয়ে।

হ্যাপি ক্রিসমাস! বাটারবিয়ারের গ্লাসটা তুলে বলল উফুল্ল রন।

দীর্ঘ একটা চুমুক দিল হ্যারি। এ পর্যন্ত যত কিছু খেয়েছে, ওর কাছে এটাই সবচেয়ে সুস্বাদু মনে হলো। ওর ভেতরের প্রতিটি ইঞ্চি যেন গরম হয়ে গেল।

হঠাৎ একটা বাতাস যেন ওর চুলটাকে এলোমেলো করে দিল। থ্রি মস্টিকের দরজাটা খুলে গেল, হাতে ধরা গ্লাসটার ওপর দিয়ে ও দিকে তাকাতেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল হ্যারির।

চোখে মুখে বরফের কুঁচি নিয়ে ঢুকলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল এবং ফ্লিটউইক, পেছন পেছন এলো হ্যাগ্রিড, কথা বলতে বলতে সঙ্গে হৃষ্টপুষ্ট লোকটার সঙ্গে; কর্ণেলিয়াস ফাজ, ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী।

মুহূর্তের মধ্যে রন আর হারমিওন হ্যারিকে ঠেলে টেবিলের নিচে পাঠিয়ে দিল। তখনও ওর মুখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা বাটারবিয়ার পড়ছে। খালি পানপাত্রটা আঁকড়ে ধরে টেবিলের নিচ থেকে ও দেখতে পাচ্ছে মন্ত্রী ফাজ আর টিচারদের পাগুলো একবার বার-এর দিকে গেল, থামল, তারপর ঘুরে সোজা ওর দিকে এগিয়ে এল।

ওপর থেকে হারমিওন ফিসফিস করে বলল মবিলিয়ারবাস!

টেবিলের পাশ থেকে ক্রিসমাস ট্রি–টা মাটির উপরে কয়েক ইঞ্চি উঠে গেল, তারপর উড়ে এসে থপ করে পড়ল ঠিক ওদের টেবিলের সামনে। আড়াল হয়ে গেল ওরা। ডালপালার মধ্য দিয়ে হ্যারি দেখতে পেল চারটা চেয়ার ওদের পাশের টেবিলের পেছন দিকে গেল, তারপর শুনতে পেল টিচার আর মন্ত্রীর বসে পড়ার শব্দ।

আরেক জোড়া পা দেখতে পেল হ্যারি চকচকে আসমানি রঙের হাইহিল পরনে, একজন মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

ছোট একটা গিলিওয়াটার

আমার জন্য, বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

চার পাইন্ট মধুর জারক

রোজমের্তা, বলল হ্যাগ্রিড।

বরফ দেয়া সোডা আর চেরি সিরাপ

মমম! ঠোঁটে আঙুল বুলাতে বুলাতে বললেন প্রফেসর ফ্লিটউইক।

তাহলে, মন্ত্রীমহোদয় আপনি লাল কিসমিসের রাম–।

ধন্যবাদ, রোজমের্তা, ফাজ-এর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ভালো লাগছে তোমাকে আবার দেখতে পেয়ে। তুমিও নাও, বসো আমাদের সাথে

বেশ, ধন্যবাদ, মন্ত্রীমহোদয়।

হ্যারি দেখল চকচকে হিল জোড়া একবার চলে গেল আবার ফিরে এলো। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস বাড়ি মারছে। তার কেন মনে হয়নি যে এটা শিক্ষকদের জন্যেও টার্মের শেষ সপ্তাহ? ওখানে ওরা কতক্ষণ বসবেন? ওকে তো আবার চুপি চুপি হানিডিউকস-এ ফিরে যেতে হবে, যদি সে আজ রাতে স্কুলে ফিরতে চায় ওর পাশেই হারমিওনের পাটা কেঁপে উঠল।

তাহলে, এই জঙ্গলে কী করে এলেন মন্ত্রীমহোদয়? মাদাম রোজমের্তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। হ্যারির মনে হলো ফাজ-এর স্থূল দেহটার নিচের অংশটা বাঁকা হয়ে গেল যেন আড়িপাতা কাউকে খুঁজছেন। তারপরে শান্তস্বরে বললেন, কী আবার, সাইরিয়াস ব্ল্যাক? আমার মনে হয় হ্যালোঈন-এর সময় স্কুলে যা ঘটেছে। সেটা শুনেছো?

একটা গুজব শুনেছিলাম বটে, বললেন রোজমের্তা।

হ্যাগ্রিড, পুরো সরাইখানায় সবাইকে কী বলে দিয়েছো? প্রফেসর ম্যাকগোনাগল জিজ্ঞেস করলেন।

আপনার কী মনে হয়, মন্ত্রীমহোদয়, ব্ল্যাক এ এলাকাতেই রয়েছে? ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন মাদাম রোজমের্তা।

আমি নিশ্চিত, ফাজ-এর সংক্ষিপ্ত জবাব।

আপনি জানেন যে ডিমেন্টাররা দুইবার আমার এই সরাইখানা তল্লাশি করেছে? রোজমের্তা বললেন, কণ্ঠস্বরে উষ্মার আভাস। আমার সব খদ্দেরদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে ... ব্যবসার জন্য এটা খুবই খারাপ।

রোজমের্তা, তুমি ওদেরকে যতটা অপছন্দ কর আমিও ঠিক ততটাই করি, অস্বস্তির স্বরে বললেন ফাজ। প্রয়োজনীয় সতর্কতা আর কি দুঃখজনক, কিন্তু সব ঠিকঠাক চলছে ... এইমাত্র ওদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখাও হলো। কিন্তু ওরা ক্ষেপে আছে ডাম্বলডোরের বিরুদ্ধে তিনি ওদেরকে কিছুইতে প্রাসাদের ভেতরে যেতে দেবেন না বলে।

দেয়াও উচিত নয়, বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। ওইরকম ভীতিকর সব চারদিকে ঘুরে বেড়ালে আমরা ক্লাস নেব কীভাবে?

ঠিক, ঠিক বলেছো! ক্ষীণ স্বরে বললেন ফ্লিটউইক, মাটি থেকে এক ফুট উপরে ওর পা দুটো ঝুলছে।

একই কথা, বললেন ফাজ, ওরা এখানে সবাইকে আরও খারাপ কিছুর হাত থেকে রক্ষা করতে এসেছে ... আমরা সবাই জানি কি না করতে পারে ব্ল্যাক

জানেন, আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, বললেন মাদাম রোজমের্তা চিন্তিত স্বরে। শেষ পর্যন্ত কিনা সাইরিয়াস ব্ল্যাক ওই পথে গেল, আমি ভাবতাম সবাই গেলেও কালো জাদুর পথে সে কিছুতেই যাবে না মানে আমি বলতে চাচ্ছি, আমার মনে আছে হোগার্টস-এ ও তখনো ছাত্র। আমাকে যদি তখন কেউ বলতো যে ভবিষ্যতে ও এ পথে যাবে, তাহলে আমি ওকে বলতাম সে নিশ্চয় একটু বেশিই পান করে ফেলেছে।

যা ঘটেছে, রোজমের্তা, তুমি তার অর্ধেকও জান না, গম্ভীরভাবে বললেন ফাজ। সবচেয়ে খারাপ, যা সে করেছে সেটা সবাই জানেও না।

সবচেয়ে খারাপ? মাদাম রোজমের্তা জিজ্ঞাসা করলেন, কণ্ঠস্বরের কৌতূহল। আপনি বলতে চাইছেন, অতগুলো নিরীহ লোককে হত্যা করার চেয়েও খারাপ?

নিশ্চয়ই আমি সেটাই বুঝাতে চাইছি, বললেন ফাজ।

আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে?

তুমি বলছ, রোজমের্তা, ও যখন হোগার্টস-এ ছিল তখনকার কথা তোমার মনে আছে, বিড়বিড় করে বললেন ম্যাকগোনাগল। তোমার কী মনে আছে তোমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কথা?

অবশ্যই, ছোট্ট হেসে বললেন রোজমের্তা। দুজনকে কখনও বিচ্ছিন্ন দেখিনি, আপনি দেখেছেন? এখানে ওরা যতবার এসেছে–উহ, আমাকে হাসিয়ে মেরেছে। একেবারে একজন আরেকজনের পরিপূরক, সাইরিয়াস ব্ল্যাক এবং জেমস পটার!

টেবিলের নিচে হ্যারির হাত থেকে ওর গ্লাসটা পড়ে গেল শব্দ করে, রনি ওকে একটা লাথি মারল।

ঠিক তাই, বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। ব্ল্যাক এবং পটার। ওদের ছোট্ট দলের দুই নেতা। দুজনে খুবই বুদ্ধিমান, এবং অবশ্যই অসাধারণ মেধাবী, বস্তুত–আমার মনে হয় না আমরা আর কখনও এমন একজোড়া বিচ্ছু দেখেছি।

আমি জানি না, বলল হ্যাগ্রিড। ফ্রেড এবং জর্জও ওদের সঙ্গে পেরে উঠত।

ব্ল্যাক এবং পটারকে মনে হতো যেন দুই ভাই! মধুর স্বরে বললেন প্রফেসর ফ্লিটউইক। অবিচ্ছেদ্য!

অবশ্যই ওরা তাই ছিল, বললেন ফাজ। সব বন্ধুদের মধ্যে পটার ব্ল্যাককে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করত। স্কুল ছাড়ার পরও ওদের মধ্যে কোন কিছু বদলায়নি। জেমস যখন লিলিকে বিয়ে করল তখন ব্ল্যাক ছিল প্রধান সাক্ষী। তারপর ওকে ওরা হ্যারির গডফাদার বানালো। অবশ্য এ সম্পর্কে হ্যারির কোন ধারণা নেই। বুঝতেই পারছ শুনতে পেলে ও কি রকম মর্মাহত হবে।

কারণ পরে দেখা গেল ব্ল্যাক ইউ–নো–হুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, ফিসফিস করলেন রোজমের্তা।

তারচেয়েও খারাপ আরও নিম্নস্বরে বললেন ফাজ। খুব বেশি লোক জানত না যে পটাররা জেনে গিয়েছিল যে ওদের পেছনে লেগেছে ইউ–নো–হু। অবশ্য ডাম্বলডোর, ইউ. নো–হুর বিরুদ্ধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন, তার কয়েকজন গুপ্তচর এ ব্যাপারে কাজ করছিল। ওদেরই একজন ওকে খবর দিলে, সে জেমস এবং লিলিকে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দেয়। ওদেরকে লুকিয়ে থাকতে বলে। অবশ্য, ইউ–নো–হুর কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়াটা সহজ ব্যাপার ছিল না। ডাম্বলডোর ওদেরকে বলেছিলেন ওদের জন্যে সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হচ্ছে ফাইডেলিয়াস চার্ম।

ওটা কীভাবে কাজ করে? জিজ্ঞাসা করলেন মাদাম রোজমের্তা, আগ্রহে তার দম বন্ধ হয়ে আছে। প্রফেসর ফ্লিটউইক গলা পরিষ্কার করে নিলেন।

একটা খুবই জটিল জাদু, বললেন তিনি, একজন জীবিত ব্যক্তির মধ্যে জাদুবলে গোপন কোন তথ্য লুকিয়ে রাখা। একজন মানুষকে বেছে নিয়ে তার মধ্যে তথ্যটি লুকিয়ে রাখা হয়। ওই ব্যক্তি, বা সিক্রেট-কিপার যদি গোপন তথ্যটি ফাঁস করে তাহলে ওটি আর জানার কোন উপায় থাকে না। সিক্রেট-কিপার যতক্ষণ বলবে, ততক্ষণ জেমস এবং লিলি কোন এক জায়গায় থাকলেও, এবং সেই জায়গাটি ইউ-নো-হু যদি তন্নতন্ন করেও খোঁজে তাহলেও তাদেরকে খুঁজে পাবে না। এমনকি ওরা যে ঘরে বসে থাকবে সে ঘরের জানালার মধ্য দিয়ে উঁকি দিয়েও ওদেরকে পাবে না!

তাহলে ব্ল্যাক-ই ছিল পটারদের সিক্রেট-কিপার? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন রোজমের্তা।

সেটাই তো স্বাভাবিক, বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। ডাম্বলডোরকে বলেছিল পটার যে ব্ল্যাক বরং মরে যাবে কিন্তু তারা কোথায় আছে সেটা কিছুতেই বলবে না, এবং ব্ল্যাক নিজেও লুকিয়ে থাকার জন্য তৈরি হচ্ছে ... কিন্তু তারপরও, ডাম্বলডোরকে বিচলিত মনে হয়েছে। আমার মনে আছে উনি পটারদের সিক্রেট কিপার হওয়ার জন্য নিজের কথাই বলেছিলেন।

উনি ব্ল্যাককে সন্দেহ করতেন? রোজমের্তা বিস্মিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

উনি একটা বিষয় নিশ্চিত ছিলেন পটারদের খুব ঘনিষ্ঠ কেউ ওদের চলাফেরা সম্পর্কে ইউ-নো-হুকে সব সময় অবহিত করছে, গম্ভীর স্বরে বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

বস্তুত বেশকিছু দিন ধরেই তিনি সন্দেহ করছিলেন আমাদের পক্ষ থেকেই কেউ বেঈমানি করছে এবং ইউ–নো–হুর কাছে প্রচুর তথ্য পাচার করছে।

কিন্তু জেমস পটার ব্ল্যাককে ব্যবহার করার ব্যাপারেই জোর দিয়েছিল?

সে তাই করেছিল, ভারি কণ্ঠস্বরে বললেন ফাজ। এবং তারপর ফাঁইডেলিয়াস চার্ম শুরু করার এক সপ্তাহও যায়নি

ব্ল্যাক ওদের সঙ্গে বেঈমানি করল? মাদাম বরাজমার্তার প্রশ্ন।

তাই করল সে। নিজের দুমুখো গুপ্তচর বৃত্তির ভূমিকায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ব্ল্যাক। ইউ–নো–হুর পক্ষে ওর সমর্থন খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করার জন্য তৈরি সে। তখন থেকেই পটারদের মৃত্যুর পরিকল্পনাও করছিল সে। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে ইউ–নো–হুর পতন হলো ছোট্ট হ্যারি পটার-এর কাছে। ক্ষমতা নিঃশেষ, নিজে দুর্বল হয়ে পড়ায় পালিয়ে গেল সে। এর ফলে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় পড়ল ব্ল্যাক। ওর প্রভুর পতন হলো যে মুহূর্তে বেঈমান হিসেবে সে তার আসল রূপটা দেখালো। এরপর পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া তার সামনে আর কোন পথ ছিল না।

নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত বিশ্বাসঘাতক! উচ্চস্বরে বলল হ্যাগ্রিড, এত জোরে যে বার-এর অর্ধেকটা নিশ্রুপ হয়ে গেল।

শশশ! বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

আমি ওর দেখা পেয়েছিলাম, চাপা গর্জনে বলল হ্যাগ্রিড। আমিই সম্ভবত শেষ ব্যক্তি যে ওকে দেখেছিল ওই হতভাগা মানুষগুলোকে মারার আগে! আমিই লিলি আর জেমস নিহত হওয়ার পর হ্যারিকে ওদেরকে বাসা থেকে উদ্ধার করেছিলাম! ধ্বংসস্তূপ থেকে ওকে বের করে নিয়ে এসেছিলাম, বেচারা, কপালে বিরাট একটা কাটা দাগ, বাবা-মা দুজনেই মৃত এবং তখনই সাইরিয়াস ব্ল্যাক এল ওর উড়ন্ত মোটরসাইকেলটা চড়ে। আমার তখন একবারও মনে হয়নি যে ও এখানে কি করছে। আমি জানতামই না যে ও ছিল লিলি আর জেমস-এর সিক্রেট কিপার। ভেবেছিলাম ও হয়তো তখনই ইউ–নো–হুর হামলার কথাটা শুনেছে এবং দেখতে এসেছে ও কিভাবে সাহায্য করতে পারে। ভয়ে বিবর্ণ এবং কাঁপছিল। তোমরা জান আমি কী করেছিলাম? আমি ওই বেঈমান ঘাতককে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম! গর্জন করল হ্যাগ্রিড।

হ্যাগ্রিড, প্লিজ! বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। গলার স্বর নিচু রাখ!

আমি কিভাবে জানব যে সে আসলে লিলি এবং জেমস-এর ব্যাপারে মোটেই চিন্তিত ছিল না? ও চিন্তিত ছিল ইউ–নো–হুর জন্য! এবং তারপরে আমাকে বলল, হ্যারিকে আমার কাছে দাও হ্যাগ্রিড, আমি ওর গডফাদার, আমি ওকে লালন করব– হা! কিন্তু আমার প্রতি ডাম্বলডোর-এর কঠোর নির্দেশ ছিল, এবং আমি ব্ল্যাককে বললাম না, ডাম্বলডোর বলেছিলেন হ্যারি তার আংকল এবং আন্টির কাছে গিয়ে থাকবে। ব্ল্যাক তর্ক করল, কিন্তু

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল। আমাকে বলল ওর মোটরসাইকেলটা নিয়ে হ্যারিকে ওখানে পৌঁছে দিতে। ওটা আর আমার দরকার হবে না। বলেছিল ব্ল্যাক।

আমার বোঝা উচিত ছিল কিছু একটা রহস্য রয়েছে। ওই মোটরসাইকেলটা ওর খুব প্রিয়, আমাকে ওটা দিতে চাচ্ছিল কেন? ওর আর ওটার দরকার হবে না কেন? আসল কথা হচ্ছে, ওটাকে খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। ডাম্বলডোর জানতেন ও ছিল পটারদের সিক্রেট–কিপার। ব্ল্যাক জানত ওকে এখন প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে, জানত খুব অল্প সময়ের ভেতরে ম্যাজিক মন্ত্রণালয় ওর পেছনে হন্যে হয়ে লাগবে।

কিন্তু আমি যদি ওর হাতে হ্যারিকে তুলে দিতাম, তাহলে কী হতো? বাজি ধরে বলতে পারি মোটরসাইকেল থেকে ওকে মাঝপথে সাগরে ফেলে দিত। ওর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর পুত্র! কিন্তু একজন জাদুকর একজন যখন অসৎ পথে যায় ওর কাছে তখন কোনকিছুই বা কোন ব্যক্তিই আর মূল্যবান থাকে না

হ্যাগ্রিড-এর দীর্ঘ কাহিনীর পর নীরবতা নেমে এল। তারপর এক ধরনের সন্তুষ্টির স্বরে রোজমো বললেন, ওতো পালাতে পারল না তাই না? পরদিনই ধরা পড়ে গেল!

কিন্তু হায়, যদি আমরা ধরতে পারতাম, তিক্ত স্বরে বললেন ফাজ। আমরা ওকে ধরতে পারিনি। বেটেখাটো পিটার পেট্টিগ্রু–পটারদের আরেক বন্ধু, সন্দেহ নেই রাগে দুঃখে ক্ষেপে গিয়েছিল এবং জানত যে ব্ল্যাক ছিল পটারদের সিক্রেট কিপার, নিজেই ব্ল্যাক-এর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

পেটিগ্রু ওই মোটা ছোট্ট ছেলেটা, হোগার্টস-এ সবসময় ওদের পেছন পেছন ঘুরতো? বললেন রোজমের্তা।

ব্ল্যাক এবং পটারকে বীরের মতো পূজা করতো, বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। ওদের সমকক্ষ ছিল না, মেধার দিক থেকে। ওর ওপর মাঝে মাঝে আমি ক্ষেপেই যেতাম। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, এর জন্য আমি অনুতপ্ত

ঠিক আছে, মিনারভা, সদয়ভাবে বললেন ফাজ, বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছে পেগ্রি। প্রত্যক্ষদর্শী–মাগল,–আমাদেরকে বলেছিল কিভাবে পেটিগ্রু ব্ল্যাককে কোণঠাসা করে ফেলেছিল–অবশ্য আমরা ওদের স্মৃতি মুছে দিয়েছি–ও কাঁদছিল, লিলি এবং জেমস, সাইরিয়াস! কিভাবে পারলে তুমি! এবং তারপর সে তার জাদুর কাঠি বের করার চেষ্টা করেছিল। অবশ্য ব্ল্যাক হচ্ছে অনেক ক্ষিপ্র গতির, মুহূর্তের মধ্যে ওকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল।

নাক ঝেড়ে নিলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। ভারি গলায় বললেন, বোকা ছেলে একেবারেই বোকা দ্বন্দ্ব যুদ্ধে সে সব সময়ই দুর্বল ছিল ব্যাপারটা মন্ত্রণালয়ের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত ছিল

আমি তোমাকে বলছি, যদি আমি পেট্টিগ্রুর আগে ব্ল্যাককে ধরতে পারতাম, আমি ওই জাদুর কাঠি নিয়ে কেরামতির দেখানোর চেষ্টা করতাম না–ওর হাত–পা একটা একটা করে ছিঁড়ে ফেলতাম, হ্যাগ্রিড-এর গর্জন শোনা গেল।

তুমি জান না কি বলছ, তীক্ষ্ণ স্বর বললেন ফাজ। একমাত্র ম্যাজিক আইন। বাস্তবায়নকারী স্কোয়াডের সদস্য ছাড়া, কোণঠাসা ব্ল্যাক-এর বিরুদ্ধে আর কারও দাঁড়াবার ক্ষমতাই ছিল না। ওই সময়ে আমি ম্যাজিক্যাল বিপর্যয় বিভাগের জুনিয়র মন্ত্রী ছিলাম এবং ওই অতগুলো লোককে হত্যা করার পর ওইখানে আমিই প্রথম গিয়ে পৌঁছেছিলাম। আমি–আমি কখনই দৃশ্যটা ভুলতে পারব না। এখনও মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখি। রাস্তার মাঝখানে বিরাট একটা গর্ত, এত গভীর যে নিচের স্যুয়ারেজ পাইপও ফেটে গেছে। চারিদিকে মৃতদেহ। মাগলরা আর্তনাদ করছে। ব্ল্যাক ওখানে দাঁড়িয়ে হাসছে, ওর সামনে পেট্টিগ্রুর কিছু অবশিষ্ট রক্তমাখা কাপড় আর ওর কয়েকটা টুকরো–

হঠাৎ থেমে গেল ফাজ-এর কণ্ঠস্বর। পাঁচজনের নাক ঝাড়ার শব্দ শোনা গেল।

এই তো ঘটনা, রোজমের্তা, শুনলে তো, ভারি কণ্ঠস্বর ফাজ-এর। ব্ল্যাককে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো আর পেট্টিগ্রুকে অর্ডার অফ মার্লিন, ফার্স্টক্লাস, পদকে ভূষিত করা হলো। ওটাই ছিল ওর মায়ের একমাত্র সান্ত্বনা। তারপর থেকে আজকাবানেই ছিল ব্ল্যাক।

গভীরভাবে শ্বাস ত্যাগ করলেন মাদাম রোজমের্তা।

সে যে পাগল এটা কী সত্যি?

আমি যদি ওটা বলতে পারতাম, বললেন ফাজ ধীরে ধীরে। আমি বিশ্বাস করি ওর প্রভুর পরাজয় ওকে সাময়িকভাবে বেসামাল করে দিয়েছিল। পেট্টিগ্রু এবং অতগুলো মাগল-এর হত্যা ছিল কোণঠাসা হয়ে পড়া বেপরোয়া একজন মানুষের কাণ্ড–নিষ্ঠুর ... অকারণ। তারপরও আজকাবানে আমার সর্বশেষ পরিদর্শনের সময় ব্ল্যাক-এর সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। তোমরা জান, সব কারাবন্দিই অন্ধকারে বসে নিজের মনে বিড়বিড় করে, তাদের কোন বোধশক্তি নেই কিন্তু ব্ল্যাককে অত্যন্ত স্বাভাবিক দেখে মনে মনে আমি আঘাতই পেয়েছিলাম। আমার সঙ্গে বেশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গেই কথা বলেছিল সে। একটুও ভীত নয়। মনে হতে পারে যেন সে ওখানে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জিজ্ঞাসা করেছিল আমার পত্রিকা পড়া হয়ে গেছে কি না, অত্যন্ত স্থির মাথায়, বলেছিল ও ক্রসওয়ার্ড পড়তে পারছে না। হ্যাঁ, ওর ওপরে ডিমেন্টরদের এত সামান্য প্রভাব দেখে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম–তোমরা জান নিশ্চয়ই, ও ছিল সবচেয়ে কঠোরভাবে পাহারায় রাখা বন্দি। দরজার বাইরে দিনে রাতে চব্বিশ ঘণ্টা ছিল ডিমেন্টার।

কিন্তু ও জেল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে কেন, কী মনে হয়, কি করার জন্য? মাদাম রোজমের্তা জিজ্ঞেস করলেন। হা ঈশ্বর, মন্ত্রীমহোদয়, সে কী ইউ–নো হুর সঙ্গে আবার হাত মেলাবার চেষ্টা করছে?

আমার মনে হচ্ছে ওটাই–মানে–ওটাই ওর আসল প্ল্যান, বললেন ফাজ, একটু যেন ফাঁক রাখলেন কথায়। কিন্তু তার আগেই আমরা ওকে ধরে ফেলব বলে আশা করছি। স্বীকার করতেই হবে, ইউ–নো–হু একা এবং বন্ধুহীন হলে একরকম

কিন্তু যদি ওকে ওর সবচেয়ে বিশ্বস্ত তাস ফিরিয়ে দেয়া যায়, তাহলে কত দ্রুত যে আবার তার উত্থান ঘটবে ভাবতেও আমি শিউরে উঠছি।

কাঠের উপরে গ্লাস নামিয়ে রাখার শব্দ পেল হ্যারি।

কর্নেলিয়াস, যদি হেডমাস্টারের সঙ্গে ডিনার খেতে হয় তাহলে আমাদেরকে প্রাসাদে ফিরে যেতে হবে একত্রে এখনই, বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

এক এক করে এক এক জোড়া পা হ্যারির চোখের সামনে থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। থ্রি ব্রুমস্টিক-এর দরজাটা খুলে গেল, আরেক দমকা তুষার ঢুকল ভেতরে ওদের দলটা হারিয়ে গেল বাইরে।

হ্যারি?

রন এবং হারমিওনের মুখ দুটো দেখা গেল টেবিলের নিচে। ওরা দুজনেই তাকিয়ে আছে ওর দিকে, মুখে কোন কথা নেই।

দ্য ফায়ারবোল্ট

কি করে যে হ্যারি হানিডিউক্স সেলারে গিয়ে আবার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রাসাদে ফিরে এসেছে সে সম্পর্কে তার নিজেরই পরিষ্কার কোন ধারণা নেই। তার শুধু এটুকু মনে আছে ফিরে আসার সময়টা যেন মুহূর্তের মধ্যে ফুরিয়ে গেল, এবং সে কি করছে সেদিকে নজর দেয়ারই সময় পায়নি। কারণ থ্রি ব্রুমসস্টিকে টেবিলের নিচে বসে ওই কথাগুলো শোনার পর থেকে তার মাথা ঘুরছে।

তাকে কেউ বলেনি কেন? ডাম্বলডোর, হ্যাগ্রিড, মিস্টার উইজলি, কর্ণেলিয়াস ফাজ ওরা কেউ কখনো তার কাছে এই সত্যটা কেন বলেনি যে তার মা-বাবা মারা গিয়েছিল তাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে?

ডিনারের পুরো সময়টা রন এবং হারমিওন হ্যারির দিকে তাকিয়েছিল, তারা বেশ নার্ভাস এবং যা শুনেছে তা নিয়ে আলাপ করার সাহস তারা পায়নি কারণ পার্সি বসেছিল কাছেই। উপর তলার জনাকীর্ণ কমনরুমে গিয়ে ওরা দেখল ফ্রেড এবং জর্জ অর্ধ ডজন হাত বোমা (ডাং বোমা) ছুঁড়েছে টার্ম শেষের আনন্দে। হ্যারি চায়নি জর্জ এবং ফ্রেড ওকে হাসমিড-এ যাওয়া বা আসা নিয়ে কোন প্রশ্ন করুক, সেজন্য সে চুপিসারে হোস্টেলে গিয়ে সোজা বিছানার পাশে কেবিনেটের সামনে চলে গেল। বইগুলো একপাশে সরিয়ে যা খুঁজছিল তাই পেয়ে গেল–দুই বছর আগে হ্যাগ্রিডের দেয়া চামড়া বাধানো ফটো

অ্যালবাম, তার মা এবং বাবার জাদুকরী ছবিতে ভর্তি। বিছানায় বসে চারদিকে পর্দা টেনে সে অ্যালবামের পাতা ওল্টাতে লাগল, যে পর্যন্ত

বাবা মায়ের বিয়ের ছবি দেখে সে থামল। ওই যে বাবা তার দিকে হাত নাড়ছে, মুখ ভর্তি হাসি, অগছোলো চুলগুলো, যেটা হ্যারি পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে, সব চারদিকে সোজা হয়ে আছে। ওই যে মা, আনন্দে উদ্ভাসিত, বাবার হাতে হাত দেয়া। এবং ওই যে ওইখানে ... নিশ্চয়ই সে হবে। ওই বরের সঙ্গী–হ্যারি কখনই তার সম্পর্কে আগে ভাবেনি।

সে যদি আগে না জানত এই সেই লোক, সে কখনও ভাবতেও পারত না যে পুরনো ছবিতে এই ব্ল্যাক। তার গালগুলো বসা কিন্তু চকচকে, সুন্দর দেখতে সে, হাসিখুশি। এই ছবি যখন নেয়া হয়েছিল তখন কি সে ভল্ডেমর্ট-এর জন্য কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে? সে কী তার পাশের দুজনের মৃত্যু সম্পর্কে পরিকল্পনা করতে শুরু করেছে? সে কি বুঝতে পেরেছিল আজকাবানে তার বার বছরের জেল হবে, এবং এ বার বছরে সে আর চেনার মতো থাকবে না।

কিন্তু ডিমেন্টাররা তার ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি, হ্যারি ভাবল হাস্যরত সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু ওরা যদি খুব কাছে চলে আসে তবুও ব্ল্যাককে তার মায়ের আর্তচিৎকার শুনতে হয় না

হ্যারি অ্যালবামটা জোরে বন্ধ করে দিল, ওটা আবার কেবিনেটের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল, পোশাক খুলে চশমাটা রেখে বিছানায় উঠে পড়ল, চারদিকে পর্দাগুলো তাকে আড়াল করে রাখল।

দরজাটা খুলে গেল।

হ্যারি? রনের অনিশ্চিত গলা।

কিন্তু হ্যারি নিথর হয়ে শুয়ে থাকল, ঘুমের ভান করে। ও শুনতে পেল রন চলে যাচ্ছে, চিৎ হয়ে শুলো। চোখ খোলা।

তার মধ্যে তখন বিষের মতো ছড়িয়ে পড়েছে একটা ঘৃণা, এর আগে যে অনুভূতি কখন হয়নি তার। সে যেন দেখতে পাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে ব্ল্যাক তার দিকে তাকিয়ে হাসছে, যেন অ্যালবাম থেকে কেউ ছবিটা তার চোখে সেঁটে দিয়েছে। সে দেখল, যেন কেউ ফিল্ম দেখাচ্ছে, সাইরিয়াস ব্ল্যাক পিটার পেটি গ্রুকে (যে দেখতে নেভিল লংবটম-এর মতো) হাজারো টুকরায় বিস্ফোরিত করছে। সে যেন নিচু স্বরে উত্তেজিত বিড়বিড় শুনতে পাচ্ছে, হে প্রভু ওটা ঘটেছে ... পটাররা আমাকে তাদের গোপনীয় রক্ষাকারী নিযুক্ত করেছে... এর পর আরেকটা শব্দ শোনা গেল, তীক্ষ্ণ ভয়াবহ হাসি, সে একই হাসি যেটা হ্যারি শুনতে পায় ডিমেন্টাররা তার কাছে এলে....

***

হ্যারি, তোমাকে–তোমাকে ভয়াবহ দেখাচ্ছে।

ভোর হওয়ার আগে হ্যারির ঘুম আসেনি। ঘুম থেকে উঠে দেখল হোস্টেল খালি, কাপড় পড়ল, ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে কমনরুমে গেল। রন এবং হারমিওন ছাড়া ওখানে আর কেউ নেই। পেটের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে রন পিপারমেন্ট ব্যাঙ খাচ্ছে, হারমিওন তিন টেবিল জুড়ে তার হোমওয়ার্ক ছড়িয়ে রেখেছে।

আর সবাই কোথায়? বলল হ্যারি।

চলে গেছে! ছুটির আজকে প্রথম দিন মনে আছে? হ্যারিকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে দেখতে বলল রন। প্রায় লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, আমি তো এক্ষুণি যাচ্ছিলাম তোমাকে ঘুম থেকে তোলার জন্য।

আগুনের পাশে একটি চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল হ্যারি। বাইরে তখনও বরফ পড়ছে। কুকশ্যাংকস ছড়িয়ে আছে আগুনের সামনে একটা কম্বলের মতো।

তোমাকে সত্যি ভালো দেখাচ্ছে না হারমিওন বলল, উদ্বেগের সাথে হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ও।

আমি চমৎকার আছি বলল হ্যারি।

হ্যারি শোন, বলল হারমিওন, রনের সঙ্গে ওর দৃষ্টি বিনিময় হলো, গতকাল আমরা যা শুনেছি তা নিয়ে নিশ্চয়ই তুমি বিচলিত হয়ে আছ। কিন্তু কথা হচ্ছে তোমার এখন বোকার মত কিছু করা উচিত হবে না।

কী রকম? বলল হ্যারি।

যেমন ব্ল্যাকের পেছনে লাগা, তীব্রভাবে বলল রন।

হ্যারি বুঝতে পারছে ও যখন ঘুমিয়ে ছিল এ কথাগুলো ওরা প্রাকটিস করেছে ওকে বলবে বলে। সে কিছু বলল না।

ও নিশ্চয়ই সেরকম কিছু করবে না, তাই না হ্যারি? বলল হারমিওন।

কারণ ব্ল্যাকের মৃত্যুর মূল্য ওর সমান হতে পারে না বলল রন।

হ্যারি ওদের দিকে তাকাল। ওরা বিষয়টা যেন বুঝতেই পারছে না।

তোমরা জান, যখনই কোন ডিমেন্টার আমার কাছে আসে তখন আমি কী দেখি আর কী শুনি? রন এবং হারমিওন মাথা নাড়ল, কিছু একটা শোনার অপেক্ষায় থাকল। আমি শুনতে পাই আমার মা চিৎকার করছেন এবং দয়া ভিক্ষা করছেন ভল্টেমর্টের কাছে।

এবং তোমরা যদি তোমাদের মায়ের মরণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এই আর্তনাদ শুনতে তাহলে কখনই এত তাড়াতাড়ি সেটা ভুলতে পারতে না। এবং আরও যদি জানতে, যে তাদের বন্ধু ছিল সেই তাদের সঙ্গে বেঈমানি করেছে এবং তাদের পেছনে ভল্ডেমর্টকে লেলিয়ে দিয়েছে–

তুমি কিছুই করতে পারবে না! বলল হারমিওন। ডিমেন্টাররা ব্ল্যাককে ধরে আজকাবানে পাঠিয়ে দেবে–সেটাই হবে তার উপযুক্ত সাজা!

তোমরা শুনেছো ফাজ কি বলেছেন। সাধারণ লোকের মত আজকাবান ব্ল্যাকের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। অন্যদের জন্যে যেমন, ব্ল্যাকের জন্য আজকাবান কোন শাস্তি নয়।

তাহলে তুমি কী বলতে চাও? বলল রন, ওকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছে। তুমি–তুমি ব্ল্যাককে হত্যা করতে চাও অথবা ওরকম কিছু?

বোকার মতো কথা বল না, ভীতসন্ত্রস্ত হারমিওন বলল। হ্যারি কাউকে হত্যা করতে চায় না, তাই না হ্যারি?

আবার হ্যারি কোন জবাব দিল না। সে নিজেই জানে না সে কি করতে চায়। যা সে জানে, সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক যখন মুক্ত তখন তাকে কিছু করা হবে না এই চিন্তাটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

ম্যালফয় জানে, হঠাৎ সে বলল। মনে আছে পোশন ক্লাসে সে আমাকে কী বলেছিল? যদি আমি হতাম, আমি নিজে তাকে খুঁজে বের করতাম আমি প্রতিশোধ নিতাম।

আমাদের কথা না শুনে তুমি ম্যালফয়ের উপদেশ শুনবে? ক্ষিপ্ত রন বলল। শোন তুমি জান পেটিগ্রুঞ্চর মা কি পেয়েছিল ব্ল্যাক ওকে মেরে ফেলার পর? বাবা আমাকে বলেছেন–অর্ডার অফ মারলিন, ফার্স্ট ক্লাস, এবং একটি বাক্সে পেটির আঙুল। ওটাই ছিল পেটির দেহের সবচেয়ে বড় অংশ যেটা আস্ত পাওয়া গিয়েছিল। ব্ল্যাক একটা পাগল হ্যারি এবং সাংঘাতিক রকমের বিপদজনক

ম্যালফয়ের বাবা নিশ্চয়ই তাকে বলেছে, বলল হ্যারি, রনের কথাগুলোকে উপেক্ষা করে, উনি ছিলেন ভল্টেমর্টের ভেতরের লোক–

উঁহু ইউ–নো–হু, বলবে? মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল রন।

সুতরাং এটা নিশ্চিত, ম্যালফয়রা জানত যে ব্ল্যাক ভল্টেমর্টের জন্য কাজ করছে।

এবং পেটিগ্রুর মতো তোমাকে এক মিলিয়ন টুকরায় বিস্ফোরিত হতে দেখলে ম্যালফয় সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হবে! মনে রেখ তোমার সঙ্গে কুইডিচ খেলার আগে ম্যালফয় আশা করছে তুমি নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে।

হ্যারি প্লিজ, বলল হারমিওন, কান্নায় চোখ চকচক করছে, প্লিজ বুঝতে চেষ্টা কর। ব্ল্যাক একটা ভয়ানক, ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়েছে, কিন্তু তুমি নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিও না, এটাই ব্ল্যাক চাচ্ছে ... ওহু, হ্যারি, তুমি যদি ওর পেছনে ছোটো তাহলে সেটাই হবে, যেটা ব্ল্যাক চাচ্ছে। তোমার মা-বাবা নিশ্চয়ই চাইত না। তোমার ক্ষতি হোক, চাইতো কি। ওরা কখনই চাইত না যে তুমি ব্ল্যাককে খুঁজে বেড়াও!

ওরা কি চাইতেন সেটা আমি কখনই জানতে পারবো না, এর জন্য ব্ল্যাক দায়ী, আমি তাদের সঙ্গে কখনও কথা বলিনি, সংক্ষেপে বলল হ্যারি।

নীরবতা নেমে এল। ক্রুকশ্যাংকস হাত–পা ছড়িয়ে থাবাগুলো মেলে ধরল, বন্ধ করল। রনের পকেটে কি একটা নড়েচড়ে উঠল।

আচ্ছা, বলল রন, বিষয় পরিবর্তন করতে চাচ্ছে সে, এখন তো ছুটি! ক্রিস্টমাস প্রায় এসে গেছে! চল আমরা নিচে গিয়ে হ্যাগ্রিডের সঙ্গে দেখা করি। যেন এক যুগ হয়ে গেল আমরা ওকে দেখছি না!

না! সঙ্গে সঙ্গে বলল হারমিওন, হ্যারির প্রাসাদের বাইরে যাওয়ার কথা না, রন–

ঠিক আছে, চল যাই, বলল হ্যারি, উঠে বসল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো আমার বাবা-মা সম্পর্কে যখন বলল তখন কেন ব্ল্যাকের কথা বলেনি!

ব্ল্যাককে নিয়ে আবার আলোচনা হোক এটা অন্তত রন চায়নি।

অথবা আমরা একপ্রস্থ দাবাও খেলতে পারি, দ্বিধার সঙ্গে বলল সে, অথবা গবস্টোন, পার্সি একসেট রেখে গেছে–

না, চল হ্যাগ্রিডকে দেখতে চাই, দৃঢ় স্বরে বলল হ্যারি। হোস্টেল থেকে কোট নিয়ে ছবির ফুটো দিয়ে (স্যার ক্যাডোগানের দাঁড়াও এবং লড়াই কর হলুদ–পেটের কুকুর ছানা! শুনতে শুনতে) শূন্য প্রাসাদের মধ্য দিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

লনের উপর দিয়ে আস্তে ধীরে হেঁটে গেল, বরফের ওপর অগভীর রেখা তৈরি করে। নিষিদ্ধ বনটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ওটার ওপরে কেউ যাদু করেছে, প্রত্যেকটা গাছ রূপায় মোড়ানো, এবং হ্যাগ্রিডের কেবিন দেখতে যেন বরফের কেক।

নক করল রন, কিন্তু কোন জবাব নেই।

কেমন যেন একটা অদ্ভুত শব্দ, সে বলল। শোন–ওটা কি ফ্যাং? হ্যারি আর হারমিওন কান পাতল। ভেতর থেকে নিচু স্বরে গোঙানি শোনা যাচ্ছে।

আমরা বরং গিয়ে কাউকে নিয়ে আসি? বলল রন, তাকে নার্ভাস দেখাচ্ছে।

হ্যাগ্রিড! ডাকল হ্যারি, দরজা পেটাচ্ছে সে। হ্যাগ্রিড, তুমি কী ভেতরে আছ?

ভারি পদশব্দ শোনা গেল, শব্দ করে দরজাটা খুলল। দাঁড়িয়ে আছে হ্যাগ্রিড। চোখ লাল ও ফোলা; চামড়ার ওয়েস্টকোট বেয়ে অঝোর ধারায় পড়ছে চোখের পানি। তোমরা শুনেছ! সে চিৎকার করল হ্যারির গলা জড়িয়ে ধরল।

সাধারণ লোকের চেয়ে আকৃতিতে হ্যাগ্রিড দ্বিগুণ, ওর ভারে হ্যারির পড়ে যাওয়ার দশা। রন এবং হারমিওন হ্যাগ্রিডের দুই হাত ধরে ওকে তুলল, কেবিনের ভেতরে নিয়ে গেল। চেয়ারের কাছে গিয়ে টেবিলের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, কাঁদছে, চোখের পানিতে ভেসে যাচ্ছে মুখ, দাড়ি বেয়ে পড়ছে চোখের পানি।

হ্যাগ্রিড, কী হয়েছে? হতভম্ব হারমিওন।

টেবিলের ওপরে একটা অফিসিয়াল চিঠির মতো দেখতে পেল হ্যারি।

এটা কী হ্যাগ্রিড?

হ্যাগ্রিডের কান্না বেড়ে গেল, চিঠিটা হাত দিয়ে হ্যারির দিকে ঠেলে দিল।

জোরে জোরে পড়ছে হ্যারি:

প্রিয় মিস্টার হ্যাগ্রিড,

তোমার ক্লাসের একজন ছাত্রের ওপর হিপোগ্রিফ-এর আক্রমণ সম্পর্কে তদন্ত করে, আমরা প্রফেসর ডাম্বলডোর-এর নিশ্চয়তায় আশ্বস্ত হয়েছি যে এই ঘটনায় আপনার কোন দায়দায়িত্ব নেই।

বেশ, ওটা তো ঠিকই আছে, হ্যাগ্রিড! রন বলল ওর কাঁধে চাপড় মেরে। কিন্তু হ্যাগ্রিড কেঁদেই চলেছে, বিশাল এক হাত নেড়ে হ্যারিকে চিঠিটা পড়ে যেতে বলল।

অবশ্য, হিপোগ্রিফটা সম্পর্কে আমাদের আশংকা জানাতেই হচ্ছে। আমরা মিস্টার লুসিয়াস ম্যালফয়ের অফিসিয়াল অভিযোগ গ্রহণ করে ব্যাপারটা বিপদজনক জন্তুর ব্যবস্থাকরণ কমিটির কাছে সুপারিশ করছি। ২০শে এপ্রিল শুনানি হবে এবং আমরা ওই তারিখে আপনাকে হিপোফিকে নিয়ে কমিটির লন্ডনস্থ অফিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছি। ইতোমধ্যে হিপোগ্রিফটা আলাদা করে বেধে রাখতে হবে।
আপনার সুহৃদ...

এরপর রয়েছে স্কুল গভর্নরদের একটি তালিকা।

ওহ বলল রন। কিন্তু হ্যাগ্রিড, তুমি তো বলেছিলে বাকবিক কোন খারাপ হিপোগ্রিফ না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওর কিছু হবে না

হ্যাঁ, তোমরা কমিটির লোকজনদেরকে জানো না! ধরা গলায় বলল হ্যাগ্রিড, জামার হাতা দিয়ে চোখের পানি মুছল।

হ্যাগ্রিডের কেবিনের কোণ থেকে হঠাৎ একটা শব্দে হ্যারি, রন এবং হারমিওন চমকে ঘুরে দাঁড়াল ওই কোণায় বাকবিক শুয়েছিল একটা কিছু চিবোচ্ছিল, মেঝেটা ভরে আছে রক্তে।

বাইরে বরফের মধ্যে ওকে তো আমি বেঁধে রাখতে পারি না, ধরা গলায় বলল হ্যাগ্রিড। একা একা, এই ক্রিসমাসের সময়!

হ্যারি রন আর হারমিওন পরস্পরের দিকে তাকাল।

স্বপক্ষে তোমাকে খুব জোরালো যুক্তি দিতে হবে হ্যাগ্রিড, বলল হারমিওন। আমি নিশ্চিত তুমি প্রমাণ করতে পারবে যে বাকবিক নিরাপদ।

কিছু আসে যায় না! কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল হ্যাগ্রিড। ওই ব্যবস্থাকরণ শয়তানগুলো, সবগুলো লুসিয়াস ম্যালফয়ের পকেটে! ওকে ভয় পায়! যদি আমি হেরে যাই, বাকবিক–

নিজের গলার ওপর আঙুল দিয়ে ছুরি চালানোর ভঙ্গি করলো হ্যাগ্রিড। বিকট একটা চিৎকার দিয়ে দুহাতে মুখ ঢাকল।

ডাম্বলডোর কী বলেন, হ্যাগ্রিড? হ্যারি বলল।

তিনি ইতোমধ্যেই আমার জন্য প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি করেছেন, গুঙিয়ে উঠল সে। ওর এখন অনেক সমস্যা ডিমেন্টারদেরকে প্রাসাদের বাইরে রাখা, সাইরিয়াস ব্ল্যাক ঘুরে বেড়াচ্ছে মুক্ত।

রন আর হারমিওন পলকে হ্যারির দিকে তাকাল, যেন এখনই সে হ্যাগ্রিডকে অভিযোগে অভিযুক্ত করবে ব্ল্যাক সম্পর্কে সত্য কথাটা না বলার জন্যে। কিন্তু ওটা বলতে পারল না হ্যারি, বিশেষ করে এখন যখন হ্যাগ্রিড ভীত এবং বিপর্যস্ত।

শোন হ্যাগ্রিড, সে বলল, তোমার হতাশ হলে চলবে না। হারমিওন ঠিকই বলেছে, তোমার পক্ষে জোরালো যুক্তির দরকার। তুমি আমাদেরকে সাক্ষী হিসেবে রাখতে পার।

আমি নিশ্চিত, আমি হিপ্রোগ্রিফকে উস্কানি দেয়া প্রসঙ্গে একটা মামলা সম্পর্কে পড়েছি, চিন্তিতভাবে বলল হারমিওন, ওই মামলায় হিপোগিফটা বেকসুর খালাস পেয়ে গিয়েছিল। ওটা তোমার জন্যে আমি খুঁজে বের করব। দেখা যাক কি ঘটেছিল আসলে।

আরও জোরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল হ্যাগ্রিড। হ্যারি এবং হারমিওন রনের দিকে তাকালো সাহায্যের জন্যে।

ইয়ে–মানে, আমি কী চা বানাব? বলল রন।

হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

যখনই কেউ বিচলিত হয় তখনই আমার মা চা করে দেন, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রন।

অবশেষে সাহায্যের অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর, সামনে এক কাপ গরম চা নিয়ে, টেবিল ক্লথের সাইজের রুমাল দিয়ে নাক ঝেড়ে হ্যাগ্রিড বলল, তোমরা ঠিক বলেছ। এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। আমাকে স্থির হতে হবে

ফ্যাং, ভয়ে ভয়ে টেবিলের নিচে থেকে বেরিয়ে এসে হ্যাগ্রিডের হাঁটুর উপর মাথা রাখল।

আমি কিছুদিন ধরে যেন আর নিজের মধ্যে ছিলাম না, ফ্যাং-এর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল হ্যাগ্রিড। এক হাতে মুখ মুছে বলল বাকবিক সম্পর্কেই ছিল যত দুশ্চিন্তা, এবং কেউই আমার ক্লাসটিকে আজ যেন পছন্দ করছিল না

আমরা পছন্দ করেছি! মিছে করে বলল হারমিওন।

ঠিক, সাংঘাতিক রকমের ভালো! বলল রন, টেবিলের নিচের নিজের আঙুল ক্রস করল। ইয়ে–মানে, ফ্লবারওয়ার্মগুলো কেমন আছে?

মারা গেছে, মুখ ভার করে বলল হ্যাগ্রিড। খুব বেশি লেটুস পাতা খেয়ে।

ওহ্, না! বলল রন, ঠোঁট কুচকে।

আর ওই ডিমেন্টাররা আমাকে অসুস্থ করে তোলে, বলল হ্যাগ্রিড, ওর গাঁ কেঁপে উঠল। যতবার থ্রি মস্টিক-এ কিছু খেতে যাই ততবারই তাদের পাশ দিয়ে যেতে হয়। মনে হয় যেন আজকবানে ফিরে গেছি

হ্যারি রন আর হারমিওন শ্বাসরুদ্ধ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। এর আগে কখনই ও আজকাবানের থাকার অভিজ্ঞতা বলেনি। সামান্য বিরতির পর ভয়ে ভয়ে হারমিওন জিজ্ঞাসা করল, ওখানে কি ভয়াবহ ব্যাপার, হ্যাগ্রিড প্রশ্ন করল।

তোমাদের কোন ধারণাই নেই, শান্তভাবে বলল হ্যাগ্রিড। ওরকম কোন জায়গায় এর আগে যাইনি, ভেবেছিলাম পাগল হয়ে যাব। মনের ভেতরে সব ভয়াবহ ব্যাপার স্যাপার হচ্ছিল... যেদিন আমাকে হোগার্টস থেকে বের করে দেয়া হল... সেদিন আমার বাবা মারা গেলেন... ঐদিন নরবেটকে যেতে দিতে হয়েছিল

পানিতে ভরে এল ওর চোখ। নরবেট, শিশু ড্রাগন, হ্যাগিড্র জিতেছিল তাসের খেলায়।

কিছুদিন পরে তুমি মনে করতে পারতে না তুমি কে। বেঁচে থাকার কোন অর্থই তোমার কাছে আর থাকত না। আমি সব সময় আশা করতাম যেন ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয় ওরা যখন আমাকে ছেড়ে দিল, আমার যেন নতুন জন্ম হল, সবকিছু আবার বন্যার মত ফিরে এল, আমার মনের ওটাই ছিল সবচেয়ে ভালো অবস্থা। মনে রেখ, ডিমেন্টাররা আমাকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী ছিলো না।

কিন্তু তুমি তো নির্দোষ ছিলে! বলল হারমিওন।

নাক দিয়ে শব্দ করল হ্যাগ্রিড।

তুমি কী মনে কর ওদের কিছু এসে যায়? ওরা ওসব পাত্তা দেয় না। যতদিন পর্যন্ত ওখানে কয়েকশ মানুষ বন্দি রয়েছে এবং তাদের ভেতর থেকে সুখের সব বোধ বের করে নিতে পারছে ওরা, ভাবেই না কে দোষী আর কে নির্দোষ।

কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করল হ্যাগ্রিড, ওর হাতের চায়ের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে আছে। তারপরে আবার শান্তভাবে বলল, ভাবছিলাম বাকবিককে ছেড়ে দেব কি না ওকে উড়িয়ে দেব কিন্তু কীভাবে একটা হিপোফিকে বোঝাবো যে ওর পালিয়ে থাকা দরকার? এবং-এবং আইন ভাঙার ব্যাপারেও আমি ভয় পাচ্ছি... ওদের দিকে মুখ তুলে তাকাল হ্যাগ্রিড, গাল বেয়ে পানি পড়ছে। আমি আর কখনই আজকাবানে ফিরে যেতে চাই না।

***

হ্যাগ্রিডের ওখানে যাওয়া আনন্দের হয়নি কিন্তু রন এবং হারমিওন যেটা আশা করেছিল সেটাই হয়েছে। হ্যারি অবশ্য ব্ল্যাকের কথা ভুলে যায়নি, কিন্তু হ্যাগ্রিডকে মামলায় বিজয়ী হতে সাহায্য করতে হলে সব সময় প্রতিশোধ নেয়ার কথা ভাবা যায় না। সে, রন এবং হারমিওন পরদিন লাইব্রেরিতে গেল, কমনরুমে ফিরে এল অনেকগুলো বই নিয়ে,

এগুলো বাকবিকের ব্যাপারে মামলায় সাহায্য করতে পারে। তিনজন আগুনের সামনে বসে ধুলোমাখা বইগুলোর পাতা উল্টিয়ে এই ধরনের জন্তু সম্পর্কে বিখ্যাত মামলাগুলো দেখতে লাগল, সময় সময় প্রাসঙ্গিক কিছু পেলে নিজেরা আলোচনা করে নিত।

এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে ... ১৭২২ সালে একটা মামলা হয়েছিল কিন্তু তখন হিপোগ্রিফটাকে সাজা দেয়া হয়েছিল–ওহহ দেখ ওরা ওকে কি করেছে, অসহ্য–।

এটাও সাহায্য করতে পারে, দেখ–১২৯৬ সালে একজনকে মেরে ফেলেছিল একটা ম্যান্টিকো কিন্তু ওরা বিচারে ওটাকে ছেড়ে দিয়েছিল–ওহ–না, ছেড়ে দিয়েছিল কারণ ওর কাছে যেতে সবাই ভয় পেত

ইতোমধ্যে, অপূর্ব সুন্দরভাবে প্রাসাদটাকে সাজানো হলো ক্রিসমাস উপলক্ষে, কিন্তু খুব কম ছাত্র ছিল স্কুলে। করিডোর থেকে কাগজের ফিতা আর চিরহরিৎ পরজীবী গোটা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল, যোদ্ধাদের বর্মের ভেতর থেকে রহস্যময় আলো এবং গ্রেটহল-এর ভেতরে বরাবরের মত ১২টি ক্রিসমাস গাছ সোনালী তারায় চকমক করছে। মজাদার খাবারের সুগন্ধীতে করিডোর ম ম করছে। এবং ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় এই গন্ধ এত জোরালো হয়ে গেল যে স্ক্যাবার্সও রনের পকেট থেকে মুখ বার করে নাক দিয়ে গন্ধ টেনে নিল।

ক্রিসমাস সকালে রনের ছোঁড়া বালিশে ঘুম ভাঙল হ্যারির।

ওহ্! উপহার!

হ্যারি হাত বাড়িয়ে চশমাটা নিয়ে চোখে দিল, আধো অন্ধকারে বিছানায় পায়ের কাছে অনেকগুলো পার্সেলের একটি স্তূপ দেখতে পেল। রন এরই মধ্যে নিজের পার্সেলের কাগজ ছিঁড়তে শুরু করেছে।

মায়ের কাছ থেকে আরেকটা জাম্পার আবার মেরন রঙের দেখি তুমি কি পেয়েছে।

হ্যারিও পেয়েছে। মিসেস উইজলি ওর জন্য টকটকে লাল রঙের একটা জাম্পার পাঠিয়েছেন, ওটার সামনে গ্রিফিন্ডারের সিংহ আঁকা, ঘরে বানানো অনেকগুলো পিঠা, কিছু ক্রিসমাস কেক এক বাক্স বাদাম। এসব একপাশে সরিয়ে রাখতেই সে দেখল নিচে একটা লম্বা পাতলা প্যাকেট পড়ে আছে।

ওটা কী? রন বলল, ওর হাতে একজোড়া মেরন রঙের নতুন মোজা।

জানি না

হ্যারি পার্সেলটা খুলে ফেলল এবং চমৎকার চকচকে ব্রুমস্টিক বিছানায় গড়িয়ে পড়ল, হা হয়ে গেল হ্যারির মুখটা। রন ওর মোজাটা ফেলে দিয়ে এক লাফে সামনে চলে এল।

আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না, ভাঙা গলায় বলল।

এটা একটা ফায়ারবোল্ট, ডায়গন অ্যালিতে দেখা হ্যারির স্বপ্নের ব্রুমস্টিক। হ্যান্ডেলটা চকচক করছে। ওটা যেন কাঁপছে এবং ছেড়ে দেয়ার পর কোনরকম সাহায্য ছাড়াই শূন্যে ভাসছে ঠিক ওর নিজের উচ্চতার মাপে। ওর চোখ ঘুরে এল উপরের সোনালী রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থেকে একেবারে নিচের মসৃণ সমান করা বার্চ-এর কচি ডালে।

কে পাঠিয়েছে এটা? রন জিজ্ঞাসা করল চাপা গলায়।

দেখ তো কোন কার্ড আছে কি না, বলল হ্যারি।

রন ফায়ারবোল্টের উপরের র‍্যাপিংটা ছিঁড়ে ফেলল।

কিছু নেই! বিশ্বাস করো, এত খরচ কে করল?

আচ্ছা, বলল হ্যারি, হতবাক হয়ে গেছে ও, আমি বাজি ধরে বলতে পারি ডার্সলিরা ওটা পাঠায়নি।

আমি বাজি ধরে বলতে পারি ডাম্বলডোর পাঠিয়েছেন, বলল রন, ও ফায়ারবোল্টটার চারপাশে হাঁটছে, প্রত্যেকটি ইঞ্চি খুটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। মনে আছে তোমাকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার জামাও বেনামে উনিই পাঠিয়েছিলেন।

ওটা আমার বাবার ছিল যদিও, বলল হ্যারি। ডাম্বলডোর শুধু ওটা আমার কাছে উত্তরাধিকার হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই আমার জন্য একশ গ্যালিয়ন খরচ করবেন না। তিনি ছাত্রদেরকে এরকম মূল্যবান উপহার দেবেন না।

সে কারণেই তো বলবেন না যে তিনি নিজেই ওটা দিয়েছেন! বলল রন। যদি ম্যালফয়ের মতো কেউ বলে যে তিনি পক্ষপাতিত্ব করছে। হে, হ্যারি– রন বিকট একটা হাসি দিল, ম্যালফয়! এটা ও দেখলে যে কি করবে! শুয়োরের মতো অসুস্থ হয়ে যাবে! এটা একটা আন্তর্জাতিক মানের ব্রুম, অবশ্যই!

আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, হ্যারি বিড় বিড় করে বলল, ফায়ারবোল্টের গায়ে হাত বুলাচ্ছে সে, হ্যারির বেডে বসে হাসছে রন, হাসছে ম্যালফয়ের কথা ভেবে। কে–?

আমি জানি, বলল রন, নিজেকে সামলে নিল সে। আমি জানি কে হতে পারে–লুপিন!

কী? বলল হ্যারি, এখন সে নিজেই হাসতে শুরু করেছে। লুপিন? শোন, যদি তার কাছে অত সোনা থাকত, তাহলে নিজের জন্যে নতুন পোশাক কিনতে পারতেন।

হ্যাঁ, কিন্তু উনি তোমাকে পছন্দ করেন বলল রন। এবং যখন তোমার নিম্বাসটা গুড়ো গুড়ো হয়ে গেল তখন তিনি ওখানে ছিলেন না, সব শুনে স্থির করলেন ডায়াগন অ্যালিতে গিয়ে তোমার জন্য এটা নিয়ে আসবেন।

তিনি ছিলেন না মানে, কি বোঝাতে চাচ্ছ? বলল হ্যারি। আমি যখন ম্যাচ খেলছিলাম তিনি তো তখন অসুস্থ ছিলেন।

বেশ, তিনি তো হাসপাতালে ছিলেন না, রন বলল। আমি ওখানে ছিলাম, বেডপ্যান পরিষ্কার করেছি, মনে আছে সেইপের ডিটেনশন?

হ্যারি ভ্রূ কুঁচকে রনের দিকে তাকাল।

আমার মনে হয় না এরকম একটা দামি জিনিস কেনার সামর্থ লুপিনের রয়েছে।

তোমরা দুজন কী নিয়ে হাসছ?

হারমিওন ঢুকল ঘরে, পরনে ড্রেসিং গাউন হাতে কুকশ্যাংকস,ওটাকে খুব মন মরা দেখাচ্ছে।

ওকে এখানে এনো না! রন বলল, বিছানার উপর থেকে তাড়াতাড়ি করে স্ক্যাবার্সকে ও নিজের পাজামার পকেটে ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু হারমিওন ওর কথা যেন শুনতে পায়নি সে সিমাস-এর শূন্য বিছানায় কশ্যাংককে নামিয়ে রেখে অপলক চোখে মুখ হা করে তাকিয়ে রয়েছে ফায়ারবোল্টের দিকে।

ওহ্, হ্যারি! তোমাকে কে পাঠাল ওটা?

কোন ধারণাই নেই, বলল হ্যারি। এটার সঙ্গে কোন কার্ড বা অন্য কিছু নেই।

এই খবরে হারমিওন অবাকও হলো না উত্তেজিতও হলো না। উল্টো মুখ বেজার হয়ে গেল এবং ঠোঁট কামড়ে ধরল সে।

তোমার হলোটা কী? বলল রন।

আমি জানি না, বলল হারমিওন ধীরে ধীরে। এটা একটু অদ্ভুত তাই না? আমি বলতে চাচ্ছি এটা খুব ভালো ব্রুম তাই না?

হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রন।

এটাই সবচেয়ে ভালো ব্রুম, হারমিওন, সে বলল।

তাহলে এটা নিশ্চয়ই খুব দামি

সম্ভবত স্লিথারিনদের সবার ব্রুম যোগ করলে যে দাম হবে তার চেয়ে বেশি, বলল রন, খুশি সে।

বেশ এরকম একটা দামি জিনিস হ্যারিকে কে পাঠালো, এবং জানতেও দেবে না যে সে পাঠিয়েছে? বলল হারমিওন।

তাতে কী আসে যায়? অসহিষ্ণুভাবে বলল রন। হ্যারি, আমি একটু ওটা চড়তে পারি? পারি?

আমি মনে করি না এখনই কারো এটা চড়া উচিত! তীক্ষ্ণ স্বরে বলল হারমিওন।

হ্যারি এবং রন তাকাল ওর দিকে।

হ্যারি তোমার কি মনে হয় এটা দিয়ে কী করবে–ঘর ঝাড়ু দেবে? বলল রন।

কিন্তু হারমিওন জবাব দেয়ার আগেই, সিমাস-এর বিছানার উপর থেকে এক লাফে কুকশ্যাংক রনের বুকের উপর লাফিয়ে পড়ল।

ওকে-এখান–থেকে–নিয়ে–যাও! চিৎকার করে উঠল রন, এক থাবায় রনের পাজামা ছিঁড়ে ফেলেছে কুকশ্যাংক আর ওর কাঁধের উপর দিয়ে এক লাফে পালিয়ে গেল স্ক্যাবার্স। স্ক্যাবার্সের লেজটা ধরে ফেলল রন আর

ক্রুকশ্যাংককে লক্ষ্য করে ছুড়ল এক লাথি, ওটা বেড়ালটার গায়ে না লেগে হ্যারির বিছানার শেষে ট্রাংকটায় লেগে ওটা পড়ল রনের পায়ের ওপরে। ব্যথায় লাফিয়ে উঠল রন।

হঠাৎ ক্রুকশ্যাংকের গায়ে লোমগুলো খাড়া হয়ে গেল। রুমের ভেতর অস্পষ্ট কিন্তু তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ শোনা গেল। আংকল ভারননের পুরনো মোজা থেকে পকেট সিকোস্কোপটা পড়ে গিয়ে মেঝেতে ঘুরছে আর চকচক করছে।

আমি ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম! হ্যারি বলল, নুয়ে সিকোস্কোপটা তুলে নিল। যদি উপায় থাকে ওই ধরনের মোজা আমি পরি না...।

ওর হাতের তালুতে মিকোস্কোপটা ঘুরছে আর বাঁশি বাজাচ্ছে। ফসফস আওয়াজ করছে কশ্যাংকস, আর থুথু ফেলছে।

ওই বিড়ালটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও হারমিওন, ক্ষিপ্ত হয়ে বলল রন; হ্যারির বিছানায় বসে পায়ের আঙুল মালিশ করছে ও। ওটাকে আটকিয়ে রাখতে পার না? হারমিওন রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল, কশ্যাংকের হলুদ চোখগুলো বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে রনের দিকে তাকিয়ে রইল যেতে যেতে।

স্নিকোস্কোপটাকে মোজার ভেতরে ভরে ট্রাংকে ছুঁড়ে মারল হ্যারি। এখন ঘরের ভেতর একটাই আওয়াজ রনের গোঙানি এবং রাগের। স্ক্যাবার্স গুটিসুটি হয়ে রনের হাতে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

অনেক দিন পর হ্যারি স্ক্যাবার্সকে দেখল এবং এক সময়ের নাদুস নুদুস এই ইঁদুরটাকে এখন ওর কাছে মনে হল হাড্ডিসার, গা থেকে লোমও পড়ে গেছে।

ওকে খুব সুস্থ মনে হচ্ছে না, তাই না? হ্যারি বলল।

ওর ওপর খুব চাপ পড়েছে! ও খুবই ভালো থাকবে যদি ওই হতভাগা বেড়ালটা ওকে জ্বালাতন না করে!

হ্যারির মনে আছে ম্যাজিক্যাল মেনাগেরিতে ওই মহিলা বলেছিলেন ইঁদুর মাত্র তিন বছর বাঁচে, ওর এখন মনে হচ্ছে স্ক্যাবার্সের যদি কোন লুকনো শক্তি না থাকে তাহলে ও জীবনের শেষ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং যদিও রন সবসময় বলে স্ক্যাবাসটা কোন কাজের না, বিরক্তিকর, তবুও ওটা যদি না থাকে তবে রন খুবই মর্মাহত হবে।

পরদিন সকালে গ্রিফিন্ডর কমনরুমে ক্রিসমাস নিয়ে খুব উৎসাহ দেখা যায়নি। কুকশ্যাংকসকে হারমিওন তার রুমে বন্ধ করে এসেছে, কিন্তু রন যে ওকে লাথি মারতে চেয়েছিল তাতে সে তখনও ক্ষেপে আছে; অন্যদিকে রনও ক্ষিপ্ত হয়ে আছে কারণ কশ্যাংকস আবারও স্ক্যাবার্সকে খেয়ে ফেলতে চেয়েছিল। ওদের দুজনের মধ্যে মিল করিয়ে দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে হ্যারি চেষ্টাটাই বাদ দিল। এখন সে ফায়ারবোল্টটা পরীক্ষা করার কাজে ব্যস্ত, ওটাকে সে সঙ্গে করে কমন রুমে নিয়ে এসেছে। কোন একটা কারণে এটা হারমিওনকে স্বস্তি দিচ্ছে না; সে অবশ্য কিছু বলল না, কিন্তু ক্রমটার দিকে কেমন যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

লাঞ্চের সময় ওরা গ্রেটহলে গিয়ে দেখল হাউজের টেবিলগুলো আবার দেয়ালের সঙ্গে লাগানো, এবং হলের মাঝখানে বার জন বসতে পারে এমন একটা টেবিল সাজানো। প্রফেসর ডাম্বলডোর, ম্যাকগোনাগল, স্নেইপ, স্প্রাউট এবং ফ্লিটউইক ওখানে রয়েছেন, কেয়ারটেকার ফিলচও রয়েছে। মাত্র তিনজন ছাত্র; দুজন অত্যন্ত নার্ভাস প্রথম ইয়ারের এবং একজন স্লিথারিন-এর পঞ্চম বর্ষের গোমড়ামুখো ছাত্র।

মেরি ক্রিসমাস! বললেন ডাম্বলডোর, হ্যারি রন আর হারমিওন টেবিলটার কাছে পৌঁছাল। যেহেতু আমরা মাত্র কয়েকজনই রয়েছি, হাউজ টেবিল ব্যবহার করাটা বোকামি হবে বসে পড়!

হ্যারি, রন এবং হারমিওন টেবিলের প্রান্তে পাশাপাশি বসল।

পটকা! উৎসাহের সময় বললেন ডাম্বলডোর, স্নেইপকে রূপালী একটা পটকার প্রান্ত ধরিয়ে দিলেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্নেইপ সেটা নিলেন। বিকট শব্দে পটকাটা ফেটে গেল, বেরিয়ে এল ডাইনিদের বড়সড় চোখা হ্যাট–ওটার মাথায় রয়েছে একটা শকুনি।

দৃশ্যটি দেখে বোগার্টের কথা মনে পড়তেই হ্যারি তাকাল রনের দিকে এবং ওরা দুজনেই হাসল নিঃশব্দে; স্নেইপের মুখটা সরু হয়ে গেল, হ্যাটটা উনি ঠেলে দিলেন ডাম্বলডোরের দিকে, নিজের হ্যাটের জায়গায় ওটা পরে ফেললেন তিনি।

শুরু কর! সকলের উদ্দেশ্যে বললেন ডাম্বলডোর।

হ্যারি আলুর রোস্ট খাচ্ছিল যখন, তখন গ্রেটহলের দরজা আবার খুলে গেল। ভেতরে আসছেন প্রফেসর ট্রিলনি, ওদের দিকে, যেন চাকায় চড়ে। সবুজ পোশাক পরনে, চকচকে যেন একটা বড়সড় ড্রাগনফ্লাই।

সিবিল, কি চমৎকার! বললেন ডাম্বলডোর দাঁড়িয়ে।

আমি ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে দেখছিলাম, বললেন প্রফেসর ট্রিলনি, ওর রহস্যময়ী স্বরে যেন অনেক দূর থেকে, এবং বিস্ময়ে দেখলাম একা একা লাঞ্চ খাওয়া ছেড়ে আমি আপনাদের সঙ্গে চলে এসেছি। ভাগ্যের নির্দেশ অস্বীকার করার আমি কে? সঙ্গে সঙ্গে আমি চলে এসেছি, তবে দেরিতে আসার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বললেন ডাম্বলডোর, ওর চোখ মিটমিট করছে। আপনার জন্য একটা চেয়ার নিয়ে আসি

এবং সত্যি সত্যি মধ্য বাতাসে যাদুর কাঠি ঘুরিয়ে তিনি একটি চেয়ার টেনে আনলেন, প্রফেসর স্নেইপ এবং প্রফেসর ম্যাকগোনাগল এর মাঝখানে ধপ করে পড়ার আগে চেয়ারটা কয়েকবার ঘুরিয়ে নিলেন। প্রফেসর ট্রিলনি অবশ্য বললেন, না। তার বড় বড় চোখ জোড়া টেবিলের চারদিক ঘুরছে এবং হঠাৎ একটা আস্তে করে আর্তচিৎকার করলেন তিনি।

আমি সাহস পাচ্ছি না, হেডমাস্টার! যদি আমি টেবিলে বসি তাহলে আমরা তেরজন হয়ে যাব! এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি হতে পারে! কখনই ভুলে যাবেন না যখন তের জন একসঙ্গে খায় তখন সবচেয়ে আগে যে টেবিল ছেড়ে ওঠে সে মারা যায়।

আমরা এ ঝুঁকিটা নেব, সিবিল, বললেন প্রফেসর ম্যাগগোনাগল অধৈর্যের সঙ্গে। বস, টার্কিটা পাথরের মত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

প্রফেসর ট্রিলনি একটু ইতস্তত করে বসলেন, চোখ বন্ধ এবং মুখটা জোর করে যেন বন্ধ করে রাখা, যেন টেবিলের উপরে বাজ পড়ে রয়েছে। প্রফেসর ম্যাগগোনাগল চামচ নিয়ে কাছের স্যুপ বোন-এ ডোবালেন।

দেব, সিবিল?

প্রফেসর ট্রিলনি ওর চক্ষু এড়িয়ে গেলেন। আবার চারদিক তাকিয়ে বললেন, কিন্তু প্রিয় প্রফেসর লুপিন কোথায়?

বেচারা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, বললেন ডাম্বলডোর, যার যার খাওয়ার নেয়ার জন্য ইশারা করলেন তিনি। ক্রিসমাসের দিনেই এমন হবে এটা খুবই দুঃখজনক।

কিন্তু আপনি তো ইতোমধ্যেই সেটা জানতেন, সিবিল? বললেন প্রফেসর ম্যাগগোনাগল।

প্রফেসর ট্রিলনি শীতল দৃষ্টিতে তাকালেন প্রফেসর ম্যাগগোনাগলের দিকে।

নিশ্চয়ই আমি জানতাম, মিনারভা, বললেন তিনি শান্তভাবে। কিন্তু কেউই এটা জাহির করে না যে সে সবজান্তা। অনেক সময়ই আমি এমন ভাব দেখাই যে আমার কোন অন্তর্দৃষ্টি নেই, যেন অন্যেরা এতে ঘাবড়ে না যায়।

এ দিয়ে অনেক কিছু বোঝা গেল, কাটাকাট ভাবে বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

হঠাৎ করেই প্রফেসর ট্রিলনির স্বরের রহস্যময়তা কমে গেল।

যদি আপনি জানতেই চান, মিনারভা, তাহলে বলছি, আমি দেখতে পেয়েছি প্রফেসর লুপিন বেশিদিন আর আমাদের সঙ্গে নেই। উনি নিজেও যেন সচেতন যে তার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমি যখন ক্রিস্টাল বলে তার ভবিষ্যৎ দেখতে চেয়েছিলাম তিনি দৌড়ে চলে গেলেন–।

কল্পনা করন, শুষ্ক স্বরে বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

আমার সন্দেহ আছে, বললেন ডাম্বলডোর, আনন্দের কিন্তু উচ্চস্বরে, ফলে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল এবং ট্রিলনির আলোচনার সমাপ্তি হয়ে গেল। যে প্রফেসর লুপিন কোন

আশু বিপদের মুখে রয়েছেন। সেভেরাস, আপনি কী তার জন্য আবারও পোশন বানিয়েছেন?

হ্যাঁ, হেডমাস্টার, বললেন স্নেইপ।

বেশ, বললেন ডাম্বলডোর। তাহলে যেকোন মুহূর্তে তিনি ভালো হয়ে উঠবেন ডেরেক, ওই চিপোলাতাসটা নিয়েছো? দারুণ হয়েছে।

প্রথম বর্ষের ছাত্রটি একেবারে লাল হয়ে গেল, হাজার হোক ডাম্বলডোর সরাসরি ওর সঙ্গে কথা বলেছে, কাঁপা কাঁপা হাতে আরো সসেজ তুলে নিল সে।

ক্রিসমাস ডিনার প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রফেসর ট্রিলনি স্বাভাবিক থাকলেন। দুই ঘণ্টা পর। হ্যারি এবং রন তখনও মাথায় পটকার হ্যাট পরনে, পেট ভর্তি খাবার, উঠে দাঁড়ালো।

মাই ডিয়ার! তোমাদের দুজনের মধ্যে কে আগে আসন ছেড়েছো?

জানি না, বলল রন, অপ্রতিভভাবে চেয়ে রইল হ্যারির দিকে।

এতে কোন পার্থক্য হবে বলে আমার মনে হয় না, শীতল স্বরে বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, যদি না দরজার বাইরে মাথা কাটার জন্য কোন পাগল জল্লাদ দাঁড়িয়ে থাকে।

রন হাসল। প্রফেসর ট্রিলনিকে ক্ষুব্ধ মনে হল।

আসছো? হারমিওনকে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

না, বিড় বিড় করে বলল হারমিওন। আমি প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের সঙ্গে দ্রুত কয়েকটি কথা সেরে নিতে চাই।

সম্ভবত ও দেখতে চায় তিনি আর কোন ক্লাস নেবেন কি না, হাই তুলে বলল রন, এন্ট্রান্স হলের দিকে যেতে যেতে।

ছবির ফুটোর কাছে যখন পৌঁছল দেখল স্যার ক্যাডোগান কয়েকজন সাধুকে নিয়ে ক্রিসমাস পার্টি করছে। আরও রয়েছেন হোগার্টসের কয়েকজন সাবেক হেড মাস্টার এবং তার মোটাসোটা ঘোড়ার বাচ্চাটা। ওদের উদ্দেশ্যে টোস্ট করলো স্যার ক্যাডোগান।

মেরি–হিক–ক্রিসমাস! পাসওয়ার্ড?

স্কার্ভি কার, বলল রন।

এবং আপনাকেও তাই, স্যার! গর্জন করে উঠলেন স্যার ক্যাডোগান, ছবিটা সামনের দিকে ঘুরে গেল ওদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেয়ার জন্য।

সোজা তার রুমে গেল হ্যারি, ফায়ারবোল্ট আর ওর জন্মদিনে হারমিওনের দেয়া ব্রুমস্টিক সার্ভিসিং কিটটা নিয়ে নিচ তলায় এল। ফায়ারবোল্টটাকে কিছু একটা করার চেষ্টা করল; অবশ্য ওটার কোন শাখা বেঁকে নেই যে ছাটতে হবে এবং হাতলটা এত চকচকে যে নতুন করে পলিশ করার কোন মানেই হয় না। সে আর রন বসে বসে প্রশংসার দৃষ্টিতে ওটাকে দেখল, ছবির ফুটোটা খুলে গেল, ভেতরে এল হারমিওন সঙ্গে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

যদিও প্রফেসর ম্যাকগোনাগল গ্রিফিনডর হাউজের প্রধান, এর আগে একবার মাত্র হ্যারি তাকে কমনরুমে দেখেছে, তাও একটি দুঃখজনক ঘোষণা দেয়ার জন্য। সে এবং রন এক পলকে তাকিয়ে থাকল প্রফেসরের দিকে, হাতে ধরা ফায়ারবোল্ট। হারমিওন ওদের পাশে এল, বসল, হাতের কাছের বইটা নিয়ে ওটার পেছনে মুখ লুকাল।

তাহলে এটাই সেটা? প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন, হেঁটে আগুনের কাছে গিয়ে ফায়ারবোল্টের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মিস গ্রেঞ্জার এই মাত্র আমাকে জানালেন যে, পটার, তোমাকে একটি ব্রুমস্টিক পাঠানো হয়েছে।

হ্যারি এবং রন হারমিওনের দিকে তাকাল। ওরা দেখতে পাচ্ছে বইটার আড়ালে ওর কপালটা লাল হয়ে গেছে, বইটা অবশ্য উল্টোভাবে ধরা।

দেখতে পারি? বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে তিনি ওদের হাত থেকে ফায়ারবোল্টটা টেনে নিলেন। হাতল থেকে শাখার মাথা পর্যন্ত ভালো করে পরীক্ষা করলেন। হুম, এবং এর সঙ্গে কোন কিছুই লেখা নেই, পটার? কোন কার্ড? কোন ধরনের চিঠি?

না, ফাঁকা স্বরে বলল হ্যারি।

হু ... বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। বেশ, আমি দুঃখিত এটা আমাকে নিয়ে যেতে হচ্ছে, পটার।

কী–কী? এক লাফে উঠে দাঁড়াল হ্যারি। কেন?

এটা অলুক্ষণে কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে, বললেন প্রফেসর। অবশ্য, আমি এ ব্যাপারে এক্সপার্ট নই, কিন্তু আমি বলতে পারি ম্যাডাম হুচ এবং প্রফেসর ফ্লিটউইক এটাকে একেবারে খুলে ফেলবে

খুলে ফেলবে? পুনরাবৃত্তি করল রন, যেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল পাগল হয়ে গেছেন।

কয়েক সপ্তাহর বেশি লাগবে না, বললেন প্রফেসর। যদি দেখা যায় এটা অলুক্ষণে নয় তাহলে আবার ফেরত পাবে।

এটার কোন সমস্যা নেই! বলল হ্যারি, গলার স্বর কাঁপছে। সত্যি প্রফেসর।

তুমি কিছুই জানতে পার না, পটার, বললেন প্রফেসর নরম গলায়, যতক্ষণ তুমি ওটাতে চড়ে ওড়ার চেষ্টা করেছে, যেকোন ভাবেই হোক, ওটা এখন আর সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত না নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে যে ওটা অলুক্ষণে নয়। আমি তোমাদেরকে সব সময় অগ্রগতি জানাতে থাকব।

ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রফেসর ফায়ারবোল্টটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে হ্যারি, তার হাতে তখনও ধরা পলিশের টিনটা। রন অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হারমিওনকে আক্রমণ করল।

তুমি আবার প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের কাছে দৌড় গিয়েছিলে কেন?

হারমিওন তার বইগুলো একদিকে ছুঁড়ে মারল। তখনও ওর মুখ লাল, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে রনের মুখোমুখি হলো।

কারণ, আমি মনে করেছি-এবং প্রফেসর ম্যাকগোনাগলও আমার সঙ্গে একমত–যে ওই মস্টিকটা হ্যারিকে পাঠিয়েছে সাইরিয়াস ব্ল্যাক!

দ্য পেট্রনাস

হ্যারি জানে যে হারমিওনের উদ্দেশ্য ভালো, কিন্তু তাতেও তার ওর উপরে রাগ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারল না। কয়েক ঘণ্টার জন্য সে দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো ব্রুমের মালিক ছিল, এখন ওর নাক গলানোর কারণে, সে জানে না এর পর আর কখনও ওটা দেখবে কি না। সে নিশ্চিত যে এখন ফায়ারবোল্টে খারাপ কিছু নেই, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ওটার অবস্থা যে কি হবে সেটা কেউ জানে না।

রনও হারমিওনের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তার ধারণা হচ্ছে একটা নতুন ফায়ারবোল্টকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখা অপরাধের চেয়ে কম কিছু নয়। হারমিওন নিজে বিশ্বাস করে সে ভালো উদ্দেশ্যেই কাজটা করেছে, কিন্তু তারপরও সে কমনরুমে যাওয়াটা এড়িয়ে যাচ্ছে। হ্যারি এবং রন ধারণা করল যে সে লাইব্রেরিতে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু ওরা ওকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল না। স্কুলের সবাই নববর্ষের পর ফিরে এলো। ওরা অবশ্য খুশিই হলো। গ্রিফিন্ডর টাওয়ার আবার আগের মতোই জনবহুল এবং কোলাহল মুখর হয়ে উঠল।

টার্ম শুরু হওয়ার আগের রাতে হ্যারিকে খুঁজে বের করল উড।

ক্রিসমাসটা ভালো কেটেছে? সে বলল এবং তারপর কোন জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে বসল, নিচু স্বরে আবার বলল, ক্রিসমাসের সময় আমি কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা

করছিলাম, সর্বশেষ ম্যাচ খেলাটা নিয়ে। যদি ডিমেন্টাররা পরের খেলাতেও আসে... মানে আমি বলতে চাচ্ছি... তোমার ব্যাপারে আমরা ঝুঁকি বুঝতেই পারছ।

থেমে গেল উড ওকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

আমিও এটা নিয়ে ভাবছি, দ্রুত জবাব দিল হ্যারি। প্রফেসর লুপিন বলেছেন ডিমেন্টারদের তাড়ানোর ব্যাপারে তিনি আমাকে প্রশিক্ষণ দেবেন। এ সপ্তাহেই আমাদের প্রশিক্ষণ শুরু হবে; উনি বলেছিলেন ক্রিসমাসের পরে তার সময় হবে না।

আহ্, বলল উড। বেশ, সেক্ষেত্রে-সিকার হিসেবে আমি তোমাকে হারাতে চাই না। এবং তুমি কি আরেকটি নতুন ব্রুমের জন্য অর্ডার দিয়েছো?

না, বলল হ্যারি।

কি! তোমার তাড়াতাড়ি করা উচিত, তুমি জান-ওই শুটিং স্টারটা র‍্যাভেনক্ল-দের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই তুমি ব্যবহার করবে না!

ক্রিসমাসের উপহার হিসেবে ও একটা ফায়ারবোল্ট পেয়েছে, বলল রন।

ফায়ারবোল্ট? না! সিরিয়াসলি বলছ? সত্যিই ফায়ারবোল্ট?

উত্তেজিত হয়ো না অলিভার, বলল হ্যারি মুখ ভার করে। এখন আর ওটা আমার নেই। ওটাকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এবং তারপর ব্যাখ্যা করল কিভাবে এখন ফায়ারবোল্টটাকে কুলক্ষণের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

অশুভ লক্ষণ? ওটাকে কীভাবে অশুভ করা যাবে?

সাইরিয়াস ব্ল্যাক, ক্লান্ত স্বরে বলল হ্যারি। ও আমার পেছনে লেগে আছে। সুতরাং প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ভাবছেন যে সেই ওটা আমাকে পাঠিয়েছে।

কুখ্যাত একজন খুনি তার সিকারের পেছনে লেগেছে এই তথ্যটা উড়িয়ে দিয়ে উড বলল, কিন্তু ব্ল্যাক একটা ফায়ারবোল্ট কিনতে পারে না! ওতো পালাচ্ছে পুরো দেশ ওকে খুঁজছে! সে কীভাবে কোয়ালিটি কুইডিচ সাপ্লাইয়ে হেঁটে গিয়ে একটা ব্রুমস্টিক কিনবে?

আমি জানি, বলল হ্যারি, কিন্তু ম্যাকগোনাগল তবুও ওটাকে খুলে পরীক্ষা করতে চান–

ফ্যাকাশে হয়ে গেল উড।

আমি প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলব, হ্যারি, বলল উড। যুক্তিটা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা একটা ফায়ারবোল্ট একটা সত্যিকারের ফায়ারবোল্ট, আমাদের দলে তিনি তো, আমরা যতটা চাই গ্রিফিন্ডর বিজয়ী হোক ঠিক ততটাই চান যুক্তিটা যেন বুঝতে পারেন সেটা আমি চেষ্টা করব একটা ফায়ারবোল্ট...।

***

পরদিন থেকে ক্লাস শুরু হয়ে গেল। এই জানুয়ারির সকালে খোলা মাঠে দুই ঘণ্টা কাটানোর ইচ্ছা কারো নেই। কিন্তু হ্যাগ্রিড ওদের জন্যে স্যালাম্যান্ডার (টিকটিকি জাতীয় প্রাণী) ভর্তি বনফায়ারের আয়োজন করল। ওরা কাঠ আর পাতা দিয়ে আগুনটাকে জিইয়ে রাখল আর আগুন–প্রিয় স্যালাম্যান্ডার আগুনের মধ্যে কাঠ বেয়ে উঠানামা করল। নতুন টার্মের ডিভাইনেশন ক্লাসটা ততো মজার হলো না; প্রফেসর ট্রিলনি এখন তাদের হস্তরেখা বিষয় পড়াচ্ছেন এবং হ্যারির যে তার দেখা সবচেয়ে কম আয়ুরেখা রয়েছে এটা জানাবার ব্যাপারে তিনি একেবারেই সময় নষ্ট করেননি।

হ্যারির আগ্রহ ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস ক্লাসের ব্যাপারে; উডের সঙ্গে আলোচনার পর সে চাচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যান্টি–ডিমেন্টার পাঠগুলো শুরু করতে।

ও হ্যাঁ, বললেন লুপিন, ক্লাসের শেষে হ্যারি তাকে তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই। আচ্ছা দেখি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা আটটায় হলে কেমন হয়? ম্যাজিকের ইতিহাস ক্লাসরুমটা বেশ বড় আমাকে খুব ভালোভাবে চিন্তা করে নিতে হবে কিভাবে কি করব আমরা তো আর প্রাসাদের ভেতরে সত্যিকারের ডিমেন্টার আনতে পারি না

এখনও ওকে অসুস্থ দেখাচ্ছে, তাই না? রন বলল করিডোর দিয়ে হেঁটে ডিনারে যেতে যেতে। তোমার কি মনে হয় ওর কী হয়েছে?

ওদের পেছন থেকে একটা সরব এবং অস্থির টাহ শোনা গেল। হারমিওন, বসেছিল এক প্রস্থ বর্মের নিচে, ওর বই ব্যাগে গোছাচ্ছিল, এত বেশি বই যে ব্যাগটা বন্ধ হচ্ছিল না।

তুমি আমাদের উদ্দেশ্যে টাহ টাহ করছিলে কেন? বিরক্ত হয়ে বলল রন।

কিছু না, বলল হারমিওন অহংকারি স্বরে, কাঁধের উপর ব্যাগটা তুলে নিল।

হ্যাঁ, তুমি তাই করছিলে, বলল রন। আমি বলেছিলাম আমি ভাবছি লুপিনের কি হয়েছে, এবং তুমি

বেশ, এটাই কি হওয়ার কথা নয়? বলল হারমিওন, তার মধ্যে নিজের সম্পর্কে পাগলের মতো উঁচু ধারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তুমি যদি আমাদেরকে বলতে না চাও, তাহলে বলো না, বলল রন।

বেশ, অহংকারি স্বরে বলল হারমিওন, এবং দ্রুত হেঁটে চলে গেল।

ও জানে না, বলল রন, ওর দিকে বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে ও শুধু চেষ্টা করছে। আমরা যেন আবার ওর সঙ্গে কথা বলি।

***

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা আটটায় হ্যারি, গ্রিফিন্ডর টারওয়ার থেকে ম্যাজিকের ইতিহাস ক্লাসরুমের উদ্দেশ্যে রওনা হল। রুমটা অন্ধকার এবং শূন্য। জাদুর কাঠি দিয়ে সে বাতিগুলো জ্বালল এবং প্রফেসর লুপিন আসার আগে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল। প্রফেসরের হাতে একটা বড় প্যাকিং বাক্স। ওটা তিনি রাখলেন প্রফেসর বিন-এর ডেস্কে।

ওটা কী? বলল হ্যারি।

আরেকটি বোগার্ট, বললেন লুপিন, নিজের আলখাল্লাটা খুললেন। মঙ্গলবার থেকে আমি প্রাসাদ চষে বেড়াচ্ছি এবং সৌভাগ্যবশত মিস্টার ফিলচ-এর ফাঁইলিং ক্যাবিনেটের ভেতরে এটাকে পেয়ে গেছি। এটাই হবে ডিমেন্টারদের সবচেয়ে কাছাকাছি দেখতে, এটা দিয়েই তুমি প্রাকটিস করতে পার। যখন ব্যবহার হবে না, আমার অফিসে ওটাকে রেখে দিতে পার; আমার ডেস্কের নিচে একটা কাবার্ড রয়েছে, ওটা ও পছন্দ করে।

বেশ, বলল হ্যারি, গলার স্বর দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল যেন ও মোটেই হতাশ নয় যে লুপিন প্রকৃত ডিমেন্টারের এরকম একটা ভালো বিকল্প পেয়ে গেছেন।

তাহলে প্রফেসর লুপিন তার নিজের জাদুর কাঠিটা বের করলেন, হ্যারিকেও তারটা বের করতে ইঙ্গিত করলেন। তোমাকে যেটা শেখাতে যাব সেটা খুবই উঁচু মানের ম্যাজিক, হ্যারি–সাধারণ ম্যাজিকতন্ত্রের অনেক উপরে। একে বলা হয় পেট্রোনাস।

এটা কীভাবে কাজ করে? হ্যারিকে নার্ভাস লাগছে।

বেশ, এটা যখন সঠিকভাবে কাজ করে তখন একটা পেট্রোনাস তৈরি করে, বললেন লুপিন, ওটা হচ্ছে এক ধরনের অ্যান্টি–ডিমেন্টার, তোমার এবং ডিমেন্টারের মধ্যে বর্ম হিসেবে কাজ করে।

হঠাৎ হ্যারি নিজেকে যেন দেখল হ্যাগ্রিডের মতো বিশালাকৃতির একজনের পেছনে হাতে একটা বড়সড় গদা। প্রফেসর লুপিন বলে যাচ্ছেন, পেট্রোনাস পজিটিভ শক্তি, যে সমস্ত বিষয় বিনষ্ট করে ডিমেন্টার বেঁচে থাকে তারই বহিঃপ্রকাশ–আশা, আনন্দ, বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা–কিন্তু এর হতাশাজনক কোন বোধ নেই। সেই কারণে ডিমেন্টররা এর ক্ষতি করতে পারে না। তারপরও আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি হ্যারি, যে এই জাদুটা তোমার জন্য অনেক উচ্চমানের হয়ে যাবে। অনেক উপযুক্ত জাদুকরও এটাকে বেশ কঠিন বলে মনে করে।

পেট্রোনাস দেখতে কেমন? আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল হ্যারি।

যে জাদুকর এটাকে যেরকম তৈরি করে তার জন্য সেটা সেরকম।

এবং আপনি কীভাবে তৈরি করেন?

মন্ত্র উচ্চারণ করে, তখনই কাজ করবে যখন তুমি খুবই আনন্দের একটি একক স্মৃতির উপর তোমার মনটাকে নিবদ্ধ করবে সর্বশক্তি দিয়ে।

একটি আনন্দের মুহূর্তের কথা হ্যারি ভাবার চেষ্টা করল। অবশ্যই, ডার্সলিদের ওখানে ওরকম কিছু ঘটেনি। অবশেষে, প্রথম ব্রুমস্টিক চড়ার মুহূর্তটাকে সে বেছে নিল।

ঠিক আছে, সে বলল, মনে মনে চমৎকার সেই উপরে ওঠার আনন্দটাকে যন্দুর সম্ভব ভাবার চেষ্টা করল।

মন্ত্রোচ্চারণটা হচ্ছে– লুপিন তার গলা পরিষ্কার করলেন, এক্সপেক্টো পেট্রোনাম!

এক্সপেক্টো পেট্রোনাম, দম আটকে পুনরাবৃত্তি করল হ্যারি, এক্সপেক্টো পেট্রোনাম।

তোমার আনন্দ স্মৃতির উপর গভীরভাবে মনোনিবেশ করছ?

ও–হ্যাঁ– বলল হ্যারি দ্রুতই তার স্মৃতিটাকে প্রথম ব্রুমচড়ার ঘটনায় নিয়ে গেল। এক্সপেক্টো পেট্রোনো–না, পেট্রোনাম–দুঃখিত-এক্সপেক্টো পেট্রোনাম, এক্সপেক্টো পেট্রোনাম।

হঠাৎ তার জাদুর কাঠি থেকে কি যেন একটা হুশ করে বেরিয়ে গেল; যেন রূপালী গ্যাসের ঝলক।

ওটা দেখেছেন? উত্তেজিতভাবে বলল হ্যারি। কিছু একটা ঘটল!

খুব ভালো, বললেন লুপিন, মুখে মৃদু হাসি। তাহলে ঠিক আছে ডিমেন্টারের ওপর পরীক্ষা করার ব্যাপারে তৈরি?

হ্যাঁ, হ্যারি বলল, শক্ত করে ধরে আছে ওর জাদুর কাঠিটা, শূন্য ক্লাসরুমটার মাঝে নিয়ে গেল ওটাকে। ও মনটাকে হালকা করার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছু একটা বাধ সাধছে এখন যেকোন মুহূর্তে, তার মাকে আবার শুনতে হবে... কিন্তু ওর তো সেটা ভাবা উচিত নয়, নাকি সে আবার ওর মায়ের আর্তনাদ শুনবে, এবং ও শুনতে চায় না... অথবা চায় কী?

প্যাকিং কেসের ঢাকনাটা টেনে খুললেন লুপিন।

বাক্সের ভেতর থেকে একটা ডিমেন্টার ধীরে ধীরে উঠল, ওটার ঢাকা মুখ হ্যারির দিকে ফেরানো, চকচকে মামড়ি পড়া হাত নিজের পোশাকটাকে খামচে ধরে আছে। ক্লাসরুমের ভেতরের আলোগুলো ফুকারে নিভে গেল। বাক্স থেকে বেরিয়ে নীরবে ডিমেন্টার হ্যারির

দিকে অগ্রসর হচ্ছে, লম্বা একটা খনখনে শ্বাস টানল। ওর ওপরে দিয়ে শরীর ভেদ করা ঠাণ্ডার একটা ঢেউ যেন চলে গেল

এক্সপেক্টো পেট্রোনাম! হ্যারি চিৎকার করে উঠল। এক্সপেক্টো পেট্রোনাম! এক্সপেক্টো–

ওর মনে হলো ক্লাসরুম এবং ডিমেন্টার দুটোই যেন গলে যাচ্ছে হ্যারি আবার নিচের দিকে পড়ছে ঘন সাদা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে, এবং তার মায়ের স্বর শুনতে পাচ্ছে সে অনেক জোরে, ওর মাথার ভেতরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে না হ্যারিকে নয়! হ্যারি নয়! প্লিজ– যা করতে বল করব।

সরে দাঁড়াও–সরে দাঁড়াও, মেয়ে

হ্যারি!

ধাক্কা খেয়ে যেন বাস্তবে ফিরে এল হ্যারি। ক্লাসরুমের মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে। আলোগুলো আবার জ্বলছে জিজ্ঞেস করতে হলো না ওর কি হয়েছে।

দুঃখিত, বিড় বিড় করে বলল, ওঠে বসল, ঠাণ্ডা ঘাম ওর চশমার কাঁচের পেছন থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে।

তুমি ঠিক আছে তো? বললেন লুপিন।

হ্যাঁ একটা ডেস্ক ধরে উঠে দাঁড়ালো সে।

এই নাও– একটা চকলেট ব্যাঙ ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন লুপিন। আবার শুরু করার আগে এটা খেয়ে নাও। প্রথম বারেই সফল হবে আমি এটা আশা করিনি। বস্তুত, তুমি যদি পারতে তাতে বরং আমি হতবাক হতাম।

অবস্থাটা আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে, হ্যারি বিড় বিড় করে বলল, চকলেটের মাথাটা কামড়ে নিল। এখন আমি আমার মায়ের কথা আরো জোরে শুনতে পেয়েছি এবং তাকেও–ভল্ডেমর্ট।

লুপিনকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

হ্যারি, তুমি যদি আর না করতে চাও, আমি ব্যাপারটা অবশ্যই বুঝতে পারব।

আমি করবো! ক্ষিপ্তভাবে বলল হ্যারি, চকলেট ব্যাঙয়ের বাকিটা মুখের ভেতর ঠেসে দিল। আমাকে পারতেই হবে! ডিমেন্টাররা যদি র‍্যাভেনক্লাদের বিরুদ্ধে আমাদের ম্যাচের সময় আবার হাজির হয় তাহলে কী হবে? আবার উপর থেকে পড়ে যাব, এটা আমার পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। এ খেলাটা যদি হ্যারি তাহলে আমরা কুইডিচ কাপও হারাবো।

ঠিক আছে তাহলে বললেন লুপিন। তুমি হয়তো আরেকটি স্মৃতি ভেবে নিতে পার, একটা খুবই সুখের স্মৃতি, মানে, মনোনিবেশ করার জন্য আগেরটা মনে হচ্ছে খুব শক্তিশালী ছিল না...।

গভীরভাবে চিন্তা করছে হ্যারি এবং ভেবে পেল গত বছর গ্রিফিন্ডর হাউজ যখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেই স্মৃতিটা খুবই আনন্দের। সে আবার তার জাদুর কাঠিটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল এবং ক্লাসরুমের মাঝখানে অবস্থান নিল।

রেডি? বললেন লুপিন, এক হাতে বাক্সের ঢাকনাটা ধরে আছেন।

রেডি, বলল হ্যারি, আপ্রাণ চেষ্টা করছে গ্রিফিন্ডারের জেতার স্মৃতিটা মনের মধ্যে আনতে। এবং বাক্সটা খুললে যে কি হবে সেটা মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে।

গো! বললেন লুপিন, সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের মুখটা খুলে দিলেন। রুমটা আবার বরফের মতো ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার হয়ে গেল। ডিমেন্টার আস্তে আস্তে সামনের দিকে আসছে, খনখনে শ্বাস টানছে; পঁচনধরা একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে হ্যারির দিকে।

এক্সপেক্টো পেট্রোনাম! হ্যারি চিৎকার করল। এক্সপেক্টো পেট্রোনাম! এক্সপেক্টা পেট–

সাদা কুয়াশা ওর বোধশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল... বিশাল, অস্পষ্ট আকৃতি তার চারদিকে ঘুরছে... তারপর একটা নতুন স্বর শোনা গেল, একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর, চিৎকার করছে, ভয়ার্ত চিৎকার

লিলি, হ্যারিকে নিয়ে পালাও! ও এসে গেছে! যাও! দৌড়াও! আমি ওকে আঁটকে রাখছি।

রুমে হোঁচট খাওয়া একটা শব্দ–সশব্দে একটা দরজা খুলে গেল জোরে–তীক্ষ্ণ অট্টহাস্য

হ্যারি! হ্যারি... জেগে ওঠ...।

হ্যারির মুখে লুপিন জোরে জোরে আঘাত করছিল। হ্যারি কেন ক্লাসরুমের ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে এবার সে সেটা মিনিটখানেক আগেই বুঝতে পেরেছে।

আমি আমার বাবার কথা শুনতে পেলাম, বলল হ্যারি। এই প্রথমবার আমি ওঁর কথা শুনেছি–ওঁ নিজেই ভল্ডেমর্টকে মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন, যেন মাকে সময় দিতে চেয়েছিলেন দৌড়ানোর...।

হঠাৎ হ্যারির মনে হল ওর মুখে ঘামের সঙ্গে মিশেছে ওর চোখের জল। মুখটার নিচের দিকে নামিয়ে কাপড় দিয়ে মুছে ফেলল, ভান করল যেন জুতোর ফিতা ঠিক করছে, লুপিন যেন দেখতে না পান।

তুমি জেমস-এর কথা শুনেছো? অদ্ভুত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন লুপিন।

হ্যা... শুকনো মুখে উঠে দাঁড়ালো হ্যারি। কেন–আপনি তো বাবাকে জানতেন না, জানতেন?

আমি–আমি জানতাম, সত্যি কথা হচ্ছে, বললেন লুপিন। হোগার্টস-এ আমরা বন্ধু ছিলাম। শোন হ্যারি–আজকের মতো এ পর্যন্তই থাক। এই জাদুটা অসম্ভব রকমের উন্নত আমার উচিত হয়নি এর জন্য তোমাকে বলা

না! বলল হ্যারি। সে আবার উঠে দাঁড়ালো। আরেকবার চেষ্টা করব, হয়তো আমি যথেষ্ট আনন্দের বিষয়ে ভাবছি না, সে কারণেই দাঁড়ান

মাথার ভেতরে ঝড়ের গতিতে চিন্তা করছে সে। একটা সত্যিকারের আনন্দের স্মৃতি যেটা একটা শক্তিশালী পেট্রোনাসে রূপান্তরিত হতে পারে।

যে মুহূর্তে সে জানতে পেরেছিল যে সে একজন জাদুকর, এবং ডার্সলিদের ছেড়ে হোগার্টস-এ যাবে! যদি এটা আনন্দের মুহূর্ত না হয়, তাহলে সে জানে না কোনটা আনন্দের মনে মনে সে গভীরভাবে ভাবতে চেষ্টা করল প্রিভেট ড্রাইভ ছেড়ে যাবে এটা যখন সে বুঝতে পারল সেই মুহূর্তের আনন্দটা, হ্যারি উঠে দাঁড়াল আবার প্যাকিং বাক্সটার মুখোমুখি দাঁড়াল।

রেডি? বললেন লুপিন, ওকে দেখে মনে হচ্ছে কাজটা তিনি করছেন নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে। গভীরভাবে মনোনিবেশ করছ? ঠিক আছে–গো!

তৃতীয়বারের মতো বাক্সটার ঢাকনা খুললেন, ওটার ভেতর থেকে আবার ডিমেন্টার বেরিয়ে এল; ঘরটা ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার হয়ে গেল

এক্সপেক্টো পেট্রোনাম! হ্যারি চিৎকার করল। এক্সপেক্টো পেট্রোনাম! এক্সপেক্টো পেট্রেনাম!

হ্যারির মাথার ভেতরে আবার চিৎকার শুরু হয়ে গেছে–ব্যতিক্রম হচ্ছে যে এবার মনে হলো শব্দটা আসছে একটা খারাপভাবে স্টেশন ধরা রেডিও থেকে। আস্তে এবং জোরে এবং আবার আস্তে এবং এখনও সে ডিমেন্টারটাকে দেখতে পাচ্ছে ওটা থেমে গেছে এবং তারপর হ্যারির জাদুর কাঠির মাথা থেকে একটা তীব্র রূপালী ছায়া বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে এলো, দাঁড়াল ওর আর ডিমেন্টারের মাঝখানে, যদিও হ্যারির মনে হচ্ছিল ওর পাগুলো ওকে আর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারছে না, পানির মতো তরল হয়ে গেছে সে, তবুও ও দাঁড়িয়ে ছিল

অবশ্য কতক্ষণের জন্য ও নিজেও নিশ্চিত ছিল না।

রিডিকুলাস! গর্জন করে উঠলেন লুপিন সামনের দিকে লাফিয়ে উঠে।

বড়সড় একটা বজ্রপাতের শব্দ শোনা গেল, এবং হ্যারির ঝাঁপসা পেট্রোনাস এবং ডিমেন্টার দুটোই অদৃশ্য হয়ে গেল; ও একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল, পা কাঁপছে, ক্লান্ত যেন মাইলখানেক দৌড়ে এসেছে। চোখের কোণা দিয়ে দেখতে পেল প্রফেসর লুপিন বোগার্টটাকে জোর করে প্যাকিং বাক্সের ভেতরে ঢোকাচ্ছে জাদুর কাঠির সাহায্যে; ওটা আবার রূপালী হয়ে গেছে।

অপূর্ব! বললেন লুপিন, হেঁটে গেলেন হ্যারি যেখানে বসেছিল সেখানে। অপূর্ব, হ্যারি! শুরুটা চমৎকার হয়েছে!

আমরা কী আরেকবার চেষ্টা করতে পারি? শুধু একবার?

এখন না, দৃঢ়ভাবে বললেন লুপিন। এক রাতের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। এই যে

হ্যারির দিকে হানিডিউকস-এর সবচেয়ে ভালো চকলেট এগিয়ে দিলেন।

পুরোটা খেয়ে ফেল। না হয়, মাদাম পমফ্রে আমার পেছনে লাগবে। আগামী সপ্তাহে একই সময়ে?

ঠিক আছে, বলল হ্যারি। চকলেটটায় একটা কামড় বসালো, দেখল বাতি নেভাচ্ছেন লুপিন। হঠাৎ ওর মাথায় একটা চিন্তা এল।

প্রফেসর লুপিন? ও বলল। আপনি যদি আমার বাবাকে জানতেন তাহলে নিশ্চয়ই সাইরিয়াস ব্ল্যাককেও জানেন।

চট করে ঘুরে দাঁড়ালেন লুপিন।

এ ধারণা তোমার হলো কোত্থেকে? তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন তিনি।

না মানে–আমি বলতে চাচ্ছিলাম এই মাত্র আমি শুনেছি যে ওরা দুজনে হোগার্টস-এই ভালো বন্ধু ছিলেন...।

লুপিনের চেহারা স্বাভাবিক হলো।

হ্যাঁ, আমি ওকে জানতাম, সংক্ষেপে বললেন তিনি। অথবা আমি ভেবেছিলাম আমি তাকে জানতাম। আমার মনে হয় তোমার তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত, দেরি হয়ে যাচ্ছে। হ্যারি ক্লাসরুম ছেড়ে বেরিয়ে করিডোর দিয়ে কিছুদূর হেঁটে একটা কোণ ঘুরে একটা বর্মের পেছনে বসে ওর চকলেটটা শেষ করতে লাগল। এখন সে ভাবছে লুপিনকে ব্ল্যাক-এর কথা না বললেই ভালো হতো, বোঝাই যাচ্ছে এ ব্যাপারে তিনি খুব আগ্রহী নন। তারপর হ্যারির চিন্তা আবার ঘুরতে লাগল ওর মা-বাবাকে কেন্দ্র করে...।

ভেতরটা একেবারে খালি হয়ে গেছে, এরকমই বোধ হচ্ছে হ্যারির। নিজের মনের ভেতরে নিজের বাবা-মায়ের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো আবার শুনতে পাওয়া, এ এক

সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা, এবং শুধু এই ধরনের সময়েই সে ওঁদের কথা শুনতে পায় কারণ সেই সময় সে ছিল শিশু। কিন্তু সে যদি আবার তার বাবা-মার কথা শুনতে চায় তাহলে সঠিক পেট্রোনাস তৈরি করতে পারবে না

ওরা মারা গেছেন, সে শক্তভাবে নিজেকে বলল। ওরা মারা গেছেন, এবং ওদের কথার প্রতিধ্বনি শুনলেই ওরা আর ফিরে আসবেন না। নিজের উপরে তোমার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যদি তুমি কুইডিচ কাপটা চাও।

উঠে দাঁড়িয়ে চকলেটের শেষ অংশটুকু মুখের ভেতরে পুরে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের দিকে রওনা হলো হ্যারি।

***

টার্ম শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ পরে স্লিথারিন আর র‍্যাভেনক্লর খেলা হলো। কোনমতে জিতল স্লিথারিন। উডের মতো গ্রিফিন্ডরের জন্যে এটা সুখবর, র‍্যাভেনক্লকে হারাতে পারলে ওরা দ্বিতীয় স্থানে থাকতে পারবে। সেই কারণে সে সপ্তাহে পাঁচটা প্রাকটিসের ব্যবস্থা করা হলো। তার মানে হচ্ছে এর সঙ্গে লুপিনের অ্যান্টি-ডিমেন্টার ক্লাস যুক্ত হলে, হোমওয়ার্ক করার জন্য হ্যারি সপ্তাহে একটি মাত্র রাত পাচ্ছে। তারপরও হারমিওনের মতো তার অবস্থা হয়নি। মনে হচ্ছে পড়ার বোঝা অবশেষে হারমিওনের উপরও চেপে বসেছে। প্রতি রাতে ওকে দেখা যায় কমনরুমের কোণায় কয়েকটা টেবিল জুড়ে বই ছড়ানো, কারো সঙ্গে কথা বলছে না, এবং কেউ কথা বললে বিরক্ত হচ্ছে।

ও কেমন করে পারছে? এক সন্ধ্যায় হ্যারিকে জিজ্ঞাসা করল রন। হ্যারি তখন স্নেইপের জন্য একটা রচনা লেখা শেষ করেছে। চোখ তুলে তাকাল হ্যারি, বইয়ের স্তূপের আড়ালে হারমিওনকে দেখাই যাচ্ছে না প্রায়।

কি পারছে?

ওর সব ক্লাসের! রন বলল। আমি ওকে প্রফেসর ভেক্টর-এর সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি আজ সকালে, উনি অংকের শিক্ষক। গতকালের ক্লাস করা নিয়ে ওরা কথা বলছিল, কিন্তু হারমিওন তো ওখানে থাকতে পারে না, কারণ ওতো আমাদের সঙ্গে কেয়ার অফ ম্যাজিকেল ক্রিয়েচার ক্লাসে ছিল! এবং আর্নি ম্যাকমিলান আমাকে বলেছে ও কখনও মাগল স্ট্যাডিজ বিষয়ে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকেনি, কিন্তু এর অর্ধেকগুলো হয় তখন যখন ডিভাইনেশন ক্লাস হয়, এবং ওগুলোতেও সে অনুপস্থিত থাকে না!

কিন্তু হারমিওনের অসম্ভব সময়সূচির রহস্য ভেদ করার সময় তখন হ্যারির হাতে ছিল না; তাকে স্নেইপের রচনাটা শেষ করতে হবে। একটু পরেই আবার বাধা পড়ল, এবার উড।

খারাপ খবর। আমি এই মাত্র ফায়ারবোল্ট নিয়ে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল-এর সঙ্গে কথা বলে এসেছি। তিনি মানে–আমাকে একটু বকেই দিয়েছেন। বলেছেন ভুল জায়গায় আমি জোর দিচ্ছি। মনে হচ্ছে উনি ভাবছেন আমি তোমার বেঁচে থাকার চেয়ে খেলাটা জেতার

ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। এ কারণে যে, আমি ওঁকে বলেছি যে ব্রুমটা তোমাকে ফেলে দিলেও আমার কিছু আসে যায় না যদি তুমি প্রথমে মিচটা ধরতে পার। অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল উড। সত্যি বলতে কি, উনি যেভাবে আমার দিকে চিৎকার করছিলেন তুমি হলে ভাবতে আমি নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু বলেছি। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম আর কতদিন ওটাকে আটকে রাখা হবে এবার উড প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের কণ্ঠস্বর নকল করে বলল, যতদিন প্রয়োজন, উড আমার মনে হয় হ্যারি, আরেকটা নতুন ব্রুমের জন্য তোমাকে অর্ডার দিতে হবে। তুমি একটা নিম্বাস ২০০১ পেতে পার, ম্যালফয়ের মতো।

ম্যালফয় যেটাকে ভালো মনে করে সেরকম কিছু আমি কিনব না। সোজাসাপ্টা জবাব দিল হ্যারি।

***

জানুয়ারির পর ফেব্রুয়ারি এল, কিন্তু প্রবল শীতের কোন পরিবর্তন নেই। ব্ল্যাভেনক্ল-এর বিরুদ্ধে খেলাটা ক্রমেই কাছে চলে আসছে, কিন্তু এখনও হ্যারি নতুন ব্রুম-এর অর্ডার দেয়নি। সে ট্রান্সফিগিউরেশন ক্লাসের পর প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে ফায়ারবোল্টের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইছে, রন দাঁড়িয়ে আছে ওর পেছনে, মুখ ঘুরিয়ে হারমিওন দ্রুত চলে গেল।

না, পটার, এখনও তুমি ওটা ফেরত পেতে পার না, বললেন প্রফেসর। আমরা সাধারণ অভিশাপগুলোর ব্যাপারে ওটা পরীক্ষা করেছি, কিন্তু প্রফেসর ফ্লিটউইক বিশ্বাস করেন

ওর মধ্যে হারলিং হেক্স রয়েছে। ওটা পরীক্ষা করে দেখার পর আমি তোমাকে বলব। এখন প্লিজ আমাকে বিরক্ত করো না।

আরও খারাপ হলো যে, অ্যান্টি–ডিমেন্টার ক্লাসগুলো যেরকম আশা করেছিল হ্যারি সেরকম হচ্ছে না। কয়েকটি প্রাকটিস হয়ে গেছে কিন্তু সে একটা অস্পষ্ট রূপালী ছায়ার মতো তৈরি করতে পারছে শুধু, কিন্তু তার তৈরি পেট্রোনাস ডিমেন্টারকে তাড়িয়ে দেয়ার পক্ষে খুবই দুর্বল। ওটা যা করতে পারে তা হচ্ছে লাফিয়ে পড়তে পারে ওদের মাঝখানে, আবছা মেঘের মতো। এবং হ্যারির ভেতর থেকে সব শক্তি বের করে নিয়ে, কারণ ওটাকে ওইখানে রাখতে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। নিজের উপরে নিজেরই রাগ হলো হ্যারির, নিজেকে দোষী মনে হলো, কারণ ও আবারও গোপনে নিজের বাবা-মায়ের কথা শোনার আকাক্ষা পোষণ করছে।

তুমি নিজের কাছে খুব বেশি প্রত্যাশা করছ, চতুর্থ সপ্তাহের প্রাকটিসের সময় কঠিন স্বরে বললেন প্রফেসর লুপিন। তের বছরের একজন জাদুকরের পক্ষে অস্পষ্ট একটা পেট্রোনাস তৈরি করাও বিরাট অর্জন। আর তো তুমি অজ্ঞান হচ্ছো না তাই না?

আমি ভেবেছিলাম ডিমেন্টারকে তাড়া বা ওইরকম কিছু করবে পেট্রোনাস, হতাশ সুরে বলল হ্যারি। ওদেরকে অদৃশ্য করে ফেলবে।

সত্যিকারের পেট্রোনাস সেটা করে বৈকি, বললেন লুপিন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তুমি অনেক কিছু শিখেছো। যদি তোমার পরবর্তী কুইডিচ ম্যাচে ডিমেন্টাররা আসে, তাহলে মাটিতে নামা পর্যন্ত তুমি তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

কিন্তু আপনি বলেছেন যদি ওরা সংখ্যায় বেশি হয় তাহলে তো ব্যাপারটা আরো কঠিন হয়। বলল হ্যারি।

তোমার উপরে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে, বললেন লুপিন হেসে। এই নাও-এটা তুমি অর্জন করেছে। থ্রি ব্রুমস্টিক থেকে একটা ড্রিঙ্ক, এটা নিশ্চয়ই। আগেও খাওনি।

নিজের ব্রিফকেস থেকে দুটো বোতল বের করলেন লুপিন।

বাটার বিয়ার! চিন্তা না করেই বলল হ্যারি। আমার খুবই পছন্দ!

লুপিনের চোখ বড় হয়ে গেল।

ওহ্, রন আর হারমিওন হাসমিড থেকে নিয়ে এসেছিল, দ্রুত মিথ্যা কথাটা বলল হ্যারি।

তাই, বললেন লুপিন, যদিও তাকে তখনও একটুও সন্দেহ করছেন বলে মনে হলো। বেশ–র‍্যাভেনক্লর বিরুদ্ধে গ্রিফিন্ডরের বিজয়ে চলো আমরা পান করি! অবশ্য শিক্ষক হিসেবে আমার কোন পক্ষেই থাকা উচিত নয়...দ্রুত যোগ করলেন তিনি।

নীরবে বাটার বিয়ার পান করল ওরা দুজনে। অনেক দিন ধরে হ্যারির মনের ভেতরে যে প্রশ্নটা ছিল এবার সেটা সে করল।

ডিমেন্টারের মুখের আবরণের নিচে কী আছে?

চিন্তিত মুখে বোতলটা নামিয়ে রাখলেন প্রফেসর।

হুমম... যারা জানে এবং আমাদেরকে বলতে পারে, তারা এটা বলার অবস্থায় নেই। ডিমেন্টাররা তাদের মুখের আবরণ তখনই সরায় যখন ওরা ওদের সর্বশেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে।

এবং সেটা কী?

ওরা এটাকে বলে ডিমেন্টারস কিস, বললেন লুপিন, মুখে বাঁকা হাসি। যখন ওরা কাউকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে চায় তখনই এই অস্ত্র প্রয়োগ করে। আমার ধারণা আবরণের নিচে এক ধরনের মুখ আছে, কারণ ওদের শিকারের মুখের উপরে চোয়াল আটকে ভেতর থেকে আত্মাটা শুষে নেয় ওরা।

হঠাৎ করে কিছুটা বাটার বিয়ার মুখ থেকে ফেলে দিল হ্যারি।

কী–ওরা হত্যা করে?

ওহ, না, বললেন লুপিন। তার চেয়েও খারাপ। তোমার মস্তিষ্ক এবং হৃৎপিণ্ড যদি থাকে তবুও তুমি আত্মা ছাড়া বাঁচতে পারবে। কিন্তু তোমার নিজের সম্পর্কে কোন বোধ থাকবে না, কোন স্মৃতি থাকবে না, কোন ... কিছুই থাকবে না। এরপর আরগ্যের আর কোন পথ থাকে না। তুমি শুধু–থাকবে। যেন একটা শূন্য খোসা। এবং তোমার আত্মা চিরদিনের জন্য... হারিয়ে গেছে।

আরও একটু বাটার বিয়ার পান করে, লুপিন বললেন, ভাগ্য সাইরিয়াস ব্ল্যাকের জন্য অপেক্ষা করছে। আজ সকালের ডেইলি প্রফেট-এ রয়েছে। মন্ত্রণালয় ডিমেন্টারকে এটা করবার জন্য অনুমতি দিয়েছে যদি ওরা ব্ল্যাককে ধরতে পারে।

বিস্ময়ে হতবাক হ্যারি বসে থাকল কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল। কারও মুখ দিয়ে তার আত্মাটাকে শুষে বের করা হচ্ছে এটা সে ভাবতেই পারে না। কিন্তু তারপর সে ভাবল ব্ল্যাকের কথা।

তার এটা পাওনা, হঠাৎ বলল সে।

তুমি সেরকমই মনে কর? হাল্কাভাবে বললেন লুপিন। তুমি কী সত্যিই মনে কর যে এটা কারও পাওনা হতে পারে?

হ্যাঁ, উদ্ধতভাবে বলল হ্যারি। কারণ... কোন কোন জিনিসের জন্য...।

থ্রি ব্রুমস্টিক-এর ব্ল্যাক সম্পর্কে যে আলোচনা ও শুনে ফেলেছিল গোপনে, তার এখন ইচ্ছা করছে লুপিনকে সেটা বলতে। তার বাবা-মার সঙ্গে ব্ল্যাকের সেই বিশ্বাসঘাতকতার কথা। কিন্তু এটা বললে সে যে অনুমতি ছাড়া হগসমিডে গিয়েছিল সেটা প্রকাশ পেয়ে যাবে। এবং সে এও জানে তাতে লুপিন খুব খুশি হবেন না। সে বাটার বিয়ারটা শেষ করল, লুপিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

হ্যারির এখন মনে হচ্ছে ডিমেন্টারদের মুখের আবরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করলেই ভালো হতো। জবাবটা এত ভয়াবহ এবং এরপর থেকে তার মাথায় এমন অপ্রীতিকর চিন্তা আসতে লাগল যে ভেতর থেকে আত্মা শুষে বের করে নিলে কেমন লাগে। ভাবতে ভাবতে সোজা গিয়ে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল-এর সঙ্গে ধাক্কা খেল।

খেয়াল করে চল, পটার!

দুঃখিত প্রফেসর

এইমাত্র আমি তোমাকে কমনরুমে খুঁজে এলাম। আমরা ফায়ারবোল্টকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছি, ওতে খারাপ কিছু নেই, কোথাও তোমার একজন ভালো বন্ধু আছে, পটার...।

হ্যারির মুখ হা হয়ে গেল। প্রফেসরের হাতে ওর ফায়ারবোল্টটা, এবং ওটাকে সবসময়ের মতোই সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমি ওটা ফিরে পাব? দুর্বল স্বরে হ্যারি বলল। সত্যিই?

সত্যি, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন, হাসছেন তিনি। শনিবারের খেলার আগেই এটাকে ভালো করে রপ্ত করতে হবে, পারবে না? এবং পটার–জেতার চেষ্টা করবে, করবে না? না হলে আটবারের মতো আমরা টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ে যাব এবং একথাটাই গত রাতে প্রফেসর স্নেইপ আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে...।

হ্যারির মুখে কথা নেই। ফায়ারবোল্টটা হাতে নিয়ে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে উঠে যেতে লাগল। দেখল দৌড়ে আসছে রন এ কান থেকে ও কান ছড়িয়ে গেছে ওর হাসি।

তোমাকে ফেরত দিয়েছে ওটা? চমৎকার! শোন, কালকে আমি কি একবার ওতে চড়তে পারি?

হ্যা যা খুশি বলল হ্যারি কয়েক মাসের মধ্যে তার মন এত খুশি হয়নি। তোমার কি মনে হয় না–হারমিওনের সঙ্গে আমাদের মিটমাট করে ফেলা উচিত। সে আমাদেরকে সাহায্যই করতে চেয়েছিল

হ্যাঁ, ঠিক আছে, বলল রন। ও এখন কমনরুমে কাজ করছে।

গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের করিডোরে ওদের নেভিল লংবটম-এর সঙ্গে দেখা হল। স্যার ক্যাডোগান-এর কাছে কাকুতি মিনতি করছে সে, কিন্তু তাকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না।

আমি ওইগুলো লিখে রেখেছিলাম, চোখে পানি নিয়ে বলল নেভিল, কিন্তু মনে হয় কোথাও পড়ে গেছে!

একরকম গল্পই সবাই বলে! গর্জন করে উঠলেন স্যার ক্যাডোগান। তারপর, হ্যারি আর রনকে দেখে বললেন, শুভ সন্ধ্যা, এসো এই শেকলে বাঁধা মাছরাঙা জাতীয় পাখিটার উদ্দেশ্যে তালি বাজাও, ও জোর করে চেম্বারে ঢুকতে চাচ্ছিল!

ওহ চুপ করো, রন বলল, সে, হ্যারি দাঁড়াল নেভিলের পাশাপাশি।

আমি পাসওয়ার্ডগুলো হারিয়ে ফেলেছি! নেভিল ওদেরকে বলল কাতরভাবে। ওর কাছ থেকেই আমি পাসওয়ার্ডগুলো পেয়েছিলাম কিন্তু এখন যে কোথায় ফেলেছি মনে করতে পারছি না।

অডডসভোডিকিনস, বলল হ্যারি, স্যার ক্যাডোগানকে খুবই হতাশ মনে হলো এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছবিটা ঘুরিয়ে ওদেরকে কমনরুমে যেতে দিলেন। পরমুহূর্তে আকস্মিক উত্তেজনা দেখা গেল কমনরুমে, সবগুলো মাথা ঘুরে গেল হ্যারির দিকে, সবাই ঘিরে ধরেছে ওকে, ফায়ারবোল্টের প্রশংসায়।

এটা কোথায় পেলে?

আমি কী একবার চড়তে পারি?

তুমি কী কখনও চড়েছো?

র‍্যাভেনক্লরা পাত্তাই পাবে না। তাদের রয়েছে ক্লিনসুইপ সেভেন্স!

আমি কী শুধু একবার ধরতে পারি, হ্যারি?

এভাবে চলল দশ মিনিট। হাতে হাতে ঘুরলো ফায়ারবোল্ট। প্রশংসা করল সবাই, যার যার জায়গায় সবাই ফিরে গেল। তখন হ্যারি আর রন দেখতে পেল হারমিওন, একমাত্র সেই দৌড়ে তাদের কাছে আসেনি, ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে সে। ওদের চোখ এড়িয়ে। হ্যারি আর রন ওর টেবিলে এগিয়ে গেল, মুখ তুলে তাকাল হারমিওন।

আমি এটা ফ্রি পেয়েছি, বলল হ্যারি, হেসে ফায়ারবোল্টটা দেখিয়ে।

দেখেছো হারমিওন? এতে খারাপ কিছু ছিল না! বলল রন।

বেশ–হতে পারে! বলল হারমিওন। আমি বোঝাতে চাচ্ছি অন্তত পক্ষে এখন তোমরা নিরাপদ!

হ্যাঁ, তাই মনে হয়, বলল হ্যারি। আমি এটা উপরতলায় রেখে আসি।

আমিই নিয়ে যাই! আগ্রহের সঙ্গে বলল রন। স্ক্যাবাসকে ইঁদুরের টনিক খাওয়াতে হবে।

ও ফায়ারবোল্টটা নিল, এমনভাবে ধরল যেন ওটা কাঁচের তৈরি, ছেলেদের হোস্টেলের দিকে নিয়ে গেল।

আমি এখানে বসতে পারি? হারমিওনকে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

আমার মনে হয় পার, বলল হারমিওন চেয়ার থেকে পার্চমেন্টের একটা স্তূপ সরিয়ে।

আগোছালো টেবিলটার দিকে তাকাল হ্যারি, দীর্ঘ অ্যারিথম্যান্সি রচনাটির গা থেকে এখনও কালি শুকায়নি। আর দীর্ঘ মাগল স্ট্যাডিজ রচনা এবং রুনে অনুবাদ সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে টেবিলের উপরে।

এত কিছু পড়বে কীভাবে? হ্যারি ওকে জিজ্ঞাসা করল।

ওহ, মানে, তুমি তো বুঝতেই পারছো–অনেক খাটতে হচ্ছে, বলল হারমিওন। একেবারে কাছে থেকে হ্যারি দেখল ওকে প্রফেসর লুপিনের মতো ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

কয়েকটি সাবজেক্ট ছেড়ে দাও না কেন? হ্যারি জিজ্ঞাসা করল। সেটা আমি করতে পারব না! বলল হারমিওন, মর্মাহত হয়েছে সে।

অ্যারিথম্যান্সি একটা ভয়াবহ সাবজেক্ট, জটিল একটা সংখ্যা চার্ট তুলে নিয়ে বলল হ্যারি।

ওহ, না, এটা চমৎকার সাবজেক্ট! গুরুত্বের সঙ্গে বলল হারমিওন। এটা আমার প্রিয় সাবজেক্ট! এটা।

কিন্তু এই সাবজেক্টে যে চমৎকারটা কি হ্যারি কখনও বুঝতে পারেনি। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে একটা চাপা চিৎকার ছেলেদের হোস্টেলের সিঁড়ি থেকে শোনা গেল। পুরো কমনরুম নীরব হয়ে গেল। তাকিয়ে আছে, যেন সবাই পাথর, খোলা দরজার দিকে। দ্রুত ছুটে আসা পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, যত কাছে আসছে আওয়াজ তত বাড়ছে। এরপর দেখা গেল লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে রন একটা বিছানার চাদর টেনে নিয়ে।

দেখ! সে চিৎকার করল, ছুটে গেল হারমিওনের টেবিলের কাছে। দেখ! ওর মুখের ওপরে চাদরটা নাড়তে নাড়তে চিৎকার করল রন।

রন, কী–?।

স্ক্যাবার্স! দেখ! স্ক্যাবার্স!

রনের কাছ থেকে দূরে সরে গেল হারমিওন, ওকে হতভম্ব দেখাচ্ছে। রনের হাতের বেডশিটটা দেখল হ্যারি। ওর মধ্যে লাল যেন একটা দাগ আছে। একটা কিছু যেটা ভয়াবহভাবে

রক্ত পাথরের নিস্তব্ধতার মধ্যে চিৎকার করল রন।

সে নেই! এবং তোমরা জান মেঝেতে কী পড়েছিল?

–না, কাঁপা স্বরে বলল হারমিওন।

হারমিওনের রুনে অনুবাদের উপর কিছু একটা ছুঁড়ে মারল রন। হারমিওন এবং হ্যারি অঁকে ওটা তুলে নিল রহস্যময় সূচালো ডগাওয়ালা আকৃতির উপর পড়েছিল লম্বা হালকা লালচে হলুদ রঙের বিড়ালের কতগুলো লোম।

গ্রিফিন্ডর বনাম র‍্যাভেনক্ল

মনে হচ্ছে রন এবং হারমিওনের বন্ধুত্বের ইতিই হয়ে গেছে। দুজনেই একে অন্যের উপর এত ক্রুদ্ধ হয়ে আছে যে হ্যারি ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছে না কিভাবে আবার ওদের মধ্যে মিটমাট হবে।

রন ক্ষেপে আছে কারণ, সে মনে করে কশ্যাংকস যে স্ক্যাবাকে খাবার চেষ্টা করেছে সেটা হারমিওন কখনই গুরুত্ব দেয়নি। কখনই চেষ্টা করেনি ক্রুকশ্যাংকস-এর উপর নজর রাখতে। বরং ছেলেদের হোস্টেলের বিছানার নিচে স্ক্যাবার্সকে খুঁজে দেখতে বলে সে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে ক্রুকশ্যাংকস আসলেই নির্দোষ। অন্যদিকে হারমিওন ভীষণভাবে বিশ্বাস করে যে কশ্যাংকসই যে স্ক্যাবার্সকে খেয়েছে রনের কাছে এমন কোন প্রমাণ নেই। এবং লালচে হলুদ রঙের লোমগুলো হয়তো ওখানে ক্রিসমাসের সময় থেকে পড়েছিল। আসলে ম্যাজিক্যাল মেনাগেরিতে রনের মাথায় কুকশ্যাংকস লাফ দেয়ার সময় থেকেই সে বিড়ালটার বিরুদ্ধে ক্ষেপে আছে।

ব্যক্তিগতভাবে, হ্যারি বিশ্বাস করে যে কশ্যাংকসই স্ক্যাবার্সকে খেয়েছে, কিন্তু যখন সে হারমিওনকে বোঝাতে চেষ্টা করল সবগুলো প্রমাণই ওই কথা বলছে, তখন সে হ্যারির ওপরও ক্ষেপে গেল।

ঠিক আছে, রনের পক্ষেই থাকো, আমি জানি তুমি ওর পক্ষেই থাকবে! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল সে। প্রথমে ফায়ারবোল্ট, এখন স্ক্যাবার্স, সবকিছুই আমার দোষ, তাই না! আমাকে একা ছেড়ে দাও, আমার অনেক কাজ আছে!

ইঁদুরের মৃত্যুটা রনের খুব লেগেছে।

ওহ্ রন, তুমি সব সময় বলতে স্ক্যাবার্স কত বিরক্তিকর, চাঙ্গাস্বরে বলল ফ্রেড। এবং ওর বয়সও হয়ে গিয়েছিল, এমনিতেই শেষ হয়ে যাচ্ছিল ইঁদুরটা। হয়তো এটাই ভালো হয়েছে দ্রুত ওর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। এক গ্রাসে–ও হয়তো এটা বুঝতেও পারেনি।

ফ্রেড! ক্রুদ্ধ স্বরে বলল জিনি।

রন, তুমি নিজেই কতবার বলেছো ইঁদুরটা শুধু খেত আর ঘুমাত, বলল জর্জ।

একবার তো আমাদের হয়ে ও গয়লকে কামড়ে দিয়েছিল! বলল মনমরা রন। তোমার মনে আছে হ্যারি?

হ্যাঁ, সত্যি, বলল হ্যারি।

ওটাই ছিল ওর সবচেয়ে ভালো সময়, সোজাসাপ্টা বলল ফ্রেড। গয়ল-এর আঙুলের দাগটা ওর স্মৃতির প্রতি আমাদের অশেষ সম্মান হয়ে থাকুক। মন খারাপ করো না, রন, যাও হগসমিডে অরেকটা নতুন ইঁদুর কিনে নিয়ে এসো। শোক করে কী লাভ?

রনকে চাঙ্গা করার শেষ চেষ্টা হিসেবে হ্যারি ওকে গ্রিফিন্ডর টিমে প্র্যাকটিসে নিয়ে গেল, যেন ও ফায়ারবোল্টে চড়তে পারে, ওদের প্র্যাকটিসের পর। মনে হয় এর ফলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও স্ক্যাবার্স-এর দিক থেকে হ্যারির মন সরে গেল (চমৎকার! আমি এটা দিয়ে গোলে কয়েকটা শট মারতে পারি?), এক সঙ্গে ওরা কুইডিচ পিচের দিকে রওনা হল।

মাডাম হুচ, তখনও হ্যারির উপর নজর রাখার জন্য গ্রিফিন্ডর টিমের প্র্যাকটিসের সময় পিচে থাকছেন। ফায়ারবোল্টটা দেখে অন্যদের মতো তিনি নিজেও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। প্র্যাকটিস শুরু হওয়ার আগে ওটা হাতে নিয়ে নিজের পেশাদারী মন্তব্য করলেন।

এটার ভারসাম্যটা দেখ! নিম্বাস সিরিজের একটা দোষ আছে লেজের দিকে একটু বাঁকা হয়ে থাকে–কয়েক বছর পর প্রায়ই দেখা যায় ওগুলো গতি হারিয়ে ফেলেছে। হাতলটাকে উন্নত করা হয়েছে, ক্লিনসুইপ থেকে পাতলা, আমাকে পুরনো দিনের সিলভার অ্যারোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে–ওরা এখন আর ওটা বানায় না। আমি নিজে ওরকম একটা চড়ে উড়তে শিখেছিলাম এবং ওটা ছিল খুবই চমৎকার একটা ব্রুম...।

একই সুরে আরও কিছুক্ষণ চালিয়ে গেলেন মাদাম হুচ, অবশেষে উডকে বলতে হলো, ইয়ে মানে–মাদাম হুচ? হ্যারি যদি ফায়ারবোল্টটা ফিরে পায় তাহলে কী কোন অসুবিধা হবে? আমরা শুধু প্র্যাকটিস করবো...।

ওহ্–ঠিক আছে-এই যে নাও, পটার, বললেন মাদাম হুচ। আমি এখানে উইজলির সঙ্গে বসে থাকব।

তিনি এবং রন পিচ ছেড়ে স্টেডিয়ামে গিয়ে বসলেন। গ্রিফিন্ডর টিম আগামীকালের খেলার আগে চূড়ান্ত নির্দেশের জন্যে উডের চারপাশে জড়ো হলো।

হ্যারি, এইমাত্র জানতে পারলাম র‍্যাভেনক্লদের সিকার হচ্ছে চো চ্যাং, চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী এবং বেশ ভালো... আমি শুধু আশা করতে পারি যেন সে খেলার জন্য ফিট না থাকে, কতগুলো আঘাত নিয়ে তার কিছু সমস্যা হয়েছে... কিন্তু চো চ্যাং সম্পূর্ণ সুস্থ, খুবই অসন্তুষ্ট হলো উড, তারপর বলল, অন্যদিকে সে চড়ে কমেট ২৬০, ফায়ারবোল্টের পাশে ওটাকে একটা তামাশা বলে মনে হয়। হ্যারির ব্রুমটার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, ঠিক আছে, সবাই চল যাওয়া যাক।

এবং অবশেষে, ফায়ারবোল্টে চড়ল হ্যারি, এক লাফে পা থেকে শূন্যে উঠে গেল।

ও স্বপ্নে যা ভেবেছিল তার চেয়েও ভালো। সামান্য স্পর্শেই ফায়ারবোল্ট ঘুরতে পারে; মনে হয় ওর হাতের ঠার চেয়ে চিন্তার নির্দেশই যেন পালন করছে। পিচের উপর দিয়ে

এত দ্রুত গতিতে উঠতে পারে যে স্টেডিয়ামটাকে সবুজ আর ধূসর অস্পষ্ট বলে মনে হয়; এত দ্রুত ওটাকে ঘোরালো যে অ্যালিসিয়া স্পিনেট ভয়ে চিৎকার করে উঠল, তারপর একটা নিখুঁত নিয়ন্ত্রিত ডাইভ দিল, ঘাসে ভরা পিচটাকে আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁয়ে আবার উপরে উঠল ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ ফিট উপরে আকাশে

হ্যারি আমি এখন স্নিচটা ছাড়ছি! ডেকে বলল উড।

হ্যারি ঘুরল একটা ব্লজারকে ধাওয়া করে নিয়ে গেল গোলপেস্টের দিকে খুব সহজেই ওটাকে অতিক্রম করে গেল, দেখল উডের পেছন থেকে স্নিচটা উড়ে আসছে এবং দশ সেকেন্ডের ভেতরে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলল ওটাকে।

ওর পুরো দলটা পাগলের মতো উল্লসিত হলো। স্নিচটাকে আবার হাত থেকে ছেড়ে দিল হ্যারি মিনিট খানেক যেতে দিল, তারপর এর ওর ফাঁক দিয়ে ওটার পেছনে ধাওয়া করে দেখল ওটা ক্যাটি বেল-এর হাঁটুর কাছে ঝুলছে এক গোত্তা মেরে ওকে পাশ কাটিয়ে আবার ধরে ফেলল মিচটাকে।

ওদের টিমের এটাই ছিল সবচেয়ে ভালো প্র্যাকটিস। ফায়ারবোল্টটাকে পেয়ে উৎসাহিত, ওদের সেরা মুভগুলো নিখুঁতভাবে দিতে পারল এবং সবশেষে মাটিতে নামার পরে এবারই প্রথম জর্জ উইজলির মতে, উড কোন সমালোচনা করতে পারল না।

আমি তো দেখতে পাই না আগামীকাল আমাদেরকে কে রুখবে! বলল উড। অবশ্য যদি না–হ্যারি, তুমি তোমার ডিমেন্টার সমস্যার সমাধান করেছো? তাই না?

হ্যাঁ, বলল হ্যারি, মনে মনে অবশ্য ভাবছে ওর দুর্বল পেট্রোনাসের কথা, যদি ওটা আরও শক্তিশালী হতো।

আর ডিমেন্টার আসছে না, অলিভার, ডাম্বলডোর ওঁর কাজ করে রেখেছেন, বলল ফ্রেড, বেশ জোরের সঙ্গে।

বেশ, আশাকরি আর আসছে না, বলল উড। যাইহোক–আজ খুব ভালো হয়েছে, সবারই। চল ফিরে যাওয়া যাক–কাল সবাইকে সময়মতো আসতে হবে...।

আমি একটুক্ষণের জন্য থেকে যাচ্ছি, রন একবার ফায়ারবোল্টটায় চড়তে চাচ্ছে, উডকে বলল হ্যারি। টিমের বাকি সবাই কাপড় বদলাতে গেল। হ্যারি হেঁটে গেল রনের কাছে, মাদাম হুচ ইতোমধ্যে তার আসনে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

এই যে নাও, বলল হ্যারি, রনের হাতে ফায়ারবোল্টটা তুলে দিয়ে।

রন, মুখে ওর পরম আনন্দের অভিব্যক্তি, ব্রুমটায় চড়ল শূন্যে জমা হওয়া অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল, হ্যারি পিচের ধারে হাঁটছে, ওকে দেখছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠলেন

মাদাম হুচ, রাত নামছে দেখে হ্যারি এবং রনকে বললেন এখন তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

ফায়ারবোল্টটা কাঁধে নিয়ে ছায়াঘন স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে এল সে আর রন, ওটার অসাধারণ স্বচ্ছন্দ অ্যাকশন, অতুলনীয় গতি এবং বাক খাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে করতে। ওরা প্রাসাদের মাঝামাঝি দূরত্বে আসার পর বাঁদিকে তাকিয়ে হঠাৎ এমন কিছু দেখল হ্যারি যে ওর হৃৎপিণ্ডটা প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হলো-একজোড়া চোখ অন্ধকারের মধ্যে চকচক করছে।

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে গেল সে, বুকের পাঁজরায় জোরে জোরে বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড।

কী হলো? রন জিজ্ঞাসা করল।

আঙুল তুলে দেখালো হ্যারি। জাদুর কাঠিটা বের করে রন বলল, লুমস!

ঘাসের ওপর আলোর একটা রশ্মি পড়ল, গাছের গোড়ায় গিয়ে শাখাগুলোকে আলোকিত করল; ওখানে নতুন গজিয়ে ওঠা পাতার মাঝখানে বসে রয়েছে ক্রুকশ্যাংকস।

ওহ্ ওখান থেকে ভাগ! রন গর্জন করে উঠল, নিচু হয়ে ঘাসের উপর থেকে একটা পাথর তুলে নিল কিন্তু ও কিছু করার আগেই বেড়ালটা লালচে হলুদ রঙের লেজ নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দেখেছো? ক্ষিপ্ত স্বরে বলল রন। পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। এর পরও সে বিড়ালটাকে যেখানে খুশি সেখানে ঘুরে বেড়াতে দিচ্ছে–স্ক্যাবার্সের পরে এখন হয়তো কয়েকটা পাখি খেয়ে ফেলেছে ওটা...।

হ্যারি কিছু বলল না। দীর্ঘ একটা শ্বাস টেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে; কয়েক মুহূর্তের জন্যে ও নিশ্চিত ছিল যে ওই চোখ দুটো গ্রিম-এর। আবার প্রাসাদের দিকে রওনা হলো ওরা। মুহূর্তের আতঙ্কের জন্য মনে মনে লজ্জিত হলো হ্যারি, অবশ্য রনকে কিছু বলল না-এবং প্রাসাদে না পৌঁছানো পর্যন্ত ডানে বায়ে তাকালো না।

***

পরদিন অন্যান্য সকলের সঙ্গে নাস্তা খেতে গেল সে। সবাই ভাবছে ফায়ারবোল্টকে গার্ড অফ অনার দেয়া উচিত। গ্রেট হলে হ্যারি ঢোকার সাথে সাথে সবার দৃষ্টি পড়ল ফায়ারবোল্টের উপর, উত্তেজিত কিছু মন্তব্যও শোনা গেল। সন্তুষ্টির সঙ্গে হ্যারি দেখল যে স্লিথারিন টিম বজ্রাহতের মতো তাকিয়ে আছে ওটার দিকে।

ওর চেহারাটা একবার দেখেছো? দাঁত বের করে বলল রন ম্যালফয়ের দিকে তাকিয়ে। ও বিশ্বাসই করতে পারছে না! চমৎকার!

উড নিজেও ফায়ারবোল্টের সম্মানে উৎসাহিত।

এটা এখানে রাখ হ্যারি, টেবিলের মাঝখানে ব্রুমটাকে রেখে বলল সে, এমনভাবে যেন নামটা উপরের দিকে থাকে। র‍্যাভেনক্ল এবং হাফলপাফ-এর টেবিল থেকে সবাই এল ওটা দেখতে। নিম্বাসের বদলে ওমন একটা অসাধারণ ব্রুম পাওয়াতে সেডরিক ডিগরি হ্যারিকে অভিনন্দন জানাল। পার্সির র‍্যাভেনক্ল গার্ল ফ্রেড পেনেলপি ক্লিয়ারওয়াটার অনুমতি চাইল ওটাকে ধরবার।

দেখ, পেনি, কোনরকম ষড়যন্ত্র নয়! উৎসাহের সঙ্গে বলল পার্সি, যখন ও খুব কাছে থেকে ফায়ারবোল্টকে দেখছে। পেনেলপি এবং আমার মধ্যে বাজি হয়েছে, টিমকে বলল সে। দশ গ্যালিয়ন ম্যাচের ফলাফলের উপর!

ফায়ারবোল্টটা নামিয়ে রেখে, হ্যারিকে ধন্যবাদ জানিয়ে পেনেলপি ওর টেবিলে ফিরে গেল।

হ্যারি–তোমাকে জিততেই হবে, বলল পার্সি ফিসফিস করে। আমার কাছে দশ গ্যালিয়ন নেই। হ্যাঁ, আমি আসছি পেনি! ছুটে চলে গেল ও।

তুমি কী নিশ্চিত যে এই ব্রুমটাকে ম্যানেজ করতে পারবে, পটার? একটা শীতল একঘেয়ে স্বর শোনা গেল।

কাছে থেকে শোনা গেল এগিয়ে এসেছে ড্র্যাকো ম্যালফয়, ওর ঠিক পেছনে ক্রেব এবং গয়ল।

হ্যাঁ, মনে হয়, সাধারণভাবে বলল হ্যারি।

এর অনেক ধরনের গুণ আছে তাই না? বলল ম্যালফয় বিদ্বেষে চকচক করছে ওর চোখ। কি লজ্জা, এর সঙ্গে একটা প্যারাসুট নেই–যদি তুমি কোন ডিমেন্টারের খুব কাছে চলে যাও।

ক্রেব আর গয়ল বিদ্রুপে চাপা হাসি হাসল।

আহা, তোমার ব্রুমটায় একটা অতিরিক্ত হাত লাগানো যায় না; ম্যালফয় বলল হ্যারি। গেলে ওটাই তোমার জন্য মিচটাকে ধরতে পারত।

গ্রিফিন্ডর টিম জোরে হেসে উঠল। ম্যালফয়ের ভাবলেশহীন চোখ দুটো সরু হয়ে গেল, পা টেনে টেনে চলে গেল ও। ওরা দেখল স্লিথারিন টিমের অন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কি যেন আলোচনা করছে ওরা, সন্দেহ নেই ম্যালফয়কে জিজ্ঞাসা করছে হ্যারির ব্রুমটা আসলেই ফায়ারবোল্ট কি না।

পৌনে এগারটার সময় গ্রিফিন্ডর টিম জার্সি বদলানোর জন্য গেল। হাফলপাফদের সঙ্গে খেলার দিনের মতোই আবহাওয়া পরিষ্কার। পরিষ্কার এবং ঠাণ্ডা একটা দিন, সামান্য

বাতাস রয়েছে; এবার দেখতে কোন অসুবিধা হবে না। এবং হ্যারি যদিও একটু নার্ভাস, কিন্তু এরই মধ্যে কুইডিচ ম্যাচের উত্তেজনা ফিরে এসেছে ওর মধ্যে। স্কুলের বাকি সবাই স্টেডিয়ামে চলে এসেছে। হ্যারি ওর স্কুলের কালো পোশাক খুলে ফেলল, পকেট থেকে জাদুর কাঠি বের করল, এবং কুইডিচ জার্সির নিচে যে টি-শার্টটি পড়বে তার ভেতরে ওটা রেখে দিল। হঠাৎ সে ভাবল ভিড়ের মধ্যে কী প্রফেসর লুপিন রয়েছেন, দেখছেন?

তুমি জান আমাদের কি করতে হবে, বলল উড ড্রেসিং রুম থেকে বেরুতে বেরুতে। যদি আমরা এই ম্যাচটি হ্যারি তাহলে আমরা টুর্নামেন্ট থেকে বাদ। প্র্যাকটিসের সময় যেরকম করেছিলে সেইভাবে শুধু উড়বে তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে!

প্রচুর হাততালির মধ্যে ওরা পিচে এল। র‍্যাভেনক্ল টিম, নীল জার্সি, এরই মধ্যে পিচের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের সিকার চো চ্যাং টিমের একমাত্র মেয়ে। হ্যারির চেয়ে বেটে এবং হ্যারি স্বীকার না করে পারল না, যদিও সে একটু নার্ভাস, যে মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। দুই টিম মুখোমুখি দাঁড়ালো ওদের ক্যাপ্টেনের পেছনে, মেয়েটি হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসলো। পেটে একটা মোচড় অনুভব করল হ্যারি এবং সেটা নার্ভাস হওয়ার কারণে নয়।

উড, ডেভিস, হাত মেলাও, মাদাম হুচ সংক্ষেপে বললেন র‍্যাভেনক্ল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে হাত মেলালো উড।

যার যার ব্রুমে চড়ো . আমার হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে তিন-দুই-এক

লাফিয়ে শূন্যে উঠল হ্যারি এবং ওর ফায়ারবোল্ট অন্য ব্রুমগুলোর চেয়ে দ্রুত উপরে উঠে গেল; স্টেডিয়ামের চারদিকে উড়ে বেড়াল এবং চোখ সরু করে মিচটাকে খুঁজছে, ধারা বিবরণী শুনছে একই সঙ্গে। ধারা বিবরণী দিচ্ছে উইজলি জমজ ভাইদের বন্ধু লি জর্ডন।

ওরা উড়ে গেছে, এই ম্যাচের সবচেয়ে বড় উত্তেজনা হচ্ছে ফায়ারবোল্ট, যেটায় হ্যারি পটার গ্রিফিন্ডরের পক্ষে চড়েছে। কোন ব্রুমস্টিক অনুসারে এ বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্যে জাতীয় টিমে ফায়ারবোল্টকেই পছন্দ করা হবে।

জর্ডন, ম্যাচে কি হচ্ছে দয়া করে আমাদেরকে কী সেটা জানাবে? বাধা দিয়ে বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

ঠিক বলেছেন প্রফেসর–আমি শুধু একটু ব্যাকগ্রাউন্ড তথ্য দেয়ার চেষ্টা করছিলাম। ফায়ারবোল্ট ঘটনাক্রমে, ওর ভেতরে অটোব্রেক রয়েছে এবং

জর্ডন!

ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখন গ্রিফিন্ডরের দখলে রয়েছে, গ্রিফিন্ডরের কেটি বেল গোল দিতে যাচ্ছে...।

কেটিকে পেরিয়ে হ্যারি ভেতরের দিকে চলে গেল, চারদিকে তাকাচ্ছে সোনালী রঙের একটু ঝিলিকের জন্য, খেয়াল করল চো চ্যাং খুব কাছে থেকে ওকে অনুসরণ করছে। সন্দেহ নেই সে খুব ভালো উড়তে পারে–বার বার ওর পথ কেটে যাচ্ছে, বাধ্য করছে ওকে দিক পরিবর্তনে।

গতি বাড়াও, ওকে তোমার গতি দেখাও হ্যারি! চিৎকার করল ফ্রেড পাশ দিয়ে একটা ব্লাজারের পিছু ধাওয়া করতে করতে। ওটা অ্যালিসিয়ার দিকে যাচ্ছিল।

র‍্যাভেনক্ল গোলপোস্টের দিকে এসে হ্যারি ফায়ারবোল্টের গতি বাড়িয়ে দিল এবং পেছনে পড়ে গেল চো। কেটি প্রথম গোলটা করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রিফিন্ডর সমর্থকরা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। হঠাৎ ও দেখল ওটাকে স্নিচটা মাটির খুব কাছাকাছি, একটা হ্যারিয়ারের কাছ দিয়ে উড়ছে।

ডাইভ দিল হ্যারি: চো দেখল ও কি করছে এবং ওর পেছনে এলো ছুটে। হ্যারি গতি বাড়িয়ে দিয়েছে, ওর ভেতরে উত্তেজনা দৌড়াচ্ছে; ডাই হচ্ছে ওর। বিশেষত্ব। মাত্র দশ ফুট দূরে হ্যারি

তখন, র‍্যাভেনক্ল বিটারের ছুঁড়ে দেয়া একটা ব্লাজার যেন কোথা থেকে ছুটে এলো; এক ইঞ্চি দূরে দিয়ে ওটাকে পাশ কাটিয়ে গেল হ্যারি এবং ওই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেকেন্ডের মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেল স্নিচটা।

গ্রিফিন্ডর সমর্থকদের হতাশা প্রকাশ পেল বিরাট একটা উউউউউউহ এর মধ্যে। অবশ্য র‍্যাভেনক্লদের সমর্থকরা হাততালিতে ফেটে পড়ল। জর্জ উইজলি তার রাগ প্রকাশ করল দ্বিতীয় ব্লাজারটাকে সরাসরি বিটারের দিকে মেরে, মধ্য আকাশে এক পাক ডিগবাজি খেল আক্রান্ত দুটো।

গ্রিফিন্ডর এগিয়ে রয়েছে আশি–শূন্য পয়েন্টে, এবার দেখ ফায়ারবোল্ট যাচ্ছে। পটার এবার সত্যি ওটাকে তীব্র গতিতে নিয়ে যাচ্ছে। দেখ ওটা ঘুরছে–চ্যাং-এর কমেট ওটার কাছে কিছুই না। ফায়ারবোল্টের নিখুঁত ভারসাম্য লক্ষ্য করবার মতো–

জর্ডন! ফায়ারবোল্টের পক্ষে ওকালতি করার জন্যে কি তোমাকে পয়সা দেয়া হয়? ধারাবিবরণী চালিয়ে যাও!

র‍্যাভেনক্লরা একটু গুটিয়ে গেল; ইতোমধ্যে তারা তিনটি গোল করেছে, এখন গ্রিফিন্ডররা মাত্র পঞ্চাশ পয়েন্ট এগিয়ে যদি হ্যারির আগে চো মিচটাকে ধরতে পারে তাহলে জিতে যাবে র‍্যাভেনক্ল। হ্যারি আরও নিচে নামল, কোন রকমে ব্ল্যাভেনক্ল চেসারকে এড়িয়ে গেল। পুরো পিচটাকে পাগলের মতো খুঁজছে সে। সোনালী একটা ঝিলিক ছোট ছোট ডানার চমক–স্নিচটা গ্রিফিন্ডর গোলপোস্টের উপর ঘুরছে ...।

গতি বাড়িয়ে দিল হ্যারি, সামনের সোনালী বিন্দুটার উপর ওর চোখ–কিন্তু পরের মুহূর্তেই, যেন হাওয়া থেকে উড়ে এলো চো, ওর পথটা আটকে দিল

হ্যারি, এখন ভাল মানুষ হওয়ার সময় না! গর্জন করল উড, ধাক্কা লাগাটা এড়িয়ে গেল হ্যারি। যদি দরকার হয় ওকে ওর ব্রুম থেকে ফেলে দাও!

হ্যারি ঘুরল চোর দিকে নজর গেল; দাঁত বের করে হাসছে মেয়েটা। মিচটা আবার হারিয়ে গেছে। ফায়ারবোল্টটাকে উপরমুখী করল হ্যারি, বিশ ফিট উপরে উঠে গেল। চোখের কোণ দিয়ে দেখল ওকে অনুসরণ করছে চো মেয়েটা ঠিক করেছে নিজে মিচটাকে না খুঁজে হ্যারিকে নজরে রাখবে। ঠিক আছে যদি সে ওরই পিছু নিতে চায়, তাহলে এর পরিণতিও ভোগ করতে হবে।

ডাইভ দিল ও আবার এবং চো মনে করল আবার মিচটাকে দেখতে পেয়েছে হ্যারি, ওকে অনুসরণ করল। তীক্ষ্ণভাবে ডাইভ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল হ্যারি, কিন্তু চো নিচের দিকেই যাচ্ছে; আবার হ্যারি বুলেটের মতো উপরে উঠে গেল এবং তার পর স্নিচটাকে দেখল, তৃতীয় বারের মতো মিচটা র‍্যাভেনক্লদের পিচের উপরে চকচক করছে।

গতি বাড়িয়ে দিল সে অসম্ভব; অনেক ফিট নিচে চো তাই করল। কিন্তু ওর গতি বেশি এগিয়ে যাচ্ছে হ্যারি মিটার কাছে প্রতি সেকেন্ডে–তারপর

ওহ! চিৎকার করে উঠল চো আঙুল দিয়ে কি যেন দেখাল। মনোযোগ সরে গেল হ্যারির, তাকাল নিচের দিকে।

তিনটা ডিমেন্টার, তিনটা লম্বা, কালো, মাথা ঢাকা ডিমেন্টর তাকিয়ে আছে। উপরে ওর দিকে।

চিন্তা করবার জন্যও থামল না হ্যারি। পোশাকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল, বের করে আনল জাদুর কাঠিটা চিৎকার করল, এক্সপেক্টো পেট্রোনাম!

রূপালী একটা কিছু তীব্র ঝিলিক, ওর জাদুদণ্ডের শীর্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। ও জানে ওটা সরাসরি ডিমেন্টারদের গায়ে গিয়ে লেগেছে কিন্তু দেখার জন্য থামল; আশ্চর্যজনকভাবে ওর মনটা তখনও পরিষ্কার, সামনের দিকে তাকাল হ্যারি প্রায় পৌঁছে গেছে সে। জাদুর লাঠিটা ধরা হাতটা বাড়িয়ে দিল সে এবং কোনরকমে ছোট স্নিচটাকে মুঠো করে ফেলতে পারলো।

বেজে উঠল মাদাম হুচ-এর হুইসেল। মধ্যাকাশে ঘুরলো হ্যারি, দেখলো ছয়টি আবছা টকটকে লাল রঙের মূর্তি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পর মুহূর্তে পুরো টিমটাই ওকে এত জোরে জড়িয়ে ধরেছে যে ব্রুম থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল আর কি! নিচে শোনা যাচ্ছে গ্রিফিন্ডর সমর্থকদের উল্লাস।

এই যে আমার সেরা ছেলে! বলল উড। অ্যালিসিয়া, অ্যাঞ্জেলিনা এবং কেটি সবাই আনন্দে হ্যারিকে চুমু খেল, এবং এত জোরে জড়িয়ে ধরলো ফ্রেড যে ওর মনে হলো মাথাটা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। এলোমেলোভাবে টিমটা নিচে নেমে এল। ব্রুম থেকে

নামল হ্যারি মুখ তুলে দেখল একদল গ্রিফিন্ডর সমর্থক দৌড়ে নিচের দিকে আসছে, সামনে রন। কিছু বোঝার আগেই উল্লসিত সমর্থকরা তাকে পুরোপুরি ঘিরে ফেলল।

এইবার, হ্যাঁ এইবার!রন চিৎকার করল, হ্যারির হাত আকাশের দিকে তুলে, হ্যা! হ্যা!

খুব ভালো করেছে, হ্যারি! বলল পার্সি, ওকে খুব খুশি দেখাচ্ছে। আমি দশ গ্যালিওন পাবো, পেনিলোপিকে খুঁজতে হবে, আমি যাই

তোমার মঙ্গল হোক হ্যারি! গর্জন করে উঠল সিমাস ফিনিগান।

অতি চমৎকার! বিশৃঙ্খলভাবে ঠেলাঠেলি করা গ্রিফিন্ডরদের মাথার উপর দিয়ে হ্যাগ্রিডের গম্ভীর গলা শোনা গেল।

চমৎকার পেট্রোনাস তৈরি হয়েছিল, হ্যারির কানে কানে বলল একটি কণ্ঠস্বর।

ঘুরে প্রফেসর লুপিনকে দেখল হ্যারি, মনে হলো তিনি একটা ঝাঁকুনি খেয়েছেন আবার খুশিও।

এইবার ডিমেন্টাররা আমাকে মোটেই ভয় দেখাতে পারেনি! উত্তেজিতভাবে বলল হ্যারি। আমি অনুভবই করিনি।

এর কারণ হচ্ছে ওইগুলো–মানে–ডিমেন্টার ছিল না, বললেন প্রফেসর লুপিন। এসো দেখে যাও।

ভিড় থেকে হ্যারিকে নিয়ে পিচের কিনারায় এলেন প্রফেসর।

মিস্টার ম্যালফয়কে তুমি যা একখানা ভয় দেখিয়েছো না, বললেন প্রফেসর লুপিন।

হ্যারি তাকিয়ে দেখল, মাটির উপরে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে একজনের ওপর একজন ম্যালফয়, ক্রেব, গয়ল এবং মার্কাস ফ্লিন্ট, স্লিথারিন টিমের ক্যাপ্টেন,সবাই লম্বা কালো মাথাটাকা পোশাক থেকে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে ম্যালফয় যেন গয়ল-এর কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সবার উপর মুখে প্রচণ্ড রাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

একটা অর্থহীন কৌশল! চিৎকার করছিলেন প্রফেসর। গ্রিফিন্ডর সিকারকে ঠকাবার জন্য এটা খুব নিচু মানের কাপুরুষোচিত উদ্যোগ! তোমাদের সবাইকে ডিটেনশন দেয়া হলো, স্লিথারিন থেকে কাটা হলো পঞ্চাশ পয়েন্ট। এই সম্পর্কে আমি প্রফেসর ডাম্বলডোরের সঙ্গে কথা বলব, তোমাদের যেন কোন ভুল ধারণা না থাকে! আহ, ওই যে তিনি আসছেন!

গ্রিফিন্ডারদের বিজয় যদি কোন কিছু নিশ্চিত করে থাকে তাহলে এটাই সেই ঘটনা। রন দৌড়ে এসেছিল হ্যারির পাশে, তখনও ম্যালফয়কে কালো পোশাকটা থেকে নিজেকে

মুক্ত করার চেষ্টায় রত দেখে জোরে হেসে উঠল, গয়ল-এর মাথাটাও ওটার ভেতরে ঢুকে রয়েছে।

চলে এসো হ্যারি! বলল জর্জ, ভিড় ঠেলে এগুচ্ছে ও। পার্টি! গ্রিফিন্ডর কমনরুমে এখন পার্টি হবে!

ঠিক আছে, বলল হ্যারি, কয়েক বছরের মধ্যে যেন এত আনন্দ হয়নি তার, টিমের অন্যান্যদের সঙ্গে এগিয়ে চলল সে, তখনও ওদের পরনে লাল রঙের জার্সি, স্টেডিয়াম থেকে ফিরে গেল প্রাসাদে।

***

মনে হচ্ছে যেন ওরা কুইডিচ কাপ জিতে নিয়েছে; পার্টি চলল সারাদিন এবং গভীর রাত পর্যন্ত। কয়েক ঘণ্টার জন্য উধাও হয়ে গিয়েছিল ফ্রেড আর জর্জ উইজলি, ফিরে এল হাত ভর্তি বাটার বিয়ারের বোতল, কুমড়ার পানীয় এবং কয়েক ব্যাগ হানি ডিউকসের মিষ্টি নিয়ে।

ওগুলো কীভাবে পেলে? চিৎকার করল অ্যাঞ্জেলিনা জনসন, জর্জ তখন ভিড়ের মধ্যে সকলকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে পিপারমিন্টের ব্যাগ দিচ্ছে।

মুনি, ওয়ার্মটেল, প্যাডফুট এবং প্রঙ্গস-এর কাছ থেকে সামান্য কিছু সাহায্য নিয়ে, হ্যারির কানে কানে বিড় বিড় করে বলল ফ্রেড।

একজন মাত্র এই উৎসবে যোগ দেয়নি। হারমিওন। অবিশ্বাস্য, এক কোণে বসে রয়েছে সে, হোম লাইফ অ্যান্ড সোশ্যাল হ্যাবিটস অফ ব্রিটিশ ম্যাগলস নামের বিশাল একটা বই পড়ার চেষ্টা করছে। বাটার বিয়ারের দুটো বোতল জাগল করতে করতে হ্যারি টেবিলের কাছ থেকে সরে ওর কাছে গেল।

তুমি কি আসলে ম্যাচটা দেখতে গিয়েছিলে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল হারমিওনকে।

নিশ্চয়ই গিয়েছিলাম, বলল হারমিওন, অদ্ভুত রকমের তীক্ষ্ণ এবং উচ্চস্বরে, মুখ না তুলে। এবং আমরা যে জিতেছি তাতে আমি খুব খুশি, আমার মনে হয় তুমি খুবই ভালো খেলেছো, কিন্তু সোমবারের মধ্যে আমাকে এই বইটা পড়ে শেষ করতে হবে।

এসো, হারমিওন, এসো কিছু একটা খাও, বলল হ্যারি, মুখ তুলে রনের দিকে একবার তাকাল, ভাবল ঝগড়া মিটিয়ে ফেলার জন্যে প্রয়োজনীয় ভালো মেজাজ কি রনের তৈরি হয়েছে।

আমি পারি না হ্যারি, আমার এখনো চারশত বাইশ পৃষ্ঠা পড়তে হবে! বলল হারমিওন, এখন ওকে খানিকটা বিকারগ্রস্ত মনে হচ্ছে। ঠিক আছে ... সে রনের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, ও চায় না আমি পার্টিতে যোগ দেই।

এ সম্পর্কে মনে হয় কোন বিতর্ক চলে না, কারণ ঠিক ওই মুহূর্তেই রন চিৎকার করে বলে উঠল, স্ক্যাবার্সকে যদি খেয়ে ফেলা না হতো তাহলে, সে এই ফাজ মাছিগুলো খেতে পারতো, ও ওগুলো খুব পছন্দ করতো।

হারমিওনের দু চোখ ফেটে জল বের হলো। হ্যারি কিছু বলার আগেই বিশাল বইটা হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দৌড় চলে গেল মেয়েদের হোস্টেলের সিঁড়ির দিকে এবং দৃষ্টির বাইরে।

তুমি কী ওকে একটা সুযোগ দিতে পার না? হ্যারি জিজ্ঞাসা করল রনকে শান্ত স্বরে।

না, সোজাসাপটা জবাব রনের। সে যদি শুধু এমন ভাব করতো যে সে দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু সে তো তার দোষ কখনও স্বীকার করে না। এখনও সে এমন ভাব করছে যেন কোন ছুটিতে বা ওই ধরনের কিছু করতে গিয়েছে স্ক্যাবার্স।

রাত একটায় প্রফেসর ম্যাকগোনাগল যখন কমনরুমে এসে সবাইকে শুতে যেতে বললেন পার্টি তখন শেষ হলো। হ্যারি এবং রন হোস্টেলে ফেরার পথে খেলা সম্পর্কে আলোচনা করছিল। অবশেষে ক্লান্ত হ্যারি বিছানায় উঠে চারদিকের চাদরগুলো ফেলে দিল, যেন চাঁদের আলো ওর উপর এসে না পড়ে, চিৎ হয়ে শুয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে গেল।

অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল হ্যারি। বনের ভেতর দিয়ে হাঁটছে সে, কাঁধে ফায়ারবোল্ট, ও যেন রূপালী সাদা একটা কিছুকে অনুসরণ করছে। সামনের গাছের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে ওটা, পাতার ফাঁকে ফাঁকে ওটার এক ঝলক দেখতে পাচ্ছে হ্যারি। ওটা ধরার জন্য আগ্রহে গতি বাড়িয়ে দিল সে, কিন্তু ও যত দ্রুত হাঁটছে ওর লক্ষ্যবস্তুও তত জোরে যাচ্ছে। দৌড়াতে শুরু করল হ্যারি সামনে দ্রুত ধাবমান খুঁড়ের শব্দ শুনতে পেল সে। এখন সে দৌড়াচ্ছে প্রাণপণে, আর সামনে শুনতে পাচ্ছে ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। তারপর একটা কোণা ঘুরে পরিষ্কার জায়গায় এল এবং

আআআআআআআআআআআআআআআররররররররররররররঘঘঘঘঘ ঘঘঘঘঘঘঘঘঘঘঘঘঘ! নাআআআআআআআআআ!

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল হ্যারির যেন কেউ ওর মুখে মেরেছে কিছু দিয়ে। গাঢ় অন্ধকারে কোন কিছুই চিনতে পারছে না সে, চারদিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে–নিজের চারপাশে কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে, রুমের অন্যদিক থেকে সিমাস ফিনিগানের গলা শুনতে পেল।

কি হচ্ছে?

হ্যারির মনে হলো হোস্টেলের দরজাটা ঠাস করে বন্ধ হলো। অবশেষে পর্দার মাঝখানের বিভাজন পেয়ে ওগুলোকে সরিয়ে দিল হ্যারি, ঠিক সেই মুহূর্তে ডিন থমাস বাতি জ্বালল।

বিছানার উপর বসে রয়েছে রন, ওর বিছানার পর্দাগুলো একদিক থেকে ছেঁড়া, চেহারায় চরম ভীতি।

ব্ল্যাক! সাইরিয়াস ব্ল্যাক! ছোরা সহ!

কী?

এইখানে ছিল! এইমাত্র! আমার এই পর্দাগুলো ছোরা দিয়ে ফালাফালা করেছে! আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়েছে!

তুমি নিশ্চিত যে স্বপ্ন দেখছ না? বলল ডিন।

পর্দাগুলো দেখ! আমি তোমাদের বলছি, ও এখানে এসেছিল!

সবাই বিছানা থেকে নামল; হোস্টেলের দরজায় হ্যারি প্রথম পৌঁছাল, এবং সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামল সবাই। ওদের পেছনে দরজাগুলো খুলে গেল এবং ঘুম ঘুম স্বরে ওদেরকে ডাকল অন্যরা।

কে চিৎকার করেছে?

তোমরা কী করছ?

নিবু নিবু আলোর ছটায় কমনরুমটা তখনও আলোকিত, পার্টির ছড়ানো ছিটানো জিনিসপত্রের নোংরা কিন্তু জনশূন্য।

রন, তুমি কি নিশ্চিত যে, স্বপ্ন দেখছিলে না?

আমি তোমাদেরকে বলছি, আমি তাকে দেখেছি!

কিসের এতো শব্দ হচ্ছে?

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল আমাদের শুতে যেতে বলেছে! কয়েকটি মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে, হাই তুলতে তুলতে। কয়েকটি ছেলেও এসেছে।

চমৎকার, আমরা কী আবার পার্টি চালিয়ে যাব? চাঙ্গা স্বরে বলল ফ্রেড উইজলি।

সবাই উপরে যাও! বলল পার্সি, দ্রুত কমনরুমে ঢুকে পায়জামায় হেডবয় ব্যাজটা লাগাতে লাগল।

পার্স–সাইরিয়াস ব্ল্যাক! ক্ষীণ স্বরে বলল রন। আমাদের হোস্টেলে। ছোরাসহ! আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়েছে।

পুরো কমনরুমটা স্থির নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

ননসেন্স! বলল পার্সি, ওকে হতভম্ব দেখাচ্ছে। তুমি হয়তো বেশি খেয়ে ফেলেছো রন–দুঃস্বপ্ন দেখেছো

আমি তোমাদের বলছি

এই যে, যথেষ্ট হয়েছে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ফিরে এসেছেন। রেগে গিয়ে তাকাচ্ছেন সবার দিকে।

গ্রিফিন্ডররা ম্যাচ জিতেছে আমি খুশি, কিন্তু ব্যাপারটা এখন উদ্ভট হয়ে যাচ্ছে। পার্সি তোমার কাছে আমি আরও ভালো কিছু আশা করেছিলাম।

আমি এটা করার অনুমতি দিইনি, প্রফেসর! বলল পার্সি। আমি এই মাত্র ওদেরকে বিছানায় ফিরে যাওয়ার কথা বলছিলাম! আমার ভাই রন একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে–

ওটা দুঃস্বপ্ন ছিল না! রন চিৎকার করল। প্রফেসর, আমি জেগে উঠলাম এবং দেখলাম ছোরা হাতে সাইরিয়াস ব্ল্যাক আমার উপর ঝুঁকে রয়েছে!

এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

উদ্ভট কথা বলো না, উইজলি, ও ছবির ফুটোর মধ্য দিয়ে কীভাবে যাবে?

ওকে জিজ্ঞাসা করন! বলল রন, স্যার ক্যাডোগানের ছবির দিকে কম্পিত আঙুল তুলে। ওকে জিজ্ঞাসা করন দেখেছে কি না

রনের দিকে অবিশ্বাসের চাহনি দিয়ে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ছবিটাকে সরিয়ে বাইরে গেলেন। দম আটকে শুনছে কমনরুমের সবাই।

স্যার ক্যাডোগান, একটু আগে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে আপনি কী কাউকে যেতে দিয়েছেন?

নিশ্চয়, মহিয়সী নারী! চিৎকার করলেন স্যার ক্যাডোগান। বজ্রাহতের মতো নিঃশব্দতা নেমে গেল কমনরুমের ভেতরে এবং বাইরে।

আপনি–আপনি দিয়েছেন? বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। কিন্তু কিন্তু পাসওয়ার্ড!

ওর কাছে ছিল! গর্বের সঙ্গে বললেন স্যার ক্যাডোগান। পুরো সপ্তাহেরটাই তার কাছে ছিল, মাই লেডি! ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো থেকে সবকয়টা পড়ে শোনাল!

ছবির ফুটোর কাছ থেকে কমনরুমে ফিরে বজ্রাহত ছাত্রদের মুখোমুখি হলেন তিনি। মুখের সব রক্ত সরে গেছে। চক-এর মতো সাদা।

কে সেই লোক, বললেন তিনি, তার স্বর কাঁপছে, এরকম বোকা কে যে সপ্তাহের পাসওয়ার্ডগুলো কাগজে লিখে আবার হারিয়ে ফেলেছে? সম্পূর্ণ নীরবতা, কিন্তু খানিক পরে ভেঙে গেল ভীতসন্ত্রস্ত চি চি কণ্ঠস্বরে। নেভিল লংবটম, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপছে, ধীরে ধীরে হাত তুলল উপরে।

স্নেইপ-এর ক্ষোভ

সেরাতে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের কেউ ঘুমালো না। সে জানে পুরো প্রাসাদটা আবার তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কমনরুমে পুরো হাউজের সবাই জেগে থেকেছে, ব্ল্যাক ধরা পড়েছে এটা শোনার জন্য। ভোরে এসে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল জানালেন আবার পালিয়ে গেছে ও।

পরদিন ওরা যেখানেই গেছে সেখানেই কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা লক্ষ্য করেছে। প্রফেসর ফ্লিটউইককে দেখা গেল সামনের দরজায় ওদেরকে কিভাবে সাইরিয়াস ব্ল্যাককে চেনা যাবে শেখাচ্ছেন; হঠাৎ করে করিডোর ধরে দ্রুত আসা যাওয়া করছেন ফিলচ, সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে দেয়ালের সামান্য ফাটা থেকে। ইঁদুরের গর্ত পর্যন্ত। স্যার ক্যাডোগানকে বাদ দেয়া হয়েছে। সাত তলার অব্যবহৃত সিঁড়ির নিচে তার জায়গা হয়েছে এবং সেই স্থূলকায় মহিলা আবার ফিরে এসেছেন। তাকে খুব দক্ষতার সাথে আদি রূপে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, কিন্তু তখনও তিনি খুবই নার্ভাস, এবং এই শর্তে ফিরে এসেছেন যে তাকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেয়া হবে। তাকে পাহারা দেয়ার জন্যে কাঠখোট্টা দেখতে একদল নিরাপত্তা কর্মীকে ভাড়া করা হয়েছে। করিডোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা ভীতিকর একটা গ্রুপের মতো, কর্কশ স্বরে কথা বলছে আর নিজেদের মুগুরগুলোকে প্রদর্শন করছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

হ্যারি লক্ষ্য করল তিনতলার একচক্ষু ডাইনিটার মূর্তিটাকে কেউ পাহারা দিচ্ছে। মনে হচ্ছে ফ্রেড এবং জর্জ ঠিকই মনে করে যে তারা-এবং এখন হ্যারি, রন ও হারমিওনই-একমাত্র এর ভেতরের গোপন পথটার কথা জানে।

তোমার কি মনে হয় ওটার কথা বলে দেয়া উচিত? হ্যারি জিজ্ঞাসা করল রনকে।

আমরা জানি ও হানিডিউকস-এর দিক থেকে আসে না, বলল রন। দোকানটা যদি কেউ ভেঙে ঢুকতো তাহলে আমরা জানতে পারতাম।

রনের দৃষ্টিভঙ্গিতে হ্যারি খুশি হলো। একচক্ষু ডাইনিটাকে পাহারা দেয়া হলে সে আর কখনই হাসমিড-এ যেতে পারত না।

রন মুহূর্তের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে গেল। এই প্রথমবারের মতো লোকে হ্যারির চেয়ে ওর দিকে বেশি নজর দিচ্ছে, এবং এটা পরিষ্কার এই অভিজ্ঞতাটা রন উপভোগও করছে। যদিও রাত্রের ঘটনায় সে এখনও বিধ্বস্ত, তারপরও যেই জিজ্ঞাসা করুক না কেন ওই বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলার ব্যাপারে তার কোন ক্লান্তি নেই।

...আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, কিছু একটা ছেঁড়া হচ্ছে শুনতে পেলাম, মনে করেছিলাম স্বপ্ন দেখছি, তুমি বুঝতে পারছো? কিন্তু তারপর বন্ধ ঘরে বাতাস!... আমি জেগে উঠলাম, দেখলাম বিছানার একদিকের পর্দা টেনে নামানো... আমি আরেকদিকে কাত হলাম... দেখলাম ও ঝুঁকে আছে আমার উপর... যেন একটা কঙ্কাল, নোংরা চুলের বোঝা... লম্বা

একটা ছোরা ধরা, নিশ্চয়ই বারো ইঞ্চি হবে... ও আমার দিকে তাকাল আমি ওর দিকে এবং আমি চিৎকার করলাম সে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

কিন্তু কেন? রন হ্যারিকে জিজ্ঞাসা করল, দ্বিতীয় বর্ষের মেয়েগুলো ওর গল্প শুনে চলে যাওয়ার পর। ও পালিয়ে গেল কেন?

হ্যারি নিজেও একই বিষয়ে ভাবছে। ব্ল্যাক, ভুল বিছানায় গেলেও রনকে হত্যা করে ওর দিকে কেন এল না? বার বছর আগে সে প্রমাণ করেছে নির্দোষ মানুষকে খুন করতে তার একটু বাধে না, এবং এই সময়ে সে পাঁচটি নিরস্ত্র বালকের মুখোমুখি হয়েছিল মাত্র, এদের মধ্যে চারজনই ঘুমিয়ে ছিল...।

চূড়ান্তভাবে অপমানিত ও লজ্জিত নেভিল। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তার উপরে এত ক্ষেপে গিয়েছেন যে ওর ভবিষ্যতের সবগুলোর হগসমিড যাত্রা বাতিল করে দিয়েছেন। ওকে ডিটেনশন দিয়েছেন এবং ওকে টাওয়ারের পাসওয়ার্ড দেয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। বেচারা নেভিল কমনরুমের বাইরে প্রত্যেক রাতে একাকি দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাকে কখন কে সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে যাবে, সহ্য করতে হতো নিরাপত্তা দলটি তুলনায় অবজ্ঞাসুলভ হাসি। অবশ্য এই শাস্তি গুলোর একটিও, দাদী তার জন্য যে শাস্তি তুলে রেখেছিল তার কিছুই নয়। ব্ল্যাক আসার দুইদিন পর, তিনি নেভিল-এর জন্য সেটাই পাঠালেন, হোগার্টস-এর যেকোন ছাত্রের জন্য যেটা সবচেয়ে জঘন্য, বিশেষ করে নাস্তার সময়–হাউলার।

স্কুলের পেঁচাটা গ্রেট হলের ভেতরে ডাক নিয়ে ঢুকল, নেভিলের সামনে একটা পোষা পেঁচা এসে নামল, ঢোক গিলল, ওটার ঠোঁটে একটা টকটকে লাল খাম। হ্যারি এবং রন ওর উল্টোদিকে চেয়ারে বসেছিল, সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল চিঠিটা, একটা হাউলার-এক বছর আগে মায়ের কাছ থেকে রন পেয়েছিল একটা।

ওটা খুলে পড়ে ফেল, নেভিল, রন উপদেশ দিল।

নেভিলকে এখন কোনকিছুই দুবার বলতে হয় না। খামটা টেনে নিল এবং এমনভাবে ধরল যেন ওটা একটা বোমা, দৌড়ে হল থেকে বেরিয়ে গেল সে, স্লিথারিন টেবিলের সবাই দেখে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। এনট্রেনস হল থেকে হাউলারটা শোনা গেল–নেভিলের দাদী, তার গলার স্বর জাদুর কল্যাণে একশ গুণ বেড়ে গেছে, তীক্ষ্ণ স্বরে অভিযুক্ত করছেন তাকে পুরো পরিবারের জন্য লজ্জার কারণ হওয়ার জন্য।

নেভিলের জন্য হ্যারির নিজেরই দুঃখবোধ হচ্ছিল, ওর যে একটা চিঠি এসেছে সেটা খেয়ালই করেনি। কব্জিতে ঠোকর মেরে হেডউইগ ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

আউচ! ওহ্–ধন্যবাদ, হেডউইগ...।

খামটা খুলল, ইতোমধ্যে নেভিলের কর্নফ্লেক্সে ভাগ বসাল হেডউইগ। ভেতরে নোটটাতে লেখা আছে

প্রিয় হ্যারি এবং রন,

আজ সন্ধ্যা ছটার দিকে আমার সঙ্গে চা খেলে কেমন হয়? আমিই এসে তোমাদেরকে নিয়ে যাব। বাইরের হলে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে, নিজে নিজে বাইরে যাওয়া তোমাদের নিষেধ।

চিয়ার্স

হ্যাগ্রিড

মনে হয় সে ব্ল্যাক সম্পর্কে সব কিছু শুনতে চায়! বলল রন।

সন্ধ্যা ছটায় হ্যারি আর রন গ্রিফিন্ডর টারওয়ার থেকে বেরিয়ে, এক দৌড়ে সিকিউরিটি দলটাকে পেরিয়ে নিচের হলের দিকে রওনা হলো।

ওখানে হ্যাগ্রিড আগে থেকেই ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

ঠিক আছে, হ্যাগ্রিড! বলল রন। মনে হচ্ছে শনিবারের রাত সম্পর্কে তুমি শুনতে চাও, তাই না?

আমি এর মধ্যে সব শুনে ফেলেছি, বাইরের দিকের দরজা খুলতে খুলতে বলল সে।

ওহ, বলল রন, একটু হতাশ হয়েছে।

হ্যাগ্রিডের কেবিনে ঢুকে প্রথম যে জিনিসটা ওদের নজরে পড়ল সেটা হচ্ছে বাকবিক, হ্যাগ্রিডের তালি দেয়া কম্বলের ওপর পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ওটা, বিশাল পাখাজোড়া শরীরের সঙ্গে গোটানো, মৃত বেজির মাংস দিয়ে তৈরি খাবার খাচ্ছে সে। এ অপ্রিয় দৃশ্য থেকে চোখ সরিয়ে হ্যারি দেখল হ্যাগ্রিডের ওয়ার্ডরোব-এর দরজা থেকে ঝুলছে দৈত্যাকার বাদামি রঙের একটি স্যুট এবং সাংঘাতিক হলুদ ও কমলা রঙের একটি টাই।

ওগুলো কিসের জন্যে? হ্যারি জিজ্ঞাসা করল।

এই শুক্রবার বাকবিকের মামলা। সে আর আমি ওর জন্য লন্ডনে যাব। নাইট বাসে দুটো সিট বুক করেছি ...।

মনে মনে নিজেকে দোষী করল হ্যারি। বাকবিকের মামলা এত সামনে চলে এসেছে অথচ ভুলেই গিয়েছিল সে, রনের চেহারা দেখে মনে হলো সেও ভুলে গিয়েছিল। বাকবিকের পক্ষে আইনি সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি তারা যে দিয়েছিল সেটাও ওরা ভুলে গেছে; ফায়ারবোল্ট এসে মন থেকে সবকিছু মুছে দিয়েছে।

ওদের জন্য চা ঢালল, প্লেটে করে কয়েকটা রুটি দিল কিন্তু ওরা নিল না, হ্যাগ্রিডের রান্না সম্পর্কে ওদের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে।

তোমাদের দুজনের সঙ্গে আমার কিছু সলাপরামর্শ রয়েছে, বলল হ্যাগ্রিড ওদের দুজনের মাঝখানে বসে, ওকে চরিত্রের বাইরে সিরিয়াস দেখাচ্ছে।

কী? বলল হ্যারি।

হারমিওন, বলল হ্যাগ্রিড।

তার আবার কী হলো? বলল রন।

ও ঠিকই আছে, ক্রিসমাস থেকে প্রায়ই আমাকে দেখতে আসছে। নিঃসঙ্গ বোধ করছে। তোমরা দুজন ওর সঙ্গে কথা বলোনি ফায়ারবোল্টের কারণে, এখন বলছ না ওর বিড়ালের কারণে

স্ক্যাবার্সকে খেয়ে ফেলেছে ওটা! মাঝখানে ক্ষিপ্তভাবে বলল রন।

আর সব বিড়াল যা করত ওর বিড়ালটাও ঠিক তাই করেছে, বলল হ্যাগ্রিড একগুয়ের মতো। তোমরা জান ও এর জন্য কত কেঁদেছে। আমাকে যদি বলো আমি বলব, যতটুকু চিবোতে পারে তার চেয়ে বেশি কামড়ে নিয়েছে সে। এরপরেও অনেক কাজের পর বাকবিকের মামলায় আমাকে সাহায্য করছে, মনে রেখ ও সত্যি কতগুলো ভালো পয়েন্ট পেয়েছে... মনে হচ্ছে বাকবিকের জেতার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে ...

হ্যাগ্রিড, আমাদেরও সাহায্য করা উচিত ছিল. দুঃখিত বলল হ্যারি।

আমি তোমাদেরকে দোষারোপ করছি না! বলল হ্যাগ্রিড হ্যারির মাপ চাওয়াটাকে উড়িয়ে দিয়ে। খোদা জানে তোমাদের আরও অনেক কিছু করার রয়েছে, আমি দেখেছি তোমরা দিনে রাতে কুইডিচ প্র্যাকটিস করছে–কিন্তু তোমাদেরকে আমার বলতেই হবে, আমার মনে হয় ব্রুমস্টিক অথবা ইঁদুরের চেয়ে তোমাদের দুজনকে বন্ধুত্বের মূল্য বেশি দিতে হবে। ব্যাস।

হ্যারি এবং রন অস্বস্তিকর দৃষ্টি বিনিময় করল।

সত্যিই সে ঘাবড়ে গিয়েছিল, যখন ব্ল্যাক তোমাকে ছুরি দিয়ে প্রায় আঘাত করেছিল, রন। ঠিক জায়গায় ওর একটা হৃদয় আছে, হারমিওনের আছে, আর তোমরা দুজন কিনা ওর সঙ্গে কথা বলছ না।

ও যদি ওর বিড়ালটাকে তাড়িয়ে দেয়, আমি আবার ওর সঙ্গে কথা বলব? রেগে বলল রন। কিন্তু ও এখনও ওটা ধরে আছে! ওটা একটা পাগল, এবং ওটার বিরুদ্ধে সে কিছুই শুনতে রাজি নয়!

আহ্, বেশ, নিজেদের পোষা জন্তু সম্পর্কে মানুষ একটা বোকা হতেই পারে, বিজ্ঞের মতো বলল হ্যাগ্রিড। পেছনে হ্যাগ্রিডের বালিশের উপরে বেজির কয়েকটা হাড় ছড়ালো বাকবিক।

পরবর্তী সময়টা ওরা গ্রিফিন্ডর হাউজের কুইডিচ কাপ জেতার সম্ভাবনা আলোচনা করল। নটার সময় হ্যাগ্রিড আবার ওদেরকে পৌঁছে দিল।

কমনরুমে ঢুকে দেখল নোটিশ বোর্ডের সামনে একদল ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

আগামী সপ্তাহান্তে আবার হাসমিড! বলল রন, মাথার উপর দিয়ে নোটিশটা পড়তে পড়তে। তোমার কী মনে হয়? শান্তস্বরে হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল।

ফিলচ এখনও হানিডিউকসের যাওয়ার পথটার ব্যাপারে কিছু করেনি... আরও শান্ত স্বরে বলল হ্যারি।

হ্যারি! ওর ডান কানে কে যেন ডাকল। হ্যারি চারদিক চেয়ে হারমিওনের দিকে তাকাল, ও ওদের ঠিক পেছনের টেবিলে বসেছিল।

হ্যারি, তুমি যদি আবার হাসমিডে যাও... আমি প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে ম্যাপটার কথা বলে দেব! বলল হারমিওন।

তুমি কী কাউকে কথা বলতে শুনছ, হ্যারি? বলল রন হারমিওনের দিকে না তাকিয়ে।

রন, ব্ল্যাক তোমাকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল, এরপর তুমি কীভাবে হ্যারিকে ওখানে যেতে দাও? আমি সত্যিই বলছি, আমি বলে দেব।

তাহলে এখন তুমি হ্যারিকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করাতে চাও! ক্ষিপ্ত স্বরে বলল রন। এ বছর তুমি যথেষ্ট ক্ষতি ইতোমধ্যেই করে ফেলোনি কী?

জবাব দেয়ার জন্য হারমিওন মুখ খুলেছিল, কিন্তু নরম একটা শব্দ করে কশ্যাংকস লাফিয়ে উঠল ওর কোলে। রনের মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে হারমিওন ওকে নিয়ে ওঠে দৌড়ে চলে গেল মেয়েদের হোস্টেলের দিকে।

তাহলে কী হলো? রন বলল হ্যারিকে, যেন ওদের আলোচনায় কোন বাধা পড়েনি। চলো, শেষবার যেবার গিয়েছিলে কিছুই দেখতে পাওনি। তুমি জঙ্কোর ভেতরে যাওনি!

হ্যারি চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল হারমিওন আশেপাশে নেই।

ঠিক আছে, সে বলল। কিন্তু এবার আমি অদৃশ্য হওয়ার জামাটা নিয়ে যাব।

***

শনিবার সকালে অদৃশ্য হওয়ার জামাটা ব্যাগে ভরল হ্যারি, ম্যাপটা পকেটে, সবার সঙ্গে নিচে নাস্তার টেবিলে বসল। হারমিওন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে, কিন্তু ও সরাসরি ওর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। এবং ও মারবেল সিঁড়ি ধরে বাইরের হলে যাচ্ছে এটা যেন দেখতে পায় হারমিওন সে ব্যাপারে সচেতন থাকল।

বাই! হ্যারি বলল রনকে। ফিরে এলে দেখা হবে!

দাঁত বের করে হাসল রন। চোখ টিপল।

তৃতীয়তলায় দৌড়ে উঠল হ্যারি, যেতে যেতে পকেট থেকে ম্যাপটা বের করল। একচক্ষু ডাইনিটার আড়ালে বসে ওটাকে সমান করল। ওর দিকে একটা ক্ষুদ্র বিন্দু এগিয়ে আসছে। চোখ সরু করে দেখল হ্যারি, ছোট্ট করে লেখা আছে নেভিল লংবটম।

দ্রুত জাদুর কাঠিটা বের করে বিড়বিড় করল ডিসেনডিয়াম! মূর্তিটার ভেতরে ওর ব্যাগটা ঢুকিয়ে দিল,কিন্তু ও নিজে ভেতরে যাওয়ার আগে কোণা ঘুরে নেভিল চলে এল।

হ্যারি! আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমিও হাসমিডে যাচ্ছ না!

হাই, নেভিল, বলল হ্যারি, দ্রুত মূর্তিটার কাছ থেকে সরে গেল এবং ম্যাপটা আবার পকেটে ভরে ফেলল। তুমি কী করছ?

কিছুই না, কাঁধ ঝাঁকালো নেভিল। এক্সপ্লোডিং স্নাপ-এর এক হাত হয়ে যাবে নাকি?

ইয়ে–মানে এখন না–আমি লাইব্রেরিতে যাচ্ছিলাম, লুপিনের ওই ভ্যাম্পায়ার সম্পর্কে রচনাটা–

আমিও তোমার সঙ্গে যাব, খুশি হয়ে বলল নেভিল। আমিও ওটা লিখিনি!

ইয়ে–দাঁড়াও–মানে, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, গত রাতে ওটা শেষ করে ফেলেছি!

চমৎকার, তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে! বলল নেভিল, ওর গোল মুখটায় উদ্বেগ। ওই রসুন সম্পর্কিত ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝি না–ওটা কি খেতে হয়, অথবা

কথা বন্ধ করে দিল নেভিল, হ্যারির কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে।

স্নেইপ। হ্যারির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল নেভিল।

এবং তোমরা দুজন এখানে কী করছ? বললেন স্নেইপ, ওদের সামনে দাঁড়িয়ে, একবার একে একবার ওকে দেখে। দেখা করার জন্যে একটা খুব অদ্ভুত জায়গা।

হ্যারির অস্বস্তির মধ্যে, স্নেইপের কালো চোখ জোড়া ওদের দুজনের দুদিকের দরজা ঘুরে একচক্ষু ডাইনিটার ওপর এসে স্থির হলো।

আমরা এখানে অপেক্ষা করছি না, বলল হ্যারি। এখানে আমাদের দেখা হয়ে গেছে।

সত্যিই? বললেন স্নেইপ। অস্বাভাবিক জায়গাগুলোতে, যেখানে কখনই তোমাকে আশা করা হয় না, সেখানেই দেখা দেয়ার তোমার একটা অভ্যাস রয়েছে, পটার, এবং কোন কারণ ছাড়াই সেখানে তোমাকে পাওয়া যায়... আমি প্রস্তাব করছি তোমরা দুজন গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে ফিরে যাও, ওখানেই তোমাদের জায়গা।

আর কোন কথা না বলে হ্যারি আর নেভিল রওনা হয়ে গেল।

কোণাটা ঘোরার আগে পেছনে ফিরে হ্যারি দেখল স্নেইপ একচক্ষু ডাইনিটার মাথায় হাত দিয়ে খুব কাছে থেকে পরীক্ষা করে দেখছেন।

স্থূলকায়া মহিলার ওখানে পাসওয়ার্ডটা বলে নেভিলকে কাটিয়ে দিল হ্যারি, ওকে বলল যে ভ্যাম্পায়ারের রচনাটা লাইব্রেরিতে ফেলে এসেছে। দৌড়ে গেল হ্যারি। নিরাপত্তা দলটিকে পেরিয়ে আবার ম্যাপটা বের করল পকেট থেকে, চোখের খুব কাছে ধরল ওটা।

তৃতীয়তলার করিডোরটা মনে হচ্ছে একেবারেই জনশূন্য। ম্যাপটা ভালো করে স্ক্যান করে দেখল, স্বস্তি পেল, সেভেরাস স্নেইপ লেখা ছোট্ট বিন্দুটা ওর অফিসে ফিরে গেছে।

দৌড়ে একচক্ষু ডাইনিটার কাছে গেল, ওর কুজটা খুলে নিজেকে ভেতরে নামিয়ে দিল, কিছুদূর যাওয়ার পর ওর ব্যাগটা পেল। ম্যাপ থেকে লেখা মুছে দিয়ে দৌড় শুরু করল হ্যারি।

***

অদৃশ্য হওয়ার জামাটার নিচে সম্পূর্ণ লুকনো হ্যারি হানিডিউকসের বাইরে গিয়ে উপস্থিত হলো, পেছন থেকে খোঁচা মারল রনকে।

আমি, বিড় বিড় করে বলল।

এত দেরি হলো কেন? রন বলল ফিসফিস করে।

স্নেইপ ঘোরাফেরা করছিলেন আশেপাশে...

হাই স্ট্রিট ধরে ওরা রওনা হয়ে গেল।

কোথায় তুমি? রন বার বার ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করছে। তুমি এখনও আছো? এই বোধটা কেমন যেন অদ্ভুত...।

ওরা পোস্ট অফিসে গেল; রন এমন একটা ভান করল যেন মিসরে সে একটা পেঁচা পাঠাবে তার খরচ জানার চেষ্টা করছে, যেন হ্যারি চারদিকটা ভালো করে ঘুরে দেখতে পারে। প্রায় তিনশ পেঁচা, বসে বসে আস্তে আস্তে ডাক ছাড়ছে; গ্রেট গ্রে থেকে শুরু করে ছোট্ট স্কপ পেঁচা (স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের জন্য), এগুলো এতো ছোট যে হ্যারির হাতের তালুতে একেকটাকে রাখা যায়।

এরপর ওরা জঙ্কোতে গেল, ওখানে এত ভিড় যে খুব সাবধানে এগোলো হ্যারি, যেন কারো সঙ্গে ধাক্কা না লাগে, কারো পা মাড়িয়ে না যায়, যেন কোনরকম আতঙ্কের সৃষ্টি না হয়। ওখানে নানা রকমের খেলা হচ্ছে, চুটকি চলছে যেগুলো ফ্রেড এবং জর্জ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না; ফিসফিস করে রনকে নির্দেশ দিচ্ছে হ্যারি জিনিস কেনার জন্যে আর কাপড়ের নিচ দিয়ে ওর হাতে কিছু সোনার কয়েন খুঁজে দিচ্ছে। ভেতরে ঢোকার সময় ওদের মানিব্যাগ ভরাই ছিল, জঙ্কো থেকে বেরুবার সময় সেগুলো বেশ হালকা লাগছে। ওদের পকেট ভর্তি ডাং–বোমা, হেঁচকি–মিঠাই, বেঙাচি সাবান এবং প্রত্যেকের জন্য একটা করে নাক–কামড়ানো চায়ের কাপ নিয়ে বেরিয়েছে।

দিনটা পরিষ্কার ফুরফুরে, কেউই ঘরের ভেতরে থাকতে চাইছে না, থ্রি মস্টিক পেরিয়ে একটা ঢাল বেয়ে ওরা ব্রিটেনের সবচেয়ে ভূতুড়ে বাড়ি স্রিকিং শ্যাক দেখতে গেল। গ্রামের অন্য বাড়িগুলোর চেয়ে একটু উপরে এবং দিনের বেলায়ও কেমন যেন গা–ছমছম করে ওঠে, তক্তা মারা জানালা এবং স্যাঁতসেঁতে বাগানওয়ালা বাড়িটা।

হোগার্টর্স-এর ভূতগুলোও এ বাড়িটা এড়িয়ে চলে, বলল রন, বেড়ার উপরে হেলান দিয়ে গল্প করছে ওরা। আমি একবার এ ব্যাপারে প্রায় মাথাবিহীন নিককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম... ও বলেছে যে এ বাড়িটাতে এক দঙ্গল উগ্র মেজাজের লোক থাকে। কেউ ভেতরে যায় না। ফ্রেড এবং জর্জ একবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভেতরে যাওয়ার সবগুলো দরজা বন্ধ...।

উপরে ওঠার কারণে হ্যারির গরম লাগছে, ভাবছিল আলখাল্লাটা খুলে ফেলবে। ঠিক ওই সময় কাছেই কয়েকটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল কারা যেন অন্যদিক থেকে বাড়িটার দিকে উঠে আসছে; কয়েক মুহূর্ত পরে ম্যালফয় উঠে এল, ওর খুব কাছে থেকে পেছনে পেছনে ক্রে এবং গয়ল। কথা বলছিল ম্যালফয়।

...যেকোন মুহূর্তে বাবার পাঠানো পেঁচাটা আসতে পারে। আমার হাত সম্পর্কে শুনানিতে তার যাওয়ার কথা ছিল কিভাবে তিন মাস এ হাতটা আমি ব্যবহার করতে পারিনি।

ক্রেব এবং গয়ল চাপা বিদ্রুপের হাসি হাসল।

আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল ওই বিশাল দেহের লোমশ মানুষটা কিভাবে পক্ষ সমর্থন করে সেটা দেখার... সত্যিই বলজি ওগুলো বিপজ্জনক লয় ওই হিপোগ্রিফটা মারাই যাবে।

হঠাৎ রনকে দেখতে পেল ম্যালফয়। ওর ফ্যাকাশে মুখটা প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠল।

এখানে কি করছ উইজলি?

রনের পেছনের ভূতুড়ে বাড়িটার দিকে তাকাল ম্যালফয়।

মনে হচ্ছে ওখানে থাকতে পেলে তুমি খুশিই হতে, তাই না, উইজলি? তোমার নিজের একটা বেডরুমের স্বপ্ন দেখছ? আমি শুনেছি তোমাদের গোটা পরিবারটাই এক রুমে ঘুমায়-এটা কী সত্যি?

লাফ দিতে যাচ্ছিল রন, পেছন থেকে কাপড় টেনে সামলে নিল হ্যারি।

ওটাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, ফিসফিস করে রণের কানে বলল ও।

সুযোগটা এতোই ভালো যে হারানো যায় না। চুপিচুপি ম্যালফয়, ক্রেব এবং গয়ল-এর পেছনে গেল হ্যারি, নিচু হয়ে রাস্তা থেকে হাত ভর্তি মাটি তুলে নিল।

আমরা এই মাত্র তোমাদের জন্য হ্যাগ্রিড সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, ম্যালফয় রনকে বলল। এই ভাবার চেষ্টা করছিলাম আরকি, ও কমিটি ফর দি ডিসপোজাল অফ ডেঞ্জারাস ক্রিয়েচার্স-এর কাছে কি বলছে। তুমি কি মনে কর হিপোগ্রিফটার পা যখন ওরা কাটবে তখন কী হ্যাগ্রিড কাঁদবে

স্প্যাট!

একতাল কাদা ম্যালফয়ের মাথায় এসে লাগল, মাথাটা ঝুঁকে গেল সামনের দিকে; ওর রূপালী চুল হঠাৎ করে কাদাপানিতে ভরে গেল।

কী–যে?

রনের এত জোরে হাসি পেল যে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে ওকে বেড়াটা জোরে আঁকড়ে ধরতে হলো। ম্যালফয়, ক্রেব এবং গয়ল বোকার মতো ওই জায়গাটায় খালি ঘুরছে, চারদিকে খুঁজছে পাগলের মতো কে মারল কাদাপানি, মাথার চুল মুছে পরিষ্কার করার চেষ্টা করল ম্যালফয়।

কী হচ্ছে এটা? কে করছে এরকম?

এটা একটা ভূতুড়ে জায়গা তাই না? বলল রন, যেন বাতাসের উদ্দেশ্যে কথাটা বলল।

ভয় পেয়ে গেছে ক্রেব আর গয়ল। ভূতের বিরুদ্ধে ওদের মোটাসোটা মাসলগুলো কোন কাজেই আসবে না। খা খা শূন্য চারদিকে পাগলের মতো তাকিয়ে আছে ম্যালফয়।

হ্যারি চুপিচুপি ছোট্ট একটা পানির গর্তের কাছে গেল ওটা থেকে দুর্গন্ধে ভরা তেলতেলা কাদা তুলে নিল।

স্প্ল্যাটার!

এবার লাগল ক্রেব আর গয়ল-এর গায়ে। পাগলের মতো লাফাতে শুরু করল গয়ল, ওর ছোট ছোট চোখ থেকে কাদা সরানোর চেষ্টা করছে।

ওটা ওদিক থেকে আসছে! বলল ম্যালফয়, নিজের মুখটা মুছে হ্যারির থেকে ছফিট বায়ে একটি জায়গা দেখিয়ে।

অন্ধের মতো সামনে যাওয়ার চেষ্টা করল ক্রেব, দুহাত দুদিকে প্রসারিত। ওর পাশ ঘেঁষে এড়িয়ে গেল হ্যারি, ছোট্ট একটা লাঠি তুলে নিল, ছুঁড়ে দিল ওটা ক্রেব-এর পিঠের উপর। পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে শূন্যে এক পা ঘুরে এলো ক্রেব, দেখার চেষ্টা করল লাঠিটা কে ছুঁড়েছে, নীরব হাসিতে ফেটে পড়ল হ্যারি। এবং যেহেতু রনকেই দেখা যাচ্ছে ওদের বাইরে একমাত্র ব্যক্তি, রনের দিকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল সে, পা বাড়িয়ে দিল হ্যারি, হোঁচট খেয়ে পড়ল সে এবং তার বিশাল একটা পা হ্যারির জামাটার একটা কোণায় জড়িয়ে গেল। বড় একটা টান অনুভব করল হ্যারি এবং তার মুখ থেকে সরে গেল আলখাল্লাটা।

এক মুহূর্তের জন্য, ম্যালফয় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে।

আআআরঘ! চেঁচিয়ে উঠল সে, হ্যারির মাথার দিকে আঙুল তুলে। এরপর উধ্বশ্বাসে লেজ তুলে পালাল, ওর পেছন পেছন ক্রেব আর গয়ল ছুটছে।

হ্যারি আবার আলখাল্লাটা পরে নিল, কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে।

হ্যারি! বলল রন, একটু হোঁচট খেয়ে সামনে এগিয়ে যেখানে হ্যারি অদৃশ্য হয়ে গেল সেদিকে তাকিয়ে, মনে হয় তোমার তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত! ম্যালফয় যদি কাউকে কিছু বলার সুযোগ পায়–দ্রুত, ফিরে যাও

আবার দেখা হবে, বলল হ্যারি। আর কোন কথা না বলে হগসমিড-এর দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

যা দেখেছে, ম্যালফয় কী সেটা বিশ্বাস করবে? অন্য কেউ কী ম্যালফয়কে বিশ্বাস করবে? অদৃশ্য হওয়ার জামাটার কথা আর কেউ তো জানে না–ডাম্বলডোর ছাড়া আর কেউ নয়। হ্যারির পেট যেন কামড়ে উঠল–ডাম্বলডোর বুঝতে পারবে না ঠিক কি ঘটেছিল, যদি ম্যালফয় তাকে কিছু বলে

হানিডিউকস-এ ফিরে সেলারের ধাপগুলো পেরিয়ে পাথরের মেঝের পর লুকনো দরজা পেরিয়ে, হ্যারি ওর জামাটা খুলে ফেলল, হাতের নিচে গুঁজে দৌড়াতে শুরু করল প্যাসেজটা ধরে যদি ম্যালফয় আগে ফিরে আসে একজন শিক্ষককে পেতে তার কতক্ষণ লাগবে? হাপাচ্ছে হ্যারি, একদিকে ব্যথাও করছে, কিন্তু গতি কমালো না একেবারে পাথরের দরজায় না পৌঁছানো পর্যন্ত। জামাটা যথাস্থানে রেখে দিতে হবে, যদি ম্যালফয় কোন শিক্ষককে বলতে পারে ওটার কথা তাহলে ওর বড় একটা ক্ষতি হয়ে যাবে। একটা অন্ধকার কোণায় ওটাকে লুকিয়ে রেখে উপরে উঠতে শুরু করল সে, যত দ্রুত সম্ভব, ঘামেভেজা হাত বারবার পিছলে যাচ্ছে। অবশেষে একচক্ষু ডাইনিটার কুজের ভেতরে পৌঁছাল সে, জাদুর কাঠি দিয়ে ওটা স্পর্শ করল। খুলে পেল ওটা। মাথা বের

করে নিজেও বেরিয়ে এল, কুজটা বন্ধ হয়ে গেল। এবং যে মুহূর্তে মূর্তিটার পেছন থেকে হ্যারি বেরিয়ে এল ঠিক সেই সময় সে শুনতে পেল এগিয়ে আসা পদধ্বনি।

স্নেইপ আসছেন। দ্রুত হেঁটে হ্যারির সামনে দাঁড়ালেন, তার কালো পোশাক দুলছে।

তাহলে, বললেন তিনি।

ওর মধ্যে একটা চাপা বিজয়ের ভাব দেখা যাচ্ছে। হ্যারি একটা নির্দোষ ভাব ধরে থাকল, যদিও সে তার ঘর্মাক্ত চেহারা আর কাদামাখা হাত সম্পর্কে সচেতন, তাড়াতাড়ি হাত দুটো পকেটে ভরে ফেলল।

পটার, আমার সঙ্গে এসো, বললেন স্নেইপ।

নিচতলায় ওকে অনুসরণ করে গেল হ্যারি, যেতে যেতে স্নেইপের অলক্ষ্যে হাত দুটো নিজের পোশাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। নিচতলার অন্ধকার কারা কক্ষ পেরিয়ে সেইপের অফিসে গেল।

এখানে হ্যারি এর আগে মাত্র একবার এসেছিল, এবং ওই সময়ও সে গুরুতর সমস্যায় পড়েছিল। দেখা যাচ্ছে গত বারের পর ওর জারে স্নেইপ আরও কয়েকটি ভয়ঙ্কর জিনিস সংগ্রহ করেছেন, সবগুলো জার ওর ডেস্কের পেছনে সেলফে রয়েছে, ঘরের আগুনে চকমক করছে।

বস, বললেন স্নেইপ।

হ্যারি বসল। স্নেইপ, অবশ্য দাঁড়িয়েই থাকলেন।

এইমাত্র একটা অদ্ভুত গল্প নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে গেছেন মিস্টার ম্যালফয়, পটার, বললেন স্নেইপ।

কিছুই বলল না হ্যারি।

ও বলে গেছে যে শ্রিকিং শ্যাক-এ ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল উইজলির–দৃশ্যত উইজলি একাই ছিল।

তারপরও, কথা বলল না হ্যারি।

মিস্টার ম্যালফয় বলেছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও যখন উইজলির সঙ্গে কথা বলছিল তখন বিরাট একটা কাদার দলা ওর পেছন থেকে মাথায় এসে লাগল। তোমার কি মনে হয় এটা কীভাবে ঘটেছিল?

অবাক হওয়ার ভান করল হ্যারি।

আমি জানি না প্রফেসর।

স্নেইপের দৃষ্টি যেন হ্যারিকে এফোড় ওফোড় করে ফেলছে। যেন একটা হিপোগ্রিফকে দৃষ্টি দিয়ে কাবু করা আর কি। প্রবল চেষ্টা করছে হ্যারি যেন চোখের পাতা না পড়ে।

তারপর একটা অসাধারণ ভূত দেখতে পেল মিস্টার ম্যালফয়। তুমি কী ধারণা করতে পার ওটা কী ছিল, পটার?

না, বলল হ্যারি, চেষ্টা করল যেন ওর নির্দোষ ঔৎসুক্য প্রকাশ পায়।

ওটা ছিল তোমার মাথা, পটার। বাতাসে ভাসছে।

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল ঘরে।

যদি এরকম কিছু দেখে থাকে তাহলে ওর উচিত মাদাম পমফ্রের কাছে যাওয়া, বলল হ্যারি।

পটার, হগসমিডে তোমার মাথাটা কী করছিল? নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন স্নেইপ। হগসমিডে তো তোমার মাথা যাওয়ার অনুমতি নেই। তোমার দেহের কোন অংশেরই যাওয়ার অনুমতি নেই।

আমি জানি সেটা, বলল হ্যারি, প্রাণপণ চেষ্টা করছে চেহারা থেকে ভয় আর দোষের ভাব সরিয়ে রাখতে। মনে হচ্ছে যেন ম্যালফয়ের দৃষ্টিভ্রম ঘটেছে।

ম্যালফয়ের কোন দৃষ্টিভ্রম হয়নি, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন স্নেইপ, ঝুঁকলেন, হ্যারির চেয়ারে হাতল দুটিতে দুহাত রাখলেন, তাদের মুখ এখন এক ফুট দূরত্বের মধ্যে। যদি তোমার মাথাটা হগসমিডে গিয়ে থাকে, তাহলে শরীরের বাকিটাও গেছে।

আমি গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে ছিলাম, বলল হ্যারি। যেমনটি আপনি বলেছিলেন

কেউ এটা কনফার্ম করতে পারবে?

হ্যারি কিছু বলল না। স্নেইপের সরু মুখটা ভয়াবহ একটা হাসিতে বেকে গেল।

তাহলে,আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের সকলেই বিখ্যাত হ্যারি পটারকে সাইরিয়াস ব্ল্যাক-এর হাত থেকে নিরাপদে রাখতে চাইছে। কিন্তু বিখ্যাত হ্যারি পটার নিজেই নিজের আইন। সাধারণ লোককে তার নিরাপত্তা সম্পর্কে ভাবতে দাও! বিখ্যাত হ্যারি পটার যেখানে খুশি সেখানেই যাবে, পরিণতির কথা না ভেবে।

চুপ করে থাকল হ্যারি। সত্যিটা বলার জন্যে ওকে খোঁচাচ্ছেন স্নেইপ। পারবেন না তিনি। এখন পর্যন্ত তার হাতে কোন প্রমাণ নেই।

তোমার বাবার মতো তুমি কতই না অসাধারণ, হঠাৎ বললেন স্নেইপ, চোখ জোড়া জ্বলছে। তিনিও অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিলেন। কুইডিচ পিচে সামান্য কিছু প্রতিভা থাকায় ভাবতেন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড় তিনি, বন্ধু বান্ধব এবং ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে এখানে সদর্পে ঘুরে বেড়াতেন তার সঙ্গে তোমার একটা উদ্ভট মিল রয়েছে।

আমার বাবা সদর্পে ঘুরে বেড়াতেন না, বলল হ্যারি, নিজেকে সামলে উঠবার আগেই। এবং আমিও ওরকম করি না।

তোমার বাবাও খুব বেশি নিয়ম মেনে চলতেন না, বলে চললেন স্নেইপ, যেন হ্যারির উপর একটু বেশি সুবিধা পেয়ে গেলেন, তার সরু মুখে বিদ্বেষ। আইন যেন সাধারণের জন্যে, কুইডিচ কাপ বিজয়ীদের জন্য নয়। ওর মাথাটা এত গরম হয়ে গিয়েছিল।

চুপ করুন!

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পরল হ্যারি। প্রিভেট ড্রাইভের শেষ সময়ে যেমন ক্রোধ তাকে পেয়ে বসেছিল ঠিক তেমনি ক্রোধ হচ্ছে এখন। স্নেইপের মুখটা শক্ত হয়ে গেল কি ওর কালো চোখ জোড়া বিপদজনকভাবে দ্যুতি ছড়াচ্ছে এর কোনটাই ও পাত্তা দিল না।

আমাকে কী বললে, পটার?।

আমার বাবা সম্পর্কে কিছু না বলার জন্য আপনাকে বলেছি! বলল হ্যারি চিৎকার করে। আমি সব কথা জানি, ঠিক আছে? তিনি আপনার জীবন রক্ষা করেছিলেন! ডাম্বলডোর আমাকে বলেছেন! আমার বাবা না থাকলে আপনিও এখানে থাকতেন না!

স্নেইপের ফ্যাকাশে চামড়া টক দইয়ের মতো বর্ণ ধারণ করল।

এবং কোন পরিস্থিতিতে তোমার বাবা আমার জীবন বাঁচিয়েছিল সেটা কী হেড মাস্টার তোমাকে বলেছেন? ফিসফিস করে বললেন স্নেইপ। নাকি বিস্তারিত ঘটনাটা মূল্যবান হ্যারি পটারের কানের জন্যে খুবই অপ্রিয় মনে করেছেন?

ঠোঁট কামড়ে ধরে আছেন হ্যারি। ও জানে না কি হয়েছিল কিন্তু এটা স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু মনে হয় সত্যতা ধারণা করেছেন স্নেইপ।

তোমার বাবা সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা নিয়ে তুমি এখান থেকে চলে যাবে এটা আমি বরদাস্ত করব না, পটার, বললেন তিনি, একটা ভয়াবহ হাসি ওর মুখটাকে বাঁকা করে ফেলল। তুমি কী গৌরবজনক কোন ঘটনার কথা ভাবছ? তাহলে তোমার ভুলটা ঠিক করে দিই–তোমার বাবা এবং বন্ধুরা আমার সঙ্গে এমন একটা মজা করতে চেয়েছিল যে তাতে আমার মৃত্যু হতে পারতো, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তোমার বাবা পিছপা হয়ে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে বীরত্বের কিছু নেই। সে আসলে ওর নিজের চামড়া এবং আমার জীবন রক্ষা করেছিল। যদি ওই তামাশাটা সফল হতো তাহলে তাকে হোগার্টস থেকে বহিষ্কার করা হতো।

স্নেইপের অসমান, হলুদ দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

তোমার পকেট উল্টাও, পটার! হঠাৎ থুথু ফেলে বললেন স্নেইপ।

নড়ল না হ্যারি। কানের মধ্যে যেন বোমা ফেটেছে।

পকেট উল্টিয়ে দেখাও, না হয় আমরা সোজা যাচ্ছি হেড মাস্টারের কাছে! উল্টাও, পটার!

ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে হ্যারি, ধীরে ধীরে পকেট থেকে জঙ্কোর ব্যাগ এবং ম্যাপটা বের করল হ্যারি।

জঙ্কোর ব্যাগটা তুলে নিলেন স্নেইপ।

রন আমাকে ওগুলো দিয়েছিল, বলল হ্যারি, মনে মনে প্রার্থনা করছে যেন স্নেইপের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই এ সম্পর্কে রনকে ইঙ্গিত দিয়ে রাখতে পারে। সে-শেষবার যখন হগসমিড়ে গিয়েছিল তখন আমার জন্য নিয়ে এসেছিল

সত্যিই তাই? এবং তারপর থেকে ওগুলো তুমি বয়ে বেড়াচ্ছ তাই না? সত্যিই খুবই আবেগপূর্ণ ব্যাপার আর এটা কী?

ম্যাপটা তুলে নিলেন স্নেইপ। সর্বশক্তি দিয়ে চেহারাটাকে ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করল হ্যারি।

পার্চমেন্টের একটা বাতিল টুকরা, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল সে। উল্টেপাল্টে ওটা দেখছেন স্নেইপ, চোখটা হ্যারির উপর।

এরকম প্রাচীন একটা পার্চমেন্টের তোমার নিশ্চয়ই দরকার নেই? বললেন তিনি। আমি এটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিই না কেন?

আগুনের দিকে ওর হাতটা উঠল।

না! দ্রুত বলল হ্যারি।

তাহলে! বললেন স্নেইপ, তার লম্বা নাকটা কাঁপছে। এটাও কি মিস্টার উইজলির দেয়া আরেকটি মূল্যবান উপহার? অথবা এটা কী–অন্য কিছু? একটি চিঠি, হয়তো, অদৃশ্য কালিতে লেখা? অথবা, ডিমেন্টরদেরকে এড়িয়ে হগসমিডে যাওয়ার নির্দেশাবলী?

হ্যারির চোখ পিটপিট করল। স্নেইপের চোখ জ্বলে উঠল।

আমাকে ভাবতে দাও, ভাবতে দাও... বিড়বিড় করলেন তিনি নিজের জাদুর কাঠিটা বের করলেন, ডেস্কের উপর ম্যাপটা সমান করে রাখলেন। তোমার গোপন কথা এবার খুলে বল! তিনি বললেন, পার্চমেন্টটাকে জাদুদণ্ড দিয়ে স্পর্শ করলেন।

কিছুই ঘটল না। হাতের কাঁপন থামাবার জন্য মুঠো করল হ্যারি।

আত্মপ্রকাশ কর! বললেন স্নেইপ, জাদুর কাঠি দিয়ে ম্যাপটাকে টোকা দিলেন।

তখনও পার্চমেন্টটা একেবারে সাদা। গভীর স্বস্তির শ্বাস নিচ্ছে হ্যারি ধীরে ধীরে।

প্রফেসর সেভেরাস স্নেইপ, স্কুলের শিক্ষক, তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছে তোমার মধ্যে যে সমস্ত তথ্য রয়েছে সেগুলো প্রকাশ করার জন্যে! বললেন স্নেইপ ম্যাপটাকে জাদুর কাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করে।

যেন একটা অদৃশ্য হাত এর উপর লিখে চলেছে, ম্যাপটার গায়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে লেখা।

প্রফেসর স্নেইপকে মিস্টার মুনির অভিনন্দন, এবং সবিনয়ে তার কাছে প্রার্থনা করছে যেন অন্যদের বিষয় থেকে নিজের অস্বাভাবিক লম্বা নাকটা দূরে রাখে।

যেন জমে গেলেন স্নেইপ। বজ্রাহতের মতো তাকিয়ে রয়েছে হ্যারি। কিন্তু ম্যাপটা থামল না। আরও লেখা ফুটে উঠতে লাগল।

মিস্টার মুনির সঙ্গে মিস্টার প্রংস একমত এবং যোগ করতে চান যে প্রফেসর স্নেইপ একজন কুৎসিত অপদার্থ ব্যক্তি।

ব্যাপারটা যদি গুরুতর না হতো তাহলে খুবই মজার হতো। এবং আরও রয়েছে...

মিস্টার প্যাডফুট তার বিস্ময় জানাতে চান যে, এরকম একটা ইডিয়ট কি করে প্রফেসর হতে পেরেছে!

ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল হ্যারি। যখন সে চোখ খুলল, ম্যাপটায় তখন শেষ শব্দগুলো লেখা হচ্ছে।

মিস্টার ওয়ার্মটেইল প্রফেসর স্নেইপকে দিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, এবং তাকে উপদেশ দিচ্ছে তার আঠালো চুলগুলো ধুয়ে ফেলার জন্য।

হ্যারি অপেক্ষা করল বজ্রটা পড়ার জন্য।

তাহলে... বললেন স্নেইপ। এ সম্পর্কে আমরা পরে দেখব...।

হেঁটে আগুনের কাছে গেলেন তিনি, একটা পাত্র থেকে একমুঠো চকচকে পাউডার নিলেন, আগুনে ছুঁড়ে দিলেন পাউডার।

লুপিন! আগুনের দিকে চেয়ে ডাকলেন স্নেইপ। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ্যারি আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওর মধ্যে থেকে বিরাট একটা আকৃতি উঠে এল, ঘুরছে খুব দ্রুত। কয়েক মুহূর্ত পর প্রফেসর লুপিন আগুন থেকে উঠে এলেন, তার ময়লা কোট থেকে ছাই ঝাড়ছেন।

আমাকে ডেকেছ সেভেরাস? মৃদুস্বরে বললেন লুপিন।

অবশ্যই আমি ডেকেছি, বললেন স্নেইপ, ক্রোধে তার মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। পা ফেলে ডেস্কের কাছে গেলেন। পটারকে আমি ওর পকেট খালি করতে বলেছিলাম। ওর পকেটে এটা পাওয়া গেছে।

পার্চমেন্টটার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন স্নেইপ, তখনও ওটার উপরে মেসার্স মুনি, ওয়ার্মটেইল, প্যাডফুট এবং প্রংস লেখাগুলো চকচক করছে। লুপিনের চেহারায় একটা অদ্ভুত বিমূঢ় ভাব ফুটে উঠল।

তাহলে? বললেন স্নেইপ।

ম্যাপটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন লুপিন। হ্যারির মনে হলো খুবই দ্রুত কিছু চিন্তা করার চেষ্টা করছেন লুপিন।

তাহলে? আবার বললেন স্নেইপ। এই পার্চমেন্টটা কালো জাদুতে ভরা। এটা তোমার বিষয়, তুমি এ বিষয়ে দক্ষ। তোমার কি মনে হয় হ্যারি এমন একটা জিনিস কোথায় পেল?

লুপিন মুখ তুলে তাকালেন এবং হ্যারির দিকে চেয়ে সামান্য চোখের ইশারায় ওকে সাবধান করলেন, যেন মাঝপথে বাধা না দেয়।

কালো জাদুতে পরিপূর্ণ? মৃদুস্বরে পুনরাবৃত্তি করলেন লুপিন। আপনার কী তাই মনে হয়, সেভেরাস? আমার কাছে তো মনে হচ্ছে এটা নিছক একটা পার্চমেন্টের টুকরা, যেটা তাকেই অপমান করে যে এটাকে পড়ার চেষ্টা করে। ছেলেমানুষী আর কী, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই বিপদজনক নয়? আমার ধারণা কোন একটা জোক-শপ থেকে এটা পেয়েছে হ্যারি।

সত্যিই? বললেন স্নেইপ। রাগে চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে তার। তোমার মনে হয় একা জোক-শপ ওকে এমন একটা জিনিস দেবে? তোমার কী মনে হয় না ও এটা সরাসরি প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে পেয়েছে?

স্নেইপ কী বলছেন হ্যারি বুঝতে পারছে না। দৃশ্যত লুপিনও বুঝতে পারছেন না।

তুমি কী বলতে চাচ্ছ, মিস্টার ওয়ার্মটেইল অথবা এদের কারো একজনের কাছ থেকে? বললেন তিনি। হ্যারি, তুমি এদের কাউকে চেন?

না, দ্রুত জবাব দিল হ্যারি।

দেখলে, সেভেরাস? বললেন লুপিন, স্নেইপের দিকে পেছন ফিরে। এটা মনে হচ্ছে যেন জঙ্কোর তৈরি।

সঠিক ইঙ্গিত, ঠিক এই সময় অফিসে ঢুকল রন। দম ফুরিয়ে গেছে ওর, স্নেইপের ডেস্কের একটু দূরেই থামল, ওর বুকের সেলাইটা খামছে ধরে হাপাতে হাপাতে কথা বলার চেষ্টা করছে সে।

আমি–ওটা–হ্যারিকে–দিয়েছিলাম, দম বন্ধ করে বলল সে। অনেক আগে ওটা কিনেছিলাম–জঙ্কো থেকে...।

বেশ! বললেন লুপিন, হাততালি দিয়ে, খুশিতে ঘুরে দাঁড়ালেন। মনে হচ্ছে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেছে! সেভেরাস, আমি এটা নিয়ে যাব, যাব? ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে রাখলেন লুপিন। হ্যারি, রন, আমার সঙ্গে এসো, তোমাদের সঙ্গে ভ্যাম্পায়ার রচনাটা সম্পর্কে কথা আছে। আমাদেরকে মাপ করো, সেভেরাস।

স্নেইপের অফিস থেকে বেরুবোর সময় ভুলেও ওর দিকে তাকায়নি হ্যারি। সে, রন এবং লুপিন একেবারে বাইরের হলঘর পর্যন্ত আসার আগে কোন কথা বলল না। তারপর হ্যারি ঘুরে লুপিনকে বলার চেষ্টা করল।

প্রফেসর, আমি।

আমি কোন ব্যাখ্যা শুনতে চাই না, বললেন লুপিন। শূন্য হলটার চারদিকে দেখে নিয়ে নিচু স্বরে বললেন, আমি জানি কয়েক বছর আগে এই ম্যাপটা মিস্টার ফিলচ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। হ্যাঁ, আমি জানি এটা একটা ম্যাপ, বললেন তিনি বিস্মিত হ্যারি আর রনের দিকে তাকিয়ে। আমি জানতে চাই না এটা কিভাবে তোমাদের হাতে পড়েছে। তবে, আমি খুবই অবাক হয়েছি যে তোমরা এটা ফিরিয়ে দাওনি। বিশেষ করে, শেষ বার একজন ছাত্র পাসওয়ার্ড হারিয়ে ফেলার পর যে ঘটনা ঘটেছিল তারপরও। এবং এটা আমি তোমাকেও ফিরিয়ে দিতে পারি না, হ্যারি।

সেরকমই আশা করেছিল হ্যারি এবং প্রতিবাদ করার ব্যাপারে তার কোন ইচ্ছা নেই।

স্নেইপ কেন ভাবলেন যে ওটা আমি প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে পেয়েছি?

কারণ... ইতস্তত করলেন লুপিন, কারণ এ ধরনের ম্যাপ যারা তৈরি করেন তারা সাধারণত ভুলিয়ে ভালিয়ে তোমাকে স্কুল থেকে নিয়ে যায়। ওরা মনে করে এটা খুবই মজার।

আপনি কী তাদেরকে চেনেন? বলল হ্যারি।

আমাদের দেখা হয়েছে, লুপিন বললেন সংক্ষেপে। তিনি অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে গুরুতরভাবে হ্যারির দিকে তাকিয়ে আছেন।

এর পরের বার তোমাকে আমি বাঁচিয়ে দেব এটা আশা করো না হ্যারি। সাইরিয়াস ব্ল্যাক-এর বিষয়টা গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারে হয়তো আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ডিমেন্টাররা তোমার কাছে আসলে তুমি যা শুনতে পাও সেইসব শব্দাবলী তোমার উপর প্রভাব ফেলবে। হ্যারি, তোমার বাবা-মা জীবন দিয়ে গেছেন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। তাদের আত্মত্যাগের এই প্রতিদান–সামান্য কয়েকটা জাদুর কৌশল বা খেলা, এটা খুবই অন্যায্য।

হেঁটে চলে গেলেন লুপিন। হ্যারির বোধ হচ্ছে স্নেইপের অফিসে যতটা খারাপ লেগেছিল তার চেয়েও অনেক বেশি বিধ্বস্ত এখন সে। মার্বেল সিঁড়ি ধরে সে আর রন উঠে গেল। একচক্ষ ডাইনিটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অদৃশ্য হওয়ার আজামাটার কথা মনে করল–ওটা এখনও নিচে রয়ে গেছে, কিন্তু গিয়ে নিয়ে আসার সাহস পেল না সে।

সবই আমার দোষ, হঠাৎ বলল রন। আমি তোমাকে যেতে বলেছিলাম। লুপিন ঠিকই বলেছেন, ওটা বোকামিই হয়েছে, আমাদের ওরকম করা উচিত হয়নি।

থেমে গেল রন; করিডোরে পৌঁছে গেছে ওরা, নিরাপত্তা দলটা হাঁটছে, ওদের দিকে এগিয়ে আসছে হারমিওন। ওর দিকে এক নজর তাকিয়েই হ্যারি বুঝতে পারল সব ঘটনাই শুনতে পেয়েছে সে। হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল–ও কী প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে বলে দিয়েছে?

আমাদের দুর্দশায় হাসতে এসেছো? অভদ্রের মতো বলল রন, ওদের সামনে হারমিওন থামতেই। নাকি আমাদের কথা বলে দিয়ে এলে এইমাত্র?

না, বলল হারমিওন। ওর হাতে একটা চিঠি ধরা, ওর ঠোঁট কাঁপছে। ওর মনে হয়েছে তোমাদের জানা উচিত... মামলায় হেরে গেছে হ্যাগ্রিড। বাকবিককে হত্যা করা হবে।

বাকবিক ফাইনাল

সে–সে আমার কাছে এটা পাঠিয়েছে, হারমিওন বলল চিঠিটা দেখিয়ে।

চিঠিটা হাতে নিল হ্যারি। পার্চমেন্টটা স্যাঁতস্যাঁতে, চোখের পানির অসংখ্য ফোঁটা চিঠির কালিটাকে জায়গায় জায়গায় লেপ্টে দিয়েছে, অসুবিধা হচ্ছে পড়তে।

প্রিয় হারমিওন,
আমরা হেরে গেছি। অবশ্য ওকে হোগার্টসে নিয়ে আসার অনুমতি দেয়া হয়েছে। মৃত্যু দণ্ডাদেশ করবার তারিখ পরে ঠিক হবে।
বিকি লন্ডন শহরে খুব মজা পেয়েছে।
তুমি যে সাহায্য করেছো কখনই ভুলব না।
হ্যাগ্রিড।

ওরা এটা করতে পারে না, বলল হ্যারি। ওরা পারে না। বাকবিক বিপদজনক নয়।

ম্যালফয়ের বাবা কমিটিকে এ ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছে, বলল হারমিওন, চোখের পানি মুছতে মুছতে। তোমরা তো জান উনি কি রকম। এবং কমিটির লোকেরা সব বুড়ো হাবড়া, ভিতুর ডিম এক একটা। অবশ্য একটা আপিল হবে, সব সময়ই হয়। কিন্তু আমি কোন আশা দেখছি না... কোন কিছুরই পরিবর্তন হবে না।

হ্যাঁ, হবে,ক্ষিপ্ত হয়ে বলল রন। এবার একাই তোমাকে সব করতে হবে না হারমিওন, আমি সাহায্য করব।

ওহ্, রন!

রনের গলা জড়িয়ে ধরল হারমিওন এবং একেবারেই ভেঙে পড়ল। ভয় পেয়ে গেল রন, আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। অবশেষে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল হারমিওন।

রন, সত্যিই আমি দুঃখিত স্ক্যাবার্স... ফুঁপিয়ে উঠল হারমিওন।

ওহ্–ঠিক আছে–ও বুড়ো হয়ে গিয়েছিল, বলল রন। এবং ওটা অকাজেরও হয়ে গিয়েছিল। তুমি হয়তো জান না মা এবং বাবা এবার হয়তো আমাকে একটা পেঁচা উপহার দেবে।

***

ব্ল্যাক-এর দ্বিতীয় বার অনুপ্রবেশের পর যে সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাত্রদের উপর জারি করা হয়েছে তারপর, হ্যারি, রন এবং হারমিওনের পক্ষে সন্ধ্যায় হ্যাগ্রিডের সঙ্গে দেখা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ওদের একমাত্র উপায় হচ্ছে কেয়ার অফ ম্যাজিকেল ক্রিয়েচার্স ক্লাসের সময় ওর সঙ্গে কথা বলে নেয়া।

রায়ের আঘাতে হ্যাগ্রিড যেন বোধশক্তিহীন হয়ে গেছে।

সবই আমার দোষ। আমিই কথা বলতে পারিনি। ওরা সব একসঙ্গে বসেছিল কালো পোশাক পরে এবং আমি নোটগুলো সব ভুলে গিয়েছিলাম, তারিখও মনে ছিল না, তুমি যেগুলো ঠিক করে দিয়েছিল হারমিওন। এবং তারপর লুসিয়াস ম্যালফয় উঠে দাঁড়িয়ে এক বক্তৃতা দিলেন। এরপর তিনি যা বললেন ঠিক তাই করল কমিটি...।

তারপরও তো একটা আপিল আছে! বলল রন। এখনই আশা ছেড়ে দিও না, আমরা এটা নিয়ে কাজ শুরু করেছি!

ক্লাসের বাকি সবার সঙ্গে ওরা প্রাসাদে ফিরে আসছে। সামনে দেখা যাচ্ছে ম্যালফয়, ক্রেব আর গয়ল হেঁটে যাচ্ছে। পেছন ফিরে তাকিয়ে হাসছে ম্যালফয়।

প্রাসাদের সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে হ্যাগ্রিড বলল, সম্ভাবনা খুব নেই, রন। ওই কমিটিটা লুসিয়াস ম্যালফয়ের পকেটে। আমি এখন এটাই চেষ্টা করব যে বাকবিকের বাকি সময়টা যেন খুবই আনন্দে কাটে। আমার কাছে এটা ওর পাওনা...।

ঘুরে হ্যাগ্রিড ওর কেবিনের দিকে ফিরে গেল, রুমালে ঢাকল মুখ।

অঝোরে কাঁদছে কিভাবে দেখ!

ম্যালফয়, ক্রেব এবং গয়ল প্রাসাদের দরজায় দাঁড়িয়ে শুনছিল সব।

এরকম করুণ কিছু কি দেখেছো কখনও? বলল ম্যালফয়। এবং তিনি কি আমাদের শিক্ষক

হ্যারি এবং রন ক্ষিপ্তভাবে এগিয়ে গেল ম্যালফয়ের দিকে, কিন্তু ওখানে হারমিওন পৌঁছল প্রথমে

ঠাস!

যত শক্তি সম্ভব তত শক্তি দিয়ে ম্যালফয়ের গালে চড়টা মারল হারমিওন। কেঁপে উঠল ম্যালফয়। হ্যারি, রন, ক্রেব এবং গয়ল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে, আবার হাত তুলল হারমিওন।

কখনই হ্যাগ্রিডকে করুণা বলবে না শয়তান–হতচ্ছাড়া কোথাকার।

হারমিওন! দুর্বল স্বরে বলল রন, ওর হাতটা ধরে ফেলার চেষ্টা করল।

সরে দাঁড়াও রন!

হারমিওন তার জাদুর কাঠি বের করল। ম্যালফয় পেছনে সরে গেল। ক্রেব এবং গয়ল ওর দিকে নির্দেশের জন্য তাকাল, ওরা নিজেরা একেবারেই হতভম্ব।

এসো, বিড়বিড় করল ম্যালফয়, পরমুহূর্তে তাদের তিনজনই অদৃশ্য হয়ে গেল একেবারে মাটির নিচে অন্ধকার কারাকক্ষের ভেতরে।

হারমিওন! আবার বলল রন, খুশিও হয়েছে অবাকও হয়েছে।

হ্যারি, কুইডিচ ফাইনালে ওটাকে হারাতেই হবে! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল হারমিওন। তোমাকে হারাতেই হবে, কারণ স্লিথারিনের বিজয় কিছুতেই মেনে নিতে পারব না!

চার্মস ক্লাসে যেতে হবে, বলল রন, হারমিওনের প্রতি এখন ও প্রীত। চল যাওয়া যাক।

মার্বেল সিঁড়ি টপকে প্রফেসর ফ্লিটউইক-এর ক্লাস রুমে পৌঁছল ওরা।

তোমাদের দেরি হয়ে গেছে! হ্যারি দরজাটা খোলা মাত্রই বললেন প্রফেসর নাখোশ হয়ে। জলদি এসো, জাদুর কাঠি বের কর, আজকে আমরা উল্লসিত চার্মস নিয়ে পরীক্ষা করছি। ইতোমধ্যেই জোড়ায় জোড়ায় ভাগ হয়ে গেছে।

হ্যারি এবং রন পেছনের দিকে একটা ডেস্কে দ্রুত এসে ব্যাগ খুলল। পেছনে তাকাল রন।

হারমিওন কোথায় গেল?

হ্যারিও চারদিক তাকাল, এখনও হারমিওন ক্লাসরুমে ঢোকেনি, কিন্তু হ্যারি জানে ও যখন দরজাটা খুলছিল তখনও সে ছিল ওর ঠিক পেছনে।

অদ্ভুত ব্যাপার তো, বলল হ্যারি, রনের দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। হয়তো-বাথরুমে বা ওরকম কোথাও গিয়েছে?

কিন্তু ক্লাসের পুরো সময়টাতেই হারমিওন এলো না।

ও হয়তো নিজের উপরেই উল্লসিত চার্মস করতে পারে, বলল রন, লাঞ্চের উদ্দেশ্যে সবাই বেরিয়ে এলো, দাঁত বের করে হাসছে সবাই-উল্লসিত চার্মস ওদের মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তির ভাব এনে দিয়েছে।

লাঞ্চেও নেই হারমিওন। লাঞ্চের শেষে অ্যাপেল-পাই খেতে খেতে উল্লসিত চার্মসের প্রভাব কেটে গেল, এখন হ্যারি ও রন উদ্বিগ্ন হচ্ছে।

তুমি নিশ্চয়ই মনে করো না ম্যালফয় ওকে কিছু করেছে? উদ্বেগের সাথে বলল রন, দ্রুত গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের দিকে উঠতে উঠতে।

নিরাপত্তা প্রহরীদের টহল পেরিয়ে, স্থূলকায় মহিলাকে পাসওয়ার্ড বলে ওরা ছবির ফুটো দিয়ে কমনরুমের ভেতর ঢুকলো। হারমিওন টেবিলে বসে আছে খোলা অ্যারিথম্যান্সি বইয়ের উপরে মাথা রেখে ঘুমচ্ছে। ওরা দুজনে গিয়ে ওর দুপাশে বসল। ধাক্কা দিয়ে ওকে জাগাল হ্যারি।

কী–কী? হারমিওন ঘুম থেকে উঠে সচকিতভাবে বলল। চারদিকে বিহ্বলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। যাওয়ার সময় হয়েছে এখন কোন ক্লাসে যেতে হবে?

ডিভাইনেশন, কিন্তু আরও বিশ মিনিট বাকি আছে, বলল হ্যারি। কিন্তু তুমি চার্মস ক্লাসে আসনি কেন?

কী? ওহ না! হারমিওন চিৎকার দিয়ে উঠল। আমি চার্মসে যেতে ভুলে। গিয়েছিলাম!

কিন্তু তুমি ভুললে কী করে? বলল হ্যারি। আমরা যখন ক্লাস রুমের বাইরে পৌঁছলাম তখন তো তুমি আমাদের সঙ্গেই ছিলে!

আমার কাছে এটা বিশ্বাসই হচ্ছে না! আর্তনাদ করল হারমিওন। প্রফেসর ফ্লিটউইক কী রেগে গেছেন? ওহ, ম্যালফয়ের কাণ্ড, ওর কথা আমি ভাবছিলাম এরপর সবকিছুর খেই হারিয়ে ফেললাম।

কী জান হারমিওন? বলল রন, হারমিওনের বালিশ হিসেবে ব্যবহৃত বিশাল বইটির দিকে তাকিয়ে। আমার মনে হয় তুমি ভেঙে পড়ছ। তুমি খুব বেশিকিছু করবার জন্য পরিশ্রম করছ।

না, আমি সেরকম কিছু করছি না! বলল হারমিওন চোখের উপর থেকে চুল সরিয়ে, চারদিকে ওর ব্যাগটা খুঁজছে। আমি শুধু একটা ভুল করলাম, এই যা! প্রফেসর ফ্লিটউইকের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে আসি... ডিভাইনেশনে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে!

বিশ মিনিট পরে ওদের সঙ্গে প্রফেসর ট্রিলনির ক্লাসরুমের বাইরে সিঁড়ির নিচে দেখা হলো, একেবারেই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওকে।

আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমি চার্মস ক্লাসটা মিস করলাম। এবং আমি বাজি ধরে বলতে পারি আজকে যা পড়ানো হয়েছে সেটাই পরীক্ষায় আসতে পারে। অন্তত প্রফেসর সে রকমই ইঙ্গিত দিলেন!

এক সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙ্গে আধো অন্ধকারে দম আটকানো টাওয়ার কক্ষে ঢুকল ওরা। প্রত্যেক টেবিলে একটা করে ক্রিস্টাল বল রয়েছে ভেতরে মুক্তার মতো সাদা কুয়াশা। হ্যারি, রন এবং হারমিওন একই টেবিলে বসল।

আমার ধারণা ছিল আগামী টার্মের আগে আমরা ক্রিস্টাল বল শুরু করছি না, আস্তে আস্তে বলল রন, চোখের কোণ দিয়ে দেখে নিল আশেপাশে কোথাও প্রফেসর ট্রিলনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন কিনা।

অভিযোগ করবে না, এর মানে হচ্ছে আমরা হস্তরেখার পাঠ শেষ করে ফেলেছি, নিম্নস্বরে বলল হ্যারি। যতবার আমার হাত তিনি দেখেছেন ততবারই আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হয়েছে।

শুভদিন! পরিচিত রহস্যময় স্বরটা শোনা গেল। প্রফেসর ট্রিলনি স্বভাব মতো ছায়ার আড়াল থেকে নাটকীয়ভাবে সামনে এলেন। পার্বতী এবং ল্যাভেন্ডার উত্তেজনায় কেঁপে উঠল, ক্রিস্টাল বলে সাদা আভায় তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল।

পরিকল্পনার একটু আগেই ক্রিস্টাল বলটা আমি তোমাদের পড়াতে চাচ্ছি, বললেন প্রফেসর আগুনের পাশে বসে তাকালেন চারদিকে। ভাগ্য আমাকে জানিয়েছে যে তোমাদের জুনের পরীক্ষায় এ সম্পর্কে কিছু থাকবে, এবং তার আগেই আমি তোমাদেরকে যথেষ্ট প্র্যাকটিস করাতে চাচ্ছি।

নাক টানল হারমিওন।

বেশ, সত্যিই... ভাগ্য তাঁকে জানিয়েছে... পরীক্ষার প্রশ্ন করে কে? উনিই করেন! কি একটা অবাক হওয়ার মতো ভবিষ্যদ্বাণী! বলল সে, গলার স্বর নামিয়ে রাখার ব্যাপারে কোন চেষ্টাই করল না।

প্রফেসর ট্রিলনি ওদের আলোচনা শুনেছেন কি না বলা মুশকিল, কারণ ওর মুখটা ছায়ায় ঢাকা। তবে, তিনি এমনভাবে পড়িয়ে চললেন যেন কিছুই শুনতে পাননি।

ক্রিস্টাল বলে ভবিষ্যৎ দেখা একটি বিশেষ সূক্ষ্ম শিল্প, স্বাপ্নিক স্বরে বললেন তিনি। আমি এমন আশাকরি না প্রথমবারেই তোমরা কিছু দেখতে পাবে। আমরা শুরু করব আমাদের সচেতন মন এবং বাইরের চোখকে শিথিল করার মধ্য দিয়ে বিদ্রুপাত্মক চাপা হাসি হাসছে রন, হাতের মুঠো মুখে পুরে দিয়ে আওয়াজ বন্ধ রাখার চেষ্টা করছে–যেন ভেতরের চোখ এবং অতি সচেতনতাকে পরিষ্কার করে নিতে পারি। সম্ভবতো, আমরা ভাগ্যবান, এবং তোমাদের কেউ কেউ ক্লাস শেষ হওয়ার আগেই ভবিষ্যতকে দেখতে পাবে।

শুরু করল ওরা। হ্যারি, বিশেষ করে, নিজেকে চূড়ান্তভাবে বোকা মনে করল, একটি ক্রিস্টাল বলের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা এবং নিজের মনকে ভাবনা শূন্য করা যখন মনের ভেতরে এটা একটা বোকামি ছাড়া কিছুই নয় এরকম একটা ভাবনা খেলে বেড়াচ্ছে, বোকামী ছাড়া আর কি। রন নীরবে হেসেই চলেছে আর হারমিওন ওকে চুপ করানোর চেষ্টা করছে।

এখন পর্যন্ত কিছু দেখা গেল? ওদেরকে জিজ্ঞেস করল হ্যারি, প্রায় পনের মিনিট তাকিয়ে থাকার পর।

ইয়ে, মানে টেবিলে খানিকটা পোড়া দাগ, বলল রন, আঙুল দিয়ে দেখিয়েও দিল। কেউ মনে হয় মোমবাতি ফেলে দিয়েছিল।

সময়ের যথেষ্ট অপচয় হচ্ছে, চাপা স্বরে বলল হারমিওন। আমি এর চেয়ে প্রয়োজনীয় কিছু প্র্যাকটিস করতে পারতাম। চিয়ারিং চার্মস-এর কিছুটা ধরে উঠতে পারতাম।

প্রফেসর ট্রিলনি পাশ ঘেঁষে চলে গেলেন।

তোমাদের মধ্যে কে তার ক্রিস্টাল বলের ভেতরের ছায়ার মতো উপসর্গগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে? চুড়ির রিমঝিম শব্দের মধ্যে প্রশ্নটা করলেন তিনি।

আমার কোন সাহায্যের দরকার নেই, ফিসফিস করে বলল রন। বোঝাই যাচ্ছে এর মানে কি। আজ রাতে অনেক কুয়াশা হবে।

হ্যারি এবং হারমিওন দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়ল।

এই যে সত্যিই! বললেন প্রফেসর ট্রিলনি, সবগুলো মাথা ওদের দিকে ঘুরে গেছে। আহত মনে হলো পার্বতী এবং ল্যাভেন্ডারকে। তোমরা অন্তদৃষ্টির কম্পনগুলোকে ডিস্ট্রাব

করছ! ওদের টেবিলের কাছে এসে প্রফেসর ওদের বলটার দিকে তাকালেন। হ্যারির মনটা দমে গেল। ও নিশ্চিত এরপরে ওকে কি শুনতে হবে...।

এইখানে কিছু আছে! প্রফেসর ট্রিলনি ফিসফিস করে বলল, মুখটা নিয়ে এসেছেন বলের কাছেই যেন তার বিশাল চশমায় ওটার দুটো প্রতিফলন পড়ে। কিছু একটা নড়ছে... কিন্তু কী ওটা?

হ্যারি বাজি ধরতে রাজি, এমনকি তার ফায়ারবোল্ট নিয়েই, যে, যা আসছে সেটা আর যাইহোক ভালো কোন খবর নয়। এবং সে নিশ্চিত...

মাই ডিয়ার... প্রফেসর ট্রিলনি শ্বাস ফেলে হ্যারির দিকে দৃষ্টি তুলে বললেন, এখানেই এটা রয়েছে, আগের যেকোন সময়ের চেয়ে পরিষ্কার... মাই ডিয়ার, তোমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আরও কাছে... দ্য গ্রিম।

ওহ্, দোহাই আপনার! বলল হারমিওন জোরে, আবার সেই অদ্ভুত গ্রিমের কথা নয়!

বিশাল চক্ষু জোড়া দিয়ে হারমিওনের মুখের দিকে তাকালেন প্রফেসর ট্রিলনি। ল্যাভেন্ডরের কানে কানে কিছু বলল পার্বতী, ওরা দুজনেই হারমিওনের দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে রয়েছে। প্রফেসর ট্রিলনি উঠে দাঁড়ালেন, অভ্রান্ত ক্রোধে তাকালেন হারমিওনের দিকে।

দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, মাই ডিয়ার, যে মুহূর্তে তুমি ক্লাসে এসেছে সেই মুহূর্ত থেকেই ডিভাইনেশন নামক শিল্পের জন্য যা প্রয়োজন সেটা তোমার ছিল না। সত্যিই, এমন একজন মামুলি মানের ছাত্রী আমি কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

মুহূর্তের নীরবতা নেমে এলো ক্লাসরুমে। তারপর

বেশ! হঠাৎ হারমিওন উঠে দাঁড়িয়ে ওর ভবিষ্যতকে কুয়াশামুক্ত করা বইটা ব্যাগে ঠেসে ভরলো। বেশ! আবার বলল সে, কাঁধের উপর ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিল, রনকে প্রায় চেয়ার থেকে ফেলে দিয়েছিল আর কি। আমি যাচ্ছি! ক্লাস ছেড়ে দিলাম!

পুরো ক্লাসের বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে মেঝের দরজাটা (ট্র্যাপ ডোর) লাথি মেরে খুলল হারমিওন, মই বেয়ে নিচে নেমে গেল।

ক্লাসটা আবার ঠিক হতে কয়েক মিনিট লেগে গেল। প্রফেসর ট্রিলনি গ্রিম সম্পর্কে মনে হয় ভুলেই গেছেন। হ্যারি এবং রনের টেবিলের কাছ থেকে ঘুরে গেলেন, গায়ের চাদরটা ঠিক করতে করতে গভীর একটা শ্বাস ফেললেন।

উউউউউউউউ! হঠাৎ চিৎকার করল ল্যাভেন্ডর, হকচকিয়ে গেল সবাই। উউউ, প্রফেসর ট্রিলনি, এইমাত্র মনে পড়ল! আপনি ওকে যেতে দেখলেন তাই না? ঈস্টারের কাছাকাছি সময়, আমাদের একজন চিরদিনের জন্য আমাদেরকে ছেড়ে যাবে! আপনি অনেক দিন আগে এ কথাটা বলেছিলেন প্রফেসর!

ওর দিকে তাকিয়ে প্রফেসর ট্রিলনি একটা শিশির সিক্ত হাসি দিলেন।

হ্যাঁ, আমি সত্যিই জানতাম মিস গ্রেঞ্জার আমাদের ছেড়ে যাবে। আশা করা যায়, হয়তো ইঙ্গিতগুলোকে ভুল বুঝেছে... অনেক সময়ই ভেতরের চোখ বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে, বুঝতে পারছ...।

ল্যাভেন্ডর এবং পার্বতী ওর কথায় চমৎকৃত হলো, এগিয়ে গেল ওরা যেন ওদের টেবিলে যোগ দিতে পারেন প্রফেসর।

একদিন না একদিন হারমিওনের একটা কিছু হয়ে যেতে পারে? নিচুস্বরে বলল হ্যারিকে রন। ওকে হতভম্ব দেখাচ্ছে।

হু...

ক্রিস্টাল বলের দিকে তাকাল হ্যারি, সাদা কুয়াশা ঘুরছে এছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। সত্যিই কী প্রফেসর ট্রিলনি আবার গ্রিম দেখতে পেয়েছেন? সেও কী পাবে? কুইডিচ ফাইনালের আগে আরেকটা প্রায় দুর্ঘটনায় পড়তে চায় না সে।

***

ঈস্টারের ছুটিটা আরামের হলো না। তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের এর আগে কখনও এত হোমওয়ার্ক করতে হয়নি। নেভিল লংবটম মনে হচ্ছিল নার্ভাস হয়ে ভেঙ্গেই পড়বে, এবং তার একারই এমন দশা হয়নি।

এটা কি একটা ছুটি হলো! এক দুপুরে কমনরুমে চিৎকার করে উঠল সিমাস সি ফিনিগান। পরীক্ষার অনেক দেরি, কিন্তু এখন আমাদের নিয়ে কী খেলা হচ্ছে?

কিন্তু হারমিওনের মতো কাউকেই এত পড়তে হচ্ছে না। ডিভাইনেশন ছাড়াই অন্য যে কারোর চেয়ে অনেক বেশি বিষয় সে পড়ছে। সাধারণত কমনরুম থেকে রাতে সবার শেষে বের হয় এবং পরদিন সকালে সবার আগে লাইব্রেরিতে আসে; প্রফেসর লুপিনের মতো তারও চোখের কোলে কালি পড়েছে, এবং মনে হয় সবসময় পানি পড়ছে চোখ থেকে।

বাকবিকের আপিল বিষয়ে দায়িত্ব নিয়েছে রন। যখন সে নিজের কাজ করছে, তখন ইয়া মোটা মোটা বই ঘাটছে। এত বেশি জড়িয়ে পড়েছে যে কুকশ্যাংকের উপর রাগ দেখাতেও ভুলে গেছে।

প্রতিদিনকার কুইডিচ প্র্যাকটিসের পাশাপাশি হ্যারিকে হোমওয়ার্কের জন্য সময় বের করে নিতে হচ্ছে, অবশ্য এর সঙ্গে রয়েছে উডকে নিয়ে খেলার কৌশল সম্পর্কে অসংখ্য আলোচনা। ঈস্টার ছুটির পরের প্রথম শনিবারেই গ্রিফিন্ডর স্লিথারিন ম্যাচ। পুরোপুরি দুশ পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে রয়েছে স্লিথারিন। তার মানে হচ্ছে (উড যেমন তার টিমকে

সবসময় মনে করিয়ে দিচ্ছে) গ্রিফিন্ডরকে ওর চেয়েও বেশি পয়েন্ট পেয়ে খেলায় জিততে হবে। তাহলেই কাপ জেতা যাবে। এর আরও মানে হচ্ছে হ্যারির উপরে বোঝাটা আরও বাড়ল, কারণ স্নিচ ধরার অর্থ হচ্ছে দেড়শ পয়েন্ট অর্জন করা।

তাহলে তোমাকে তখনই ওটাকে ধরতে হবে যখন আমরা পঞ্চাশ পয়েন্ট এগিয়ে থাকব, উড বারে বারে মনে করিয়ে দিচ্ছে হ্যারিকে। শুধুমাত্র পঞ্চাশ পয়েন্ট এগিয়ে থাকলে। তা না হলে আমরা হয়তো খেলায় জিতব কিন্তু কাপটা পাব না। বুঝতে পেরেছো? তোমাকে স্নিচটা ধরতে হবে যখন আমরা।

আমি জানি, অলিভার! চিৎকার করল হ্যারি।

পুরো গ্রিফিন্ডর হাউজ খেলাটা নিয়ে মানসিকভাবে জড়িয়ে পড়ল। বিখ্যাত চার্লি উইজলি (রনের মধ্যম ভ্রাতা) সিকার থাকার পর থেকে গ্রিফিন্ডর হাউজ কুইডিচ কাপ আর জেতেনি। কিন্তু হ্যারির মনে হচ্ছে সে যতটা চায়, এমনকি উডও, ততটা জিততে চায় না। হ্যারি এবং ম্যালফয়ের শত্রুতা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে। হগসমিডে কাদা ছোঁড়ার ঘটনাটা তখনও ম্যালফয়ের মনের ভেতর খোঁচাচ্ছে, সে আরও ক্ষিপ্ত এ কারণে যে কিভাবে যেন হ্যারি শাস্তিটা এড়িয়ে গেল। র‍্যাভেনক্লদের বিরুদ্ধে খেলায় ম্যালফয় যে ওকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল সেটা হ্যারিও ভুলে যায়নি। কিন্তু বাকবিকের প্রশ্নটাই ওকে পুরো স্কুলের সামনে ম্যালফয়কে পরাজিত করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলেছে।

এর আগে কোন ম্যাচ এমন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে বলে কারোরই মনে পড়ছে। ছুটি যখন প্রায় শেষ, তখন দুই টিম এবং তাদের হাউজের মধ্যে টেনশনটা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। করিডোরে ছোটখাটো ফ্যাসাদও হয়ে গেল। একটা বাজে ঘটনাও ঘটে গেল, চতুর্থ বর্ষের একজন গ্রিফিন্ডর ছাত্র আর ষষ্ঠ বর্ষের শ্লিথারিন ছাত্র হাসপাতালে ভর্তি হলো।

সবচেয়ে খারাপ সময় যাচ্ছে হ্যারির। ও ক্লাসের ভেতরে হাঁটতে পারে না, স্লিথারিনরা পা বাড়িয়ে ওকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করে; ও যেখানে যাচ্ছে ক্রেব আর গয়ল সেখানেই উপস্থিত হচ্ছে। ওকে অন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। উড নির্দেশ দিয়েছে যে হ্যারিকে সবসময় সঙ্গে লোকজন নিয়ে চলাফেরা করতে হবে। স্লিথারিনরা ওকে আহত করার চেষ্টা করতে পারে। পুরো গ্রিফিন্ডর হাউজটাই এই চ্যালেঞ্জ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, এখন হ্যারির পক্ষে সময়মতো ক্লাসে যাওয়া কঠিন, কারণ সবসময় ওর চারদিকে থাকছে একজন ছাত্র। অবশ্য হ্যারি নিজের চেয়ে ফায়ারবোল্টের নিরাপত্তা নিয়ে বেশি চিন্তিত। ও যখন ওটা ব্যবহার করছে না নিরাপদে ট্রাংকে তালা মেরে রাখে এবং প্রায়ই সময় পেলে ছুটে গিয়ে দেখে আসে ওটা জায়গায় রয়েছে কি না।

***

খেলার আগের রাতে নিয়ম মতো গ্রিফিন্ডর কমনরুমে পড়াশোনা হলো না। এমনকি হারমিওনও ওর বই ছেড়ে রইল।

আমি কাজ করতে পারছি না, মনোযোগ দিতে পারছি না, বলল সে।

অনেক চিৎকার শোনা যাচ্ছে। চিৎকার করে ফ্রেড আর জর্জ মানসিক চাপটাকে হালকা করার চেষ্টা করছে। কোণায় অলিভার উড কিডিচ পিচের একটা মডেলের উপরে ঝুঁকে আছে, জাদুর কাঠিটা দিয়ে পিচের উপর ছোট ছোট খেলোয়াড় তৈরি করে নিজের মনে বিড় বিড় করছে। অ্যাঞ্জেলিনা, অ্যালিসিয়া এবং ক্যাটি ফ্রেড আর জর্জের চুটকি শুনে হাসছে। হ্যারি বসে আছে রন আর হারমিওনের সঙ্গে, সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে দূরে। কালকের দিনটার কথা মনে করতে চাচ্ছে না ও কারণ যতবারই সে মনে করতে চেষ্টা করে ততবারই তার মনে হচ্ছে ভয়াবহ একটা কিছু যেন তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য লড়াই করছে।

তুমি ঠিকই থাকবে, হারমিওন ওকে বলল, যদিও ওকেই অনেক ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে।

তোমার একটা ফায়ারবোল্ট রয়েছে। রন বলল।

হু বলল হ্যারি, কিন্তু ওর পেটের ভেতরে কি যেন কিড়মিড় করছে।

উড চিৎকার করে উঠল, টিম! শুতে যাও! চারদিকে স্বস্তি নেমে এল।

***

হ্যারির ঘুমটা ভালো হলো না। প্রথমে ও স্বপ্ন দেখল যেন অনেক বেশি ঘুমিয়ে ফেলেছে, এবং উড চিৎকার করছে, কোথায় তুমি? তুমি না এলে আমাদেরকে নেভিলকে নামাতে হবে! তারপরে সে স্বপ্নে দেখল যে ম্যালফয় এবং স্লিথারিন টিমের সবাই ড্রাগনের পিঠে চড়ে খেলতে এসেছে। দম বন্ধ হওয়া গতিতে ও উড়ছে যেন ম্যালফয়ের ড্রাগনটার আগুনে–নিঃশ্বাস থেকে বাঁচতে পারে, তখন ওর মনে হলো যে ও ফায়ারবোল্টের কথা ভুলেই গেছে। শূন্য থেকে পড়ে গেল সে এবং হকচকিয়ে জেগে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত লাগল হ্যারির বুঝতে যে খেলাটা এখনও হয়নি। এবং সে নিরাপদেই বিছানায় রয়েছে এবং স্লিথারিন টিমকে অবশ্যই ড্রাগনের পিঠে চড়ে খেলতে দেয়া হবে না। পানি পিপাসা পেল তার। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে বিছানা থেকে উঠল জানালার নিচে রূপালী জগটা থেকে পানি ঢালতে গেল।

নিচের মাঠ এখনও নিঃশব্দ, শান্ত। নিষিদ্ধ বনের গাছগুলোকে কোন বাতাস এলোমেলো করছে না; হোমপিং উইলো দাঁড়িয়ে আছে স্থির নির্দোষ। মনে হচ্ছে খেলার উপযুক্ত পরিবেশই বটে।

পানি খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে বিছানায় ফিরে যাচ্ছিল হ্যারি, হঠাৎ কিছু দেখতে পেলে ও। কেমন যেন একটা জন্তু রূপালী লনটার উপর দিয়ে যাচ্ছে। দৌড়ে বিছানার পাশে টেবিল থেকে চশমাটা তুলে নিয়ে চোখে দিল। আবার ফিরে জানলার পাশে। এটা গ্রিম হতে পারে না-এখন না–খেলার ঠিক আগের রাতে নয়

আবার মাঠের দিকে তাকাল সে, পাগলের মতো কয়েক মুহূর্ত খুঁজে আবার দেখতে পেল ওটাকে। এখন ওটা বনের কিনারা ধরে যাচ্ছে... গ্রিম না... বিড়াল.. স্বস্তিতে জানালাটা খামচে ধরল হ্যারি যখন ও লেজটাকে চিনতে পারল। ওটা কুকশ্যাংকস...।

অথবা ওটা কি শুধু কুকশ্যাংকসই ছিল? চোখটাকে সরু করে কাঁচের গায়ে নাকটাকে ঠেসে ধরে দেখার চেষ্টা করল। মনে হচ্ছে কশ্যাংকস থমকে দাঁড়িয়েছে। হ্যারি নিশ্চিত গাছের ছায়ায় সে দেখতে পাচ্ছে আরও কি যেন নড়ছে।

পরমুহূর্তেই, বেরিয়ে এলো ওটা: একটা বিশাল দৈত্যাকার, মোটা লোমওয়ালা কালো কুকুর, লনের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে হাঁটছে, ওটার পাশে কশ্যাংকসও হাঁটছে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল হ্যারি। এর মানে কী? কুকশ্যাংকসও যদি কুকুরটাকে দেখতে পায় তাহলে ওটা হ্যারির মৃত্যুর লক্ষণ হয় কীভাবে?

রন! হ্যারি চাপা গলায় ডাকল। রন! ওঠ!

হাহ?

আমি তোমাকে একটা বিষয় বলতে চাই, যদি তুমি ওটা দেখতে পাও!

এখনও তো অন্ধকার, রন বিড় বিড় করে বলল। তুমি কী দেখছো?

ওই খানে নিচে।

দ্রুত আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল হ্যারি।

ক্রুকশ্যাংকস এবং কুকুরটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। জানালার কপাটে উঠে একেবারে প্রাসাদের ছায়ায় তাকাল, কিন্তু ওখানেও নেই। কোথায় গেল?

বিকট একটা নাক ডাকার শব্দ ওকে জানিয়ে দিল যে রন আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

***

হ্যারি এবং গ্রিফিন্ডর টিমের সকলে পরদিন সকালে বিপুল করতালির মধ্যে গ্রেট হলে ঢুকল। র‍্যাভেনক্ল এবং হাফপাফ টেবিল থেকেও হাততালি আসছে। স্লিথারিন টেবিলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সিটি বাজাল। হ্যারি খেয়াল করল অন্যদিনের চেয়ে ম্যালফয়কে আরও বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

পুরো সময়টা উড তার টিমের সবাইকে নাস্তা খাওয়ার জন্য বলল কিন্তু নিজে কিছুই খেল না। আবার কারো কারো শেষ করার আগে সবাইকে তাড়িয়ে পিচে নিয়ে গেল, যেন ওরা পিচ সম্পর্কে একটা ধারণা পায়। গ্রেট হল ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময়ও সবাই হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল।

গুড লাক, হ্যারি! বলল চো চ্যাং। হ্যারির মনে হলো ওর গালটা লাল হয়ে গেছে।

ঠিক আছে... সেরকম বাতাস নেই... উজ্জ্বল সূর্যের আলো, অবশ্য ওটা দৃষ্টিশক্তিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, খেয়াল রেখ... মাঠটা শক্ত, ভালো এবং এর ফলে আমরা দ্রুত লাফিয়ে উঠতে পারব...।

পিচটা ধরে দৌড়ে গেল উড, পেছনে পেছনে ওর টিম। অবশেষে ওরা দেখতে পেল প্রাসাদের সামনের দরজা খুলে গেছে এবং স্কুলের বাকি সবাই বেরিয়ে এসেছে। মাঠে।

জার্সি পরার জন্যে যাও, বলল উড হঠাৎ করে।

টকটকে লাল জার্সি পরার সময় ওরা কেউ কারো সঙ্গে কথা বলল না। হ্যারি ভাবছে ওদের সবারই কি ওর মতোই লাগছে: নাস্তায় সে এমন কিছু একটা খেয়েছে যেন ওর পেট কামড়াচ্ছে। মুহূর্ত পরেই উড বলল ঠিক আছে, চলো যাওয়া যাক...।

বিশাল শব্দের ঢেউয়ের মধ্যে বেরিয়ে এল ওরা পিচে। দর্শকদের চারভাগের তিন ভাগই রক্তাক্ত লাল পোশাক পরে আছে, গ্রিফিন্ডর-সিংহ খচিত লাল ফ্ল্যাগ ওড়াচ্ছে অথবা ব্যানার দোলাচ্ছে, তাতে লেখা এগিয়ে চল গ্রিফিন্ডর! এবং কাপের জন্য সিংহরা! অবশ্য স্লিথারিন গোলপোস্টের পেছনে শদুয়েক সমর্থক সবুজ রঙের পোশাক পরে রয়েছে; ওদের পতাকায় স্লিথারিনের রূপালী সাপটা চকচক করছে এবং প্রফেসর স্নেইপ

একেবারেই সামনের সারিতে বসে রয়েছেন, পরনে সবুজ পোশাক সবার মতোই, এবং একটা গম্ভীর হাসি।

এবং এই যে গ্রিফিন্ডররা! চিৎকার করে উঠল লি জর্ডন। ও ধারা বিবরণী দিচ্ছে। পটার, বেল, জনসন, স্পিনেট, উইজলি, উইজলি এবং উড। গত কয়েক বছরের ভেতরে হোগার্টসের সেরা দল বলে অনেকে মনে করেন

লি-এর মন্তব্য স্লিথারিনের দিক থেকে ধুয়োর মুখে পড়ল।

এবং এই আসছে স্লিথারিন টিম, নেতৃত্ব দিচ্ছে ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট। টিমে কয়েকটা পরিবর্তন করেছে সে এবং মনে হচ্ছে দক্ষতার চেয়ে আকৃতিই বেশি স্থান পেয়েছে।

আবার ধুয়ে দিলো স্লিথারিনরা। হ্যারির অবশ্য মনো হলো লি-এর কথায় যুক্তি রয়েছে। ম্যালফয় হচ্ছে ওদের টিমের সবচেয়ে ছোট্ট ব্যক্তি, বাকিরা বিশালদেহী।

ক্যাপ্টেনরা, হাত মেলাও! বললেন মাদাম হুচ। ফ্লিন্ট এবং উড পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেল হাত ধরল শক্ত করে; মনে হচ্ছে যেন একজন আরেকজনের আঙুল ভেঙে ফেলবে।

ব্রুমে চড়! বললেন মাদাম হুচ। তিন... দুই... এক...

চৌদ্দটা ব্রুম লাফিয়ে আকাশে উঠল, দর্শকদের চিৎকারে মাদাম হুচের হুইসেল এর শব্দ হারিয়ে গেল। হ্যারির মনে হলো কপাল থেকে চুলগুলো উড়ে গেল; ওড়ার উত্তেজনায় ওর নার্ভাস ভাবটা কেটে গেল; চারদিকে তাকিয়ে দেখল ওর ঠিক পেছনে ম্যালফয়, স্নিচের খোঁজে শা করে উড়ে গেল সে।

এবং গ্রিফিন্ডরের দখলে রয়েছে, গ্রিফিন্ডরের অ্যালিসিয়া স্পিনেট এর হাতে কোয়াল, সোজা এগিয়ে যাচ্ছে স্লিথারিন গোলপোস্টের দিকে, বেশ, অ্যালিসিয়া! আহ্, না–ওয়ারিংটন ধরে ফেলেছে কোয়াফলটা, স্লিথারিনের ওয়ারিংটন পিচ ভেদ করে যেন এগিয়ে যাচ্ছে–ধাম! জর্জ উইজলির চমৎকার ব্লাজার ছোঁড়া, কোয়াফলটা ছেড়ে দিল ওয়ারিংটন, ধরে ফেলল জনসন, আবার গ্রিফিন্ডরের দখলে, এই যে এগিয়ে আসছে অ্যাঞ্জেলিনা মন্টেগুকে এড়িয়ে গেল চমৎকারভাবে–নিচু হও, অ্যাঞ্জেলিনা, ওটা একটা ব্লাজারস!–স্কোর করেছে অ্যাঞ্জেলিনা! দশ–শূন্য গ্রিফিন্ডরের পক্ষে!

পিচের প্রান্ত দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় বাতাসে ঘুষি মারল অ্যাঞ্জেলিনা, নিচে টকটকে লালের সমুদ্র আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

আউচ!

প্রায় ব্রুম থেকে উড়ে গিয়েছিল অ্যাঞ্জেলিনা, মার্কাস ফ্লিন্ট ওর উপরে গিয়ে পড়ল।

দুঃখিত! বলল ফ্লিন্ট, নিচের দর্শকরা ধুয়ে দিচ্ছে। দুঃখিত ওকে দেখতে পাইনি!

পর মুহূর্তেই, ফ্লিন্ট-এর মাথার পেছনে ফ্রেড উইজলির বিটার্স স্টিকের এক বাড়ি পড়ল। নিজের ব্রুমে গিয়ে সজোরে ধাক্কা লাগল ফ্লিন্টের নাক, ফেটে রক্ত বেরুলো।

হতেই হবে! চিৎকার করে উঠলেন মাদাম হুচ, উদ্বেগে ওদের মাঝখানে দাঁড়ালেন। গ্রিফিন্ডরকে পেনাল্টি করা হলো প্রতিপক্ষের ওপর বিনা উস্কানিতে আক্রমণের জন্য! স্লিথারিনকে পেনাল্টি করা হলো ইচ্ছা করে প্রতিপক্ষের ক্ষতি করার জন্য!

এটা হতে পারে না! চিৎকার করল ফ্রেড, কিন্তু মাদাম হু হুইসেল বাজিয়ে দিলেন, অ্যালিসিয়া সামনের দিকে উড়ে গেল পেনাল্টি নেয়ার জন্য।

শাবাশ অ্যালিসিয়া! দর্শকের নীরবতা ভাঙল লি-এর চিৎকারে। হ্যা! কিপারকে পরাজিত করেছে অ্যালিসিয়া! কুড়ি–শূন্য গ্রিফিন্ডরের পক্ষে!

ফ্লিন্ট-এর উপরে নজর রাখার জন্য দ্রুত ফায়ারবোল্ট ঘুরালো হ্যারি, তখনও নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, শ্লিথারিনের পেনাল্টি নেয়ার জন্য সামনের দিকে গেল। গ্রিফিন্ডর গোলপোস্টের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে উড, ওর চোয়াল দুটো পরস্পরকে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে আছে।

অবশ্যই, উড একজন অসাধারণ কিপার! লি জর্ডন বলল দর্শকদের উদ্দেশ্যে, মাদাম হুচের হুইসেলের জন্য অপেক্ষা করছে ফ্লিন্ট। অপূর্ব! ওকে পরাজিত করা খুবই কঠিন, সত্যি–হ্যা! আমি বিশ্বাস করি না সত্যিই! অবিশ্বাস্য! ও বাঁচিয়ে দিয়েছে।

স্বস্তি পেল হ্যারি, উড়ে চলে গেল অন্যদিকে, মিচটাকে খুঁজছে, কিন্তু তখনও লির ধারা বিবরণী শোনার জন্য কান খাড়া রেখেছে। গ্রিফিন্ডররা পঞ্চাশ পয়েন্ট উপরে না যাওয়া পর্যন্ত ম্যালফয়কে মিচ-এর কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে...

এখন গ্রিফিন্ডরদের দখলে রয়েছে, না, স্লিথারিনদের দখলে–না! আবার গ্রিফিন্ডরদের দখলে এবং কেটি বেল, গ্রিফিন্ডরের পক্ষে কেটি বেল কোয়াফলটা পিচের সামনে এগিয়ে যাচ্ছে–ওটা ইচ্ছাকৃত!

স্লিথারিনদের এক চেসার মন্টেগু ঘুরেই কেটির সামনে দাঁড়ালো, এবং কোয়াফেলটা ছিনিয়ে নেয়ার বদলে ওর মাথা জড়িয়ে ধরল। বাতাসে পা ছুড়ছে কেটি, কোন রকমে ব্রুমের উপরে রয়েছে ঠিকই কিন্তু হাত থেকে পড়ে গেল কোয়াফল।

মন্টেগুর উপরে উঠে গেল কেটি চিৎকার করছে ওকে লক্ষ্য করে, বেজে উঠল মাদাম হুচের হুইসেল। এক মিনিট পর সিথারিনদের কিপারের পাশ দিয়ে আরেকটা পেনাল্টি স্কোর করল কেটি।

তিরিশ–শূন্য! ওটাই তোমার শাস্তি, চোট্টামি করার ফল

জর্ডন, তুমি যদি নিরপেক্ষভাবে ধারাবিবরণী দিতে না পার–!

ঘটনা যেরকম ঘটছে আমি তো সেরকম বলার চেষ্টা করছি প্রফেসর!

হঠাৎ নিজের ভেতরে কেমন যেন একটা উত্তেজন অনুভব করল হ্যারি। চিটাকে ও দেখতে পেয়েছে–গ্রিফিন্ডর গোলপোস্টের গোড়ায় চকমক করছে এখনও ওটাকে ধরা চলবে না। কিন্তু যদি ম্যালফয় দেখতে পায়।

হঠাৎ যেন মনোযোগ ফিরে পেল হ্যারি এমন একটি ভাব করে স্লিথারিন গোলপোস্টের দিকে দ্রুত চলে গেল। কাজ হলো এতে। ওর পেছনে পেছনে ছুটল ম্যালফয়, ও ভাবছে হ্যারি দেখতে পেয়েছে মিচটাকে...

হুউশ!

হ্যারির ডান কানের পাশ দিয়ে একটা ব্লাজার উড়ে চলে গেল, মেরেছিল স্লিথারিন-এর বিশাল দেহী বিটার ডেরিক। পর মুহূর্তেই

হুউশ!

দ্বিতীয় ব্লাজারটা হ্যারির কনুই আঁচড়ে গেল। অন্য বিটার বোল দ্রুত কাছে চলে এলো।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে হ্যারি দেখতে পেল বোল এবং ডেরিক দুজনেই ব্যাট উঁচিয়ে ওর দিকে ধেয়ে আসছে

উপরের দিকে ঘুরে নিল ফায়ারবোল্ট একেবারে শেষ মুহূর্তে, এবং বোল ও ডেরিক মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হলো বিশ্রি একটা শব্দ করে।

হা হা হা! চিৎকার করে উঠল লি জর্ডন, স্লিথারিন বিটারদেরকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে মাথা আঁকড়ে ধরতে দেখে। খুব খারাপ! ফায়ারবোল্টকে পরাজিত করতে হলে তোমাদেরকে আরো আগে উপরে উঠত হবে! এবং এখন আবার গ্রিফিন্ডরদের দখলে, জনসনের হাতে কোয়াফল–পাশে ফ্লেইড–ওর চোখে গুতা দিল, অ্যাঞ্জালিনা!–ওটা একটা তামাশা ছিল প্রফেসর, তামাশা–ওহ্ না–আবার ফ্লিন্ট-এর দখলে, উড়ে যাচ্ছে গ্রিফিন্ডর গোলপোস্টের দিকে, উড এগিয়ে যাও এবার গোল বাঁচাও!

কিন্তু এবার স্কোর করল ফ্লিন্ট। স্নিখারিন সমর্থকদের প্রান্ত থেকে উল্লাস ধ্বনি শোনা গেল এবং এমন একটা বাজে খিস্তি করল লি যে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ওর হাত থেকে ম্যাজিক মেগাফোনটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করল।

দুঃখিত, প্রফেসর দুঃখিত! আর হবে না! তাহলে গ্রিফিন্ডর এখনও এগিয়ে রয়েছে তিরিশ–দশ-এ, এবং আবার গ্রিফিন্ডরদের দখলে।

খেলাটা খুবই নোংরা হয়ে যাচ্ছে, অন্তত হ্যারি যত খেলা খেলেছে সেগুলোর বিচারে। গ্রিফিন্ডররা এগিয়ে যাওয়ায় ক্ষেপে গেছে স্লিথারিন দল এবং যেকোন উপায়ে কোয়াফল দখলের চেষ্টা করছে। হাতের ব্যাট দিয়ে বোল মারল অ্যালিসিয়াকে এবং বলার চেষ্টা করল যে, সে ভেবেছিল অ্যালিসিয়াই ব্লাজার। জর্জ উইজলি বোল-এর মুখে কনুই মারল। মাদাম হুচ দুই টিমের বিরুদ্ধে পেনাল্টি দিলেন এবং উড দর্শনীয়ভাবে আরেকবার গোল রক্ষা করল, স্কোর দাঁড়াল গ্রিফিন্ডরের পক্ষে চল্লিশ–দশ।

আবার হারিয়ে গেছে স্নিচটা। খেলার অনেক উপরে উঠে গেল হ্যারি, পেছনে তখনও লেগে রয়েছে ম্যালফয়, চারদিকে দেখছে ও-একবার গ্রিফিন্ডর পঞ্চাশ পয়েন্টে এগিয়ে গেলে

কেটি আবার গোল করল। পঞ্চাশ–দশ ফ্রেড এবং জর্জ উইজলি ওর চারদিকে ব্যাট উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলা তো যায় না, স্লিথারিনরা যদি প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসে। ফ্রেড এবং জর্জের অনুপস্থিতিতে বোল এবং ডেরিক দুজনেই উডের দিকে তেড়ে গেল; ওর পেটে মারল একটার পর একটা, বাতাসে পাক খেল উড, আঁকড়ে ধরল ব্রুম, একেবারে ঘুরছে সে।

ক্ষিপ্ত মাদাম হুচ হুইসেল বাজালেন।

কিপারের কাছে যদি কোয়াফল না থাকে তাহলে গোলপোস্টের সামনে তাকে আক্রমণ করা যায় না! বোল এবং ডেরিক এর উদ্দেশ্যে চিঙ্কার করে উঠলেন তিনি। গ্রিফিন্ডরের পক্ষে পেনাল্টি!

এবং স্কোর করল অ্যাঞ্জলিনা। ষাট–দশ। মুহূর্ত পরেই ফ্রেড উইজলি ওয়ারিংটনের দিকে একটা ব্লাজার ছুঁড়ে মারল, ওর হাত থেকে কোয়াফলটা পড়ে গেল; ওটা ধরে ফেলল অ্যালিসিয়া এবং স্লিথারিনের গোলপোস্টের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে দিল সত্তর–দশ।

নিচে গ্রিফিন্ডর সমর্থকরা চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে–গ্রিফিন্ডর এখন ষাট পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে, এখন যদি হ্যারি মিচটা ধরতে পারে তাহলে কাপটাও ওদের। উপরের দিকে উঠে গেল ও মনে হচ্ছে পেছনে পেছনে শত শত চোখ ওকে অনুসরণ করছে, সবার উপরে উঠে গেল, পেছনে ধেয়ে আসছে ম্যালফয়।

এবং তখন সে দেখতে পেল ওটা। ওর কুড়ি ফুট উপরে দ্যুতি ছড়াচ্ছে মিচটা।

প্রচণ্ড বেগে উপরে উঠতে শুরু করল হ্যারি, কানে যেন বাতাস গর্জন করছে; হাত মেলে দিল, কিন্তু হঠাৎ, ফায়ারবোল্ট-এর গতি কমতে শুরু করল

সন্ত্রস্ত হ্যারি চারদিকে তাকাল। সামনের দিকে লাফ দিয়ে ম্যালফয় ফায়ারবোল্টের লেজটা ধরে ফেলে পেছন দিকে টানছে।

তুমি!

ম্যালফয়কে মারার জন্য যথেষ্ট ক্ষেপে গেল হ্যারি কিন্তু ধরতে পারল না ওকে। ফায়ারবোল্ট আঁকড়ে ধরার ক্লান্তিতে ও তখন হাঁপাচ্ছে, কিন্তু ওর চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে বিদ্বেষ। ও যা চেয়েছিল তা করতে পেরেছে মিচটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পেনাল্টি! গ্রিফিন্ডরের পক্ষে পেনাল্টি! এরকম অপকৌশল আমি কখনও দেখিনি! তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলেন মাদাম হুচ, উড়ে গেলেন উপরে।

মেগাফোনে তখন চিৎকার করছে লি জর্ডন এই চোট্টা বদমাশ!, প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের নাগালের বাইরে গিয়ে নোংরা, চোট্টা।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল আসলে ওকে নিয়ে মোটেই ভাবছিলেন না, ম্যালফয়ের দিকে মুঠো পাকিয়ে হাত ছুড়ছিলেন; ওর মাথা থেকে হ্যাট পড়ে গেছে এবং তিনিও জোরে চিৎকার করছিলেন।

গ্রিফিন্ডরের পক্ষে পেনাল্টি নিল অ্যালিসিয়া, কিন্তু এত ক্ষিপ্ত হয়েছিল সে, যে কয়েক ফুট দূর দিয়ে মারল। গ্রিফিন্ডর টিম যেন খেলায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলছে, এবং স্লিথারিনরা ম্যালফয়ের ফাউলের জন্য খুব খুশি।

এখন স্লিথারিনদের দখলে, গোলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে–স্কোর করল মন্টেগু– লির আর্তচিৎকার। সত্তর–কুড়ি গ্রিফিন্ডারের পক্ষে...

হ্যারি এখন নিজেই খুব কাছে থেকেই ম্যালফয়ের উপর নজর রাখছে, এত কাছে যে ওদের হাঁটু পরস্পরের সঙ্গে প্রায় ছোঁয়া লাগছে। মিচের ধারেকাছে ম্যালফয়কে যেতে দেবে না হ্যারি

এখান থেকে দূরে সর পটার! হতাশায় চিৎকার করে উঠল ম্যালফয়, ঘুরল আবার হ্যারিকে পেল ওর পথ আটকে রয়েছে।

গ্রিফিন্ডরের পক্ষে অ্যাঞ্জালিনা জনসনের হাতে কোয়াফল, শাবাশ, অ্যাঞ্জলিনা, শাবাশ!

চারদিকে চোখ বুলালো হ্যারি প্রত্যেকটি স্লিথারিন প্লেয়ার, ম্যালফয় বাদে, এমনকি কিপার পর্যন্ত অ্যাঞ্জলিনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে–সবাই মিলে ওকে আটকে দেবে।

হ্যারি ফায়ারবোল্টটাকে চট করে ঘুরিয়ে নিল, এত নিচু করে যে, সে হাতল বরাবর শুয়ে পড়ল প্রায় এবং সামনের দিকে বুলেটের মতো এগিয়ে গেল স্লিথানিরদের দিকে।

আআআআআররররঘ!

ওদের দিকে ফায়ারবোল্টটা এগিয়ে যেতেই ওরা সবাই ছড়িয়ে পড়ল; অ্যাঞ্জালিনার পথ পরিষ্কার।

স্কোর করেছে! স্কোর করেছে! আশি–কুড়ি গ্রিফিন্ডরের পক্ষে!

হ্যারি, গোলপোস্টের সঙ্গে ওর মাথার সংঘর্ষ হচ্ছিল প্রায়, হড়কে গিয়ে মধ্য আকাশে থামল, উল্টো দিকে ঘুরল এবং পিচের মধ্যখানে আবার উড়ে গেল।

এবং এর পর যা দেখল তাতে তার হৃৎপিণ্ডটা বন্ধ হয়ে গেল প্রায়। ডাইভ দিয়েছে ম্যালফয়, ওর চেহারায় বিজয়ীর ভাব–নিচে ঘাসের ফুটখানেক উপরে ছোট্ট একটি সোনালী বল চকচক করছে।

ফায়ারবোল্টটাকে নিচের দিকে ঘুরিয়ে নিল হ্যারি কিন্তু অনেক এগিয়ে আছে ম্যালফয়।

এগিয়ে যাও! আরও এগিয়ে যাও! ব্রুমটাকে নির্দেশ দিল হ্যারি। ম্যালফয়ের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে... ব্রুমের হাতলে শুয়ে পড়ল হ্যারি বোলের পাঠানো ব্লাজারটাকে... ম্যালফয়ের গোড়ালির কাছে পৌঁছে গেছে সে... এবার সমান সমান পাশাপাশি...।

সামনের দিকে নিজেকে ছড়িয়ে দিল হ্যারি, ব্রুম থেকে দুহাত তুলে নিয়েছে। ম্যালফয়ের হাতটাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল এবং

হ্যা!

ডাইভ থেকে সরে গেল হ্যারি, বাতাসে হাত, এবং ফেটে পড়ল গোটা স্টেডিয়াম। উপরে আকাশের দিকে উড়ে গেল কানের কাছে বাজছে অদ্ভুত শব্দ। ক্ষুদে সোনালী বলটা ওর মুঠোয় শক্ত করে ধরা, আঙুলের সঙ্গে বাড়ি মারছে ওটার পাখা।

ওর দিকে ছুটে আসছে উড, চোখ দিয়ে পড়ছে জল, প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে চোখ; হ্যারিকে জড়িয়ে ধরে কাঁধের উপরে মাথা রেখে কেঁদে ফেলল সে। ওদের উপরে গিয়ে পড়ল ফ্রেড এবং জর্জ, তারপরে অ্যাঞ্জালিনা, অ্যালিসিয়া এবং কেটির গলা শোনা গেল, আমরা কাপ জিতে নিয়েছি। আমরা কাপ জিতেছি! জড়াজড়ি করে নিচে নামল গ্রিফিন্ডর টিম, চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে।

পিচের পাশের বাধা টপকিয়ে শত শত সমর্থক ওদের দিকে ছুটে আসছে। হ্যারির মধ্যে বিভ্রান্ত একটা ভাব এল ও শুধু শব্দ শুনছে আর অনুভব করছে ওকে জাপটে ধরেছে অনেক মানুষ। এরপর, তাকে এবং টিমের সবাইকে কাঁধের উপরে তুলে নিল উফুল্ল সমর্থকরা। আলোয় এসে ও দেখতে পেল হ্যাগ্রিডকে, লাল গোলাপে মোড়া–তাহলে ওদেরকে হারালে হ্যারি, হারালে ওদের! বাকবিককে খবরটা দিচ্ছি! ওই যে পার্সি পাগলের মতো লাফাচ্ছে, ওর সব মর্যাদা ভুলে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল কাঁদছেন এবং উডের চেয়েও বেশি। গ্রিফিন্ডর পতাকা দিয়ে চোখ মুছছেন। ভিড় ঠেলে হ্যারির দিকে ছুটে আসছে রন এবং হারমিওন। ওদের মুখে কথা নেই। শুধু হাসি, হ্যারিকে নিয়ে

যাওয়া হচ্ছে স্ট্যান্ডের দিকে, ওখানে ডাম্বলডোর দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিশাল কুইডিচ কাপ নিয়ে।

যদি এখন আশেপাশে কোন ডিমেন্টার থাকত... কান্না ভেজা চোখে যখন উড কাপটা হ্যারির দিকে বাড়িয়ে দিল এবং সে ওটা উপরে তুলে ধরল, ভাবল বিশ্বের সবচেয়ে ভালো পেট্রোনাস তৈরি করতে পারত সে।

প্রফেসর ট্রিলনির ভবিষ্যদ্বাণী

হ্যরির কুইডিচ কাপ জেতার অন্তহীন আনন্দ সপ্তাহ খানেক থাকল। মনে হচ্ছে আবাহওয়া যেন বিজয়টাকে উপভোগ করছে। জুন মাস আসছে, দিনগুলো মেঘহীন এবং বাতাসে লোনা ভাব। সবারই এখন আস্তে ধীরে হেঁটে বেড়াতে, ধপ করে ঘাসের উপরে বসে পড়তে ইচ্ছে করে। সঙ্গে বরফ দেয়া কুমড়োর জুস, হয়তো কোন খেলা অথবা লেকে দৈত্যাকার স্কুইডকে পানির মধ্যে দিয়ে সাঁতরে যেতে দেখাতেই আনন্দ।

কিন্তু ওরা পারছে না। মাথার ওপর পরীক্ষা, বাইরে অলস সময় কাটানোর চেয়ে ছাত্ররা ভেতরে খোলা জানালায় বসে গ্রীষ্মের বাতাসের মধ্যে পরীক্ষার জন্য মাথা পরিষ্কারেই বেশি ব্যস্ত থাকল। এমনকি ফ্রেড এবং জর্জ উইজলিকেও দেখা গেছে পড়তে। হোগার্টস-এর সর্বোচ্চ ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে পার্সি। এবং যেহেতু সে ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে যোগ দিতে চায়, তার ফলাফল খুব ভালো হওয়া দরকার। ক্রমেই যেন সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে, কমনরুমে সন্ধ্যা বেলায় যারাই একটু ডিস্টার্ব করছে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিচ্ছে। বস্তুত পার্সির চেয়ে যে মানুষটি বেশি উদ্বিগ্ন সে হচ্ছে হারমিওন।

হ্যারি এবং রন এখন আর ওকে জিজ্ঞাসা করে না যে একই সঙ্গে কয়েকটি ক্লাস কিভাবে সে করতে পারছে, ওরা হাল ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু ওর নিজের পরীক্ষা সূচি দেখে ওরা আর ঠিক থাকতে পারল না।

পরীক্ষা সূচি

সোমবার সকাল নটা, অ্যারিথম্যান্সি

সকাল নটা, ট্রান্সফিগিউরেশন

লাঞ্চ

দুপুর ১টা, চার্মস

দুপুর ১টা, প্রাচীন ঐন্দ্রজালিক বর্ণমালা

হারমিওন? সতর্কতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল রন, কারণ আজকাল কোন কিছুতে বাধা পেলেই ও একেবারে রাগে ফেটে পড়ে। ইয়ে–মানে, তুমি কী নিশ্চিত যে সময়গুলো ঠিকমত লিখেছো?

কী? চট করে জিজ্ঞাসা করল হারমিওন, পরীক্ষা সূচিটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করছে। হ্যাঁ, নিশ্চয় আমি ঠিকই লিখেছি।

তোমাকে এখন এটা জিজ্ঞাসা করা কী কোন মানে আছে যে তুমি একই সময়ে দুটো পরীক্ষা কীভাবে দেবে? বলল হ্যারি।

না, সংক্ষেপে বলল হারমিওন। তোমাদের কেউ কী আমার নিউমোরলজি এবং গ্রামাটিকা বই দুটো দেখেছো?

ওহ্, হ্যাঁ, বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ার জন্য আমি ও দুটো নিয়েছিলাম। বলল রন, শান্তস্বরে। টেবিলের ওপর থেকে পার্চমেন্টের পাহাড় সরিয়ে খুঁজছে হারমিওন। ঠিক সেই সময় জানালায় একটা খসখস শব্দ শোনা গেল এবং হেডউইগ উড়ে এল জানালা দিয়ে, ওর ঠোঁটে শক্ত করে ধরা একটা কাগজ।

হ্যাগ্রিড পাঠিয়েছে, বলল হ্যারি, চিঠিটা খুলতে খুলতে। বাকবিকের আপিল ছয় তারিখ।

ওইদিনই আমাদের পরীক্ষা শেষ হবে, বলল হারমিওন, এখনও খুঁজছে তার বই।

এবং এখানেই আসছেন ওরা আপিলের জন্য, বলল হ্যারি তখনও চিঠিটা পড়ছে ও। ম্যাজিক মন্ত্রণালয় থেকে কেউ একজন-এবং একজন জল্লাদ।

হকচকিয়ে তাকাল হারমিওন।

আপিল শুনানিতে জল্লাদকে নিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে যে এরই মধ্যে ওরা সব ঠিক করে ফেলেছে!

হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে, বলল হ্যারি ধীরে ধীরে।

ওরা সেটা পারে না! গর্জন করে উঠল রন। এই আপিলের জন্যে অনেক কিছু আমি করে ফেলেছি, ওরা এটা করতে পারে না।

কিন্তু হ্যারির মনে হচ্ছে যে কমিটি মিস্টার ম্যালফয়ের পক্ষে মন স্থির করে ফেলেছে। ড্র্যাকো, কুইডিচ হারার পর মন মরা হয়েই ছিল এতদিন, এখন যেন কয়েকদিন ধরে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ওর বিদ্বেষমূলক মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে ও নিশ্চিত বাকবিককে মেরে ফেলা হবে। এবং এই ঘটনা ঘটানোর জন্য সে নিজে মহা খুশি। হ্যারি শুধু যেন একটাই কাজ এখন করতে পারে হারমিওনের মতো ম্যালফয়ের মুখে চড় মারা। এবং সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে এখন হ্যাগ্রিডকে গিয়ে দেখে আসারও সময় নেই, কারণ নতুন নিরাপত্তা নিয়মগুলো এখনও রয়ে গেছে। এবং নিজের অদৃশ্য হওয়া জামাটা একচক্ষু ডাইনির ভেতর থেকে নিয়ে আসার সাহস এখন হ্যারির নেই।

***

পরীক্ষা সপ্তাহটা শুরু হতেই পুরো প্রাসাদ জুড়েই নেমে এল নীরবতা। তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা সোমবার ট্রান্সফিগিউরেশন পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে নিজেদের মধ্যে ফলাফল বিনিময় করছে আর ক্ষোভ প্রকাশ করছে যে তাদেরকে অনেক কঠিন প্রশ্ন দেয়া হয়েছিল, এর মধ্যে একটা ছিল চায়ের পটকে কচ্ছপে রূপান্তরিত করা। ওর নিজের বানানো কচ্ছপটা কেমন কাছিমের মতো লাগছিল বলে হারমিওন অন্য সবাইকে আরও বিরক্ত করছিল।

আমারটার তখনও চায়ের পটের নলটাই লেজ হিসেবে থেকে গিয়েছিল, একেবারে দুঃস্বপ্ন আর কি...

কচ্ছপের নিঃশ্বাসে কী জলীয় বাষ্প বের হয়?

ওটার পিঠে তখনও চায়ের পটের আকৃতির ঢাকনা, তোমার কী মনে হয় যে এর ফলে আমার নাম্বার কাটা যাবে?

তারপরে দ্রুত লাঞ্চ শেষ করে ওরা সোজা উপরতলায় গেল চার্মস পরীক্ষার জন্যে। হারমিওন ঠিকই বলেছিল; প্রফেসর ফ্লিটউইক সত্যিই আনন্দের চার্মস সম্পর্কে প্রশ্নই করেছেন। হ্যারিরটা একটু বেশি হয়ে গেল আর রন যে ওর পার্টনার ছিল হাসতে হাসতে ওর দম ফাটার যোগাড়। ওকে ক্লাস থেকে বের করে নিয়ে যেতে হয়েছিল, এক ঘণ্টা পর ওর হাসি কমলে নিজে চার্ম পরীক্ষা দেয়ার জন্য তৈরি হলো। ডিনারের পর সবাই দ্রুত চলে এল কমনরুমে, গল্পগুজব করার জন্যে নয়, পোশন, জ্যোতির্বিদ্যা এবং ম্যাজিক্যাল জীবের যত্ন নেয়া বিষয়গুলো আবার রিভিশন দেয়ার জন্য।

পরদিন সকালে ম্যাজিক্যাল জীবের যত্ন নেয়ার বিষয়ে পরীক্ষা নিল হ্যাগ্রিড কিন্তু পরীক্ষায় যেন ওর কোন মনোযোগ নেই। ওদের জন্য সবচেয়ে সহজ পরীক্ষাটা বেছে নিল হ্যাগ্রিড। এবং সেই কারণেই হ্যারি, রন এবং হারমিওন ওর সঙ্গে কথা বলার প্রচুর সুযোগ পেল।

বিকি একটু যেন হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে, ওদেরকে বলল হ্যাগ্রিড, এমন একটা ভান করে যেন নিচু হয়ে হ্যারির ফ্লোবার ওয়ার্ম পরীক্ষা করে দেখছে ওগুলো তখনও বেঁচে আছে কি না।

অনেক দিন ধরেই ব্যাপারটা চলছে। যাইহোক... কাল বাদ পরশু-একভাবে না একভাবে আমরা পরিণতিটা জানতে পারব।

বিকেলে হলো পোশন পরীক্ষা, এবং সেটা ছিল বিপর্যয়কর। হ্যারি অনেক চেষ্টা করেও ওর পোশনটাকে ঘন করতে পারল না, এবং স্নেইপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছিল চোখে প্রতিশোধের আনন্দ,ওখান থেকে সরে যাওয়ার আগে ওর খাতায় শূন্য-এর মতো কি যেন একটা লিখে গেল।

মধ্যরাতে জ্যোতির্বিদ্যা পরীক্ষা, বুধবার সকালে ম্যাজিকের ইতিহাস। বুধবার বিকেলে হার্বোলজি, তার মানে হচ্ছে উত্তপ্ত রোদে গ্রিন হাউজে যেতে হবে, আবার ফিরতে হবে কমনরুমে, মনে হবে গা যেন পুড়ে গেছে।

সবশেষের আগের পরীক্ষাটা বৃহস্পতিবার সকালে, ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস। প্রফেসর লুপিন ওদের জন্যে খুবই একটা অস্বাভাবিক পরীক্ষা ঠিক করেছেন; বাইরে সূর্যালোককে একভাবে বাধা দেয়ার পরীক্ষা, যেখানে একটা গভীর জলাশয় ওদেরকে হেঁটে পেরুতে হবে, পানি ভর্তি থাকবে গ্রিনডিলো, লাল টুপি ভর্তি গর্ত পেরুতে হবে, জলাভূমি হেঁটে পেরুতে হবে, হিংকিপাংকের দেয়া ভুল দিকনির্দেশনা এড়িয়ে গিয়ে তারপরে একটা পুরনো গাছের গুঁড়িতে উঠে নতুন একটা বোগার্টের মোকাবিলা করতে হবে।

অতি চমৎকার, হ্যারি, বিড়বিড় করলেন লুপিন, দাঁত বের করে হ্যারি যখন গাছের গুঁড়ির ওখান থেকে বেরিয়ে এল। পুরো নম্বর।

সাফল্যে উজ্জীবিত হ্যারি অপেক্ষা করল রন এবং হারমিওন কি করে দেখার জন্য। হিংকিপাংকের কাছে পৌঁছনো পর্যন্ত রন খুব ভালো করল কিন্তু ওটা ওকে একেবারে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে দিল জলাভূমির মধ্যে। হারমিওনও গাছের গুঁড়িতে পৌঁছনো পর্যন্ত খুব ভালো করল, গুঁড়ির মধ্যে বোগার্ট। ওটার ভেতরে মিনিট খানেক থাকার পরে ও বেরিয়ে এলো চিৎকার করতে করতে।

হারমিওন! বললেন প্রফেসর লুপিন হকচকিয়ে। কী হয়েছে?

পপপ প্রফেসর ম্যাকগোনাগল! দম নিল হারমিওন, গাছের গুঁড়িটাকে দেখিয়ে। উনি বললেন আমি সবকিছুতে ফেল করেছি!

ওকে শান্ত করতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। অবশেষে যখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনতে পারল, তখন সে, হ্যারি আর রন প্রাসাদে ফিরে এল। রন তখনও হারমিওনের বোগার্ট নিয়ে একটু হাসি তামাশা করতে চেয়েছিল, কিন্তু এমন একটা দৃশ্য ঠিক তখনই ওরা সিঁড়ির ধাপে দেখতে পেল যে, তখন আর ওরকম কিছু করা যায় না।

কর্নেলিয়াস ফাজ, ঘামছেন, ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন মাটির দিকে তাকিয়ে। হ্যারিকে দেখে কথা বলতে শুরু করলেন।

হ্যালো, হ্যারি! তিনি বললেন। এই মাত্র পরীক্ষা শেষ হলো? প্রায় শেষ হলো?

হ্যাঁ, বলল হ্যারি। হারমিওন এবং রন ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীকে দেখে ব্রিতভাবে পেছনে রয়ে গেল।

চমৎকার দিন তাই না, বললেন ফাজ, লেকটার উপরে চোখ বুলিয়ে। আহহা আহহা

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি হ্যারির দিকে তাকালেন।

আমি এখানে একটি অপ্রীতিকর কাজে এসেছি হ্যারি। বিপদজনক জীবের ব্যবস্থাকরণ কমিটি হিপোগ্রিফ হত্যার একজন চাক্ষুষ সাক্ষী চায়। এবং যেহেতু ব্ল্যাক বিষয়ক জটিলতার কারণে আমাকে হোগার্টসে আসতেই হতো, সে কারণে এ ব্যাপারে আমাকেই থাকতে বলা হয়েছে।

তার মানে কি ইতোমধ্যেই আপিলের শুনানি শেষ হয়ে গেছে? বাধা দিয়ে বলল রন, সামনে এগিয়ে এসে।

না, না, আজ বিকেলে হবে এটা, বললেন ফাজ, কৌতূহলের সঙ্গে রনকে দেখে।

তাহলে আপনাকে হয়তো কোন হত্যাকাণ্ড দেখতেই হবে না! দৃঢ়ভাবে বলল রন। হিপোগ্রিফ মুক্তি পেয়েও যেতে পারে!

ফাজ কোন উত্তর দেয়ার আগেই, ওর পেছনের দরজা দিয়ে প্রাসাদ থেকে দুজন জাদুকর এল। তাদের একজন এত প্রাচীন যেন ওদের চোখের সামনেই যেন মিলিয়ে যাবে। অন্যজন দীর্ঘ, চিকন গোঁফ রয়েছে তার। হ্যারির মনে হলো ওরা দুজনেই কমিটির প্রতিনিধি। কারণ, খুব বুড়ো জাদুকরটি চোখ কুচকে হ্যাগ্রিডের কেবিনের দিকে তাকাল, দুর্বল স্বরে বলল, ডিয়ার, ডিয়ার, এ কাজের জন্য আমি সত্যিই খুব বুড়ো হয়ে গেছি ... দুটোর সময় তাই না ফাজ?

কালো গোঁফওয়ালা লোকটি ওর বেল্টে কোন একটা কিছু আঙুল বুলাচ্ছেন; হ্যারি দেখল যে ওর বুড়ো আঙুলটা একটা চকচকে কুড়ালের ওপর বুলাচ্ছে। কিছু একটা বলার জন্য রন মুখ খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কনুইয়ের এক ধাক্কায় হারমিওন ওকে চুপ করিয়ে দিল। মাথা ঝাঁকাল বাইরের হলের দিকে।

তুমি আমাকে চুপ করিয়ে দিলে কেন? রাগতস্বরে বলল রন গ্রেট হলে লাঞ্চের জন্য ঢুকতে ঢুকতে। ওদেরকে দেখেছো তুমি? ওরা কুড়ালটা পর্যন্ত নিয়ে এসেছে, একেবারে তৈরি! এটা ন্যায়বিচার নয়!

রন, তোমার বাবা এই মন্ত্রণালয়েই কাজ করেন। তার মন্ত্রীকে তুমি এভাবে ওরকম কথা বলতে পার না! বলল হারমিওন, কিন্তু ওকে খুব বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। যদি এবার মাথা

ঠিক রেখে ঠিকভাবে যুক্তি দিতে পারে হ্যাগ্রিড, তাহলে সম্ভবত বাকবিককে ওরা মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিতে পারবে না

কিন্তু হ্যারি বলতে পারে হারমিওন যা বলছে সেটা ও নিজেই বিশ্বাস করে না। এই বিকেলেই পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে ওদের চারদিকে সবাই উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে। কিন্তু হ্যারি, রন এবং হারমিওন–হ্যাগ্রিড এবং বাকবিকের দুঃশ্চিন্তায় অন্যমনস্ক, ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারল না।

হ্যারি এবং রনের সবশেষ পরীক্ষা ছিল ডিভাইনেশন। হারমিওনের মাগল স্টাডিজ। এক সঙ্গে ওরা মার্বেলের সিঁড়িটা ভেঙ্গে উঠল। দোতলায় হারমিওন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং হ্যারি ও রন একেবারে আটতলা পর্যন্ত উঠে গেল। ওখানে অনেকেই তখনও অপেক্ষা করছে ঘোরানো সিঁড়িটার উপরে বসে, শেষ মুহূর্তের রিভিশন দিচ্ছে।

আমাদেরকে সবাইকে তিনি আলাদা আলাদাভাবে ডাকবেন, নেভিল বলল ওদেরকে। ওরা গিয়ে ওর পাশে বসল। ওর সামনে ক্রিস্টাল বল দিয়ে ভবিষ্যৎ দেখার অধ্যায়টা খোলা। তোমরা কী কখনও ক্রিস্টাল বলের ভেতর দিয়ে কিছু দেখতে পেয়েছো?

না বলল রন, যেন কোন ব্যাপারই না। ঘড়ি দেখছে বার বার সে; হ্যারি। জানে ও বাকবিকের আপিল শুনানির সময়টা গুনছে।

ক্লাসরুমের বাইরের লাইনটা ছোট হচ্ছে ধীরে ধীরে। এক একজন রূপালী সিঁড়িটা বেয়ে নেমে আসছে আর অপেক্ষমাণ সবাই চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করছে, কী জিজ্ঞাসা করেছিল? ঠিকঠাক হয়েছে তো?

কিন্তু কেউই কথা বলেনি।

উনি বলেছেন যে ক্রিস্টাল বলটি তাকে বলেছে, যদি আমি তোমাদেরকে কিছু বলি, আমার একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটবে! চিকন স্বরে বলল নেভিল, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে।

এটা খুব সুবিধার হলো, নাক টেনে বলল রন। তুমি জান আমার এখন মনে হচ্ছে ওঁর সম্পর্কে হারমিওনের চিন্তাটাই সঠিক, উনি একটা ভণ্ড।

হু, বলল হ্যারি নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে। এখন দুটো বাজে। ইস যদি আরও তাড়াতাড়ি করতেন

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে পার্বতী, খুশিতে ডগমগ।

উনি বলেছেন একজন একজন ঋটি ভবিষ্যৎ বক্তা হওয়ার সকল লক্ষণই আমার মধ্যে রয়েছে, ও বলল হ্যারি এবং রনকে লক্ষ্য করে। আমি অনেক কিছু দেখতে পেয়েছি ... আচ্ছা, গুড লাক!

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে ল্যাভেন্ডরের কাছে চলে গেল ও।

রোনাল্ড উইজলি, পরিচিত রহস্যময়ী স্বরটা শোনা গেল মাথার উপর থেকে। হ্যারির দিকে তাকিয়ে মুখ ভেঙচালো রন এবং রূপালী মইটা বেয়ে উপরে হারিয়ে গেল। এখন পরীক্ষা দিতে একমাত্র হ্যারি বাকি থাকল। দেয়ালে পিঠ দিয়ে মেঝেতে বসল ও, রৌদ্রালোকিত জানালায় একটা মাছি ভনভন করছে, ওর মন পড়ে রয়েছে মাঠে, হ্যাগ্রিডের সঙ্গে।

অবশেষে, প্রায় বিশ মিনিট পর, মইয়ের মাথায় রনের বিশাল পা দেখা গেল।

কেমন হলো? উঠে দাঁড়িয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

যাচ্ছেতাই, বলল রন। কিছুই দেখতে পাইনি, সে কারণে আমি কিছু গপ্পো বানিয়ে বলেছি, যদিও মনে হচ্ছিল তিনি খুব একটা বিশ্বাস করছেন না...

কমনরুমে দেখা হবে তোমার সঙ্গে, বিড়বিড় করে বলল হ্যারি, প্রফেসর ট্রিলনির গলা শোনা গেল, হ্যারি পটার!

ক্লাসরুমটা অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি গরম; পর্দাগুলো দেয়া, আগুন জ্বলছে, এবং একটা দুর্গন্ধে হ্যারি প্রায় বমি করে ফেলেছিল আর কি, চেয়ার টেবিলের মধ্যে

দিয়ে হোঁচট খেয়ে এগিয়ে গেল সে, প্রফেসর ট্রিলনি ওর জন্য অপেক্ষা করছেন বড় একটা ক্রিস্টাল বল সামনে নিয়ে।

শুভ দিন, মাই ডিয়ার, আস্তে করে বললেন তিনি। তুমি যদি এখন দয়া করে ক্রিস্টাল বলটার দিকে চেয়ে থাক সময় নাও, এখন ... আমাকে বল দেখি ওটার ভেতরে কি দেখতে পাচ্ছ...।

ক্রিস্টাল বলটার উপরে নুয়ে পড়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল হ্যারি, যতটা পারে ততটা মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে থাকল, মনে মনে ইচ্ছা করছে ওটা ওকে ঘুরন্ত সাদা কুয়াশা ছাড়া আর কিছু দেখাক, কিন্তু কিছুই হলো না।

আচ্ছা? বললেন প্রফেসর ট্রিলনি। কি দেখতে পাচ্ছ?

প্রচণ্ড গরম, নাকে এসে লাগছে আগুনের পেছন থেকে আসা ধোয়ার দুর্গন্ধ। একটু আগে রন যা বলে গিয়েছে সেটা তার মনে পড়ল, ভান করল হ্যারি।

ইয়ে–, বলল হ্যারি, একটা কালো আকৃতি... মানে...

কিসের মতো দেখতে? ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন প্রফেসর ট্রিলনি। ভাবো, এখন...

হ্যারি আবার ওতে মন দিল এবং ওর মনে চলে এলো বাকবিক।

একটা হিপোগ্রিফ, ও দৃঢ়ভাবে বলল।

সত্যিই! ফিসফিস করলেন প্রফেসর ট্রিলনি, হাঁটুর উপরে রাখা পার্চমেন্টের উপরে কিছু লিখলেন। মাই বয়, তুমি হয়তো ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে হ্যাগ্রিডের বিপদের পরিণতিটাই দেখতে পাচ্ছ! আরও কাছে থেকে দেখ... হিপোগ্রিফটাকে কি মনে হচ্ছে ... ওটার মাথাটা কি আছে?

হ্যাঁ, বলল হ্যারি দৃঢ়ভাবে।

তুমি নিশ্চিত? প্রফেসর ট্রিলনি ওকে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল। তুমি কী নিশ্চিত, ডিয়ার? তুমি কী ওটাকে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে দেখছ না, এবং সম্ভবত, ছায়ার মতো কেউ একজন একটা কুড়াল তুলছে পেছন থেকে?

না! বলল হ্যারি, এখন ওর অসুস্থ লাগছে।

কোন রক্ত নেই? হ্যাগ্রিডের কান্নাকাটি নেই?

না! আবার বলল হ্যারি, এখন এই রুমটা ছেড়ে বাইরে যেতে চাচ্ছে হ্যারি। ওটাকে চমৎকার লাগছে, ওটা–উড়ছে, চলে যাচ্ছে...।

প্রফেসর ট্রিলনি একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

বেশ, আমার মনে হচ্ছে এখানেই শেষ করা ভালো... একটু হতাশার মতো হলেও... কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি তোমার চুড়ান্ত চেষ্টাই করেছে।

ছাড়া পাওয়ায় উঠে দাঁড়াল হ্যারি, ওর ব্যাগটা তুলে নিল, ঘুরল ফিরে যাওয়ার জন্যে, এবং তারপর, ভীষণ জোরে একটা কর্কশ স্বর ওর পেছন থেকে বলে উঠল।

আজ রাতেই ঘটবে।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল হ্যারি। আর্মচেয়ারে বসা প্রফেসর ট্রিলনি যেন শক্ত হয়ে গেছেন; চোখে কোন দৃষ্টি নেই এবং মুখটা ঝুলে পড়েছে।

স–সরি? বলল হ্যারি।

কিন্তু মনে হচ্ছে প্রফেসর ট্রিলনি ওর কথা শুনতে পাননি। ওর চোখ ঘুরতে শুরু করেছে। ভয় পেয়ে গেল হ্যারি। ওর মনে হচ্ছে উনি যেন অজ্ঞান হয়ে যাবেন। ইতস্তত করল ও, হাসপাতালে দৌড়ে যাওয়ার চিন্তা করল–কিন্তু প্রফেসর ট্রিলনি আবার কথা বলে উঠলেন, ওইরকমই কর্কশ কণ্ঠস্বরে, যেটা মোটেই তার মতো নয়।

ডার্ক লর্ড একাকী এবং বন্ধুহীন, তার অনুসারীরা তাকে পরিত্যাগ করেছে। বার বছর ধরে তার দাসকে শেকলে বদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আজ রাতে, মধ্য রাতের আগে, তার দাস শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে এবং যোগ দেবে প্রভুর সঙ্গে। দাসকে সঙ্গে নিয়ে ডার্ক লর্ড আবার জেগে উঠবেন, আগের যেকোন সময়ের চেয়ে ভয়াবহ রূপে। আজ রাতে... মধ্য রাতের আগে... দাস... বেরিয়ে পড়বে... তার প্রভুর সঙ্গে... যোগ দেয়ার জন্য...

প্রফেসর ট্রিলনির মাথাটা সামনের দিকে বুকের উপরে ঝুঁকে পড়ল। এক ধরনের ঘোৎ করে শব্দ করল। তারপর, হঠাৎ, তার মাথাটা আবার সোজা হয়ে গেল।

আমি খুব দুঃখিত, যেন স্বপ্নের ঘোরে বললেন তিনি। দিনের উত্তাপ, বুঝতেই পারছ ... ক্ষণিকের জন্য যেন আমি দূরে সরে গিয়েছিলাম...

হ্যারি তখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চল, তাকিয়ে আছে অপলক।

কোন কিছু হয়েছে?

এই মাত্র-এই মাত্র আপনি আমাকে বললেন–যে ডার্ক লর্ড আবার জেগে উঠবেন যে তার দাস আবার তার কাছে ফিরে যাবে...

প্রফেসর ট্রিলনিকে সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে।

ডার্ক লর্ড? যার নাম নেয়া যায় না? মাই ডিয়ার বয়, এটা এমন একটা বিষয় যা নিয়ে কখনই ঠাট্টা করা যায় না... আবার জেগে উঠবেন, সত্যিই...

কিন্তু এইমাত্র আপনি বললেন! আপনি বললেন যে ডার্ক লর্ড।

আমার মনে হচ্ছে তুমিও যেন কোথায় চলে গিয়েছিলে! বললেন প্রফেসর ট্রিলনি। আমি নিশ্চয়ই এত দূরের কোন বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব না!

মই দিয়ে নেমে ঘুরানো সিঁড়িটা ভেঙে নামছে হ্যারি, ভাবছে ও... এই মাত্র ও শুনে এলো প্রফেসর ট্রিলনি সত্যিকারের একটা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন? অথবা ওটা কি পরীক্ষার কোন মনে রাখার মতো সমাপ্তি ছিল?

পাঁচ মিনিট পর ও গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে নিরাপত্তা দলটিকে পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, ওর মাথায় তখনও বাজছে প্রফেসর ট্রিলনির কথাগুলো। ওর উল্টো দিক থেকে সবাই আসছে হাসতে হাসতে, ঠাট্টা করতে করতে মাঠের দিকে যাচ্ছে যেন অনেক দিনের পর পাওয়া স্বাধীনতা; ও কমনরুমে পৌঁছতে পৌঁছতে দেখল ওটা জনশূন্য হয়ে গেছে। অবশ্য এক কোণায় বসেছিল রন এবং হারমিওন।

প্রফেসর ট্রিলনি, হ্যারি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এই মাত্র আমাকে বললেন।

কিন্তু ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝপথে থেমে যেতে হলে ওকে।

বাকবিক হেরে গেছে, দুর্বল স্বরে বলল রন। এইমাত্র হ্যাগ্রিড এটা পাঠিয়েছে।

এবার হ্যাগ্রিডের চিঠিতে চোখের পানির কোন দাগ নেই, তবুও যেন মনে হচ্ছে লেখার সময় ওর হাতটা এতো কেঁপেছিল যে চিঠিটা প্রায় পড়াই যাচ্ছে না।

আপিলে হেরে গেছি। সূর্যাস্তের সময় বাকবিকের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হবে। এখন তোমাদের আর কিছুই করার নেই। নিচে এসো না। আমি চাই না তোমরা দেখ।
হ্যাগ্রিড।

আমাদেরকে যেতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বলল হ্যারি। ওখানে একা একা বসে ও জল্লাদের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না!

সূর্যাস্ত, বলল রন, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ও। আমাদেরকে তো বাইরে যেতে দেয়া হবে না বিশেষ করে, হ্যারি তোমাকে।

চলে হাত ভোবাল হ্যারি, ভাবছে।

যদি শুধু অদৃশ্য হওয়ার জামাটা থাকতো

ওটা কোথায়? বলল হারমিওন।

একচক্ষু ডাইনিটার নিচে পথের ওপর ওটা রেখে আসার কথা হারমিওনকে বলল হ্যারি।

...স্নেইপ যদি ওটার ধারে কাছে আর কখনও দেখতে পায়, তাহলে আমি ভয়ানক সমস্যায় পড়ব, বলল হ্যারি।

সেটা অবশ্য সত্যি, বলল হারমিওন, উঠে দাঁড়িয়ে। যদি সে তোমাকে দেখে একচক্ষু ডাইনিটার কুজ কীভাবে খোলো তোমরা?

ওটাকে জাদুর কাঠি দিয়ে ছুঁয়ে বলতে হবে ডিসেন্টডিয়াম, বলল হ্যারি। কিন্তু–

বাক্যের বাকিটা শোনার জন্য দাঁড়াল না হারমিওন; দ্রুত রুমটা পেরিয়ে স্থূলকায় মহিলার ছবিটা সরিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

ও কী ওটা আনতে গেছে? ওর পেছনে তাকিয়ে বলল রন।

তাই গেছে সে। পনের মিনিট পর ফিরে এল হারমিওন ওর কাপড়ের নিচে রূপালী জামাটা সযত্নে ভাঁজ করা।

হারমিওন, ইদানীং যে তোমার কি হয়েছে আমি বুঝতেই পারছি না! বলল বিস্মিত রন। প্রথমে তুমি মারলে ম্যালফয়কে, তারপর প্রফেসর ট্রিলনির ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলে–

হারমিওনকে দেখে মনে হচ্ছে প্রশংসায় যেন বিগলিত সে।

***

সবার সঙ্গে ডিনারে গেল ওরা, কিন্তু ডিনারের পর গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে ফিরে এল না। পোশাকের নিচে হ্যারির আলখাল্লাটা লুকানো; হাত ভাঁজ করে রেখেছে যেন ওটা দেখা না যায়। বাইরের হলটার সামনে এসে কান পেতে নিশ্চিত হয়ে নিল ভেতরে কেউ নেই। দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে দেখল হারমিওন।

ঠিক আছে, ফিসফিস করে বলল, কেউ নেই–জামাটা।

বড়সড় জামাটার ভেতর জড়াজড়ি করে পা টিপে টিপে ওরা হলটা পার হলো, সামনের পাথরের ধাপগুলো পেরিয়ে মাঠে এসে দাঁড়াল। নিষিদ্ধ বনের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, গাছের উপরের শাখাগুলোকে রাঙিয়ে দিয়েছে।

হ্যাগ্রিডের কেবিনে পৌঁছে নক করল ওরা। মিনিটখানেক লাগল ওর জবাব দিতে, দরজা খুলে আগন্তুকদের খুঁজল সে চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং কাঁপছে হ্যাগ্রিড।

আমরা এসেছি, ফিসফিস করে হ্যারি বলল। অদৃশ্য হওয়ার জামা আমাদের গায়ে। আমাদের ভেতরে আসতে দাও ওটা খুলে ফেলা যাক।

ইয়ে–তোমাদের আসা উচিত হয়নি! ফিসফিস করে হ্যাগ্রিড বলল। কিন্তু পেছনে সরে গেল, যেন ওরা ভেতরে ঢুকতে পারে। দ্রুত দরজাটা বন্ধ করে দিল হ্যাগ্রিড, আলখাল্লাটা খুলে ফেলল হ্যারি।

হ্যাগ্রিড কাঁদছিল না, ওদেরকে জড়িয়ে ধরেনি। কিন্তু ওকে এমন দেখাচ্ছিল, যেন জানে না ও কোথায় আছে এবং কি করবে। কাদার চেয়ে এই অসহায়ত্ব দেখা ওদের কাছে আরও অসহনীয় মনে হলো।

চা খাবে? বলল সে। কেটলির দিকে বাড়ানো ওর বিশাল হাতটা কাঁপছে।

বাকবিক কোথায়, হ্যাগ্রিড? হারমিওন জিজ্ঞাসা করল ওর স্বরে দ্বিধা।

আ–আমি ওকে বাইরে নিয়ে গিয়েছি, বলল হ্যাগ্রিড, জগে দুধ ঢালতে গিয়ে কিছুটা ফেলে দিল টেবিলের উপরে। ভাবলাম ওর এখন গাছ দেখা উচিত–বিশুদ্ধ। বাতাসে শ্বাস নেয়া উচিত। কারণ এর পর

হ্যাগ্রিডের হাত এত জোরে কাঁপছিল যে সে দুধের জগটাই ফেলে দিল এবং ওটা ভেঙে সমস্ত মেঝে দুধে ভেসে গেল।

আমি সব দেখছি হ্যাগ্রিড, তাড়াতাড়ি বলল হারমিওন, দ্রুত মেঝেটা পরিষ্কার করতে শুরু করল সে।

কাবার্ডে আরেকটা রয়েছে, হ্যাগ্রিড বলল, বসে জামার হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে। রনের দিকে তাকাল হ্যারি, অসহায়ভাবে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল রন।

কারো কী কিছু করার নেই? তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করল হ্যারি, হ্যাগ্রিডের পাশে বসতে বসতে। ডাম্বলডোর

উনি চেষ্টা করেছিলেন, বলল হ্যাগ্রিড। কিন্তু কমিটির সিদ্ধান্তকে পাল্টানোটা তার ক্ষমতার বাইরে। উনি বলেছিলেন ওদেরকে যে বাকবিকের কোন সমস্যা নেই, কিন্তু ওরা ভয় পায় মানে তোমরা জান তো লুসিয়াস ম্যালফয় কি রকম মানুষ

ওদেরকে হুমকি দিয়েছে, তাই আমার ধারণা... এবং যে ঘাতকের ভূমিকায় এসেছে সে নিজে ম্যালফয়ের পুরনো বন্ধু... যাইহোক, ব্যাপারটা বিনা ঝঞ্ঝাটেই শেষ হবে... এবং আমি ওর পাশেই থাকব...।

ঢোক গিলল হ্যাগ্রিড। কেবিনটায় ঘুরছে ওর চোখজোড়া, যেন আশার ক্ষীণ কোন সম্ভাবনা খুঁজছে।

যখন ওকে–মানে ঘটনাটা ঘটবে, ডাম্বলডোরও থাকবেন ওখানে। আজ সকালে চিঠি দিয়ে আমাকে জানিয়েছেন। বলেছেন তিনি আমার সঙ্গে থাকতে চান। মহৎ হৃদয়ের মানুষ, ডাম্বলডোর...।

হ্যাগ্রিডের কাবার্ডে আরেক জগ দুধ খুঁজছিল হারমিওন, ওর কণ্ঠ থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। নতুন জগটা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, অনেক কষ্টে চোখের পানি আটকে রেখেছে।

আমরাও তোমার সঙ্গে থাকব, হারমিওন বলতে শুরু করল, কিন্তু হ্যাগ্রিড মাথা নাড়তে শুরু করল।

তোমাদেরকে প্রাসাদে ফিরে যেতে হবে। আমি তোমাদের বলেছি আমি চাই না তোমরা এটা দেখ। এবং কোন অবস্থাতেই তোমরা নিচে থাকবে না... যদি ফাজ এবং ডাম্বলডোর তোমাদেরকে অনুমতি ছাড়া নিচে ঘুরতে দেখে, তাহলে হ্যারি, তুমি খুব মুশকিলে পড়ে যাবে।

হারমিওনের চোখ থেকে নীরবে পানি গড়াচ্ছে, অবশ্য হ্যারি ওগুলো সে আড়াল করে রেখেছে। কিন্তু জগে ঢালবার জন্যে দুধের বোতলটা হাতে নিতেই তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

রন! আ–আমি বিশ্বাস করতে পারছি না–স্ক্যাবার্স!

হা করে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রন।

কী বলছ তুমি? হারমিওন দুধের জগটা টেবিলের ওপরে নিয়ে ওটাকে উল্টো করে দিল। ইঁদুরটা তখন পাগলের মতো চি চি করছে আর ভেতরে যাওয়ার জন্য চার পায়ে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু জগের ভেতর থেকে গড়িয়ে নিচে নামল স্ক্যাবার্স।

স্ক্যাবার্স! ফাঁকা স্বরে বলল রন। স্ক্যাবার্স, ওখানে তুমি কী করছ?

ইঁদুরটাকে ধরে আলোতে নিয়ে এল সে। ওটাকে ভয়াবহ রকম বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। শুকিয়ে গেছে, লোম পড়ে গেছে অনেক। রনের মুঠোর মধ্যে থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে ইঁদুরটা।

ঠিক আছে, ঠিক আছে স্ক্যাবার্স! বলল রন। কোন বিড়াল নেই! এখানে কোন কিছুই তোমার ক্ষতি করবে না!

হঠাৎ হ্যাগ্রিড উঠে দাঁড়াল। ওর চোখ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। ওর স্বাভাবিক লাল মুখটা পার্চমেন্টের রঙ হয়ে গেছে।

ওরা আসছে...।

হ্যারি, রন ও হারমিওন চট করে ঘুরে দাঁড়াল। দূরে প্রাসাদের সিঁড়ি দিয়ে কয়েকজন মানুষ হেঁটে আসছে। সবার সামনে অ্যালবাস ডাম্বলডোর, ডুবন্ত সূর্যে ওর রূপালী দাড়িটা চিকমিক করছে। ওর পাশে পা টেনে টেনে হাঁটছে কর্নেলিয়াস ফাজ। পেছনে আসছে কমিটির বুড়ো সদস্য এবং জল্লাদ ম্যাকনেয়াচ।

তোমাদের চলে যাওয়াই ভালো, বলল হ্যাগ্রিড। ওর শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি যেন কাঁপছে। তোমাদেরকে এখানে দেখে ফেলা উচিত না... যাও জলদি এখনই...

পকেটে স্ক্যাবার্সকে ভরল রন, অদৃশ্য হওয়ার জামাটা তুলে নিল হারমিওন।

পেছনে দরজা দিয়ে তোমাদেরকে বের করে দিচ্ছি, বলল হ্যাগ্রিড।

ওর পেছন পেছন বাগানে এলো ওরা। হ্যারির কাছে সবকিছুই যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, বিশেষ করে কয়েক গজ দূরে বাকবিককে দেখে, হ্যাগ্রিডের কুমড়োর বাগানের পেছনে বাধা। মনে হচ্ছে ও যেন টের পেয়েছে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। মাথাটাকে এদিক ওদিক দোলাচ্ছে, পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে ভয়ে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে বিকি, নরম স্বরে বলল হ্যাগ্রিড। ঠিক আছে...হ্যারি রন আর হারমিওনের দিকে ফিরে বলল, এখন যাও, যেতে থাক।

কিন্তু ওরা নড়ল না।

হ্যাগ্রিড, আমরা পারব না।

আসল ঘটনাটা আমরা ওদের বলব।

ওরা ওকে মেরে ফেলতে পারে।

যাও! ক্ষিপ্ত হয়ে বলল হ্যাগ্রিড। তোমরা বিপদে পড়া ছাড়া এমনিতেই অনেক ঝামেলা হচ্ছে!

ওদের আর কিছু করার নেই। হ্যারি এবং রনের গায়ের ওপর জামাটা ছড়িয়ে দিতে দিতে হারমিওন শুনতে পেল কেবিনের সামনের দিকে কারা যেন কথা বলছে। ওরা যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেল সেদিকে একবার তাকাল হ্যাগ্রিড।

জলদি যাও, ভাঙা গলায় বলল সে।এবং কিছু শোনার চেষ্টা করো না...।

হেঁটে কেবিনে ফিরে গেল সে, শুনতে পেল সামনের দরজায় নক করছে কেউ।

ভীতসন্ত্রস্ত, হ্যারি, রন এবং হারমিওন ধীরে ধীরে নিঃশব্দে হ্যাগ্রিডের বাড়িটা ঘুরে রওনা হলো। সামনে আসতে আসতে ওরা শুনতে পেল দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেছে।

প্লিজ, জলদি চল, ফিসফিস করে বলল হারমিওন। আমার আর সহ্য হচ্ছে না, আমি পারছি না...।

ঢালু লনটা পেরিয়ে প্রাসাদের দিকে রওনা হল ওরা। সূর্য এখন দ্রুতই অস্ত যাচ্ছে; আকাশের লাল ছোপে ধূসর হয়ে গেছে, কিন্তু পশ্চিম দিকে এখনও চুনির মতো টকটকে লাল।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রন।

ওহ, প্লিজ রন, হারমিওন বলল।

স্ক্যাবার্স, ও থাকতে চাচ্ছে না– রন একটু বাঁকা হয়ে ওটাকে ওর পকেটে রাখার চেষ্টা করছে, কিন্তু ইঁদুরটা যেন পাগল হয়ে গেছে; চিৎকার করছে, গা মোচড়াচ্ছে এমনকি রনের আঙুলে কামড় দেয়ার চেষ্টা করছে।

স্ক্যাবার্স, আমি রন, ইডিয়ট বুঝতে পারছ না, ফিসফিস করে বলল রন।

ওদের পেছনে একটা দরজা খুলে গেল, আরেকটা গলার স্বর শোনা গেল।

ঠিক আছে–স্ক্যাবার্স চুপ কর।

সামনের দিকে হেঁটে গেল ওরা; হারমিওনের মতোই হ্যারিও ওদের পেছনের কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছে। রন আবার থেমে দাঁড়াল।

আমি এটাকে ধরে রাখতে পারছি না–স্ক্যাবার্স, মুখ বন্ধ কর, সবাই শুনতে পাবে–

বন্যপ্রাণীর মতো চিৎকার করছে ইঁদুরটা, কিন্তু হ্যাগ্রিডের বাগানের ভেতরে থেকে যে আওয়াজটা আসছে তার চেয়ে জোরে নয়। অস্পষ্ট কয়েকটি পুরুষ কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, তারপরে সব নীরব, এরপর কোনরকম সতর্কতা ছাড়াই শোনা গেল স্যাৎ করে এক কুড়ালের আঘাত করার শব্দ।

মাথা ঘুরে গেল হারমিওনের। শেষ পর্যন্ত ওরা মেরেই ফেলল! ফিসফিস করে হ্যারিকে বলল সে। আ আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না–ওরা এরকম একটা জঘন্য কাজ করতে পারল!

বিড়াল, ইঁদুর এবং কুকুর

বাকবিকের শোকে হ্যারির মনটা যেন পাথর হয়ে গেল। অদৃশ্য হওয়ার জামাটার নিচে ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছে জড় ভূতের মতো। অস্ত যাওয়া সূর্যের শেষ রশ্মিগুলো মাটির উপরে দীর্ঘ ছায়া ফেলছে। শুনতে পেল ওরা, উন্মাদের মতো কে যেন কাঁদছে।

হ্যাগ্রিড, বিড়বিড় করে বলল হ্যারি এবং কি করছে সেটা না ভেবেই পেছন ফিরল ওদিকে যাওয়ার জন্য কিন্তু রন এবং হারমিওন ওর হাত ধরে রাখল।

আমরা পারি না, বলল রন ওর মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। আমরা ওর সঙ্গে দেখা করছি এটা জানতে পারলে ও খুবই বড় ধরনের সমস্যায় পড়বে।

ঘনঘন শ্বাস ফেলছে হারমিওন।

ওরা–কীভাবে–পারল? কান্নায় গলা খুঁজে এল ওর। কীভাবে পারল?

চল যাই, বলল রন, মনে হচ্ছে ওর দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে।

প্রাসাদের দিকে রওনা হল ওরা, ধীরে ধীরে হাঁটছে। আলো দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। খোলা মাঠে পৌঁছতে পৌঁছতে ওদের ওপর জাদুর মতো ছেয়ে গেল অন্ধকার।

স্ক্যাবার্স, শান্ত হও, ফিসফিস করে বলল রন। ইঁদুরটা এখন যাচ্ছেতাই ভাবে ছটফট করছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পকেটের আরো ভেতরে ওটাকে ঢোকানোর চেষ্টা করছে রন। কি হলো তোমার, গাধা কোথাকার। চুপ করে থাক–উফ! কামড়ে দিয়েছে।

রন, চুপ কর! দ্রুত ফিসফিস করল হারমিওন। যেকোন মুহূর্তে এখানে চলে আসতে পারেন ফাজ

সে আসবে না–নড়বে না বলছি

স্ক্যাবার্স সাংঘাতিক রকমের ভয় পেয়ে গেছে। সর্বশক্তি দিয়ে ছটফট করছে। রনের মুঠো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য।

ওটার হয়েছে কী?

কিন্তু হ্যারি এই মাত্র দেখতে পেয়েছে–অন্ধকারে চোরের মতো ওদের দিকে চকচক করছে বড় বড় হলুদ একজোড়া চোখ–কুকশ্যাংকস। ওটা কি ওদের দেখতে পেয়েছে না স্ক্যাবার্সের চি চি শুনতে পেয়েছে, হ্যারি সেটা বুঝতে পারছে না।

ক্রুকশ্যাংকস! হারমিওন বলল। না, কুকশ্যাংকস না, যাও এখন থেকে!

কিন্তু বিড়ালটা ক্রমেই কাছে আসছে।

না–স্ক্যাবার্স, না!

অনেক দেরি হয়ে গেছে–রনের আঙুলের ফাঁক গলে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে ইঁদুরটা মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। লাফ দিয়ে ওটার পেছনে ছুটল ক্রুকশ্যাংকস, গায়ের উপর থেকে জামাটা ফেলে দিয়ে রনও ছুটল পেছন পেছন অন্ধকারের মধ্যে।

রন! চাপা আর্তনাদ করে উঠল হারমিওন।

একবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সে আর হ্যারিও দৌড়ে ওদেরকে অনুসরণ করল; কিন্তু জামাটা থাকায় পুরো শক্তিতে দৌড়ানো যাচ্ছে না; গা থেকে ওটা খসিয়ে নিল, এখন ওরা দৌড়াচ্ছে, আর ওদের পেছন পেছনে উড়ছে ওটা ব্যানারের মতো; রনের পায়ের শব্দ আর চিৎকার শুনতে পাচ্ছে ওরা।

ওর কাছ থেকে সরে যাও–সরে যাও–স্ক্যাবার্স, এখানে এস—

জোরে একটা ভোতা শব্দ হলো।

গচচচা! শয়তান বিড়াল গেলি–

হ্যারি এবং হারমিওন প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল রনের উপর; মাটির উপর পড়ে আছে ও। স্ক্যাবার্স এখন তার পকেটে; দুই হাত দিয়ে চেপে রেখেছে ওটাকে।

রন–জামাটার নিচে এসো জলদি– হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হারমিওন। ডাম্বলডোর–মন্ত্রী–যেকোন মুহূর্তে চলে আসতে পারেন।

কিন্তু আবার নিজেদেরকে ঢেকে নেয়ার আগে, এমনকি স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নেয়ার আগেই ওরা শুনতে পেল কে যেন মাটিতে বিশাল বড় বড় থাবা ফেলে এগিয়ে আসছে। অন্ধকার থেকে কিছু একটা ওদের দিকে ছুটে আসছে-একটা দৈত্যাকার, ঘোলা–চোখের, ঘনকালো বর্ণের কুকুর।

জাদুর কাঠির দিকে হাত বাড়াল হ্যারি, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। বিশাল একটা লাফ দিল কুকুরটা এবং ওটার সামনের দুই পা সজোরে আঘাত করল হ্যারির বুকে। পেছনের দিকে কাত হয়ে গেল হ্যারি, জটার উষ্ণ নিঃশ্বাস ওর গায়ে লাগল, ও দেখতে পেল ওটার এক ইঞ্চি লম্বা দাঁতগুলো

কিন্তু লাফ দেয়ার গতি ওটাকে অনেক দূরে নিয়ে গেল; হ্যারির ওপর থেকে সরে গেল ওটা। চোখে অন্ধকার দেখছে হ্যারি, মনে হচ্ছে ওর বুকের পাজরগুলো যেন ভেঙে গেছে, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ও; ওটার গর্জন আবার শুনতে পাচ্ছে সে, নতুন আরেকটি আক্রমণের জন্য ধেয়ে আসছে জটা।

রন দাঁড়িয়েছিল, কুকুরটা আবার ওদের দিকে লাফ দিতেই ও হ্যারিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল; ওটার তীক্ষ্ণ দাঁত বসে গেল রনের প্রসারিত হাতে। লাফ দিয়ে দৈত্যাকার কুকুরটার উপর পড়ল হ্যারি, ওটার লোম ধরল মুঠো করে, টানবার চেষ্টা করল, কিন্তু একটা ছেঁড়া পুতুলের মতো রনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কুকুরটা

তারপর, হঠাৎ, হ্যারির মুখের উপর কিছু একটা এমন জোরে মারল যে সে আবার মাটিতে পড়ে গেল। ও শুনতে পাচ্ছে হারমিওনও চিৎকার করছে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায়, মাটিতে পড়ে গেছে সেও। জাদুর কাঠিটার দিকে হাত বাড়াল সে, চোখ বেয়ে পড়ছে রক্ত

লুমোস! ফিসফিস করে বলল সে।

জাদুর কাঠির আলোয় ও এখন দেখতে পেল একটা মোটা গাছের গুঁড়ি; স্ক্যাবার্স-এর পেছনে ধেয়ে ওরা হোমপিং উইলো গাছটার কাছে চলে এসেছে, গাছটার ডালপালা চাবুকের মতো সামনে পেছনে দুলছে যেন ওরা কাছে না যেতে পারে।

এবং ওইখানেই গাছটার গোড়ায়, কুকুরটা রয়েছে, রনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দুটো শেকড়ের ফাঁকে–পাগলের মতো হাত–পা ছুড়ছে রন কিন্তু ওর মাথায় এবং শরীর আস্তে আস্তে দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে

রন! হ্যারি চিৎকার করে উঠল, অনুসরণ করার চেষ্টা করল, কিন্তু মোটা একটা ডাল এত জোরে বাতাসের মধ্যে দিয়ে এসে পড়ল যে হ্যারিকে পিছিয়ে আসতে হলো।

এখন ওরা শুধু রনের পা দেখতে পাচ্ছে, ওটা একটা শেকড়ের সঙ্গে বাধিয়ে রেখেছে ও যেন কুকুরটা ওকে টেনে আরও ভেতরে না নিয়ে যেতে পারে। কড়াৎ করে ভেঙে গেল রনের পাটা, পরমুহূর্তেই দৃষ্টির বাইরে চলে গেল ওটা।

হ্যারি–আমাদের এখন সাহায্য দরকার– হারমিওন চিৎকার করে উঠল; ওরও রক্ত ঝরছে; গাছটা ওর কাঁধের অনেকখানি কেটে ফেলেছে।

না! ওই জটা ওকে খেয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট বড়, আমাদের হাতে সময় নেই–

সাহায্য ছাড়া আমরা ওখানে যেতেই পারব না।

আরেকটা ডাল চাবুকের মতো ওদের দিকে ধেয়ে এল, ওটার শাখাগুলো আঙুলের গাঁটের মতো বাকানো।

যদি ওই কুকুরটা ভেতরে যেতে পারে, তাহলে আমরাও পারব, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হ্যারি। এদিকে ওদিকে দৌড়াচ্ছে সে চেষ্টা করছে ভয়াবহ ডালগুলোর ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢোকার জন্য, কিন্তু গাছের ডালের চাবুক এড়িয়ে মোটেও এগোতে পারছে না সে।

ওহ, সাহায্য দরকার, সাহায্য! পাগলের মতো বলছে হারমিওন, প্লিজ

দৌড়ে সামনে গেল কুকশ্যাংকস। চাবুক মারা ডালগুলোর মধ্য দিয়ে পিছলে ভেতরে গিয়ে গাছের গুঁড়ির একটা জায়গায় ওর সামনের থাবা দুটো চেপে ধরল।

হঠাৎ, গাছটা যেন পাথর হয়ে গেল, ওটা আর নড়ছে না। একটা পাতাও কাঁপছে না।

ক্রুকশ্যাংকস! অনির্দিষ্টভাবে ফিসফিস করে বলল হারমিওন। হ্যারির একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরল সে। ও কীভাবে জানে?

ওই কুকুরটার বন্ধু সে, গম্ভীর মুখে বলল হ্যারি। ওদেরকে আমি এক সঙ্গে দেখেছি। এসো–জাদুর কাঠিটা বের করে রাখ।

এক মুহূর্তের মধ্যে গাছের গুঁড়িতে পৌঁছে গেল ওরা কিন্তু শেকড়ের ফাঁকটার কাছে যাওয়ার আগে ওটার ভেতর দিয়ে গলে ভেতরে চলে গেল কুকশ্যাংকস। এরপর গেল হ্যারি; বুক হেঁটে সামনে গেল, তারপর ঢাল বেয়ে খুবই নিচু একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে। একটু সামনে কশ্যাংকস, হ্যারির হাতের জাদুর কাঠির আলোয় ওর চোখ জ্বলছে। মুহূর্ত পরে ওদের পেছনে চলে এল হারমিওন।

রন কোথায়? ভীতসন্ত্রস্ত স্বরে ফিসফিস করল হারমিওন।

এইদিকে, বলল হ্যারি, বাঁকা হয়ে কুকশ্যাংকসের পেছনে পেছনে ছুটছে সে।

এই সুড়ঙ্গের শেষ কোথায়? পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল হারমিওন।

আমি জানি না ওই মরেডার্স-এর ম্যাপে এটা দেয়া আছে কিন্তু ফ্রেড এবং জর্জ বলেছে এর ভেতরে কেউ কখনও যায়নি। এটা ম্যাপটার একটা কিনারা থেকে বেরিয়ে মনে হচ্ছিল হগসমিড়ে গিয়ে শেষ হয়েছে ...।

যত দ্রুত সম্ভব দৌড়াচ্ছে ওরা ওদের সামনে কুকশ্যাংকসের লেজটা কখনও দেখা যাচ্ছে কখনও দেখা যাচ্ছে না। সুড়ঙ্গটা যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। হ্যারির মাথায় একটাই চিন্তা, রন এবং ওই বিশাল কুকুরটা ওকে নিয়ে কি করছে ... ঘনঘন শ্বাস ফেলছে সে, ব্যথাও করছে, দৌড়াচ্ছে নিচু হয়ে।

সুড়ঙ্গটা উঠতে শুরু করেছে। মুহূর্ত পরে বাঁক খেল এবং কুকশ্যাংকসকে আর দেখা যাচ্ছে না। বিবর্ণ আলোর একটা শিখা দেখতে পেল সে। ছোট্ট একটা খোলা জায়গার মধ্যে দিয়ে আসছে।

থামল সে আর হারমিওন, দম নেয়ার জন্যে, আস্তে আস্তে সামনে যাচ্ছে। দুজনেই ওদের জাদুর কাঠি দুটো উপরে ধরে রেখেছে, অপেক্ষায় রয়েছে সামনে কি রয়েছে দেখার জন্যে।

একটা কক্ষ। একেবারেই অগোছালো। ধুলো ভর্তি। দেয়াল থেকে কাগজ বেরিয়ে আসছে; মেঝেতে দাগ, প্রত্যেকটি আসবাব ভাঙাচোরা যেন কেউ আঁছড়ে ভেঙেছে। জানালাগুলো সব তক্তা দিয়ে বন্ধ করা।

হারমিওনের দিকে তাকাল হ্যারি, ওকে খুবই ভীত দেখাচ্ছে, মাথা নাড়ল সে।

গর্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল হ্যারি, দেখছে চারদিকে। কক্ষে কেউ নেই, কিন্তু ওদের ডানদিকে একটা দরজা খোলা রয়েছে, ওটা দিয়ে একটা ছায়া অন্ধকার হল রুমে যাওয়া যায়। হারমিওন আবার হ্যারির হাত আঁকড়ে ধরল। তক্তা দিয়ে ঢাকা জানালাগুলোর উপর ওর চোখ।

হ্যারি, ফিসফিস করল হারমিওন। আমার মনে হয় আমরা শিকিং শ্যাক-এ এসে পড়েছি।

চারদিকে তাকাল হ্যারি। কাছেই রয়েছে একটা কাঠের চেয়ার। মনে হয় কে যেন ওটার গা থেকে খাবলা মেরে বড় বড় টুকরা খুলে নিয়েছে; একটা পা পুরোটাই খুবলে নিয়েছে।

কোন ভূত এটা করেনি, ধীরে ধীরে বলল হ্যারি।

ঠিক সেই মুহূর্তে, মাথার উপর একটা মচমচ শব্দ শোনা গেল। উপরে যেন কেউ নড়ছে। দুজনেই উপরে সিলিংয়ের দিকে তাকাল। আরও জোরে হ্যারির হাতটা আঁকড়ে ধরল হারমিওন, হ্যারির মনে হলো ওর আঙুলে সাড়া নেই।

যত ধীরে সম্ভব, ওরা হল রুমে উঠে এলো। ধীরে ধীরে প্রায় ভাঙা সিঁড়ির লিফট বেয়ে উপরে উঠল। মেঝেটা ছাড়া সবকিছুই পুরু ধুলোর আস্তরে ঢাকা, ওখানে একটা দীর্ঘ দাগ রয়েছে, চকচকে দাগ, যেন কাউকে টেনে হেঁচড়ে উপরে তোলা হয়েছে।

অন্ধকার জায়গায়টা পা রাখল ওরা।

নক্স, দুজনে এক সাথে ফিসফিস করে বলল, ওদের জাদুর কাঠির মাথার আলো নিভে গেল। একটি মাত্র দরজা খোলা। ওই দিকে পা টিপে টিপে যেতে যেতে ওরা ওটার পেছন থেকে খুবই নিচু স্বরে যন্ত্রণাকাতর শব্দ শুনতে পেল, এবং তারপর একটা বিকট ঘরঘর শব্দ। যেন শেষ বারের মতো পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা, এবং শেষ বারের মতো মাথা নাড়ল।

সামনে শক্ত করে জাদুর কাঠিটা ধরা, লাথি মেরে দরজাটা খুলে ফেলল হ্যারি।

চমৎকার একটা বিছানায় শুয়ে আছে কুকশ্যাংকস, ওদের দেখে জোরে জোরে ঘরঘর শব্দ করল। ওর পাশে মেঝেতে পড়ে আছে রন, দুহাতে ধরে আছে ওর পা, অদ্ভুত একটা কোণের সৃষ্টি করেছে।

ছুটে ওর কাছে গেল হ্যারি আর হারমিওন।

রন–তুমি ঠিক আছ তো?

কুকুরটা কোথায়?

ওটা কুকুর না, যন্ত্রণায় কাতরে বলল রন। ব্যথায় দাঁত কামড়ে ধরে আছে ও। এটা একটা ফাঁদ

কি

ওই হচ্ছে কুকুর ...একজন অ্যানিম্যাগাস

হ্যারির কাঁধের উপর দিয়ে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে রন। চট করে ঘুরে দাঁড়াল হ্যারি। ছায়ায় দাঁড়ানো লোকটা চট করে ওদের পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

লোকটার কনুই থেকে নোংরা জট পাকানো চুল ঝুলে আছে। ওর ঘন কালো অক্ষি কোটর থেকে যদি চোখ দুটো চকচক না করতো তাহলে ওটাকে একটা মৃতদেহ বলে মনে হতো। মোমের মতো চামড়ার মুখের হাড়ের উপর এতো টান টান করে ছড়ানো যেন ওটাকে কঙ্কালের মুণ্ড বলে মনে হচ্ছে। হলুদ দাঁতগুলো বের করে হাসছে। সাইরিয়াস ব্ল্যাক।

এক্সপেলিয়ার্মাস! গলা দিয়ে ব্যাঙের মতো শব্দ করল ব্ল্যাক, ওদের দিকে রনের জাদুর কাঠিটা তাক করে।

হ্যারি আর হারমিওনের হাত থেকে ওদের দণ্ড দুটো ছুটে বেরিয়ে গেল, ধরে ফেলল ব্ল্যাক। এক পা সামনে এগোলো সে। ওর চোখ স্থির হয়ে আছে হ্যারির উপর।

আমি ভেবেছিলাম যে তুমি তোমার বন্ধুকে বাঁচাতে আসবেই, ভাঙা গলায় বলল সে। ওর গলার স্বর শুনে মনে হলো অনেক দিন ধরে ওটা ব্যবহারের অভ্যাস সে ত্যাগ করেছে। তোমার বাবাও আমার জন্যে একই কাজ করতেন। তোমার সাহসের তারিফ করতে হয়, কোন শিক্ষকের সাহায্যের জন্য দৌড়ে যাওনি। আমি কৃতজ্ঞ ব্যাপারটা আরও সহজ হবে।

ওর বাবা সম্পর্কে ব্ল্যাক-এর টিটকিরিটা হ্যারির কানে জোরে জোরে বাজছে। বুকের ভেতর থেকে জ্বলে উঠছে ঘৃণা, ওখানে ভয়ের কোন জায়গা যেন নেই। জীবনে এই প্রথমবারের মতো ও, জাদুর কাঠিটা হাতে পেতে চাইল, আত্মরক্ষার জন্য নয়, আক্রমণ করার জন্য হত্যা করার জন্য। কি করছে, বুঝে ওঠার আগে হ্যারি সামনের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল, ওর দুদিক থেকে হঠাৎ কি যেন নড়ে উঠল, দুটো হাত ওকে ধরে ফেলেছে। না, হ্যারি না! ভীতসন্ত্রস্ত হারমিওন ফিসফিস করে বলল; এদিকে রন, কথা বলল ব্ল্যাক-এর সাথে।

তুমি যদি হ্যারিকে হত্যা করতে চাও, তবে আমাদের দুজনকেও তোমার হত্যা করতে হবে! ভয়ঙ্করভাবে বলল সে, যদিও উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টায় সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, কথা বলতে বলতে এদিক ওদিক দুলছে সে।

কি যেন একটা নড়ে উঠল ব্ল্যাক-এর ছায়াঘন চোখে।

শুয়ে থাকো, শান্ত স্বরে বলল সে রনকে। তোমার ভাঙা পায়ের আরও ক্ষতি হবে।

তুমি কী আমার কথা শুনেছ? দুর্বল স্বরে বলল রন, যদিও হ্যারিকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। আমাদের তিন জনকেই হত্যা করতে হবে তোমাকে!

এখানে আজ রাতে একটি মাত্র হত্যা হবে, দাঁত বের করে বলল ব্ল্যাক।

সেটা কেন? থুথু ফেলল হ্যারি, হারমিওন আর রনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছে। গতবার তো তোমার কিছুই মনে হয়নি, হয়েছিল? অতজন মাগলকে হত্যা করতে তোমার একটু বাধেনি কী ব্যাপার, আজকাবানে গিয়ে তোমার মনটা নরম হয়ে গেছে নাকি?

হ্যারি! ফুঁপিয়ে উঠল হারমিওন। চুপ কর।

ও আমার মা এবং বাবাকে হত্যা করেছে! গর্জন করে উঠল হ্যারি, বল চেষ্টায় হারমিওন এবং রনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল তারপর সামনের দিকে দিল এক লাফ

ও ভুলে গেছে ম্যাজিকের কথা ভুলে গেছে ওর বয়স তের, ও বেটেখাটো এবং হাড্ডিসার, অন্যদিকে ব্ল্যাক লম্বা এবং পূর্ণবয়স্ক একজন পুরুষ। ওর শুধু ইচ্ছা যত গুরুতরভাবে পারে ব্ল্যাককে আঘাত করতে হবে কিন্তু পরিণতিতে সে কত আঘাত পাবে এ ব্যাপারে তার পরোয়া নেই।

হয়তো হ্যারির এই বোকামির জন্যই ব্ল্যাক হতভম্ব হয়ে জাদুর কাঠিটা সময়মতো তুলতে পারল না। এক হাতে হ্যারি ব্ল্যাক-এর অকেজো কব্জিতে আঘাত করে জাদুর কাঠিটা সরিয়ে দিল; অন্য হাতের মুঠো গিয়ে লাগল ব্ল্যাক-এর মাথার পাশে মারল দুজনেই পড়ে গেল ওরা, পেছন দিকে, দেয়ালের উপরে

আর্তনাদ করছে হারমিওন; চিৎকার করছে রন; চোখ ধাঁধানো আলো বেরিয়ে এলো ব্ল্যাক-এর হাতে ধরা জাদুর কাঠিটা থেকে, ইঞ্চির জন্যে হ্যারির মুখটা বেঁচে গেল। ওর মুঠোর ভেতর ব্ল্যাক-এর অকেজো হাতটা চেষ্টা করছে বেরিয়ে আসার জন্য, ও ধরে রেখেছে শক্ত করে এবং অন্য হাত দিয়ে ওর শরীরের সর্বত্র সমানে ঘুষি মেরে চলেছে হ্যারি।

কিন্তু ব্ল্যাক-এর মুক্ত হাতটা হ্যারির গলা খামচে ধরল

না, হিসফিস করে বলল সে। অনেক দিন ধরে আমি অপেক্ষায় রয়েছি

ওর আঙুলগুলো হ্যারির গলায় চেপে বসছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে, ওর চশমাটা বাঁকা হয়ে গেছে।

তারপরে সে দেখল কোথা থেকে যেন হারমিওনের পা ছুটে এলো। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে হ্যারিকে ছেড়ে দিল ব্ল্যাক। জাদুর কাঠিটা ধরা ব্ল্যাক-এর হাতটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রন। একটা কিছু পড়ে যাওয়ার ক্ষীণ শব্দ শুনল হ্যারি

নিজেকে মুক্ত করে দেখল ওর জাদুর কাঠিটা মেঝেতে গড়াচ্ছে; ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটার উপরে সে, কিন্তু

আর্ঘ;

লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে কুকশ্যাংকস; সামনের দুই থাবার সবগুলো নখ সেঁধিয়ে দিয়েছে হ্যারির হাতে; ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল হ্যারি, কিন্তু বিড়ালটা দৌড়ে যাচ্ছে হ্যারির জাদুর কাঠিটার দিকে

না, তুমি ওটা পাবে না! চিৎকার করে উঠল হ্যারি, বিড়ালটার উদ্দেশ্যে একটা লাথি ছুড়ল, লাফিয়ে একপাশে সরে গেল ওটা; জাদুর কাঠিটা তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে

সামনে থেকে সরে যাও!রন এবং হারমিওনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করল সে।

দুবার বলতে হলো না ওদের। হারমিওনের ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে, নিঃশ্বাস নেয়ার জন্যে হা করছে, এক পাশে সরে গেল সে, ওর এবং রনের জাদুর কাঠি দুটো ছো মেরে তুলে নিল। হামাগুড়ি দিয়ে বিছানাটার কাছে গেল রন, হাঁপাচ্ছে, ধপাস করে ওটার উপর পড়ল ওর ফর্সা মুখটা সবুজ হয়ে গেছে, দুই হাতে চেপে ধরে আছে ভাঙা পাটা।

দেয়ালের কোণায় হাত–পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ব্ল্যাক। ওর বুকটা ঘনঘন ওঠানামা করছে, তাকিয়ে দেখছে ধীরে ধীরে হ্যারি এগিয়ে আসছে, জাদুর কাঠি সরাসরি তাক করা ব্ল্যাক-এর হৃৎপিণ্ডের দিকে।

আমাকে হত্যা করবে হ্যারি? ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল ব্ল্যাক।

ঠিক মাথার উপর এসে থামল হ্যারি, জাদুর কাঠি তখনও ব্ল্যাক-এর বুক বরাবর, নিচের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ব্ল্যাক-এর বাম চোখ ফুলে উঠছে এবং নাক দিয়ে পড়ছে রক্ত।

তুমি আমার বাবা এবং মাকে হত্যা করেছে, বলল হ্যারি, ওর স্বর কাঁপছে কিন্তু হাতে ধরা জাদুর কাঠি স্থির।

ওর দিকে অপলক তাকিয়ে আছে ব্ল্যাক।

আমি অস্বীকার করছি না, সে বলল, শান্ত স্বরে। কিন্তু তুমি যদি পুরো ঘটনাটা জানতে

পুরো ঘটনাটা? পুনরাবৃত্তি করল হ্যারি, মাথার ভেতরে যেন জোরে জোরে হাতুড়ির শব্দ শুনছে সে। তুমি ওদেরকে ভল্ডেমোর্ট-এর হাতে তুলে দিয়েছিলে, আমার শুধু এটুকু জানলেই চলবে।

আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে, বলল ব্ল্যাক, এখন তার গলায় জরুরি ভাব ফুটে উঠল। তুমি যদি না শুনতে চাও তাহলে পরে পস্তাবে তুমি বুঝতে পারছ না।

তুমি যতটা ভাবছ আমি তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝি, বলল হ্যারি, ওর গলার স্বর আরও কেঁপে উঠল। মা যে চিৎকার করছিলেন তুমি শোননি তাই না? আমার মা প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন যেন ভল্ডেমোর্ট আমাকে হত্যা করতে না পারে আর তুমি সেটাই করলে তুমি হত্যা করলে তাদের

কেউ কিছু বলার আগেই হঠাৎ ছায়ার মতো কি যেন একটা হ্যারির পাশ দিয়ে উড়ে গেল; কশ্যাংকস গিয়ে বসেছে ব্ল্যাক-এর বুকের উপরে, ঠিক যেখানটায় ওর হৃৎপিণ্ডটা রয়েছে। চোখ মটকে বিড়ালটার দিকে তাকাল ব্ল্যাক।

সরে যা, বিড়বিড় করে বলল ব্ল্যাক, কুকশ্যাংকসকে ওখান থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু বিড়ালটা ব্ল্যাক-এর কাপড়ে ওর থাবা আটকে বসে আছে, নড়ানো গেল ওটাকে। ওটা কুৎসিত মুখ ঘুরিয়ে হ্যারির দিকে তাকাল, বড় বড় কালো এক জোড়া চোখ। ডানদিকে হারমিওন জোরে কেঁদে উঠল।

স্থির দৃষ্টিতে ব্ল্যাক এবং কুকশ্যাংকস-এর দিকে তাকাল হ্যারি, জাদুর কাঠির ওপর মুঠোটা শক্ত হলো। বিড়ালটাকেও যদি মারতে হয় তাহলে কী আসে যায়? ওটা তো ব্ল্যাক-এর দোসর ওটা যদি মরতে চায় ব্ল্যাককে বাঁচাতে গিয়ে, তাহলে হ্যারির কি করার আছে ... যদি ব্ল্যাক বিড়ালটাকে বাঁচাতে চায় তাহলে প্রমাণিত হবে যে হ্যারির মা-বাবার চেয়ে বিড়ালটার প্রতি ওর দরদ বেশি

জাদুর কাঠি তুলল হ্যারি। এখনই সময়। এখনই সময়, তার মা-বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার। ব্ল্যাককে হত্যা করতে যাচ্ছে সে। ওকে মারতেই হবে। এটাই হ্যারির সুযোগ

সময় যাচ্ছে, তারপরও হ্যারি পাথরের মতো জমে দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়, জাদুর কাঠি তাক করা, ব্ল্যাক তাকিয়ে আছে ওর দিকে নিস্পলক এবং ওর বুকের উপরে কুকশ্যাংকস। রন-এর অনিয়মিত নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে বিছানার কাছ থেকে; হারমিওন একেবারে চুপ।

এবং তারপর শোনা গেল নতুন একটা শব্দ

নিচের মেঝে থেকে কাঁদের যেন চলাফেরার চাপা পদশব্দ শোনা গেল।

আমরা এখানে উপরে! চিৎকার করে উঠল হারমিওন হঠাৎ। আমরা উপরে এখানে– সাইরিয়াস ব্ল্যাক–জলদি!

চমকে উঠে নড়ে উঠল ব্ল্যাক, ওর বুকের উপর থেকে প্রায় পড়ে গিয়েছিল কুকশ্যাংকস; জাদুর কাঠি শক্ত করে ধরে আছে হ্যারি–ওর মাথার ভেতরে কে যেন বলে উঠল-এক্ষুণি, এক্ষুণি! কিন্তু পায়ের শব্দগুলো সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে আসছে এবং হ্যারি তখনও মারতে পারেনি ব্ল্যাককে।

ঘরের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে ঝরনার মতো লাল ফুলিঙ্গ ঢুকল ভেতরে, ঘুরে দাঁড়াল হ্যারি, প্রফেসর লুপিন ঢুকলেন ঘরের ভেতরে। ওর মুখে রক্ত সরে গেছে, জাদুর কাঠি তোলা এবং প্রস্তুত। রনের উপর দিয়ে ঘুরে গেল ওর চোখ, হারমিওন দরজার পাশে পড়ে আছে ভীত, হ্যারিকে দেখছেন প্রফেসর ব্ল্যাক-এর দিকে জাদুর কাঠি তাক করে দাঁড়িয়ে আছে এবং সবশেষে দেখলেন ব্ল্যাককে, জবুথবু হয়ে পড়ে আছে হ্যারির পায়ের কাছে রক্ত ঝরছে নাক থেকে।

এক্সপেলিয়ার্মাস! লুপিন চিৎকার করে উঠলেন।

আরো একবার হ্যারির হাত থেকে উড়ে চলে গেল ওর জাদুর কাঠি। একই সঙ্গে হারমিওনের হাতে ধরা দুটো। সবগুলো লুপিন দক্ষতার সাথে ধরে ফেললেন। কক্ষের

আরও ভেতরে চলে এলেন, তাকিয়ে রয়েছেন ব্ল্যাক-এর দিকে, তখনও কুকশ্যাংকস বসে রয়েছে ওর বুকের ওপরে।

হ্যারি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, হঠাৎ ওর ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেল। ও ব্ল্যাককে মারতে পারল না। ওর নার্ভে কুলালো না। এখন ব্ল্যাককে ডিমেন্টারদের হাতে তুলে দেয়া হবে।

কথা বললেন লুপিন। গলার স্বর স্বাভাবিক। এমন একটা স্বর যেটা অবদমিত আবেগের কারণে কাঁপছে। ও কোথায়, সাইরিয়াস?

চট করে লুপিনের দিকে তাকাল হ্যারি। উনি কি বোঝাতে চাইছেন বুঝতে পারল না হ্যারি। কার সম্পর্কে বলছেন? ও আবার ব্ল্যাক-এর দিকে ঘুরল।

ব্ল্যাক-এর চেহারা ভাবলেশহীন। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে একেবারেই নড়ল। তারপর, খুব ধীরে ধীরে, ওর শূন্য হাতটা তুলল সে এবং সোজা রনকে দেখিয়ে দিল। বিভ্রান্ত হ্যারি ঘুরে তাকাল রনের দিকে, ওকেও হতভম্ব দেখাচ্ছে।

কিন্তু তাহলে বিড়বিড় করলেন লুপিন, গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন ব্ল্যাক-এর দিকে যেন ওর মনটা পড়ার চেষ্টা করছেন, তাহলে এর আগে কেন সে আত্মপ্রকাশ করেনি? যদি না– হঠাৎ লুপিনের চোখ দুটো বড়বড় হয়ে গেল, যেন ব্ল্যাক-এর পেছনে আরও কিছু দেখতে

পাচ্ছেন তিনি, আরও কিছু যেটা অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না, যদি না সেই হবে যদি না তুমি বদলে ফেল আমাকে না জানিয়ে?

খুব ধীরে ধীরে, লুপিনের মুখ থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে, মাথা নাড়ল ব্ল্যাক।

প্রফেসর লুপিন, জোরে বাধা দিল হ্যারি, কি হচ্ছে এসব?

প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না হ্যারি, কারণ এরপর যা সে দেখল তাতে মুখের কথা মুখেই আঁটকে গেল। জাদুর কাঠি ধীরে ধীরে নামাচ্ছেন লুপিন। পরমুহূর্তে, ব্ল্যাক-এর পাশে হেঁটে গেলেন তিনি, ওর একটা হাত সজোরে ধরলেন, টেনে নিলেন নিজের কাছে ক্রুকশ্যাংকস পড়ে গেল মেঝের ওপর এবং ঠিক ভাইয়ের মতো ব্ল্যাককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

হ্যারির মনে হলো ওর শরীরের নিচে আর কিছু নেই।

আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! চিৎকার করল হারমিওন।

ব্ল্যাককে ছেড়ে দিয়ে ওর দিকে ফিরলেন লুপিন। মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে হারমিওন, লুপিনকে দেখিয়ে উদ্ভ্রান্ত চোখে বলছে, তুমি–তুমি

হারমিওন–

–তুমি এবং ও!

হারমিওন, শান্ত হও।

আমি কাউকে বলিনি! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করল হারমিওন। তোমাকে সবসময় আড়াল করে আসছিলাম

হারমিওন, প্লিজ, আমার কথা শোন! লুপিন চিৎকার করলেন। আমি বুঝিয়ে বলতে পারি।

কাঁপছে হ্যারি, ভয়ে নয়, কিন্তু আরেক দফা রাগে।

আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, লুপিনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল সে, গলার স্বরের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই তার, এবং পুরো সময়টাই তুমি ওর বন্ধু হয়ে আছো!

তুমি ভুল করছে, বললেন লুপিন। বার বছর ধরে আমি নিশ্চয়ই সাইরিয়াস এর বন্ধু ছিলাম না, কিন্তু এখন আমি তার বন্ধু আমাকে বুঝিয়ে বলতে দাও

না! হারমিওনের চিৎকার, ওকে বিশ্বাস করো না হ্যারি, ও ব্ল্যাককে প্রাসাদের ভেতরে যেতে সাহায্য করছে, ও তোমার মৃত্যুও চায়–ও একটা ওয়েরউলফ!

হঠাৎ ঘরটা নীরব হয়ে গেল। সবার চোখ এখন লুপিনের ওপরে, কিন্তু ওকে শান্ত দেখাচ্ছে, যদিও ফ্যাকাশে।

তোমার মনমতো হলো না হারমিওন, বললেন লুপিন। তিনজনের মধ্যে শুধু এক একজনকেই আমি ভয় পাই। সাইরিয়াসকে প্রাসাদে ঢুকতে আমি কখনও সাহায্য করিনি এবং হ্যারির মৃত্যুও আমি চাই না ... ওর মুখের উপর দিয়ে অস্বাভাবিক একটা কম্পন বয়ে গেল। কিন্তু আমি অস্বীকার করছি না যে আমি ওয়েরউলফ।

উঠে দাঁড়ানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল রন, কিন্তু যন্ত্রণাকাতর আরেকটি শব্দ করে পড়ে গেল। ওর দিকে এগিয়ে গেলেন লুপিন, ওকে চিন্তিত দেখাচ্ছে, ঘনঘন শ্বাস ফেলছে রন, দূরে সরে যাও, ওয়েরউলফ!

স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে পড়লেন লুপিন। তারপর ঘুরলেন হারমিওনের দিকে, কতদিন ধরে তুমি জান?

অনেক দিন ধরে, ফিসফিস করে বলল হারমিওন। যখন থেকে আমি প্রফেসর স্নেইপ-এর লেখাটা

সে খুবই আনন্দিত হবে, শীতল স্বরে বললেন লুপিন। ওই লেখাটা সে দিয়েছিল এই আশায় যেন কেউ একজন আমার লক্ষণগুলো ধরতে পারে। তুমি কী চান্দ্রমাসের হিসাব

ধরে বুঝতে পেরেছিলে যে পূর্ণিমার সময় আমি অসুস্থ হয়ে যাই? অথবা আমাকে দেখলেই বোগার্টটা চাদে রূপান্তরিত হয়?

দুটোই, শান্ত স্বরে বলল হারমিওন।

যেন জোর করে হাসলেন লুপিন।

তোমার বয়সী যত ডাইনি দেখেছি তার মধ্যে তুমিই সবচেয়ে বুদ্ধিমতী, হারমিওন।

আমি নই, আস্তে আস্তে বলল হারমিওন। যদি আমি আরেকটু বুদ্ধিমতী হতাম, তাহলে আমি সবাইকে বলতাম তোমার আসল পরিচয়!

কিন্তু তারা এরই মধ্যে জেনে ফেলেছে, বললেন লুপিন। বিশেষ করে কর্মচারীরা তো বটেই।

তোমাকে ওয়েরউলফ জেনেও ডাম্বলডোর চাকরিতে নিয়েছেন? হাঁপতে হাঁপাতে বলল রন। তুমি কী পাগল?

কোন কোন কর্মচারীও তাই ভাবত, বললেন লুপিন। আমি যে বিশ্বাসী এটা বিশ্বাস করাতে তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে

এবং তিনি ভুল করেছেন! হ্যারি চিৎকার করল। তুমি ওকে সবসময় সাহায্য করে যাচ্ছ! ব্ল্যাক-এর দিকে আঙুল তুলে বলল হ্যারি, ও ততক্ষণে সরে গেছে বিছানাটার উপর, কাঁপা হাতে লুকিয়ে রেখেছে মুখ। কশ্যাংকস লাফিয়ে ওর পাশে উঠল। ওদের দুজনের কাছ থেকেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সরে গেল রন।

আমি সাইরিয়াসকে সাহায্য করছিলাম না, বলল লুপিন। তোমরা যদি আমাকে ব্যাখ্যা করার একটু সুযোগ দাও, আমি বুঝিয়ে বলব। দেখ হ্যারি, রন এবং হারমিওনের জাদুর কাঠি তিনটি ওদের কাছে ছুঁড়ে দিলেন তিনি; নিজেরটা ধরে ফেলল হ্যারি, হতবাক হয়ে গেছে সে।

এই যে, বলল লুপিন, নিজের জাদুর কাঠিটা বেল্টে গুঁজে রাখলেন। এখন তোমরা সশস্ত্র, আমরা নই, এখন তো আমাদের কথা শুনবে?

কি করবে বুঝতে পারছে না হ্যারি। এটাও কী একটি ফাঁদ?

যদি ওকে তুমি সাহায্যই না করবে, বলল হ্যারি, ব্ল্যাক-এর দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে, তাহলে তুমি কীভাবে জান যে ও এখানে রয়েছে?

মানচিত্র, বললেন লুপিন। ওই মানচিত্রটা, আমার অফিসে বসে আমি ওটা পরীক্ষা করছিলাম

তুমি জান ওটা কীভাবে কাজ করে? সন্দেহের স্বরে বলল হ্যারি।

নিশ্চয়ই, আমি জানি, বললেন লুপিন, অধৈর্যের সঙ্গে হাত নেড়ে। ওটা লিখতে আমিই তো সাহায্য করেছি। আমিই মুনি–স্কুলে আমার বন্ধুরা আমাকে ডাকত ওই নামে।

তুমি–আপনি লিখেছিলেন–?

জরুরি ব্যাপারটা হচ্ছে, আজ সন্ধ্যা বেলায় আমি ওটা দেখছিলাম, কারণ আমার একটা ধারণা ছিল তুমি, রন এবং হারমিওন হিপোথিফটাকে মারার আগে চুপিচুপি একবার হ্যাগ্রিডকে দেখতে যাবে। এবং আমার ধারণা সঠিক ছিল, তাই না?

পায়চারি করতে শুরু করলেন লুপিন, তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। ওর পা থেকে ধুলো উড়ছে।

তুমি হয়তো তোমার বাবার পুরনো জামাটা পড়েছিলে হ্যারি

জামাটা সম্পর্কে আপনি জানেন কীভাবে?

ওটার নিচে যে কতবার জেমসকে হারিয়ে যেতে দেখেছি ... বললেন লুপিন, আবার অস্থিরভাবে হাত নাড়লেন। বিষয়টা হচ্ছে তুমি যদি অদৃশ্য হওয়ার জামাটা পরে থাকো তবুও তোমাকে ওই মরেডার্স ম্যাপে দেখা যাবে। আমি দেখেছি তোমরা মাঠ পেরিয়ে

হ্যাগ্রিডের কুঠিরে গেছ। বিশ মিনিট পর ওখান থেকে বেরিয়ে এলে, প্রাসাদের দিকে আসছ। কিন্তু এই সময় তোমাদের সঙ্গে আরও একজন ছিল।

কী? বলল হ্যারি। না ছিল না?

নিজের চোখকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, বললেন লুপিন, তখনও পায়চারি করছেন, হ্যারির বাধাকে উপেক্ষা করলেন। আমি ভেবেছিলাম ম্যাপটা বোধহয় ভুল করছে। ও কীভাবে তোমাদের সঙ্গে থাকবে?

আমাদের সঙ্গে তো কেউ ছিল না! বলল হ্যারি।

এবং তারপর আমি আরেকটা বিন্দু দেখলাম, তোমাদের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, নাম লেখা সাইরিয়াস ব্ল্যাক আমি দেখলাম তোমাদের সঙ্গে ওর সংঘর্ষ হলো, দেখলাম তোমাদের দুজনকে হোমপিং উইলোর ভেতরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে

একজনকে! ক্ষিপ্ত স্বরে বলল রন।

না, রন, বললেন লুপিন। দুজনকে।

পায়চারি থামালেন, রন-এর উপর দিয়ে ঘুরে এল ওর দৃষ্টি।

তোমার কী মনে হয় আমি ইঁদুরটাকে দেখিনি? সোজাসাপটা প্রশ্ন করলেন লুপিন।

কী? বলল রন। এর সঙ্গে স্ক্যাবার্স-এর আবার কী সম্পর্ক?

পুরোপুরি, বললেন লুপিন। আমি কী ওটাকে দেখতে পারি?

ইতস্তত করছে রন, তারপর পোশাকের ভেতরে হাত ঢুকালো। বের করে নিয়ে। এল স্ক্যাবার্সকে, সাংঘাতিকভাবে ছটফট করছে ও; ওটার লম্বা লেজটা ধরে থাকল রন যেন পালিয়ে না যেতে পারে। ব্ল্যাক-এর কোলে উঠে দাঁড়াল কুকশ্যাংকস, নরম একটা হিসস শব্দ করল।

রনের আরও কাছে গেলেন লুপিন। স্ক্যাবার্স-এর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন, যেন দম বন্ধ করে রয়েছেন।

কী? আবার বলল রন, স্ক্যাবার্সকে আঁকড়ে ধরে আছে, ভয় পেয়েছে ও। আমার এই ইঁদুরটার সঙ্গে এই সবের কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

ওটা ইঁদুর নয়, ভাঙা গলায় হঠাৎ বলে উঠল সাইরিয়াস ব্ল্যাক।

কী বলতে চাইছো–অবশ্যই ওটা একটা ইঁদুর

না, ওটা ইঁদুর না, শান্তস্বরে বললেন লুপিন। ওটা জাদুকর। একজন অ্যানিম্যাগাস, বলল ব্ল্যাক, নাম পিটার পেট্টিগ্রু।

মুনি, ওয়ার্মটেইল, প্যাডফুট এবং প্রংস

বিশ্বাস্য কথাটা ওদের মনে ধরতে কয়েক মুহূর্ত লেগে গেল। হ্যারি যা ভাবছিল ঠিক তাই যেন বলল রন।

আপনারা দুজনই মানসিক রোগী! অবিশ্বাস্য! ক্ষীণ কণ্ঠে বলল হারমিওন। পিটার পেটিগ্রু মৃত! বলল হ্যারি। ওই ওকে বার বছর আগে হত্যা করেছে! ব্ল্যাক-এর দিকে আঙুল তাক করল হ্যারি, ব্যথায় ওর মুখটা বাঁকা হয়ে গেল।

আমি হত্যা করতে চেয়েছিলাম, হলুদ দাঁতগুলো খিঁচিয়ে বলল ব্ল্যাক, কিন্তু পিটার সেবার বেঁচে গেল কিন্তু এবার আর সেরকম হবে না যদিও!

স্ক্যাবার্স-এর দিকে লাফ দিল ব্ল্যাক, ছিটকে মেঝেতে পড়ল একশ্যাংকস; রনের ভাঙা পায়ের উপর ব্ল্যাক-এর ওজন পড়ায় চিৎকার করে উঠল সে।

সাইরিয়াস, না! চিৎকার করলেন লুপিন, সামনে লাফিয়ে পড়ে রনের কাছ থেকে টেনে নিয়ে গেলেন ব্ল্যাককে, অপেক্ষা কর! এভাবে তুমি পার না–ওদের বুঝতে হবে আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে

আমরা পরেও ব্যাখ্যা করতে পারব! দাঁত বের করে বলল ব্ল্যাক, এখন লুপিনকেই ঝেড়ে ফেলতে চাইছে, একটা হাত বাতাসে থাবা মারছে, স্ক্যাবার্সকে ধরতে চাইছে, ওটা প্রাণপণে চিৎকার করছে, রন-এর মুখ এবং নাক আঁচড়ে পালাবার চেষ্টা করছে।

ওদের–সবকিছু জানার অধিকার রয়েছে। হাঁপাচ্ছেন লুপিন, ধরে রাখার চেষ্টা করছেন ব্ল্যাককে। রন ওটাকে পশু হিসেবে রেখেছে! ওর সম্পর্কে কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যেটা এখনও আমি বুঝতে পারছি না! আর হ্যারি–হ্যারিকে তোমার সত্যটা জানাবার দায় রয়েছে, সাইরিয়াস!

জোরাজুরি করা বন্ধ করল ব্ল্যাক, যদিও ওর ফাঁকা চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে স্ক্যাবার্স-এর উপর, রন-এর কামড়ানো, আঁচড়ানো এবং রক্তঝরা হাতে শক্ত করে ধরা আছে ওটা।

ঠিক আছে তাহলে, বলল ব্ল্যাক। ইঁদুরটার উপর থেকে চোখ সরালো না। ওদের যা বলতে চাও বল। কিন্তু দ্রুত। যে হত্যাকাণ্ডের জন্য আমাকে জেল খাটতে হয়েছে আমি সেটা এখন করতে চাই।

তোমরা দুজনেই পাগল, কাঁপা স্বরে বলল রন, হ্যারি এবং হারমিওনের দিকে তাকাল সমর্থনের জন্য। যথেষ্ট হয়েছে, আমি যাচ্ছি।

ভালো পাটার উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল রন, এবার লুপিন তার জাদুর কাঠিটাও তুললেন স্ক্যাবার্স-এর দিকে।

আমার কথা তোমাদের শুনতেই হবে রন, শান্ত স্বরে বললেন তিনি। শুধু শুনবার সময় পিটারকে ভালো করে ধরে রাখবে।

ও পিটার নয়, ও স্ক্যাবার্স! চিৎকার করল রন, ইঁদুরটাকে সামনের পকেটে ঢোকানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু ইঁদুরটাও চেষ্টা করছে ছুটে বেরিয়ে যাবার; দুলে উঠল রন, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল, ওকে ধরে ফেলল হ্যারি, বিছানায় বসিয়ে দিল। ব্ল্যাককে উপেক্ষা করে হ্যারি ফিরল লুপিনের দিকে।

পেটিগ্রুকে মরতে দেখেছে এমন সাক্ষী তো রয়েছে, ও বলল। এক রাস্তা ভর্তি লোক

ওরা যা দেখেছে বলে ভেবেছে, আসলে তা দেখেনি, কর্কশ স্বরে বলল ব্ল্যাক, তখনও ওর চোখ স্ক্যাবার্স-এর দিকে।

সবাই ভেবেছিল পিটারকে মেরে ফেলেছে সাইরিয়াস, বললেন লুপিন মাথা নেড়ে। আমি নিজেও বিশ্বাস করেছিলাম–আজ রাতে ম্যাপটা দেখার আগ পর্যন্ত। কারণ মরেডার্স ম্যাপ কখনও মিথ্যে বলে না–পিটার বেঁচে রয়েছে। রন ওকে হাতে নিয়ে রেখেছে, হ্যারি।

রনের দিকে তাকাল হ্যারি, ওদের দৃষ্টি বিনিময় হলো, নীরবে ওরা একমত হলো যে ব্ল্যাক এবং লুপিন দুজনেই পাগল। ওদের গল্পের কোন অর্থ হয় না। স্ক্যাবার্স কী করে পিটার পেট্টিগ্রু হয়? শেষ পর্যন্ত হয়তো আজকাবান সত্যি সত্যি ব্ল্যাক-এর মনকেও শুষে নিয়েছে। কিন্তু লুপিন কেন ওর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন?

কথা বলে উঠল হারমিওন, কাঁপা কিন্তু শান্ত করার চেষ্টায়, কণ্ঠস্বর, যেন প্রফেসর লুপিনকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে কথা বলানোর জন্য চেষ্টা করছে।

কিন্তু প্রফেসর লুপিন স্ক্যাবার্স কখনই পেট্টিগ্রু হতে পারে না ... এটা সত্য হতে পারে না, আপনি জানেন পারে না

কেন পারে না? শান্ত স্বরে বললেন লুপিন, যেন উনি ক্লাস নিচ্ছেন এবং গ্রিন্ডিলোদের কোন সমস্যায় পড়ে হারমিওন একটা প্রশ্ন করেছে।

কারণ পিটার পেটি যদি অ্যানিম্যাগাস হয় তাহলে লোকে তো সেটা জানতে পারবে। আমরা প্রফেসর ম্যাকাগোনাগলের সঙ্গে অ্যানিম্যাগী ক্লাস করেছি। হোমওয়ার্ক করার সময় দেখেছি–যে সমস্ত জাদুকর এবং ডাইনি জীবজন্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে তাদের একটা তালিকা মন্ত্রণালয় রক্ষা করে থাকে; একটা রেজিস্টার থাকে যেখানে লেখা থাকে কে কি জীবে পরিণত হতে পারে, ওদের বিশেষ চিহ্নগুলো কি কি এবং আমি ওই রেজিস্টারটা দেখেছি, এবং এই শতাব্দীতে মাত্র সাতজন অ্যানিম্যাগাস রয়েছে, এবং পেট্টিগ্রুর নাম ওখানে নেই

হারমিওনের হোমওয়ার্কের প্রতি পরিশ্রম দেখে মনে মনে চমৎকৃত হতে যাচ্ছিল হ্যারি, কিন্তু সময় পেল না, প্রফেসর লুপিন হেসে উঠলেন।

আবার সঠিক, হারমিওন! তিনি বললেন। কিন্তু মন্ত্রণালয় কখনই জানে না যে হোগার্টসে তিনজন তালিকা ছাড়া অ্যানিম্যাগী রয়েছে।

ওদেরকে যদি পুরো ঘটনাটা জানাতেই হয়, তবে বলতে থাক, রেমাস, বলল ব্ল্যাক, ওর দৃষ্টি তখনও স্ক্যাবার্স-এর উপরে। বার বছর ধরে আমি অপেক্ষা করে আছি, আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করব না।

ঠিক আছে কিন্তু আমাকে তোমার সাহায্য করতে হবে সাইরিয়াস, বললেন লুপিন, আমি শুধু জানি শুরুটা

থেমে গেলেন লুপিন। পেছনে জোরে কাঁচ কাঁচ শব্দ শোনা গেল। কক্ষের দরজাটা নিজে নিজেই খুলে গেল। ওটার দিকে সকলেই তাকিয়ে রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে লুপিন বাইরে দেখলেন।

ওখানে কেউ নেই।

এই জায়গাটা ভূতুড়ে! বলল রন।

না, বললেন লুপিন, তখনও বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন দরজার দিকে। শ্রিকিং শাক ভূতুড়ে নয় চিৎকার এবং গর্জন যা শোনা যেত সেটা আমিই করতাম।

চোখের উপর থেকে পাকা চুলগুলো সরালেন তিনি, ভাবলেন এক মুহূর্ত, তারপর বলতে শুরু করলেন, এভাবেই সব শুরু হয়েছিল–আমার ওয়েরউলফ হওয়ার মধ্য দিয়ে। এর কিছুই হতো না যদি আমাকে না কামড়াতে এবং আমি যদি ওরকম বোকা না হতাম

ওকে শান্ত এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বাধা দিতে যাচ্ছিল রন, শশ! বলল হারমিওন, গভীর দৃষ্টিতে লুপিনকে দেখছিল সে।

আমাকে যখন একটা নেকড়ে কামড়েছিল তখন আমি খুব ছোট ছিলাম। আমার বাবা-মা অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সে সময়ে এর কোন চিকিৎসা ছিল না। প্রফেসর স্নেইপ আমার জন্যে যে পোশনটা তৈরি করেন সেটা হালের আবিষ্কার। আমাকে ওটা নিরাপত্তা দেয়। যদি আমি পূর্ণিমার আগের সপ্তাহে ওটা খাই, এবং রূপান্তরের সময় মনে রাখি আমার অফিসে আমি গুটিসুটি হয়ে পড়ে থাকি, নিরীহ একটা নেকড়ে, চাঁদটা আবার কমতে শুরু করার জন্য অপেক্ষা করি।

ওই পোশনটা আবিষ্কারের আগে অবশ্য মাসে একবার আমি পুরো দস্তুর জন্তু মানে মানুষ থেকে নেকড়েতে অর্থাৎ ওয়েরউলফ-এ রূপান্তরিত হয়ে যেতাম। হোগার্টস-এ আসব

আমার জন্য এটা ছিল অসম্ভব। অন্যান্য অভিভাবকরা নিশ্চয়ই চাইতেন না যে আমার সঙ্গে তাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করুক।

তারপর ডাম্বলডোর হেডমাস্টার হয়ে এলেন। উনি খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন। উনি বললেন যতদিন পর্যন্ত আমরা কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে থাকব, ততদিন আমার স্কুলে না আসার কোন কারণ নেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন লুপিন, এবার সরাসরি হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন, কয়েক মাস আগে তোমাকে বলেছিলাম, আমি যে বছর হোগার্টস-এ এসেছি সে বছরই হোমপিং উইলো গাছটা লাগানো হয়েছিল। সত্য কথাটা হচ্ছে এটা লাগানোই হয়েছিল আমি হোগার্টস-এ এসেছিলাম বলে। এই বাড়িটা– রুমটার চারদিকে কাতরভাবে তাকালেন লুপিন,-এখানে আসার সুড়ঙ্গ পথটা–আমার ব্যবহারের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। মাসে একবার, আমাকে প্রাসাদের বাইরে এই জায়গায় চুপিচুপি পাঠিয়ে দেয়া হতো, রূপান্তরের জন্য। গাছটা সুড়ঙ্গের মুখে লাগানো হয়েছিল যেন ওই বিপদজনক সময়ে আমার কাছে কেউ আসতে না পারে।

কাহিনীটা কোন দিকে যাচ্ছে হ্যারি ধরতে পারছে না, তারপরও মনোযোগ দিয়েই শুনছে। লুপিনের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর যে শব্দ শোনা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে। স্ক্যাবার্স-এর ভীতসন্ত্রস্ত চিৎকার।

ওই দিনগুলোতে আমার রূপান্তর ছিল-একটা ভয়াবহ রাত। ওয়েরউলফ-এ রূপান্তর হওয়া খুবই যন্ত্রণাদায়ক। মানুষ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম, কামড় দিতে হতো আমাকে, আমি নিজেকেই কামড়াতাম, আঁচড়াতাম। গ্রামের লোকেরা চিৎকার শুনতো,

শব্দ শুনতো, এবং ভাবতো কোন ভয়াবহ অশরীরি রয়েছে এখানে। গুজবটাকে উস্কে দিতেন ডাম্বলডোর এখনও এত বছর পরেও বাড়িটা নিস্তব্ধ, তখনও গ্রামবাসীরা এর ধারে কাছে আসেনি ...

এই রূপান্তর হওয়ার ব্যাপারটি ছাড়া আমার জীবনে এত খুশি আর কখনও ছিল না। প্রথম বারের মতো আমি বন্ধু পেলাম তিনজন ভাল বন্ধু। সাইরিয়াস ব্ল্যাক পিটার পেট্টিগ্রু এবং অবশ্যই, তোমার বাবা হ্যারি–জেমস পটার।

আমার বন্ধুরা বুঝতে পারত যে মাসে একবার আমি যেন কোথায় চলে যাই। অনেক রকম গল্প ওদেরকে আমি বলতাম বানিয়ে বানিয়ে। আমি বলতাম আমার মা অসুস্থ তাকে দেখতে যেতে হয় ভয় পেতাম ওরা যদি জানতে পারে আমি কি, তাহলে আমার বন্ধুত্ব ত্যাগ করবে। কিন্তু, তোমার মতোই, হারমিওন, ওরাও একদিন সত্যটা জানতে পারল

কিন্তু ওরা আমাকে ছেড়ে গেল না। শুধু তাই নয় ওরা আমার জন্যে এমন একটা কিছু করল যেন আমার রূপান্তরটা শুধু সহজই হলো না, আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের সন্ধান পেলাম। ওরা নিজেরাও অ্যানিম্যাগী হয়ে গেল।

আমার বাবাও? বলল হ্যারি বিস্মিত হয়ে।

হ্যাঁ, সত্যিই, বললেন লুপিন। তিন বছর লেগেছিল ওদের এটা শিখতে। তোমার বাবা এবং সাইরিয়াস স্কুলের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছাত্র ছিল, এবং ওরা সৌভাগ্যবান ছিল, কারণ অ্যানিম্যাগাসে রূপান্তর হওয়া ভুলও হতে পারে–যে কারণে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এর উপর সব সময় নজর রাখা হয়। কিন্তু জেমস, এবং সাইরিয়াসের কাছ থেকে সাহায্যের দরকার পড়েছিল পিটারের। অবশেষে, আমাদের পঞ্চম বর্ষের সময় ওরা এটা শিখে ফেলল। স্বেচ্ছায় যেকোন জীবে রূপান্তরিত হতে পারত ওরা।

কিন্তু এ ব্যাপারটা আপনাকে কীভাবে সাহায্য করল? বলল হারমিওন, ওকে বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে।

মানুষ হিসেবে ওরা যেমন আমার সঙ্গে থাকতে পারত তেমনি জন্তু হিসেবেও থাকতে পারত, বললেন লুপিন। ওয়েরউলফ শুধুমাত্র মানুষের জন্য বিপদজনক। জেমস-এর অদৃশ্য হওয়ার জামাটা গায়ে চড়িয়ে প্রত্যেক মাসে চুপিচুপি ওরা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসত। এরপর ওরা রূপান্তরিত হতো পিটার, সবচেয়ে ছোট, উইলো গাছের আক্রমণকারী শাখাগুলোর ফাঁক গলে ভেতরে চলে যেত। তারপর শেকড়ের ওই জায়গাটা চেপে ধরত, যেটা ধরলে গাছটার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ওরা সকলেই সুড়ঙ্গ পথে এসে আমার সঙ্গে যোগ দিত। ওদের প্রভাবেই আমি দিনে দিনে কম বিপদজনক হতে লাগলাম। ওদের সঙ্গে যখন থাকতাম তখন মনে হতো আমার শরীরটাই শুধু নেকড়ে কিন্তু মনটা নয়।

জলদি কর রেমাস, বলল ব্ল্যাক, মুখে এক ধরনের ক্ষুধার্ত ভাব নিয়ে স্ক্যাবার্স-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

এই তো ওদিকেই যাচ্ছি, সাইরিয়াস, বলছি... ততদিনে আমাদের সকলের সামনেই খুবই উত্তেজনাকর সম্ভাবনার দ্বার খুলে গিয়েছে, কারণ আমরা সবাই রূপান্তর হতে পারি। এরপর আমরা বেরোতে শুরু করলাম। স্কুলের মাঠ এবং গ্রাম ঘুরতে শুরু করলাম। সাইরিয়াস এবং জেমস এত বিশাল জন্তুতে পরিণত হতো যেন ওরা ওয়েরউলফটাকে সামলে রাখতে পারত। আমরা হোগার্টস-এর চার পাশ, মাঠ এবং হগসমিড সম্পর্কে যত কিছু জানি আর কেউ জানে কি না এভাবেই আমরা এক সময় এই মরেডার্স ম্যাপটা তৈরি করি, আমাদের ডাক নামে ওটার ওপর স্বাক্ষর করি। সাইরিয়াস প্যাডফুট হিসেবে। পিটার ওয়ার্মটেইল হিসেবে। জেমস প্রংস হিসেবে।

কী ধরনের জন্তু–? জিজ্ঞাসা করল হ্যারি, কিন্তু মাঝখান থেকে কথা বলল হারমিওন।

তারপরও ওয়েরউলফ-এর সঙ্গে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ানো খুবই বিপদজনক ছিল। এমন যদি হতো যদি একজনকে ফাঁকি দিয়ে কাউকে কামড়ে দিত?

এই চিন্তাটা এখনও আমাকে পেয়ে বসে, বললেন লুপিন গম্ভীরভাবে। অবশ্য এরকম ঘটনা প্রায় ঘটে যেত আরকি। পরে আমরা ওগুলো নিয়ে হাসাহাসি করতাম। আমরা তখন তরুণ ছিলাম, নিশ্চিন্ত আমাদের নিজেদের বুদ্ধিতে নিজেরাই বিভোর।

মাঝে মাঝে আমার মনে অপরাধবোধ জেগে উঠত, ডাম্বলডোরের বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ তিনি আমাকে সেই সময় ভর্তি করেছিলেন যখন কোন হেডমাস্টারই করতেন না, এবং ওর কোন ধারণাই ছিল না যে আমার নিজের এবং অন্যদের নিরাপত্তার জন্যে তিনি যে নিয়ম বেধে দিয়েছিলেন আমি সেটা ভাঙছি। তিনি কখনই জানতে পারেননি আমার তিন বন্ধুকে আমি অবৈধভাবে অ্যানিম্যাগী বানিয়েছি। অবশ্য, আমরা যখন পরবর্তী মাসের অভিযান সম্পর্কে পরিকল্পনা করতে বসতাম তখন এ অপরাধ বোধের কথা আমার মনে থাকত। এবং এখনও আমি একই রকম আছি ...।

শক্ত হয়ে গেল লুপিনের চেহারা, তারপর কণ্ঠস্বরে নিজের উপরে বিরক্তি প্রকাশ করে। এত বছর ধরে আমি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছি, ভাবছি সাইরিয়াস যে একজন অ্যানিম্যাগাস সেটা ডাম্বলডোরকে বলা উচিত কি না। কিন্তু আমি বলিনি। কেন? কারণ আমি খুব ভিতু। বললে আমি ডাম্বলডোরের বিশ্বাস হারাতাম এবং তার বিশ্বাস আমার কাছে সবকিছু। তিনি আমাকে ছাত্র হিসেবে এখানে ভর্তি করেছেন, আমাকে একটা চাকরি দিয়েছেন এবং আমি জানি আমি যা তার জন্য কখনই চাকরি পেতাম না। আমি নিজেকে বোঝাতে চাইছিলাম, ভল্ডেমর্ট থেকে শেখা কালো জাদু দিয়ে সাইরিয়াস স্কুলে ঢুকছে, এর সঙ্গে অ্যানিম্যাগাস হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই একরকম ভাবে স্নেইপ আমার সম্পর্কে বরাবরই সঠিক ধারণা করে এসেছে।

স্নেইপ? রুক্ষ্ম স্বরে বলল ব্ল্যাক, প্রথম বারের মতো স্ক্যাবারের উপর থেকে চোখ সরিয়ে লুপিনের দিকে তাকাল। এর সঙ্গে স্নেইপের কি সম্পর্ক।

ওতো এখানেই সাইরিয়াস, ভারি স্বরে বললেন লুপিন। এখানে সেও শিক্ষকতা করছে। হ্যারি, রন এবং হারমিওনের দিকে তাকালেন লুপিন।

আমাদের সঙ্গে স্কুলে লুপিনও ছিল। আমার চাকরির ব্যাপারে ও প্রবল বিরোধিতা করেছে। সব সময় ডাম্বলডোরকে বলে এসেছে আমাকে বিশ্বাস করা যায় না। ওর অবশ্য যুক্তি রয়েছে ... একবার সাইরিয়াস ওর সঙ্গে একটা চালাকি করেছিল, ওটা ওকে প্রায় মেরে ফেলেছিল, এর সঙ্গে আমিও জড়িত ছিলাম।

ওর জন্য ওটা উপযুক্ত শাস্তিই ছিল, দাঁত বের করে বলল ব্ল্যাক। সব সময় চুপিচুপি ছোঁক ছোঁক করতো, আমরা কি করি জানার চেষ্টা করতো এবং তক্কে তক্কে ছিল যদি আমাদেরকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা যায়

প্রত্যেক মাসেই আমি কোথায় যাই এ ব্যাপারে স্নেইপ খুবই উৎসুক ছিল, বললেন লুপিন। আমরা একই ক্লাসে পড়তাম তোমরা জান, এবং আমরা পরস্পরকে খুব বেশি পছন্দও করতাম না। বিশেষ করে ও অপছন্দ করতো জেমসকে। ঈর্ষান্বিত, কুইডিচ পিচে জেমসের প্রতিভা দেখে যাইহোক, একদিন স্নেইপ দেখে ফেলল যে ম্যাডাম পমফ্রে আমাকে সঙ্গে করে হোমপিং উইলোটার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন আমার রূপান্তরের সময়। সাইরিয়াস ভেবেছিল যে স্নেইপকে যদি বলা হয় গাছের গুঁড়ির বিশেষ জায়গায় লম্বা একটা লাঠি দিয়ে চাপ দেয়া হয় তাহলে ও আমাদের পেছন পেছন যেতে পারবে, ব্যাপারটা ওর কাছে মজার বলে মনে হয়েছিল। অবশ্যই স্নেইপ চেষ্টা করেছিল–যদি সে এই বাড়িটা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত তাহলে ও একটা পুরোপুরি ওয়েরউলফ দেখতে

পেত। কিন্তু তোমার বাবা, সাইরিয়াসের কথা শুনতে পেয়েছিল, সেইপের পেছন পেছন গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওকে টেনে সরিয়ে দিয়েছিল অবশ্য এরই মধ্যে সুড়ঙ্গের প্রান্তে আমাকে দেখতে পেয়েছিল স্নেইপ। ডাম্বলডোর এ ব্যাপারে কাউকে বলার জন্য ওকে নিষেধ করলেন, কিন্তু তখন থেকে ও জানতে পেরেছিল আমার আসল রূপ।

তাহলে এ কারণেই স্নেইপ আপনাকে পছন্দ করেন না, ধীরে ধীরে বলল হ্যারি, কারণ উনি ভেবেছিলেন যে এই তামাশাটার সঙ্গে আপনিও জড়িত রয়েছেন?

ঠিক, পেছন থেকে শীতল একটা কণ্ঠ বিদ্রূপ করল।

সেভেরাস স্নেইপ গা থেকে অদৃশ্য হওয়ার জামাটা খুলে ফেললেন, তার জাদুর কাঠিটা সরাসরি লুপিনের দিকে তাক করা।

লর্ড ভল্ডেমর্টের চাকর

চিৎকার করে উঠল হারমিওন। লাফিয়ে উঠল ব্ল্যাক। যেন একটা বড় ধরনের বৈদ্যুতিক শক খেয়েছে, এমনভাবে লাফিয়ে উঠল হ্যারি।

এটা আমি হোমপিং উইলোর নিচে পেয়েছি, জামাটা একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন স্নেইপ, জাদুর কাঠিটা লুপিনের বুকের দিকে ধরা রয়েছে। এটা খুবই প্রয়োজনীয়, পটার, তোমাকে ধন্যবাদ।

একটু হাঁপাচ্ছেন স্নেইপ, কিন্তু তার চেহারায় বিজয়ীর ভাব। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ এখানে আমি কী করে এলাম? বললেন তিনি, চোখ চকচক করছে। এইমাত্র আমি তোমার অফিসে গিয়েছিলাম লুপিন। আজ রাতে পোশনটা খেতে ভুলে গিয়েছিলে, আমি এক পাত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এবং খুবই সৌভাগ্য মানে আমার জন্য সৌভাগ্য। তোমার ডেস্কের উপরে একটা ম্যাপ পড়েছিল। এক নজর ওটা দেখেই আমার আর কিছু জানার প্রয়োজন পড়ল না। এই পথ ধরেই তোমাকে ছুটতে দেখলাম, দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে তুমি।

সেভেরাস– লুপিন বলতে শুরু করেছিলেন, ওকে থামিয়ে দিলেন স্নেইপ।

আমি কতবার হেডমাস্টারকে বলেছি যে তুমি তোমার পুরনো বন্ধু ব্ল্যাককে প্রাসাদের ভেতরে আসতে সাহায্য করছ, এবং এই যে তার প্রমাণ। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে এই পুরনো জায়গাটায়ই আবার ব্যবহার করার সাহস তোমার হবে

সেভেরাস, তুমি একটা ভুল করছ, বলল লুপিন, গলার স্বরে জরুরি ভাব। তুমি সব কিছু এখনও শোননি–আমি ব্যাখ্যা করতে পারি–সাইরিয়াস এখানে হ্যারিকে হত্যা করতে আসেনি–

আজ রাতে আরও দুজন আজকাবানে যাবে, বললেন স্নেইপ, উন্মাদের মতো ওর দৃষ্টি। ব্যাপারটা ডাম্বলডোর কিভাবে গ্রহণ করেন দেখার ইচ্ছা রইল আমার

উনি বরাবরই বিশ্বাস করতেন যে তুমি মোটেই বিপদজনক নও, বুঝতে পারছ লুপিন একটা পোষ্য ওয়েরউলফ

বোকা কোথাকার, বললেন লুপিন নরম স্বরে। স্কুলের সময়কার কোন রাগ একজন নির্দোষ মানুষকে আজকাবানে পাঠানোর জন্য কী যথেষ্ট?

ব্যাং! সরু, সাপের মতো রশি স্নেইপের জাদুর কাঠির মাথা থেকে বেরিয়ে লুপিনের মুখ, কব্জি এবং গোড়ালির চারদিকে পেচিয়ে ধরল; ভারসাম্য হারিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন লুপিন, নড়তে পারছেন না। ক্ষিপ্ত গর্জনে স্নেইপের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল ব্ল্যাক, কিন্তু ওর দুই চোখের মাঝখানে জাদুর কাঠিটা তাক করে স্নেইপ বললেন

শুধু একটা অজুহাত দাও, ফিসফিস করে বললেন স্নেইপ। আমাকে একটা সুযোগ শুধু দাও, প্রতিজ্ঞা করছি আমি এটা করব।

পাথরের মতো নিথর দাঁড়িয়ে বলল ব্ল্যাক। দুটি মুখের মধ্যে কোনটিতে বেশি ঘৃণা বলা মুশকিল।

হ্যারি দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন অবশ হয়ে গেছে শরীর, বুঝতে পারছে না কি করবে কাকে বিশ্বাস করবে। চোখ ঘুরিয়ে রন এবং হারমিওনের দিকে তাকাল। রনকে ওর মতোই বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে, তখনও স্ক্যাবার্সকে পকেটে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে। হারমিওন, প্রফেসর স্নেইপের দিকে একটা অনিশ্চিত পদক্ষেপ বাড়িয়ে বলল, শ্বাসরুদ্ধ স্বরে, প্রফেসর স্নেইপ–যদি আমরা ওর কথা শুনি তাহলে তো কোন ক্ষতি নেই, তাই না?

মিস গ্রেঞ্জার, তুমি তো এমনিতেই স্কুল থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হয়ে যাবে, থুথু ফেললেন স্নেইপ। তুমি, পটার এবং উইজলি নিষিদ্ধ জায়গায় চলে এসেছো, একজন সাজাপ্রাপ্ত খুনি এবং একটা ওয়েরউলফের সঙ্গে। জীবনে একবারের জন্য অন্তত, মুখটা বন্ধ রাখ।

কিন্তু যদি–যদি কোন ভুল হয়ে যায়।

মুখ বন্ধ কর, হতচ্ছাড়া মেয়ে! চিৎকার করে উঠলেন স্নেইপ, হঠাৎ তাকে দিশেহারা মনে হলো। যেটা বোঝ না সেটা নিয়ে কথা বলো না! ব্ল্যাক-এর মুখের তাক করা জাদুর কাঠির মাথা থেকে কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এল। চুপ করে গেল হারমিওন।

প্রতিশোধ সব সময়ই মধুর হয়, ব্ল্যাক-এর দিকে তাকিয়ে বললেন স্নেইপ। কতবার যে আমি আশা করেছি আমিই হয়তো তোমাকে ধরতে পারব

তামাশাটা আবার তোমার সঙ্গেই হচ্ছে সেভেরাস, পাল্টা জবাব দিল ব্ল্যাক। যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ছেলেটি ওর ইঁদুরটাকে প্রাসাদের দিকে নিয়ে যায়– রন-এর দিকে মাথা কঁকাল সে,–আমি শান্তভাবে সঙ্গে সঙ্গে যাব

প্রাসাদ পর্যন্ত? মধুর স্বরে বললেন স্নেইপ। আমার মনে হয় না অতদূর পর্যন্ত আমাদের যেতে হবে। এটুকু শুধু করা দরকার, উইলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে ডিমেন্টারদের ডাকতে হবে, ব্ল্যাক বলতেই হচ্ছে ওরা তোমাকে দেখলে খুশিই হবে

ব্ল্যাক-এর মুখ থেকে সব রক্ত সরে গেল।

তোমাকে আমার কথা শুনতেই হবে, কঁকিয়ে উঠল সে। ওই ইঁদুরটা–ওই ইঁদুরটাকে দেখ

কিন্তু স্নেইপ-এর চোখে তখন উন্মাদের দৃষ্টি। এরকম হ্যারি আগে কখনও দেখেনি। সকল যুক্তির বাইরে যেন চলে গেছে।

চলে এসো সবাই, বললেন স্নেইপ। আঙুল দিয়ে তুড়ি বাজালেন, লুপিনকে বেধে রাখা রশিগুলোর প্রান্ত তার হাতে চলে এল। ওয়েরউলফটাকে আমি টেনে নিয়ে যাচ্ছি। সম্ভবত ডিমেন্টাররাও ওকে দেখলে খুশি হবে

কি করছে নিজেই কিছু বুঝে ওঠার আগে হ্যারি তিন পদক্ষেপে কক্ষটা পেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দাঁড়াল।

সামনে থেকে সরে দাঁড়াও পটার, এরই মধ্যে তুমি অনেক ঝামেলায় পড়েছে, দাঁত খিঁচিয়ে বললেন স্নেইপ। যদি আমি তোমাকে বাঁচানোর জন্যে এখানে না আসতাম।

প্রফেসর লুপিন এ বছর আমাকে অন্তত একশবার হত্যা করতে পারতেন, বলল হ্যারি। বহুবার আমি তার সঙ্গে একাকী ছিলাম, ডিমেন্টার বিরোধী ক্লাসও করেছি। যদি তিনি ব্ল্যাককে সাহায্যই করবেন তাহলে তখন আমাকে মেরে ফেললেন না কেন?

একটা ওয়েরউলফ-এর মাথা কিভাবে কাজ করে আমাকে সেটা ব্যাখ্যা করতে বলো না, ধারালো স্বরে বললেন স্নেইপ। সামনে থেকে সরে দাঁড়াও।

আপনার জন্য দুঃখ হয়! চিৎকার করে উঠল হ্যারি। শুধুমাত্র স্কুলে আপনাকে বোকা বানানো হয়েছিল বলে আপনি ওদের কথাটাও শুনবেন

চুপ করো! আমাকে এইভাবে কথা বলবে না! রাগে কাঁপছেন স্নেইপ, আরো বেশি উন্মাদ মনে হচ্ছে তাকে। যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা, পটার! এইমাত্র আমি তোমার জীবন বাঁচালাম, হাঁটু গেড়ে আমাকে তার জন্য তোমার ধন্যবাদ জানানো উচিত! মনে হয় তোমাকে ওরা মেরে ফেললেই ঠিক হতো! তোমার বাবার মতোই মারা যেতে তুমি, ব্ল্যাককে অবিশ্বাস করে ভুল করছ কি না ভেবে-এখন আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও না হয়তো আমি তোমাকে বাধ্য করব! সরে দাঁড়াও পটার!

মুহূর্তের মধ্যে মনস্থির করে ফেলল হ্যারি। স্নেইপ সামনে পদক্ষেপ দেয়ার আগেই নিজের জাদুর কাঠিটা উপরে তুলল সে।

এক্সপেলিয়ার্মাস! চিৎকার করল–কিন্তু ওই একমাত্র ব্যক্তি নয় যে চিৎকারটা করল। একটা বিস্ফোরণ হলো, দরজার কজা পর্যন্ত নড়ে গেল! মাটি থেকে উপরে উঠে গেলেন স্নেইপ সজোরে গিয়ে দেয়ালে আছড়ে পড়লেন, তারপরে গড়িয়ে পড়লেন মেঝেতে, চুলের নিচ থেকে রক্তের একটা ক্ষীণ ধারা বেরিয়ে এসেছে।

ঘুরে দেখল হ্যারি। ঠিক ওই মুহূর্তে রন এবং হারমিওন একইভাবে স্নেইপকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেছিল। স্নেইপ-এর জাদুর কাঠিটা উপরের দিকে উড়ে গিয়ে বিছানার পাশে কশ্যাংকস-এর পাশে পড়ল।

তোমাদের ওটা করা উচিত হয়নি, বলল ব্ল্যাক, হ্যারির দিকে তাকিয়ে। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত ছিল।

ব্ল্যাক-এর চোখের দিকে তাকাল না হ্যারি। এখন পর্যন্ত ও নিশ্চিত নয় কাজটা ঠিক হয়েছে কি না।

আমরা একজন শিক্ষককে আক্রমণ করেছি আমরা শিক্ষককে আক্রমণ করেছি ফুঁপিয়ে উঠল হারমিওন, প্রাণহীন স্নেইপ-এর দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে। ওহ্ আমরা যে কত মুশকিলে পড়ব–

লুপিন চেষ্টা করছেন বাধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে। ঝুঁকে বাঁধন খুলে দিল ব্লাক। সোজা হয়ে দাঁড়ালেন লুপিন, হাত ঘষছে যেখানে বাধা ছিল।

ধন্যবাদ হ্যারি, বললেন তিনি।

আমি এখনও বলছি না যে আপনাদের আমরা বিশ্বাস করি, পাল্টা বলল হ্যারি।

তাহলে এখন কিছু প্রমাণ দেয়ার সময় এসেছে, বলল ব্ল্যাক। এই যে আমার হাতে পিটারকে দাও। এখনই।

বুকের কাছে সজোরে স্ক্যাবার্সকে ধরে থাকল রন।

কি পেয়েছো, দুর্বল স্বরে বলল ও। তুমি কি আজকাবান থেকে পালিয়ে এসেছো শুধুমাত্র স্ক্যাবাসকে মারার জন্য? মানে আমি বলতে চাইছি ...মুখ তুলে হ্যারি আর হারমিওনের কাছে যেন সমর্থন চাইল। বেশ, পেট্রিগ্রু না হয় ইঁদুরে রূপান্তরিত হতে পারে–লক্ষ লক্ষ ইঁদুর রয়েছে–আজকাবানের ভেতরে আটক থেকে ও কীভাবে জানবে কোন ইঁদুরটাই পেট্রিগ্রু?

বুঝতে পারছ সাইরিয়াস, এটা কিন্তু একটি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন, বললেন লুপিন, ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাককে প্রশ্ন করলেন, তুমি কীভাবে বুঝতে পারলে ও কোথায় রয়েছে?

থাবার মতো দেখতে ওর একটা হাত পোশাকের ভেতরে ঢুকালো ব্ল্যাক, বের করে নিয়ে এলো কুচকানো একটা কাগজের টুকরা, ওটাকে সমান করল, এবার মেলে ধরল সবাই যেন দেখতে পায়।

গত গ্রীষ্মে ডেইলি প্রফেট-এ প্রকাশিত রনদের পারিবারিক ছবি ওটা, এবং রন-এর কাঁধের উপর ওই যে স্ক্যাবার্স।

কিন্তু তুমি এটা পেলে কীভাবে? প্রশ্ন করলেন লুপিন, যেন বজ্রাহত হয়েছে।

ফাজ, বলল ব্ল্যাক। গত বছর যখন আজকাবান পরিদর্শনে এসেছিল তখন আমাকে ওটা দিয়েছিল। এবং এই যে পিটার, প্রথম পাতায় ছেলেটার কাঁধের উপরে দেখেই আমি

চিনতে পেরেছি ... কতবার না দেখেছি ওকে রূপান্তরিত হতে? এবং ক্যাপশনে লেখা ছিল ছেলেটা হোগার্টস-এ ফিরে যাচ্ছে। যেখানে হ্যারি রয়েছে ...।

হে ঈশ্বর, আস্তে আস্তে বললেন লুপিন, ছবিতে স্ক্যাবার্সকে দেখে। ওর সামনের পা।

ওর সামনে পা কী? একগুয়ের মতো প্রশ্ন করল রন।

সামনের পায়ে ওর একটা আঙুল নেই, বলল ব্ল্যাক।

নিশ্চয়, লুপিন নিঃশ্বাস ছাড়লেন, খুব সহজ ... অসাধারণ ও নিজেই ওটা কেটে ফেলেছিল?

রূপান্তরিত হওয়ার ঠিক আগে, বলল ব্ল্যাক। ওকে যখন আমি বাগে পেয়েছিলাম, ও চিষ্কার করে রাস্তার সমস্ত লোককে জানাবার চেষ্টা করেছে যে আমি লিলি এবং জেমস-এর সঙ্গে বেঈমানি করেছি। এবং ওকে ধার আগেই, জাদুর কাঠিটা দিয়ে নিজের পেছনের রাস্তাটাকে দুভাগ করে ফেলেছিল ও, বিশ ফিটের মধ্যে যারা ছিল তাদের সকলকে মেরে ফেলেছিল। এরপর অন্যান্য ইঁদুরের সঙ্গে স্যুয়েরেজের পাইপের মধ্য দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

রন, তোমরা কী কখনই শুনতে পাওনি? বললেন লুপিন। পিটারের যে অংশটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা হচ্ছে ওর আঙুল।

দেখ, এমনও তো হতে পারে যে অন্য কোন ইঁদুরের সঙ্গে স্ক্যাবার্স মারামারি করেছিল অথবা ওইরকম কিছু! আমাদের পরিবারে ও তো অনেক দিন ধরে রয়েছে, তাই না

বার বছর, ঠিক তাই, বললেন লুপিন। তোমার কী কখনই মনে হয়নি এতদিন ধরে ও বেঁচে রয়েছে কেন?

আমরা–আমরা ওর ভালো যত্ন নিয়েছি! বলল রন।

যদিও এই মুহূর্তে ওকে খুব ভালো দেখাচ্ছে না, তাই না? বললেন লুপিন। মনে হয় যখন থেকে ও শুনেছে যে সাইরিয়াস পালিয়ে গেছে তখন থেকেই ওর ওজন কমতে শুরু করেছে ...

ওই পাগলা বিড়ালটার ভয়ে! বলল রন, কুকশ্যাংকস-এর দিকে মাথা কঁকিয়ে, বিছানায় বসে ওটা তখনও আস্তে আস্তে শব্দ করছে।

হ্যারি ভাবল, এটা ঠিক না কশ্যাংকসকে দেখার আগে থেকেই স্ক্যাবাসকে অসুস্থ লাগছিল যখন রনরা মিসর থেকে ফিরে এসেছে যখন থেকে ব্ল্যাক কারাগার ভেঙে পালিয়েছে ...

এই বিড়ালটা পাগল না, কর্কশ গলায় বলল ব্ল্যাক। হাড় জিরজিরে হাত বাড়িয়ে কুকশ্যাংকস-এর পশমী মাথাটায় চাপড় দিল। আমি যত বিড়াল দেখেছি এর চেয়ে

বুদ্ধিমান আর একটিও নেই। ও মুহূর্তের মধ্যেই পিটারকে চিনতে পেরেছিল। এবং ও যখন আমাকে দেখল তখন বুঝতে পেরেছিল আমিও কোন কুকুর নই। তখন থেকেই ও আমাকে বিশ্বাস করতো। অবশেষে ওকে বোঝাতে পেরেছিলাম আমি কি চাইছি, তারপর থেকে আমাকে সাহায্য করছে ও।

কী বলতে চাইছো তুমি? এক নিঃশ্বাসে বলল হারমিওন।

ও আমার কাছে পিটারকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি ... আমার জন্য গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে ঢোকার পাসওয়ার্ড চুরি করেছে আমার যদুর মনে পড়ছে একটা ছেলের বিছানার পাশের টেবিল থেকে ওগুলো চুরি করেছিল সে

যা শুনছে তাতে হ্যারির মনে হচ্ছে ওর মাথা আর কুলাচ্ছে না। অবিশ্বাস্য কিন্তু তারপরও

কিন্তু যা কিছু ঘটছিল পিটার সেটা বুঝে ফেলেছিল, সে কারণে পালিয়েও গিয়েছিল এই বিড়ালটা-একে তোমরা কুকশ্যাংকস ডাকো?–আমাকে বলল কাপড়ের উপর রক্তের দাগ রেখে পালিয়েছে পিটার মনে হয় ও নিজেই নিজেকে কামড়ে রক্ত বের করেছে ...কিন্তু, নিজের মিথ্যা মৃত্যু সম্পর্কে খেলাটা একবারই কাজে লেগেছিল।

কথাগুলো যেন হ্যারির দৃষ্টি খুলে দিল।

ও নিজের মৃত্যু সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা দিল কেন? ক্ষিপ্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল ও। কারণ ও জানত তুমি যেমন আমার বাবা-মাকে হত্যা করেছে তেমনি ওকেও হত্যা করবে!

না, বললেন লুপিন। হ্যারি

এখন তুমি ওকে শেষ করার জন্য এসেছে!

হ্যাঁ, এসেছি, বলল ব্ল্যাক, স্ক্যাবার্স-এর দিকে ঘাতকের দৃষ্টিতে তাকাল।

তাহলে আমার তো উচিত ছিল স্নেইপকে তোমাকে শেষ করতে দেয়া! চিৎকার করল হ্যারি।

হ্যারি, দ্রুত বললেন লুপিন, তুমি বুঝতে পারছ না? সবসময় তুমি ভেবে এসেছে যে সাইরিয়াসই তোমার বাবা-মার সঙ্গে বেঈমানি করেছে, এবং পিটার ওকে খুঁজে বের করেছে। কিন্তু বুঝতে পারছ না আসল ঘটনাটা উল্টো? পিটারই তোমার বাবা-মার সঙ্গে বেঈমানি করেছে–সাইরিয়াস ওকে খুঁজে ধরবার চেষ্টা করেছে।

এটা সত্যি নয়! হ্যারি জোরে চিৎকার করে উঠল। ওই তো ছিল ওদের গোপন–রক্ষক! এই কথা ও বলেছে আপনি আসার আগে, ও নিজেই বলেছে ওই আমার বাবা-মাকে মেরেছে!

ব্ল্যাক-এর দিকে নির্দেশ করছে হ্যারি, মাথা নাড়ছে ব্ল্যাক, ওর গভীর চোখ দুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হ্যারি আমি ওদের মেরে ফেলেছি বলা যায়, অনুতপ্ত স্বরে বলল সে। শেষের দিকে আমিই লিলি এবং জেমসকে বুঝিয়েছিলাম যেন আমার বদলে পিটারকে ব্যবহার করে ওদের গোপন–রক্ষক হিসেবে আমারই দোষ, আমি জানি ... যে রাতে ওরা মারা গেল, আমি পিটার-এর নিরাপত্তার ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে গিয়ে দেখলাম ওর লুকনোর জায়গায় সে নেই। এবং সেখানে ধ্বস্তাধ্বস্তি হওয়ার ওর কোন লক্ষণও ছিল না। আমার কাছে ব্যাপারটা যেন খুব সহজ মনে হলো না। আমি ভয় পেয়েছিলাম। বেরিয়েই সোজা তোমাদের বাড়ির দিকে রওনা হলাম এবং যখন তোমাদের বিধ্বস্ত বাড়ি এবং তাদের মৃতদেহগুলো দেখলাম তখন বুঝতে পারলাম পিটার কি সর্বনাশ করেছে এবং আমি কি করলাম।

গলার স্বর কান্নায় বুজে এলো ব্ল্যাক-এর। ঘুরে দাঁড়াল সে।

যথেষ্ট হয়েছে, বললেন লুপিন, ওর গলার স্বরে দৃঢ় একটা ভাব, যেটা কখনই আগে শোনেনি হ্যারি। একটা নিশ্চিত উপায় আছে প্রমাণ করার, আসলে কি হয়েছিল। রন, আমাকে ওই ইঁদুরটা দাও।

যদি আমি দিই তাহলে ওকে নিয়ে করবে? আড়ষ্ট রন জিজ্ঞাসা করল।

ওকে স্বমূর্তি ধারণ করতে বাধ্য করব, বললেন লুপিন। যদি সে সত্যি ইঁদুর হয়, তাহলে এতে ওর কোন ক্ষতি হবে না।

ইতস্তত করছে রন, অবশেষে স্ক্যাবার্সকে বাড়িয়ে ধরল, লুপিন নিলেন ওটাকে। অবিরাম চি চি করছে ইঁদুরটা, ছটফট করছে, এদিক ওদিক ঘুরছে, ওর ক্ষুদে চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে।

সাইরিয়াস, তুমি তৈরি? বললেন লুপিন।

এরই মধ্যে বিছানার উপর থেকে স্নেইপ-এর জাদুর কাঠিটা হাতে নিয়েছে ব্ল্যাক। লুপিন এবং ছটফট করা ইঁদুরটার কাছে চলে এল সে, হঠাৎ মনে হলো ওর ভেজা চোখ দুটো যেন মুখের উপর জ্বলছে।

এক সঙ্গে? শান্ত স্বর ব্ল্যাক-এর।

আমার তাই মনে হচ্ছে, বললেন লুপিন, এক হাতে স্ক্যাবাসকে শক্ত ধরে অন্য হাতে জাদুর কাঠিটা তুললেন। তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে। এক–দুই–তিন!

দুটো জাদুদণ্ড থেকেই নিলাভ সাদা আলোর ঝলক বেরিয়ে এলো; মুহূর্তের জন্যে শূন্যে স্থির হয়ে গেল স্ক্যাবার্স, তারপর ওর ছোট্ট দেহটা পাগলের মতো এদিক ওদিক করতে

লাগল–চিৎকার করে উঠল রন–মেঝেতে সজোরে পড়ল ইঁদুরটা। আরেকটা চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি এবং তারপর

যেন বাড়তে থাকা কোন গাছের ফাস্ট ফরোয়ার্ড করা ছবি। মাটি থেকে একটা মাথা উপরের দিকে উঠছে; হাত পা বেরিয়ে আসছে; পরমুহূর্তে, স্ক্যাবার্স যেখানে ছিল সেখানে একটি মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখা গেল। বিছানার উপর থেকে দাঁত মুখ বের করে খিঁচিয়ে উঠল ক্রুকশ্যাংকস।

ছোটখাটো একটা মানুষ, হ্যারি এবং হারমিওন থেকে খুব বেশি লম্বায় না। পাতলা বিবর্ণ চুলগুলো অগোছালো, মধ্যখানে একটা বড় টাক। যেন একটা মোটাসোটা মানুষ খুব অল্প সময়ে শুকিয়ে গেছে এমন দেখতে মনে হলো। গায়ের চামড়া নোংরা, প্রায় স্ক্যাবার্স-এর লোমের মতো, ওর সঁচালো নাকটা যেন এখনও ইঁদুরের মতো, চোখ দুটো ক্ষুদে জলভরা। হ্যারি খেয়াল করল ওর দৃষ্টিটা একবার দরজার দিকে গিয়েই আবার ফিরে এল।

এই যে, হ্যালো, পিটার, স্নিগ্ধ স্বরে বললেন লুপিন, যেন ওর আশেপাশে ইঁদুরের মধ্যে থেকে স্কুলের পুরনো বন্ধু প্রায়ই এমন করে বেরিয়ে আসে। অনেক দিন, দেখা হয় না।

সা–সাইরিয়াস ... রে–রেমাস ... এমনকি পেটিগ্রুর গলার স্বরও কেমন চি চি করছে। আবার ওর চোখের দৃষ্টি দরজার দিকে চলে গেল। আমার বন্ধুরা আমার পুরনো বন্ধুরা।

ব্ল্যাক-এর জাদুর কাঠিটা ধরা হাতটা উপরে উঠল, কিন্তু লুপিন ওর কব্জিটা ধরে ফেলল, দৃষ্টি দিয়ে ওকে সাবধান করল, আবার ফিরল পেটিগ্রুর দিকে, ওর গলার স্বর এমন যেন কিছুই হয়নি।

আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল পিটার, যে রাতে লিলি এবং জেমস মারা গেল তখনকার কথা। মনে হয় তুমি যখন ইঁদুর হিসেবে ছটফট করছিলে তখন আলোচনার সূক্ষ্ম পয়েন্টগুলো শুনতে পাওনি–

রেমাস, হাঁপাচ্ছে পেটিগ্রু, হ্যারি দেখতে পাচ্ছে ওর পাণ্ডুর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে, তুমি ওকে বিশ্বাস কর না, তাই না ও আমাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল।

সে রকমই আমরা শুনেছিলাম, বললেন লুপিন, গলার স্বর একেবারে শীতল। তবে দুএকটা বিষয় তোমার সঙ্গে পরিষ্কার করে নেয়া যাক পিটার, যদি তুমি

ও আবার আমাকে মেরে ফেলবার জন্য এসেছে! ব্ল্যাক-এর দিকে আঙুল তুলে তীক্ষ্ণ চিৎকারে বলল পেটিগ্রু। হ্যারি লক্ষ্য করল হাতের মধ্যমাটা ব্যবহার করেছে সে কারণ ওর কোন তর্জনি নেই। ও লিলি এবং জেমসকে হত্যা করেছে, এখন আমাকে মারবার জন্য এসেছে আমাকে তোমার সাহায্য করতে হবে রেমাস

যেন তলাহীন চোখে তাকিয়ে রয়েছে ব্ল্যাক, ওর মুখটাকে মনে হচ্ছে কঙ্কালের।

কয়েকটা বিষয়ে পরিষ্কার করে নেয়ার আগে কেউই তোমাকে হত্যা করতে পারবে না, বললেন লুপিন।

পরিষ্কার করে নেয়া? ভীত স্বর পেট্টিগ্রুর, চারদিকে তাকাচ্ছে দিশেহারা, তক্তা দিয়ে আটকানো জানালাগুলোর দিকে একবার, আবার একমাত্র দরজাটার দিকে। আমি জানি ও আমাকে মারবার জন্যই এসেছে। আমি জানতাম ও আবার ফিরে আসবে! এরই জন্য বার বছর ধরে ও অপেক্ষা করছিল!

তুমি জানতে যে সাইরিয়াস আজকাবান ভেঙে বেরিয়ে আসবে? বললেন লুপিন জ কুঁচকে। যখন এর আগে কেউই এটা করতে পারেনি?

ওর এমন অশুভ শক্তি রয়েছে যা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না! তীব্র স্বরে চিৎকার করে উঠল পেটি। তা না হলে কী করে বেরিয়ে এল সে? আমার মনে হয় ওই যে, যার নাম নেয়া যায় না সে তাকে কয়েকটা চাল শিখিয়ে দিয়েছে!

হাসতে শুরু করল ব্ল্যাক, ভয়াবহ উল্লাসহীন হাসি, পুরো ঘরটা ভরে গেল।

ভল্ডেমর্ট, আমাকে চাল শেখাবে? বলল সে।

কুঁকড়ে গেল পেট্টিগ্রু, যেন চাবুক মেরেছে ওকে ব্ল্যাক।

কী, পুরনো প্রভুর নাম শুনে ভয় পেলে? বলল ব্ল্যাক। আমি তোমাকে দোষ দিই না, পিটার। তোমাকে নিয়ে ওর ভাগ্যটা খুব শুভ না, তাই না?

বুঝতে পারছি না। তুমি কি বলতে চাচ্ছ সাইরিয়াস–বিড় বিড় করল পেট্টিগ্রু, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে ও। ওর পুরো মুখটা এখন ঘামে চকচক করছে।

বার বছর ধরে তুমি আমার কাছ থেকে লুকিয়েছিলে, না? বলল ব্ল্যাক। তুমি আসলে ভল্ডেমর্ট-এর পুরনো সমর্থকদের কাছ থেকে লুকিয়ে ছিলে। আজকাবানে আমি অনেক কিছুই শুনতে পেয়েছি ... ওরা সবাই ভাবে তুমি মরে গিয়েছে, তা না হলে ওদের কাছে তোমাকে জবাব দিতে হতো ঘুমের মধ্যে ওরা নানারকম চিৎকার করত, আমি শুনেছি। এমন সব কথা যা শুনলে মনে হয়, একজন বেঈমান ওদের সঙ্গে বেঈমানি করেছে। পটারদের বাড়িতে ভল্ডেমর্ট গিয়েছিল তোমার কাছ থেকে খবর পেয়ে এবং ওখানেই ভল্ডেমর্ট তার সর্বনাশের মুখোমুখি হয়েছিল। এবং ভল্ডেমর্ট-এর সব সমর্থকরাই নিশ্চয়ই আজকাবানে আটক নেই, তাই না? বাইরে অনেকে মুক্ত, কালক্ষেপণ করছে, ভান করছে যেন ওদের ভুল ওরা বুঝতে পেরেছে ... পিটার, একবার যদি ওরা টের পায় যে তুমি বেঁচে রয়েছে

বুঝতে পারছি নাঃ... তুমি কি বলছ আবার বলল পেট্টিগ্রু, ভয়ে গলার স্বর সপ্তমে উঠেছে। জামার হাতা দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে লুপিনকে বলল, তুমি নিশ্চয়ই এটা বিশ্বাস কর না-এই পাগলামি, রেমাস

আমাকে স্বীকার করতেই হবে, পিটার, আমার বুঝতে খুবই কষ্ট হচ্ছে যে, কেন একজন নির্দোষ মানুষ বার বছর ইঁদুর হয়ে কাটাবে, সোজাসাপ্টা বললেন লুপিন।

নির্দোষ, কিন্তু ভীতসন্ত্রস্ত! বলল পেট্টিগ্রু। যদি ভল্ডেমর্ট-এর সমর্থকরা আমার পেছনে লেগে থাকে, তাহলে তার কারণ হচ্ছে আমি ওদের সর্বশ্রেষ্ঠ লোকটাকে আজকাবানে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম–গুপ্তচর সাইরিয়াস ব্ল্যাক!

বিকৃত হয়ে গেল ব্ল্যাক-এর চেহারাটা।

তোমার কতবড় সাহস, গর্জন করে উঠল সে, যেন ভাল্লুকের আকৃতির কুকুরটা। আমি, ভল্ডেমর্ট-এর গুপ্তচর? আমি কখনও আমার চেয়ে শক্তিশালী লোকের চারপাশে ঘুরঘুর করেছি? কিন্তু তুমি, পিটার–কেন প্রথম থেকে আমি বুঝতে পারিনি যে শুরু থেকে তুমি ছিলে গুপ্তচর। সবসময় তুমি চাইতে তোমার চেয়ে বড় এবং শক্তিশালীদের বন্ধুত্ব, যারা তোমাকে রক্ষা করতে পারে, তাই না? এবং সেটা ছিলাম আমরা আমি এবং রেমাস এবং জেমস।

আবার মুখ মুছল পেট্টিগ্রু; যেন দম ফুরিয়ে আসছে ওর।

আমি, গুপ্তচর নিশ্চয় তুমি পাগল হয়ে গেছ কখনই না বুঝতেই পারছি না এ ধরনের কথা কেন তুমি বলছ–।

লিলি এবং জেমস আমার কথায় তোমাকে তাদের গোপন রক্ষক বানিয়েছিল, ফিসফিসিয়ে বলল ব্ল্যাক, এমন ভয়ঙ্করভাবে যে পেটিগ্রু পিছিয়ে গেল এক পা। আমি ভেবেছিলাম এটা একটা নির্ভুল পরিকল্পনা হবে একটা থোকা ... ভল্ডেমর্ট নিশ্চয়ই আমার পেছনে লাগবে, কিন্তু কখনই স্বপ্নেও ভাববে না যে পটাররা তোমার মতো একজন দুর্বল, মেধাহীনকে ব্যবহার করবে নিশ্চয়ই সেটা ছিল তোমার জীবনের পরম মুহূর্ত, যখন তুমি ভল্ডেমর্টকে বলেছিলে যে ওর হাতে তুমি পটারদের তুলে দিতে পার।

আবোলতাবোল বিড়বিড় করছে পেটি; হ্যারির কানে গেল পাগলামি এবং সুদূরপ্রসারী, কিন্তু ওর নজর গেল বিবর্ণ হয়ে যাওয়া পেটির মুখের উপর, এবং যেভাবে সে ঘন ঘন বন্ধ জানালা ও দরজাটার দিকে তাকাচ্ছে।

প্রফেসর লুপিন? ভয়ে ভয়ে হারমিওন। আমি কী কিছু বলতে পারি?

নিশ্চয় হারমিওন, সদয়ে লুপিন বললেন।

আচ্ছা বেশ–স্ক্যাবার্স–আমি বলতে চাইছি-এই লোকটা–তিন বছর ধরে হ্যারির হোস্টেল রুমে ঘুমাচ্ছে। যদি সে ইউ নো হু-এর জন্যে কাজ করে, তাহলে আগে কেন সে হ্যারির ক্ষতি করতে চায়নি?

এই যে! বলল পেটিগ্রু, হারমিওনকে দেখিয়ে। ধন্যবাদ! দেখেছো রেমাস? হ্যারির একটা চুলেরও আমি ক্ষতি করিনি! কেন করবো?

আমি বলছি কেন, বলল ব্ল্যাক। কারণ, তুমি কখনই কারো জন্য কিছু করনি, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওখানে তোমার নিজের লাভ দেখেছে। বার বছর ধরে লুকিয়ে রয়েছে ভল্ডেমর্ট, ওরা বলে সে অর্ধমৃত। তুমি নিশ্চয় একজন ক্ষমতাহীন জাদুকরের জন্য অ্যালবাস ডাম্বলডোর-এর একেবারে নাকের ডগায় কাউকে খুন করবে না, তাই না? তার কাছে আবার ফিরে যেতে হলে তুমি নিশ্চিত হয়েই যাবে যে, সেই মাঠের সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়, তাই না? তা না হলে একটা জাদুকর পরিবারে তুমি বসবাস করবে কেন? খবর পাওয়ার জন্যে, তাই না পিটার? যদি, তোমার পুরনো প্রভু আবার তার ক্ষমতা ফিরে পান, এবং তার সঙ্গে যোগ দেয়া নিরাপদ হয়

কয়েকবার মুখ খুলে আবার বন্ধ করে ফেলল পেটিগ্রু। যেন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে।

ইয়ে–মানে, মিস্টার ব্ল্যাক–সাইরিয়াস? ভয়ে ভয়ে হারমিওন।

বিনয়ের সম্বোধনে লাফিয়ে উঠল ব্ল্যাক, সে তো ভুলেই গিয়েছিল তাকে কেউ ওইভাবে বলতে পারে।

যদি আপনি কিছু মনে না করেন–আপনি কিভাবে আজকাবান থেকে বেরিয়ে এলেন, যদি না কালো জাদু ব্যবহার করে থাকেন?

ধন্যবাদ! যেন দম ফেলল পেটি, পাগলের মতো ওর দিকে মাথা ঝাঁকাল। ঠিক! একেবারে এটাই আমি

দৃষ্টি দিয়ে ওকে থামিয়ে দিলেন লুপিন, হারমিওনের প্রতি একটু অসন্তুষ্ট হলো ব্ল্যাক, কিন্তু ওর প্রশ্নের জন্য নয়। জবাবটা কি দেবে সেটা ভাবছে।

আমি নিজেও জানি না কিভাবে আমি পালিয়েছি, ধীরে ধীরে বলল সে। আমার মনে হয় আমি যে ওখানে থাকার সময় নিজের মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলিনি তার একটাই কারণ, যে আমি নির্দোষ। যদিও এটা কোন সুখপ্রদ চিন্তা নয়, ডিমেন্টারা আমার ভেতর থেকে শক্তি শুষে নিতে পারেনি কিন্তু এর ফলে আমি মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পেরেছিলাম এবং আমি কে সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম আমার শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সাহায্য করেছে সুতরাং, সময় যখন এল আমি আমার কারাকক্ষের ভেতরেই নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারলাম কুকুর হয়ে গেলাম। ডিমেন্টাররা চোখে দেখতে পায় না, জান তো

ঢোক গিলল সে। মানুষের আবেগটাকে অনুভব করে ওরা ওদের কাছে পৌঁছায় ওরা, বলতে পারো আমার বোধশক্তি ক্রমেই মানুষের চেয়ে আরো কমে গিয়েছিল... আরও কমে গিয়েছিল, আরও কম জটিল, যখন আমি কুকুর হয়ে গেলাম নিশ্চয় ওরা ভেবেছিল অন্য সকলের মতো আমিও আমার মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছি, সে কারণেই আমার রূপান্তর ওদেরকে ভাবায়নি। কিন্তু আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, খুবই দুর্বল, জাদুর

কাঠি ছাড়া আমার কাছ থেকে ওদেরকে দূরে তাড়িয়ে দেব এটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ঠিক ওই সময়ই আমি পত্রিকার ছবিতে পিটারকে দেখতে পেলাম বুঝতে পারলাম হোগার্টস-এ হ্যারির সঙ্গে রয়েছে পিটার যদি কোন ইঙ্গিত পায় যে ভল্ডেমর্ট আবার শক্তি সঞ্চয় করছে তাহলে ওর হয়ে কাজ করার জন্য একেবারে সঠিক জায়গায়

মাথা ঝাঁকিয়ে চলেছে পেট্টিগ্রু, শব্দহীন বাক্য বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে, কিন্তু ব্ল্যাক এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে যেন ওকে জাদু করা হয়েছে।

প্রস্তুত ওর প্রভু সম্পর্কে নিশ্চিত হলে আঘাত করার জন্য পটারদের সবার শেষ জনকে ওর হাতে তুলে দেয়ার জন্য। ও যদি হ্যারিকে লর্ড ভল্ডেমর্ট এর হাতে তুলে দিতে পারে তাহলে কে বলবে যে সে ওর সঙ্গে বেঈমানি করেছে? ওকে আবার সাদরে ওদের দলে নেয়া হবে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছ, আমাকেই কিছু করতে হতো। কারণ, একমাত্র আমিই জানি পিটার জীবিত রয়েছে ...

হ্যারির মনে পড়ল মিস্টার উইজলি মিসেস উইজলিকে যা বলেছিলেন, গার্ডগুলো শুনতে পেতো ঘুমের মধ্যে ও বলছে সব সময় একটা কথা ও হোগার্টস-এ রয়েছে।

আমার মাথায় যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দিল, এবং ডিমেন্টাররাও ওটা ধ্বংস করতে পারেনি ভাবতে ভালো লাগে না কিন্তু আমি যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম ওই এক চিন্তায় কিন্তু ওটাই আবার আমাকে শক্তি যুগিয়েছিল, আমান মন পরিষ্কার রেখেছিল। এক রাতে আমরা জন্য খাবার দেয়ার জন্য দরজা খুলল, কুকুর হিসেবে ওদের পাশ দিয়ে আমি বেরিয়ে গেলাম ওদের পক্ষে জন্তুর আবেগ অনুভব করা খুবই কঠিন সে কারণে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল ডিমেন্টাররা, আমি যে বেরিয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারেনি শুকিয়ে আমি একেবারে ক্ষীণ, খুবই ক্ষীণ। গারদের শিকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসার মতো কুকুর হিসেবেই সাঁতরে মূল ভূমিতে ফিরে এলাম উত্তর দিকে যাত্রা করতে করতে কুকুর হিসেবে হোগার্টস এর মাঠে চলে এলাম কুইডিচ দেখতে এলাম তুমি তোমার বাবার মতোই উড়তে পার হ্যারি

হ্যারির দিকে চোখ তুলে তাকাল ব্ল্যাক, চোখ ফিরিয়ে নিল না হ্যারি।

আমাকে বিশ্বাস করো, কঁকিয়ে উঠল ব্ল্যাক। আমাকে বিশ্বাস করো। আমি কখনই জেমস এবং লিলির সঙ্গে বেঈমানি করিনি। ওদের সঙ্গে বেঈমানি করার আগে আমি মরে যেতাম।

অবশেষে, ওকে বিশ্বাস করতে শুরু করল হ্যারি। আবেগে ঝুঁজে এসেছে ওর গলা, মাথা নাড়ল সে সমর্থনে।

না!

ওর হাঁটুর উপর ঝাঁড়িয়ে পড়ল পেট্টিগ্রু, যেন হ্যারির মাথা নাড়াটা ওর জন্য মৃত্যুদণ্ড। হুড়মুড়িয়ে হাঁটুর উপর ভেঙে পড়ল সে, করজোড়ে যেন প্রার্থনা করছে।

সাইরিয়াস–আমি আমি পিটার তোমার বন্ধু তুমি নিশ্চয়ই আমাকে

কষে একটা লাথি মারল ব্ল্যাক, গুটিয়ে গেল পেট্টিগ্রু।

আমার কাপড়ে এমনিই অনেক ময়লা লেগে আছে, ওটা ধরে ময়লা আর বাড়িও না, বলল ব্ল্যাক।

রেমাস! চি চি করে পেট্টিগ্রু, এবার লুপিন-এর দিকে ফিরে, ওর সামনে অনুনয় বিনয় করছে। তুমি নিশ্চয়ই এসব বিশ্বাস করো না সাইরিয়াস কি তোমাকে বলেনি যে ওরা পরিকল্পনাটা পরিবর্তন করেছিল?

না, যদি সে আমাকে চর ভেবে থাকে তবে নিশ্চয়ই বলেনি পিটার, বললেন লুপিন। আমার ধারণা সেই কারণেই তুমি আমাকে বলনি সাইরিয়াস, তাই না? পেট্টিগ্রুর মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল লুপিন।

আমাকে মাফ করো রেমাস, বলল ব্ল্যাক।

না তার প্রয়োজন নেই, প্যাডফুট, বললেন লুপিন, এখন নিজের হাতা গোটাচ্ছেন তিনি। এবং তুমি নিশ্চয়ই এখন আমাকে ক্ষমা করবে, কারণ আমি বিশ্বাস করেছিলাম তুমিই চর?

নিশ্চয়ই, বলল ব্ল্যাক, এবং তার রোগা মুখটায় একটা হাসি ফুটে উঠল। এখন সেও তার হাতা গোটাচ্ছে। দুজনেই মিলেই কী এটাকে শেষ করব?

হু, আমার তাই ইচ্ছা, গম্ভীর ভাবে বললেন লুপিন।

না, তোমরা তোমরা মারবে না ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে পেটিগ্রু। রন এর পেছনে গিয়ে লুকলো সে।

রন আমি কী ভালো বন্ধু ছিলাম না ভালো পোষ্য? তুমি নিশ্চয়ই ওদেরকে আমায় মেরে ফেলতে দেবে না, রন তুমি তুমি নিশ্চয়ই আমার পক্ষে, তাই না?

কিন্তু রন ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে প্রবল বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে।

আমার বিছানায় আমি তোকে ঘুমোতে দিয়েছি!বলল রন।

তোমার খুব দয়া দয়ালু প্রভু ... রন-এর দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো পেট্টিগ্রু, ওরা আমাকে মেরে ফেলুক তুমি নিশ্চয়ই সেটা হতে দেবে না আমি তো তোমারই ইঁদুর ছিলাম ভালো পোষা

পিটার, তুমি যদি মানুষের চেয়ে ভালো ইঁদুর হয়ে থাক তাহলে গর্ব করার মতো কিছু নেই, কর্কশ কণ্ঠে বলল ব্ল্যাক। রন, তখনও ব্যথায় কাতরাচ্ছে, ভাঙা পাটা পেট্টিগ্রুর নাগালের বাইরে নিয়ে এলো অনেক কষ্টে। আবার হাঁটু ভেঙে পড়ল পেট্টিগ্রু, দুলতে দুলতে সামনে গেল এবং হারমিওন-এর পোশাকের কোণাটা ধরে ফেলল।

মিষ্টি মেয়ে বুদ্ধিমতি তুমি–তুমি নিশ্চয়ই এটা হতে দেবে না। আমাকে সাহায্য কর

ওর মুঠো থেকে কাপড়টা টেনে নিল হারমিওন এবং দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, তখনও ওকে দেখাচ্ছে ভীতসন্ত্রস্ত।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল পেট্টিগ্রু, কাঁপছে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, এবার হ্যারির দিকে মাথাটা ঘোরালো সে।

হ্যারি হ্যারি ... তুমি একেবারে তোমার বাবার মতো দেখতে একেবারে তারই মতো

কোন সাহসে তুমি হ্যারির সঙ্গে কথা বলছ? গর্জন করে উঠল ব্ল্যাক। কোন সাহসে তুমি ওর সামনে দাঁড়াও? কোন সাহসে ওর সামনে জেমস-এর কথা বলছ?

হ্যারি, ফিসফিস করে বলল পেটিগ্রু, ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে। দুহাত বাড়ানো, হ্যারি, জেমস থাকলে এভাবে আমাকে মারতে দিত না জেমস বুঝত ব্যাপার ও আমাকে ক্ষমা করত

ব্ল্যাক এবং লুপিন দুজনেই সামনে এগিয়ে এলো, পেটিগ্রুর কাঁধ ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল ওকে মেঝেতে। ওখানে বসে ও, ভয়ে কাঁপছে থর থর করে, নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে।

তুমি ভল্ডেমর্ট-এর কাছে লিলি আর জেমসকে বেঁচে দিয়েছিলে, বলল ব্ল্যাক, কাঁপছে সেও, তবে রাগে। এটা অস্বীকার করতে পার?

কেঁদে ফেলল পেটিগ্রু। বীভৎস্য একটা দৃশ্য, একটা বেটপভাবে বেড়ে ওঠা বড়সড় টেকো শিশু মেঝেতে পড়ে রয়েছে ভীতসন্ত্রস্ত।

সাইরিয়াস, সাইরিয়াস, আমার আর কী করার ছিল? দি ডার্ক লর্ড তোমার কোন ধারণাই নেই ওর এমন অস্ত্র রয়েছে যে ভাবতেও পার না আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, আমি কখনই রেমাস, জেমস এবং তোমার মতো সাহসী ছিলাম না। আমি কখনই এটা করতে চাইনি ... কিন্তু সেই যার নাম নেয়া যায় না আমাকে বাধ্য করেছে–

মিথ্যে কথা বলো না! চিৎকার করে উঠল ব্ল্যাক। জেমস এবং লিলির মৃত্যুর এক বছর আগে থেকে তুমি ওকে তথ্য পাচার করে আসছিলে! তুমি ওর চর ছিলে!

সে–আমার সমস্ত ভাবনা, সবকিছু দখল করে ফেলছিল! হাঁপিয়ে উঠল পেডি। ওকে অগ্রাহ্য করে কী লাভ হতো?

এ পর্যন্ত যত জাদুকর-এর জন্ম হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে শয়তান যে, তাকে অগ্রাহ্য করে কী হতো? বলল ব্ল্যাক, চোখেমুখে ওর আগুন জ্বলছে। শুধু নিরপরাধ মানুষের জীবন, পিটার!

তুমি বুঝতে পারছ না! মিনমিনে গলায় বলল পেট্টিগ্রু। ও আমাকে মেরে ফেলবে!

তাহলে তোমার মরে যাওয়াই উচিত ছিল! ব্ল্যাক গর্জন করে উঠল। বন্ধুদের সঙ্গে বেঈমানি করার চেয়ে মরে যাওয়াই উচিত ছিল, আমরা যেমন তোমার বেলায় করতাম!

পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়াল ব্ল্যাক এবং লুপিন, জাদুর কাঠি তোলা।

তোমার বোঝা উচিত ছিল, শান্ত স্বরে বললেন লুপিন। যদি ব্ল্যাক তোমাকে মারে, তাহলে আমরা মারব। গুড বাই, পিটার।

দুহাতে মুখ ঢাকল হারমিওন, দেয়ালের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

না! চিৎকার করল হ্যারি। দৌড়ে সামনে এলো, পেট্টিগ্রুর সামনে দাঁড়াল জাদুর কাঠির দুটোর মুখোমুখি। তোমরা ওকে মারতে পার না, এক নিশ্বাসে বলল সে। তোমরা পার না।

ব্ল্যাক এবং লুপিন দুজনেই হতবাক।

হ্যারি, নরকের এই কীটটার জন্যই আজ তোমার বাবা-মা বেঁচে নেই, বলল ব্ল্যাক। এই নোংরা জীবটা তোমাকেও মারতে চেয়েছিল এবং তাতে তার হৃদয় একটু কাঁপেনি। ওর কথা শুনেছো। তোমাদের পুরো পরিবারের চেয়ে ওর কাছে ওর নোংরা গায়ের চামড়াটার মূল্য বেশি ছিল।

আমি জানি, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হ্যারি। ওকে আমরা প্রাসাদে নিয়ে যাব। ডিমেন্টারদের হাতে তুলে দেব। আজকাবানে যেতে হবে ওকে... এখন মেরে ফেল না।

হ্যারি! রুদ্ধ স্বরে বলল পেট্টিগ্রু, জড়িয়ে ধরল হ্যারির হাঁটু। তোমাকে তোমাকে ধন্যবাদ-এটা আমার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি–ধন্যবাদ।

আমার কাছ থেকে দূরে সর, থুথু ফেলল হ্যারি, ঘৃণায় বিরক্তিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল ওর হাত। তোমার জন্য আমি এটা করছি না। আমি শুধু চাই না তোমার মতো একটা নরকের কীটের জন্যে আমার বাবার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু খুনি হবে।

কেউই নড়ল না। পেটিগ্রু ছাড়া কেউ কোন শব্দও করল না, বুকটা আঁকড়ে ধরে আছে, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। ব্ল্যাক এবং লুপিন পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর, এক সাথে নামিয়ে আনল ওদের জাদুর কাঠি।

একমাত্র তোমারই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার রয়েছে হ্যারি, বলল ব্ল্যাক। কিন্তু একবার ভাব ভাব ও কি করেছে।

ওকে আজকাবানে যেতে হবে, পুনরাবৃত্তি করল হ্যারি। কেউ যদি ওই জায়গায় যাওয়ার জন্য উপযুক্ত হয় তাহলে সেই

ওর পেছনে দাঁড়িয়ে তখনও ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে পেটিগ্রু।

ঠিক আছে, বললেন লুপিন। এক পাশে সরে দাঁড়াও হ্যারি।

দ্বিধা করছে হ্যারি।

আমি ওকে বেধে রাখছি, বললেন লুপিন। শুধু এই

সামনে থেকে সরে দাঁড়াল হ্যারি। এবার লুপিন-এর জাদুর কাঠি মাথা থেকে সরু রশি বেরিয়ে এলো, পরমুহূর্তে মেঝেতে পড়ে শরীর মোচড়াতে দেখা গেল পেটিগ্রুকে, হাত–পা বাধা মুখে কাপড়।

পিটার, তুমি যদি নিজেকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা কর, হুমকি দিয়ে বলল ব্ল্যাক, ওর নিজের জাদুর কাঠি পেটিগ্রুর দিকে তাক করা, আমরা তোমাকে খুন করবো। ঠিক আছে হ্যারি?

মেঝেতে পড়া মানুষটাকে দেখে সম্মতিতে মাথা নাড়ল সে, যেন পেটি দেখতে পায়।

ঠিক আছে, বললেন লুপিন। রন, মাদাম পমফ্রের মতো ভালো করে ভাঙা হাড় সারাতে পারি না আমি, সে কারণে হাসপাতালে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তোমার পা ব্যান্ডেজ করে রাখাটাই সবচেয়ে ভালো হবে।

রন-এর দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন তিনি ঝুঁকলেন, রন-এর পায়ে জাদুদণ্ড ছুঁয়ে বিড়বিড় করে বললেন, ফেরুলা। ব্যান্ডেজে মোড়া হয়ে গেল রন-এর পা, প্রিন্ট-এর সঙ্গে শক্ত করে বাধা। ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন লুপিন, আলতো করে পায়ের উপরে ভর রাখল সে, কিন্তু ব্যথায় কাতরে উঠল না।

এটাই ভালো হয়েছে, বলল সে। ধন্যবাদ।

প্রফেসর স্নেইপ-এর কী হবে? বলল হারমিওন ছোট্ট করে।

ওর বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি, বললেন লুপিন, ঝুঁকে স্নেইপ-এর নাড়ি দেখলেন। তুমি একটু বেশি উৎসাহী ছিলে এখনও ঠাণ্ডা মেরে রয়েছে। প্রাসাদে না যাওয়া পর্যন্ত ওকে না জাগানোটাই সম্ভবত ভালো। এভাবেই ওকে নিয়ে যেতে পারি।

মবিলিকরপাস, বিড়বিড় করে বললেন লুপিন। যেন অদৃশ্য সুতায় বাধা ছিল স্নেইপ-এর কবজি, ঘাড় এবং হাঁটু, সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি, অবশ্য মাথাটা ঝুলে আছে। মাটির কয়েক ইঞ্চি উপরে ঝুলে আছেন, আহত পা–টা ঝুলছে। অদৃশ্য হওয়ার জামাটা তুলে নিলেন লুপিন, নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

এবং আমাদের দুজনকে এটার সঙ্গে চেইন দিয়ে বেধে রাখা দরকার, বলল ব্ল্যাক পা দিয়ে পেটিকে গুঁতো মেরে। কোন ঝুঁকি নেয়া চলবে না।

আমি করছি, বললেন লুপিন। এবং আমাকেও বলল রন।

বাতাসের মধ্যে থেকে জাদু করে হাতকড়া বের করে আনল ব্ল্যাক; সোজা হয়ে দাঁড় করানো হলো পেডিগ্রুকে, বা হাত লুপিন-এর ডান হাতের সঙ্গে হাতকড়ায় বাধা, ডান হাত রন-এর বা হাতের সঙ্গে। পাথরের মতো ভাবলেশহীন রন-এর মুখ। স্ক্যাবার্স-এর সত্যিকারের পরিচয় পাওয়ার পর ব্যক্তিগতভাবে অপমানিত বোধ করছে সে। বিছানা

থেকে লাফিয়ে নামল কুকশ্যাংকস, ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ দেখাল, ওটার বোতল-ব্রাশ লেজটা উপরের দিকে তোলা।

দ্য ডিমেন্টরস কিস

এমন অপরিচিত কোন দলের একজনের সঙ্গে হ্যারির এর আগে কখনো দেখা হয়নি। কশ্যাংকস ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; লুপিন, পেটিগ্রু এবং রন ওর পেছনে, যেন জোড়া পায়ের দৌড় প্রতিযোগী। এরপর যাচ্ছেন প্রফেসর স্নেইপ, একটু ওপরে ভেসে। নিজের হাতে ধরা নিজের জাদুর কাঠিটা ওর দিকেই তাক করা, ওভাবেই ওর হাতে ওটা ধরিয়ে দিয়েছে সাইরিয়াস। হ্যারি এবং হারমিওন সবচেয়ে পেছনে।

সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢোকাটাই সবচেয়ে কঠিন। লুপিন, পেট্রি এবং রনকে কাত হয়ে ঢুকতে হয়েছে; এখনও পেটিগ্রুর দিকে জাদুর কাঠি তাক করে রয়েছেন লুপিন। এক সারিতে খুবই কষ্ট করে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। তখনও কুকশ্যাংকস সামনে। ঠিক ব্ল্যাক-এর পেছনে হ্যারি, তখনও স্নেইপকে ওদের সামনে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; নিচু সিলিংয়ের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে ওর মাথা। হ্যারির যেন মনে হলো এটা বন্ধ করার ব্যাপারে সাইরিয়াস-এর কোন চেষ্টা নেই।

তুমি বুঝতে পারছ এর তাৎপর্য? হঠাৎ হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল সাইরিয়াস। পেটিগ্রুকে ধরিয়ে দেয়ার অর্থ?

তুমি অভিযোগ মুক্ত হয়ে যাবে, বলল হ্যারি।

হ্যা বলল সাইরিয়াস। কিন্তু আমি ঠিক জানি না–কেউ কখনও বলেছে কি না–যে আমিই তোমার গডফাদার।

হ্যাঁ, আমি জানি, বলল হ্যারি।

আচ্ছা তোমার পিতা–মাতা আমাকেই তোমার অভিভাবক বানিয়ে ছিলেন, একটু যেন আড়ষ্টভাবে বলল সাইরিয়াস। যদি তাদের কিছু হয়ে যায়।

অপেক্ষা করে রয়েছে হ্যারি। ও যা ভাবছে সাইরিয়াস কি তাই বোঝাতে চাইছে?

তুমি যদি তোমার আঙ্কল এবং আন্টির সঙ্গে থাকতে চাও, আমি সেটা বুঝব, বলল সাইরিয়াস। কিন্তু আচ্ছা ওটা ভেবে নিও। একবার যদি আমি অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে পারি তুমি যদি চাও একটা ভিন্ন বাসা

হ্যারির পাকস্থলীতে যেন বিস্ফোরণ হলো।

কী–তোমার সঙ্গে থাকা? বলল সে, হঠাৎ বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের সঙ্গে লাগল ওর মাথাটা। ডার্সলিদের ছেড়ে আসা?

নিশ্চয়ই, আমি ভেবেছিলাম তুমি সেটা চাইবে না, দ্রুত বলল সাইরিয়াস। আমি বুঝতে পারছি। শুধু ভেবেছিলাম

তুমি কী পাগল হলে? বলল হ্যারি, সাইরিয়াস-এর মতোই আবেগে বুজে এসেছে ওর গলা। অবশ্যই, আমি ডার্সলিদের ছেড়ে আসতেই চাইছি! তোমার কী কোন বাড়ি রয়েছে? আমি কখন ওখানে উঠতে পারব?

ঘুরে ওর দিকে তাকাল সাইরিয়াস; সিলিং হেঁচড়ে যাচ্ছে স্নেইপ-এর মাথা, কিন্তু ওদিকে সাইরিয়াস-এর কোন নজর নেই।

তুমি তাই চাও? বলল সে। সত্যিই?

হ্যাঁ, সত্যিই! বলল হ্যারি।

এই প্রথম বারের মতো ওর শুষ্ক চেহারায় সত্যিকারের একটা হাসি দেখতে পেল হ্যারি। এর ফলে যা দেখল হ্যারি সেটা সত্যি বিস্ময়কর, যেন অনাহারক্লিষ্ট কোন মুখোশের আড়াল থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠল আরও দশ বছরের কম কোন মানুষ। মুহূর্তের জন্যে ওকে চেনা গিয়েছিল, ওর মা-বাবার বিয়ের দিনে সেই হাসি মুখের মানুষটি হিসেবে।

সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় পৌঁছানোর আগে আর ওদের মধ্যে কথা হলো না। সামনে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে কশ্যাংকস। গাছটার গেরোটার উপর থাবা চেপে ধরে আছে লুপিন, পেটিগ্রু এবং রন উপরে উঠে এলো কিন্তু কোন ডাল তেড়ে এলো না ওদের দিকে।

স্নেইপকে ঠেলে উপরে পাঠিয়ে দিল সাইরিয়াস। সরে দাঁড়িয়ে হ্যারি এবং হারমিওনকে বের করে দিল। সবশেষে বেরিয়ে এলে সে নিজে।

ঘন অন্ধকার ছেয়ে আছে চারদিকে, প্রাসাদের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একমাত্র আলো। কোন কথা নেই কারো মুখে, প্রাসাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলো ওরা। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে তখনও পেট্টিগ্রু, কখনও কাঁদছে ইনিয়ে বিনিয়ে। হ্যারির মনটা উৎফুল্ল। ডার্সলিদের ছেড়ে আসতে যাচ্ছে সে। সাইরিয়াস ব্ল্যাক, তার বাবা-মায়ের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার সঙ্গে থাকতে যাচ্ছে সে একটু আনমনা হয়ে গেল সে ও যখন ডার্সলিদের বলবে যে টেলিভিশনে ওরা যে আসামিটাকে দেখেছে তার সঙ্গেই সে থাকতে যাচ্ছে তখন কি যে হবে!

যদি কোন গড়বড় কর পিটার, হুমকি দিলেন লুপিন। ওর জাদুর কাঠি তখনও পেট্টিগ্রুর বুকের দিকে তাক করা।

কোন কথা ছাড়াই নীরবে হেঁটে চলেছে ওরা। প্রাসাদের আলো বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে। সাইরিয়াস-এর সামনে এগিয়ে চলেছে স্নেইপ দুলতে দুলতে, বুকের সঙ্গে এসে লাগছে ওর থুতনি। এবং তারপর

মেঘটা সরে গেল। মাঠে হঠাৎ দেখা গেল হালকা ছায়া। পুরো দলটা যেন স্নান করল চাঁদের আলোয়।

লুপিন, পেটিগ্রু এবং রন দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ, ওদের উপর হুমড়ি খেল স্নেইপ। বরফের মত জমে গেল সাইরিয়াস। হঠাৎ একটা হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে হ্যারি এবং হারমিওনকে থামিয়ে দিল।

লুপিন-এর আবছা আকৃতিটা দেখতে পাচ্ছে হ্যারি। যেন শক্ত হয়ে গেছে ও। হঠাৎ ওর হাত–পা প্রবলভাবে কাঁপতে শুরু করল।

হা ঈশ্বর–রুদ্ধশ্বাসে বলল হারমিওন। আজ রাতে সে পোশনটা খায়নি! নিরাপদ নয় সে!

দৌড়াও, ফিসফিস করে বলল সাইরিয়াস। পালাও! এখনই!

কিন্তু হ্যারি দৌড়াতে পারল না। পেড়ি আর লুপিন-এর সঙ্গে হাতকড়া দিয়ে বাধা রন। ও লাফ দিল সামনে কিন্তু ওকে ধরে ফেলল ব্ল্যাক, ছুঁড়ে ফেলে দিল পেছনে।

ওটা আমার হাতে ছেড়ে দাও–দৌড়াও

প্রচণ্ড একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। লম্বা হচ্ছে লুপিন-এর মাথাটা। শরীরটাও। কাঁধটা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। মুখে এবং হাতে গজিয়ে উঠছে বড় বড় লোম। হাতগুলো থাবা হয়ে যাচ্ছে। কশ্যাংকস-এর গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল, পিছু হটছে সে

ওয়েরউলফটা পেছন ফিরে ওর লম্বা চোয়ালটা দিয়ে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করল, হ্যারির পাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সাইরিয়াস। ও রূপান্তরিত হয়ে গেছে। বিশাল আকৃতির ভালুকের মতো কুকুরটা লাফিয়ে সামনে চলে গেল। হাতকড়া থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা যখন করছে ওয়েরউলফ, তখন দৈত্যাকার কুকুরটা ওটার ঘাড়ে কামড়ে ধরে পেছনে নিয়ে গেল। রন এবং পেট্টিগ্রুর কাছ থেকে দূরে। জন্তু দুটো তখন পরস্পরকে আক্রমণ করছে যেন আটকে গেছে চোয়ালে চোয়ালে, থাবাগুলো পরস্পরকে ছিঁড়েখুড়ে ফেলার চেষ্টা করছে

হ্যারি দাঁড়িয়ে আছে, দৃশ্যটা দেখে তার আর নড়বার শক্তি নেই; লড়াইটা ওর সব মনোযোগ আকর্ষণ করে ফেলেছে, আর কিছু দেখবার ক্ষমতা নেই ওর। হারমিওন-এর চিৎকার ওকে সতর্ক করে দিল।

লুপিন-এর ফেলে দেয়া জাদুর কাঠিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে পেট্টিগ্রু। ব্যান্ডেজ করা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে রন কিন্তু স্থির হতে পারছে না, পড়ে গেল সে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ হলো, আলোর ঝলকানি–মাটিতে পড়ে রয়েছে রন নিথর। আরেকটা শব্দ–আকাশে উড়ে গেল কুকশ্যাংকস, মাটিতে পড়ল থপ করে।

এক্সপেলিয়ার্মাস! চিৎকার করে উঠল হ্যারি, জাদুর কাঠিটা তাক করে আছে পেট্টিগ্রুর দিকে; লুপিন-এর জাদুর কাঠিটা আকাশে উড়ে হারিয়ে গেল। যেখানে আছ সেখানেই থাক! হ্যারি চিৎকার করল, দৌড়ালো সামনের দিকে।

দেরি হয়ে গেছে। এরই মধ্যে নিজেকে রূপান্তরিত করে ফেলল পেটিগ্রু। হ্যারি দেখতে পাচ্ছে রন-এর ছড়ানো হাতের হাতকড়ার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেল ওর লেজটা, শুনতে পেল ঘাসের মধ্য দিয়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে ইঁদুরে রূপান্তরিত হওয়া পেটিগ্রু।

নেকড়ের হুঙ্কার আর গুরুগুরু গর্জন শোনা গেল; ঘুরে দাঁড়িয়ে হ্যারি দেখল ওয়েরউফলটা দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে; বনের দিকে।

সাইরিয়াস, পালিয়েছে, পেট্রিগ্রু আবার রূপান্তরিত হয়ে গেছে! চিৎকার করে উঠল হ্যারি।

রক্ত ঝরছে সাইরিয়াস-এর গা থেকে; ওর মুখ আর পিঠ ফালাফালা করে কাটা, হ্যারির কথা শুনে আবার দৌড়াতে শুরু করল ও মাঠের ওপর দিয়ে।

হ্যারি আর হারমিওন দৌড়ে গেল রন-এর দিকে।

ও রনকে কী করল? ফিসফিস করে বলল হারমিওন। রন-এর চোখ অর্ধ নির্মিলিত; মুখ হা করা। ও বেঁচে রয়েছে, ওর শ্বাস–প্রশ্বাস শুনতে পাচ্ছে ওরা, কিন্তু মনে হচ্ছে ও ওদেরকে চিনতে পারছে না।

আমি জানি না।

অসহায়ের মতো এদিক ওদিক তাকাল হ্যারি। ব্ল্যাক এবং লুপিন দুজনেই নেই ... এখন স্নেইপ ছাড়া ওদের সঙ্গী কেউ নেই, কিন্তু সেও অচেতন ঝুলে রয়েছে বাতাসে।

আমরা বরং প্রাসাদে ফিরে যাই এবং কাউকে ঘটনাটা খুলে বলি, বলল হ্যারি, ভাবতে চেষ্টা করছে সে। এসো–

কিন্তু তখন হঠাৎ করেই অন্ধকারের মধ্যে ওরা যেন একটা আর্তধ্বনি শুনতে পেল; যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে একটা কুকুর

সাইরিয়াস, বলল হ্যারি, পলকহীন তাকিয়ে রয়েছে অন্ধকারে।

মুহূর্তের সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সে, কিন্তু এই মুহূর্তে রন-এর জন্য তাদের কিছু করার নেই। অন্যদিকে আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে বিপদে পড়েছে ব্ল্যাক

দৌড়াতে শুরু করল হ্যারি, পেছন পেছন আসছে হারমিওন। কাতর ধ্বনিটা মনে হচ্ছে কাছের লেকটার ওখান থেকে আসছে। ওদিকে ছুটল ওরা, এবং দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগল হ্যারির গায়ে, কিন্তু বুঝতে পারছে না কি ঘটছে

হঠাৎ কাতরধ্বনিটা থেমে গেল। লেকের কিনারায় পৌঁছে বুঝতে পারল কেন থেমে গেছে সাইরিয়াস আবার মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। মাটিতে পড়ে রয়েছে সে, দুহাত দিয়ে মাথা আঁকড়ে ধরে আছে।

নুউউউ, যন্ত্রণায় কাতরে উঠল সে। নুউউউ প্লিজ

এবং তারপর হ্যারি দেখতে পেল ওদের। ডিমেন্টারস, কমপক্ষে একশজন, কালো একটা জমি পেরিয়ে লেকের উপর দিয়ে ওদের দিকে আসছে। ঘুরে দাঁড়াল সে, পরিচিত বরফ শীতল বোধটা দুদিক থেকেই যেন ওর ভেতরে প্রবেশ করছে, কুয়াশা ঝাঁপসা করে দিচ্ছে ওর দৃষ্টি; সবদিক থেকে আরও ডিমেন্টার এগিয়ে আসছে; ওদেরকে প্রায় ঘিরে ফেলছে ...

হারমিওন, আনন্দের কিছু একটা ভাব! চিৎকার করল হ্যারি, জাদুর কাঠি তুলে ধরেছে, দৃষ্টি পরিষ্কার করার জন্যে প্রবলভাবে চোখ পিটপিট করছে, ভেতর থেকে উঠে আসা ক্ষীণ আর্তনাদটাকে মাথা থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য নাড়ছে মাথা

আমি আমার গডফাদারের সঙ্গে থাকব। আমি ডার্সালিদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

নিজেকে বাধ্য করল সে সাইরিয়াস-এর কথা, এবং শুধু সাইরিয়াস-এর কথা, জোরে জোরে আওড়াতে লাগল: এক্সপেক্টো পেট্রোনাম! এক্সপেক্টো পেট্রোনাম!

কেঁপে উঠল ব্ল্যাক, গড়িয়ে পড়ল মাটিতে, পড়ে থাকল নিথর, মৃত্যুর মতই ফ্যাকাশে।

ও ঠিক হয়ে যাবে। আমি ওর সঙ্গে যাব ওর সঙ্গেই থাকব।

এক্সপেক্টো পেট্রোনাম! হারমিওন, আমাকে সাহায্য কর! এক্সপেক্টো পেট্রোনাম!

এক্সপেক্টো– ফিসফিস করে হারমিওন, এক্সপেক্টো-এক্সপেক্টো

কিন্তু আর বলতে পারছে না হারমিওন। ডিমেন্টাররা কাছে চলে এসেছে, মাত্র দশ ফিট দূরে। হ্যারি এবং হারমিওন-এর চারদিকে দেয়াল তৈরি করেছে, এবং আরও কাছে চলে আসছে,

এক্সপেক্টো পেট্রোনাম! চিৎকার করল হ্যারি, কানের ভেতরের আর্তনাদকে যেন ডুবিয়ে দিতে চাচ্ছে। এক্সপেক্টো পেট্রোনাম!

ওর জাদুর কাঠির মাথা থেকে চিকন রূপালী একটা রশ্মি বেরিয়ে এলো, ওদের ওপরে কুয়াশার মতো স্থির হয়ে থাকল। ঠিক সেই মুহূর্তে হ্যারি দেখল ওর পাশেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল হারমিওন। ও একা একেবারেই একা।

এক্সপেক্টো-এক্সপেক্টো পেট্রোনাম–

হাঁটুতে ঠাণ্ডা ঘাস লাগছে টের পেল হ্যারি। ওর চোখ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে কুয়াশা। প্রবল চেষ্টায় সে মনে করবার চেষ্টা করছে–সাইরিয়াস নির্দোষ–নির্দোষ ও ঠিক হয়ে যাবে। আমি ওর সঙ্গে থাকব

এক্সপেক্টো পেট্রোনাম! ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে সে।

নিজের তৈরি আকৃতিহীন পেট্রোনাস-এর ক্ষীণ আলোয় হ্যারি দেখল ওর খুব কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা ডিমেন্টার। হ্যারির তৈরি রূপালী কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ওটা আসতে পারছে না। ওটার কাপড়ের নিচ থেকে একটা মৃত সরু হাত বেরিয়ে এলো। যেন পেট্রোনাসটাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

না–না– রুদ্ধস্বরে বলল হ্যারি। সে নির্দোষ এক্সপেক্টো-এক্সপেক্টো পেট্রোনাম

ও বুঝতে পারছে ওরা ওকে দেখছে, ওদের সর্বনাশা নিঃশ্বাস ওর গায়ে এসে লাগছে যেন ওর চারদিকে অশুভ কোন বায়ু। সবচেয়ে কাছের ডিমেন্টারটি মনে হচ্ছে যেন ওকে ভালো করে দেখছে। তারপর দুটো পচন ধরা হাত বের করে নিজের মাথার উপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিল।

যেখানে চোখ থাকার কথা ছিল, সেখানে রয়েছে পাতলা, ধূসর, ঘা ওঠা চামড়া, শূন্য কোটরের উপর টানা। কিন্তু একটা মুখ রয়েছে একটা গর্ত, আকৃতিহীন, বাতাস টেনে নিচ্ছে মৃত্যুর–শব্দে।

ভয়ে হাত–পা অবশ হয়ে গেল হ্যারির, সে আর নড়তে পারছে না কথাও বলতে পারছে না। ওর তৈরি পেট্রোনাসটা এক ফুয়ে যেন হারিয়ে গিয়ে মরে গেল।

সাদা কুয়াশা ওকে অন্ধ করে দিয়েছে। ওকে লড়তে হবে এক্সপেক্টো পেট্রোনাম দেখতে পাচ্ছে না এবং একটু দূরে পরিচিত চিৎকারটা শুনতে পাচ্ছে সে এক্সপেক্টো পেট্রোনাম কুয়াশার মধ্যেই সাইরিয়াস-এর জন্য হাত বাড়ালো সে, ওর হাতটা খুঁজে পেল ওরা ওকে নিয়ে যেতে পারবে না...

একজোড়া ঠাণ্ডা চটচটে হাত হ্যারির গলা জড়িয়ে ধরল হঠাৎ। ওর মুখটাকে জোর করে উপরের দিকে তোলার চেষ্টা করছে ... ওটার নিঃশ্বাস পড়ছে ওর মুখে, টের পাচ্ছে হ্যারি ওকেই প্রথমে শেষ করবে পচা গলিত দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস লাগছে ওর নাকে মায়ের চিৎকার কানে বাজছে ওর মনে হচ্ছে যেন ওটাই ওর শেষ শুনতে পাওয়া

এবং তারপর, কুয়াশার মধ্যে দিয়ে, যেটা ওকে ডুবিয়ে দিচ্ছিল, ওর মনে হলো যেন একটা রূপালী আলোর রেখা দেখতে পেল, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে ..উপুড় হয়ে ঘাসের উপরে মুখ থুবড়ে পড়ল সে

দুর্বল, নড়তে পারছে না, কাঁপছে, অসুস্থ, মুখ নিচের দিকে, চোখ খুলল হ্যারি। চোখ ধাঁধানো আলো ওর চারদিকের ঘাসকে আলোকিত করেছে ... চিৎকার থেমে গেছে, অশরীরী ঠাণ্ডাটা সরে যাচ্ছে ....

কিছু একটা তাড়িয়ে দিচ্ছে ডিমেন্টারদের ওটা সাইরিয়াস, হারমিওন এবং ওর চারদিকে ঘুরছে, ভয়ঙ্কর শব্দ দূরে সরে যাচ্ছে ডিমেন্টাররা। চলে যাচ্ছে ওরা

বাতাস আবার উষ্ণ হয়ে উঠছে ...।

সমস্ত শক্তি একত্রিত করে মাথাটা কয়েক ইঞ্চি তুলল হ্যারি, দেখল আলোর মধ্যে একটা প্রাণী লেকের উপর দিয়ে ঘোড়ার মতো ছুটে যাচ্ছে। ঘামে ওর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, হ্যারি মনে করবার চেষ্টা করল কি ছিল ওটা ... ইউনিকর্ন অর্থাৎ রূপকথার এক সিংওয়ালা ঘোড়ার মতো উজ্জ্বল ওটা। সচেতন থাকার জন্য নিজের সঙ্গে লড়ছে হ্যারি, দেখল লেকের অপর পাড়ে গিয়ে ওটা থেমে দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্য হ্যারি দেখল, ওটারই উজ্জ্বলতায়, যেন কেউ একজন ওটাকে সাদরে ডেকে নিচ্ছে হাত তুলছে ওটাকে আদর করার জন্য সেজনকে ওর কাছে অদ্ভুতভাবে পরিচিত মনে হলো কিন্তু এটা হতে পারে না হ্যারি বুঝতে পারছে না। তার আর চিন্তা করার শক্তি নেই। শরীরের শেষ শক্তিটাও যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। মাটিতে আছড়ে পড়ল ওর মাথা। অজ্ঞান হয়ে গেল হ্যারি।

হ্যারমিওন-এর সিক্রেট

ভয়াবহ ঘটনা খুবই ভয়ের ... আশ্চর্য ওদের কেউই মারা যায়নি এরকম আগে কখনও শোনা যায়নি বজ্রপাতে, সৌভাগ্যের কথা আপনি সেখানে ছিলেন, স্নেইপ ...

ধন্যবাদ মন্ত্রীমহোদয়।

অর্ডার অফ মার্লিন, সেকেন্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস, যদি আমি ওটা আদায় করতে পারি!

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, মন্ত্রীমহোদয়।

আপনার এখানে খুবই গভীরভাবে কেটে গেছে ... নিশ্চয়ই ব্ল্যাক-এর কাজ আমার তাই ধারণা?

আসল কথা হচ্ছে, পটার, উইজলি এবং গ্রেঞ্জার-এর কাজ এটা ...

না!

ওদেরকে জাদু করেছিল ব্ল্যাক, সঙ্গে সঙ্গে আমি ওটা বুঝতে পেরেছিলাম। কনফস চার্ম, ওদের আচরণ দেখেই বোঝা গিয়েছিল। এটা মনে হচ্ছিল যে ওরা ভাবতে শুরু করেছে

ব্ল্যাক-এর নির্দোষ হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। ওদের আচরণের জন্য ওরা দায়ী ছিল না। অন্যদিকে, ওরা হস্তক্ষেপ করার ফলে ব্ল্যাক পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল অবশ্য ওরা ভেবেছিল যে ওরা নিজেরাই ব্ল্যাককে ধরে ফেলবে। এর আগে এ ধরনের অনেক কাজ করে ওরা পার পেয়ে গিয়েছে ... আমার ভয় হচ্ছে এর ফলে নিজেদের সম্পর্কে ওদের খুব উচ্চ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে এবং নিশ্চয়ই পটারকে হেডমাস্টার অস্বাভাবিক মাত্রায় স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন

আহ, বেশ, স্নেইপ আপনি জানেন, হ্যারি পটার ওর সম্পর্কে কথা উঠলেই আমাদের একটা বিশেষ বিবেচনা কাজ করে।

এবং তারপরও এই মাত্রায় বিশেষ সুবিধা দেয়াটা ওর জন্য কী ভালো? ব্যক্তিগতভাবে, ওকে আমি আর দশটা ছাত্রের মতোই দেখি। এবং এমন ক্ষেত্রে অন্য যেকোন ছাত্রকে স্কুল থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হতো–নিদেনপক্ষে নিজের বন্ধুদেরকে বিপদের মুখে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। বিবেচনা করন মন্ত্রীমহোদয়, স্কুলের সমস্ত নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে তার নিজের নিরাপত্তার জন্য যত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল তার বিরুদ্ধে গিয়ে, রাতের বেলায় একজন খুনি আরেকটা ওয়েরউলফ-এর সঙ্গে মিলে এবং আমার বিশ্বাস করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে যে সম্প্রতি সে অবৈধভাবে হগসমিডেও যাতায়াত করছে

বেশ, বেশ ব্যাপারটা আমরা দেখব স্নেইপ, আমরা দেখব ছেলেটা নিঃসন্দেহে বোকামিই করেছে ...।

বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে সবই শুনতে পাচ্ছে হ্যারি। নিজেকে বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে তার। যে কথাগুলো শুনছে, মনে হচ্ছে কান থেকে খুব ধীরে ধীরে মগজে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে, বুঝতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। নিজের হাত–পাগুলো মনে হচ্ছে শীসার মতো ভারি; চোখের পাতা এত ভারি যে খোলাই যাচ্ছে না মনে হচ্ছে এই আরামের বিছানায় সারা জীবন সে শুয়েই থাকবে

আমাকে সবচেয়ে বেশি যেটা অবাক করেছে, সেটা হচ্ছে ডিমেন্টারদের আচরণ ওরা কেন ফিরে গেল সে সম্পর্কে আপনার আসলেই কী কোন ধারণা নেই, স্নেইপ?

না, মন্ত্রীমহোদয়। যখন আমার জ্ঞান ফিরেছে ততক্ষণে ওরা পিছু হটে স্কুলের গেটগুলোতে ওদের জায়গায় আবার অবস্থান নিয়েছে ...

অসাধারণ। এবং তারপরও ব্ল্যাক, এবং হ্যারি এবং মেয়েটি।

আমি যখন ওদের কাছে পৌঁছলাম সবাই তখন অজ্ঞান। ব্ল্যাককে বেধে ফেলে ওর মুখ আটকে দিলাম, জাদু করে স্ট্রেচার এনে সবকটাকে নিয়ে সোজা প্রাসাদে ফিরে এলাম।

সবাই নিশ্চুপ। হ্যারির এতক্ষণে মনে হচ্ছে যেন তার মাথাটা খুলছে, এবং যতই তার বোধশক্তি ফিরে আসছে মনে হচ্ছে তার পাকস্থলীর গভীর থেকে উঠে আসছে যন্ত্রণার অনুভূতি

চোখ খুলল হ্যারি।

সবকিছু আবছা দেখাচ্ছে। চোখ থেকে কেউ ওর চশমাটা খুলে নিয়েছে। অন্ধকারে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে সে। ওয়ার্ডের শেষ মাথায় দেখা যাচ্ছে ওর দিকে পেছন ফিরে রয়েছেন মাদাম পমফ্রে, ঝুঁকে আছেন একটা বিছানার উপর। চোখ সরু করে দেখার চেষ্টা করল হ্যারি। মাদাম পমফ্রের হাতের নিচ দিয়েদেখা গেল রন-এর লাল চুল।

বালিশের উপর মাথাটা ঘোরালো হ্যারি। ওর ডান দিকের বিছানায় শুয়ে আছে হারমিওন। চাঁদের আলো পড়েছে ওর উপর। চোখ খোলা। দৃষ্টি ভীতসন্ত্রস্ত, এবং যখন সে দেখল হ্যারি জেগে গেছে, ঠোঁটের উপরে আঙুল চেপে চুপ করে থাকার ইশারা করল, আঙুল দিয়ে দেখাল ওয়ার্ডের দরজাটা। দরজাটা সামান্য ফাঁক করা, বাইরের করিডোর থেকে কর্নেলিয়াস ফাজ এবং স্নেইপ-এর আলোচনার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

দ্রুত হেঁটে হ্যারির বিছানার পাশে চলে এলেন মাদাম পামফ্রে। মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল হ্যারি। ওর হাতে চকলেট। হ্যারি জীবনে কখনো এতবড় চকলেট দেখেনি। মোটামুটি ছোটখাট একটা গোলগাল পাথরের চাইয়ের সমান।

এই যে, জেগে গেছ! দ্রুত বললেন তিনি। বিছানার পাশের টেবিলে চকলেটটা রাখলেন। ছোট্ট একটা হাতুড়ি দিয়ে ওটা ভাঙতে শুরু করলেন।

রন কেমন আছে? হ্যারি এবং হারমিওন বলল এক সাথে।

ও বাঁচবে, গম্ভীর মুখে বললেন তিনি। তোমাদের দুজনের কথা অবশ্য আমি যতদিন পর্যন্ত সন্তুষ্ট না হচ্ছি তোমাদের ব্যাপারে ততদিন পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে–পটার, কি করছ তুমি, ভেবেছ কী?

বিছানায় উঠে বসেছে হ্যারি, চোখে চশমা দিল, হাতে তুলে নিল জাদুর কাঠিটা।

আমাকে হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে হবে, বলল সে।

পটার, মধুর স্বরে বললেন মাদাম পমফ্রে, কোন অসুবিধা নেই, সবকিছুই ঠিক হয়ে গেছে। ওরা ব্ল্যাককে ধরে ফেলেছে। উপর তলায় ওকে আটকে রাখা হয়েছে। এখন থেকে যেকোন সময়ে ডিমেন্টররা ওর উপর ওদের কুখ্যাত কিস প্রয়োগ করবে

কী?

বিছানায় থেকে লাফিয়ে নামল হ্যারি; হারমিওনও ঠিক তাই করল। অবশ্য ওর চিৎকারটা বাইরের করিডোর থেকে শোনা গেল; পরমুহূর্তেই কর্নেলিয়াস ফাজ এবং স্নেইপ ঢুকলেন ওয়ার্ডে।

হ্যারি, হ্যারি, কী হচ্ছে এসব? বললেন ফাজ, ওকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে। তোমাকে এখন শুয়ে থাকতে হবে–ওকি কোন চকলেট খেয়েছে? উদ্বেগের সাথে মাদাম পমফ্রেকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

শুনুন মন্ত্রীমহোদয়! বলল হ্যারি। সাইরিয়াস ব্ল্যাক নির্দোষ! পিটার পেট্টিগ্রু নিজেই নিজের ভুয়া মৃত্যু ঘটিয়েছে! আজ রাতে আমরা ওকে দেখেছি। আপনারা ডিমেন্টারদেরকে ব্ল্যাক-এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে পারেন না, সে

মাথা নাড়ছেন ফাজ, মুখে মৃদু হাসি।

হ্যারি, হ্যারি, তুমি বিভ্রান্ত, তুমি একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে এসেছে, শুয়ে পড় এখনই, সবকিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ..।

আপনাদের নিয়ন্ত্রণে নেই! চিৎকার করল হ্যারি। আপনারা ভুল লোককে ধরেছেন!

মন্ত্রীমহোদয় প্লিজ শুনুন, হারমিওন বলল; দ্রুত হ্যারির পাশে চলে এসেছে। সে, ফাজ-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে অনুনয়ের দৃষ্টিতে। আমিও ওকে দেখেছি। ওটা ছিল রন-এর ইঁদুর, পেট্টিগ্রু একজন অ্যানিম্যাগাস, আমি বোঝাতে চাইছি

দেখছেন মন্ত্রীমহোদয়? বললেন স্নেইপ। দুজনকেই জাদু করা হয়েছে ... ওদের দুজনকে ভালো করেই ধরেছে ব্ল্যাক।

আমাদেরকে কোন জাদু করা হয়নি? এবার গর্জন করল হ্যারি।

মন্ত্রীমহোদয়! প্রফেসর! এবার ক্ষেপে গিয়ে বললেন মাদাম পমফ্রে। আমাকে এখন বলতেই হচ্ছে যে আপনাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। পটার আমার রোগী, তাকে কিছুতেই আরও অসুস্থ করা যাবে না!

আমি অসুস্থ হচ্ছি না, আমি ওদেরকে জানানোর চেষ্টা করছি আসলে কী হয়েছিল! ক্ষিপ্ত হয়ে বলল হ্যারি। শুধু ওরা যদি শুনতেন

কিন্তু হঠাৎ হ্যারির মুখের ভেতর মাদাম পমফ্রে বিরাট একটা চকলেটের দলা ঢুকিয়ে দিল। দম আটকে গেল হ্যারির, এবং এই সুযোগ তিনি জোর করে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

এখন, প্লিজ, মন্ত্রীমহোদয়, এই ছেলেগুলোর বিশ্রাম দরকার, যত্ন দরকার। প্লিজ যান–

আবার খুলে গেল দরজাটা। এবার ঢুকলেন ডাম্বলডোর। মুখের চকলেটের বিরাট দলাটা কোনরকমে গিলে আবার উঠে বসল হ্যারি।

প্রফেসর ডাম্বলডোর, সাইরিয়াস ব্ল্যাক

ঈশ্বরের দোহাই! ক্ষিপ্ত স্বরে বললেন মাদাম পমফ্রে। এটা হাসপাতাল না আর কিছু? হেডমাস্টার, আমাকে জোর দিয়ে বলতেই হচ্ছে–।

আমি মাফ চাচ্ছি, পপি, কিন্তু মিস্টার পটার এবং মিস গ্রেঞ্জার-এর সাথে আমার কিছু কথা রয়েছে যে, শান্ত স্বরে বললেন ডাম্বলডোর। এইমাত্র আমি সাইরিয়াস ব্ল্যাক-এর সঙ্গে কথা বলে এলাম

মনে হচ্ছে পটার-এর মাথায় যেসব আজগুবি গল্প সে ঢুকিয়ে দিয়েছে সেগুলিই আপনাকে সে শুনিয়েছে? থুথু ফেললেন স্নেইপ। এই একটা ইঁদুর, এবং পেট্টিগ্রু বেঁচে রয়েছে এই ধরনের

ঠিক এটাই, ব্ল্যাক-এর কাহিনী, বললেন ডাম্বলডোর ওর অর্ধচন্দ্রাকৃতির চশমার মধ্য দিয়ে স্নেইপকে মাপতে মাপতে।

এবং আমার সাক্ষ্যের কী কোনই মূল্য নেই? দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন স্নেইপ। শিকিং শ্যাক-এ পিটার পেট্টিগ্রুএও ছিল না, এবং মাঠেও আমি ওর কোন চিহ্ন দেখতে পাইনি।

কারণ আপনি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন প্রফেসর! আস্থার সঙ্গে বলল হারমিওন। আপনি তো সময় মতো আসতে পারেননি আসল কথা শোনার

মিস গ্রেঞ্জার, মুখটা বন্ধ রাখ!

স্নেইপ, ধৈর্য রাখুন, বললেন ফাজ। মেয়েটি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, আমাদের এমন কিছু

হ্যারি এবং হারমিওন-এর সাথে আমি একা কথা বলতে চাই, বললেন ডাম্বলডোর। কর্নেলিয়াস, সেভেরাস, পপি–প্লিজ আমাদের একা থাকতে দিন।

হেড মাস্টার! বললেন মাদাম পমফ্রে। ওদের চিকিৎসা দরকার, বিশ্রাম দরকার

কিন্তু এই আলোচনাটা জরুরি, অপেক্ষা করার উপায় নেই, বললেন ডাম্বলডোর। আমি ব্যাপারটায় জোর দিচ্ছি।

ঠোঁট চেপে বেরিয়ে গেলেন মাদাম পমফ্রে, দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিলেন পেছনে। ওয়েস্ট কোটের ভেতর থেকে ঝুলে থাকা বড় একটা সোনালী ঘড়ি দেখলেন ফাজ।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই ডিমেন্টাররা চলে এসেছে, বললেন তিনি। আমি যাই গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করি। ডাম্বলডোর, ওপরতলায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

হেঁটে দরজা পর্যন্ত গেলেন, দরজাটা মেলে ধরলেন স্নেইপ-এর জন্যে, কিন্তু নড়লেন না স্নেইপ।

নিশ্চয়ই আপনি ব্ল্যাক-এর গল্পের একটি শব্দও বিশ্বাস করেননি? ফিসফিস করে বললেন স্নেইপ, চোখ জোড়া স্থির হয়ে রয়েছে ডাম্বলডোরের চেহারায়।

আমি হ্যারি এবং হারমিওন-এর সঙ্গে একা কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি, ডাম্বলডোর পুনরাবৃত্তি করল।

ওর দিকে এক পা এগিয়ে গেলেন স্নেইপ।

ষোল বছর বয়সেই সাইরিয়াস ব্ল্যাক প্রমাণ করেছে যে সে খুন করতে পারে, এক নাগাড়ে বললেন স্নেইপ। আপনি নিশ্চয়ই সে কথা ভুলে যাননি? আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে একবার সে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল?

সেভেরাস, আমার স্মৃতিশক্তি আগের মতোই রয়েছে, শান্ত স্বরে বললেন ডাম্বলডোর।

ঘুরে ফাজ-এর মেলে ধরা দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন স্নেইপ। ওটা বন্ধ হয়ে গেল। হ্যারি এবং হারমিওন-এর দিকে ফিরলেন ডাম্বলডোর। এক সাথে কথা বলতে শুরু করল ওরা দুজন।

প্রফেসর, ব্ল্যাক সত্যি কথা বলছে–আমরা পেট্টিগ্রুকে দেখেছি

–প্রফেসর লুপিন যখন ওয়েরউলফ-এ রূপান্তরিত হলেন তখন সে পালিয়ে গেল

–ও একটা ইঁদুর

–পেট্টিগ্রুর সামনের থাবা, মানে আমি বলতে চাচ্ছি আঙুল, ও নিজেই ওটা কেটে ফেলেছিল–

–পেট্টিগ্রুই রনকে আক্রমণ করেছিল, সাইরিয়াস নয়

কিন্তু হাত তুলে ওদের ব্যাখ্যার বন্যা থামিয়ে দিলেন ডাম্বলডোর।

এখন তোমাদের শোনার পালা, আমাকে কথা বলায় বাধা দেবে না, কারণ হাতে সময় খুব কম, শান্ত স্বরে বললেন তিনি। তোমাদের দুজনের কথা ছাড়া ব্ল্যাক-এর কথার বিন্দুমাত্রও প্রমাণ নেই-এবং দুজন তের বছর বয়সের জাদুকরের কথা কারো কাছেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে না। এক রাস্তা ভর্তি লোক শপথ করে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বলেছে যে সাইরিয়াস পেট্টিগ্রুকে খুন করেছে। আমি নিজে মন্ত্রণালয়ে সাক্ষ্য দিয়েছি যে সাইরিয়াসই পটারদের সিক্রেট–কিপার ছিল।

প্রফেসর লুপিন আপনাকে বলতে পারবে। বলল হ্যারি, নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারল না সে।

এ মুহূর্তে প্রফেসর লুপিন গভীর জঙ্গলের ভেতর, কাউকেই কিছু বলার সামর্থ তার নেই। তার আবার মানুষে রূপান্তরিত হতে হতে, অনেক বেশি দেরি হয়ে যাবে, ততক্ষণে সাইরিয়াস-এর অবস্থা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর হবে। তাছাড়া আমি আরও বলতে চাই আমাদের ওয়েরউলফকে এতবেশি অবিশ্বাস করা হয় যে, ওর সাক্ষ্য খুব বেশি কাজে আসবে না-এবং বিশেষ করে সে এবং সাইরিয়াস ছিল পুরনো বন্ধু

কিন্তু–

আমার কথা শোন হ্যারি। এরই মধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ? তোমাকে বুঝতে হবে তোমাদের কথার চেয়ে প্রফেসর স্নেইপ এর বক্তব্য আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য।

তিনি সাইরিয়াসকে ঘৃণা করেন, বলল হারমিওন। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে কোন এক সময় সাইরিয়াস ওর সঙ্গে বোকার মতো মজা করতে গিয়েছিল

সাইরিয়াসও একেবারে ধোয়া তুলসি পাতা নয়। সেই স্থূলকায়া মহিলার উপর আক্রমণ– গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে ছুরি নিয়ে ঢোকা–জীবন্ত অথবা মৃত পেটিকে ছাড়া সাইরিয়াস-এর দণ্ড পাল্টানোর কোন সম্ভাবনাই নেই।

কিন্তু আপনি তো আমাদের বিশ্বাস করেন।

হ্যাঁ, বিশ্বাস করি, ডাম্বলডোরের শান্ত স্বর। কিন্তু অন্যদেরকে সত্যটা দেখাবার মতো ক্ষমতা আমার নেই, অথবা ম্যাজিক মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত পাল্টাবার ক্ষমতাও

গম্ভীর মুখটার দিকে তাকিয়ে হ্যারির মনে হলো ওর পায়ের তলার মাটি সব সরে গেছে। ওর একটা ধারণা অভ্যাসগতভাবেই তৈরি হয়েছিল যে ডাম্বলডোর সব সমস্যারই সমাধান করতে পারেন। ও আশা করেছিল যেন শূন্য থেকে ডাম্বলডোর বিস্ময়কর কোন একটা সমাধান বের করে নিয়ে আসবে। কিন্তু না তাদের শেষ ভরসাও আর থাকল না।

এখন আমাদের যেটা দরকার, ধীরে ধীরে বললেন ডাম্বলডোর, তার হালকা নীল চোখজোড়া হ্যারি আর হারমিওন-এর উপর ঘুরছে, সেটা হচ্ছে আরও সময়।

কিন্তু– হারমিওন বলতে শুরু করেছিল। এবং তারপর। বিস্ফোরিত হলো। ওহ!

এখন মনোযোগ দিয়ে শোন, বললেন ডাম্বলডোর, খুব নিচু স্বরে কথা বলছেন তিনি কিন্তু খুব পরিষ্কারভাবে। প্রফেসর ফ্লিটউইক-এর সাততলার অফিস রুমে সাইরিয়াসকে তালা মেরে রাখা হয়েছে। পশ্চিমের টাওয়ার থেকে ডানদিকে তের নম্বর জানালা। যদি সবকিছু ঠিকঠাক করতে পার তবে আজ রাতে তোমরা দুটো নির্দোষ প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হবে। কিন্তু মনে রেখ, তোমরা দুজনেই। তোমাদেরকে কিছুতেই কেউ যেন দেখতে না পায়। মিস গ্রেঞ্জার আইনটা তুমি ভালো করেই জান–তুমি জান পরিণতি কি হতে পারে– তোমাদেরকে অবশ্যই কেউ যেন–দেখতে না পায়।

কি নিয়ে কথা হচ্ছে হ্যারি কিছুই বুঝতে পারছে না। ডাম্বলডোর দরজার কাছে গিয়ে পেছন ফিরে তাকাল।

আমি তোমাদেরকে বাইরে থেকে তালা মেরে যাচ্ছি। এখন– ঘড়ি দেখলেন তিনি, রাত বারটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। মিস গ্রেঞ্জার তিনবার ঘোরালেই চলবে, হওয়া উচিত। গুড লাক।

গুড লাক? পুনরাবৃত্তি করল হ্যারি, ডাম্বলডোর-এর পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। তিনবার ঘোরানো? কী বলছিলেন? আমাদেরকে কী করতে হবে?

কিন্তু জামাটার গলা নিয়ে অস্থিরভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে হারমিওন, ভেতর থেকে একটা অনেক লম্বা খুবই ভালো সোনার চেইন বের করে আনল।

হ্যারি, এখানে এসো, স্বরে ব্যাকুলতা, জলদি!

ওর দিকে সরে এলো হ্যারি, কিছুই বুঝতে পারছে না সে। চেইনটা হাতে ধরে আছে হারমিওন। ও দেখল ওতে ঝুলছে একটা চকচকে সময়–গ্লাস।

এই যে

চেইনটা এখন হ্যারির গলাতেও পরিয়ে দিল হারমিওন।

রেডি? রুদ্ধশ্বাসে বলল সে

আমরা কী করতে যাচ্ছি? হ্যারির প্রশ্ন, একেবারে বোকা বনে গেছে সে।

সময়-গ্লাসটাকে তিনবার উল্টোদিকে ঘোরালো হারমিওন।

অন্ধকার হাসপাতাল ওয়ার্ডটা হারিয়ে গেল। হ্যারির মনে হলো যেন উড়ছে সে, খুব দ্রুত, কিন্তু পেছন দিকে। ওর পাশ দিয়ে দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন রঙ এবং আকৃতির; কান ভোঁ ভোঁ করছে। চিৎকার করার চেষ্টা করল কিন্তু নিজের কানেই নিজের চিৎকার শুনতে পেলো না

এবং তারপর পায়ের নিচে শক্ত মাটির অনুভূতি পেল সে, সবকিছু আবার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে

স্কুলের ঢোকার হলটায় দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সে হারমিওন-এর পাশে, সামনে খোলা দরজা দিয়ে মেঝের উপরে সোনালী সূর্যালোক পড়ছে। হারমিওন এর দিকে উদ্ভ্রান্তের মতো তাকাল সে, সময়-গ্লাসের চেইনটা তার ঘাড়ে কেটে বসে যাচ্ছে।

হারমিওন, কী-?

এই খানে! ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল হারমিওন হলের ভেতরে ঝাড়ু রাখার কাবার্ডের কাছে, ওটা খুলল সে, ওর ভেতরে ঠেলে ওকে ঢুকিয়ে দিল হ্যারিকে, নিজেও ওর পাশে গিয়ে বসল টেনে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

কী–কেমন করে–হারমিওন, কী হচ্ছে?

সময় ধরে আমরা পেছন দিকে চলে গেছি, ফিসফিস করে বলল হারমিওন, অন্ধকারে হ্যারির গলা থেকে চেইনটা খুলে নিয়ে। তিন ঘণ্টা পেছনে।

নিজের পায়ে চিমটি কাটল হ্যারি। ব্যথা পেল, বোঝা গেল কোন দুঃস্বপ্ন দেখছে না সে।

কিন্তু

শশশ! শোন! কেউ একজন আসছেন। আমার মনে হচ্ছে–আমরাই আসছি!

কাবার্ডের দরজায় কান লাগিয়ে শুনছে হারমিওন।

হল থেকে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ, আমরাই হ্যাগ্রিড-এর ওখানে যাচ্ছি।

তুমি কী বলতে চাচ্ছ, ফিসফিস করে বলল হ্যারি, আমরা এই কাবার্ডের মধ্যেও আছি আবার আমরাই ওই বাইরেও রয়েছি?

হ্যাঁ, বলল হারমিওন, তখনও কাবার্ডের দরজায় ওর কান পাতা। আমি নিশ্চিত ওটা আমরাই ... তিনজনের বেশি লোকের আওয়াজ তো মনে হচ্ছে না। এবং আমরা ধীরে ধীরে হাঁটছি কারণ আমরা অদৃশ্য হওয়ার জামাটার নিচে রয়েছি।

থেমে গেল হারমিওন, তখনও মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে কিছু।

সামনের সিঁড়ি ধরে আমরা নামছি ...।

উল্টানো একটা বালতির উপরে বসল হারমিওন, ওকে সাংঘাতিক রকমের উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, অথচ হ্যারি কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইছে।

ওই সময়–গ্লাসটা তুমি পেলে কোথায়?

এটাকে বলা হয় টাইম–টার্নার, বলল হারমিওন, এবং এটা আমি পেয়েছি প্রফেসর ম্যাগগোনাগল-এর কাছ থেকে। সারা বছর ক্লাস করার সময় এটা আমি ব্যবহার করি। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছেন যেন এ ব্যাপারে আমাকে কাউকে কিছু না বলি। এটা পাওয়ার জন্য ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে তাকে অনেক তদবির করতে হয়েছে। বলতে হয়েছে আমি একজন আদর্শ ছাত্র, এবং আমার পড়াশোনা ছাড়া কখনই অন্য কোন কারণে এটা ব্যবহার করব না। আমি এটাকে ব্যবহার করে সময়

পিছিয়ে নিয়েছি বহুবার, এবং এভাবেই একই সময়ে আমি অনেকগুলো ক্লাস করতে পেরেছি, এবার বুঝতে পেরেছো? কিন্তু

হ্যারি, ডাম্বলডোর আমাদের কাছে কি চাচ্ছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তিনি আমাদেরকে তিন ঘণ্টা পেছনে যেতে বললেন কেন? এটা কীভাবে সাইরিয়াসকে সাহায্য করতে পারবে?

ওর প্রায়ান্ধকার মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল হ্যারি।

এই সময়ের মধ্যে কিছু একটা ঘটেছিল, যেটা, উনি চাচ্ছেন আমরা যেন পরিবর্তন করে দেই, ধীরে ধীরে বলল হ্যারি। কী ঘটেছিল? তিন ঘন্টা আগে আমরা হ্যাগ্রিড-এর বাসার দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম।

এখনই তো তিন ঘন্টা আগের সময়, এবং আমরা হ্যাগ্রিড-এর বাসার দিকে হেঁটে যাচ্ছি, বলল হারমিওন। এই মাত্র আমরা শুনলাম আমাদের বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ

ভ্রূ কুঁচকালো হ্যারি; মনে হচ্ছে সমস্ত মাথা এক সাথে করে মগজ থেকে বুদ্ধি বের করার চেষ্টা করছে সে।

ডাম্বলডোর শুধু বলেছেন–শুধু বলেছেন আমরা একটির বেশি নির্দোষ জীবন বাঁচাতে পারি ... বিদ্যুৎ চমকের মতো মাথায় এলো ব্যাপারটা। হারমিওন, আমরা। বাকবিককে বাঁচাতে যাচ্ছি!

কিন্তু–ওটা কীভাবে সাইরিয়াসকে সাহায্য করবে?

ডাম্বলডোর বলেছেন–শুধু বলেছেন জানালাটা কোথায়–ফ্লিটউইক-এর অফিসের জানালা! যেখানে ওরা সাইরিয়াসকে তালা মেরে আটকে রেখেছে। বাকবিককে ওই জানালা পর্যন্ত আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে ওকে রক্ষা করার জন্য! বাকবিক-এর পিঠে চড়ে পালিয়ে যেতে পারবে সাইরিয়াস–ওরা দুজনে এক সাথেই পালাতে পারবে?

হারমিওন-এর চেহারায় ভীতি দেখল হ্যারি।

কেউ দেখে ফেলার আগেই আমরা যদি ওটা করতে পারি, তাহলে সেটা হবে বিস্ময়কর জাদুর মতো!

বেশ, আমাদেরকে চেষ্টা তো করতে হবে, তাই না? বলল হ্যারি। উঠে গিয়ে কাবার্ডের গিয়ে কান ঠেকাল সে।

মনে হচ্ছে না ওখানে আর কেউ আছে এসো, যাওয়া যাক

কাবার্ডের দরজাটা খুলল হ্যারি। হলটা একেবারে শূন্য। দ্রুত এবং নিঃশব্দে কাবার্ড থেকে বেরিয়ে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল ওরা। ছায়াগুলো দীর্ঘ হয়ে গেছে, নিষিদ্ধ বনে গাছের মাথাগুলো চকচক করছে সোনার মতো।

জানালা দিয়ে যদি কেউ বাইরে তাকায়–হারমিওন বলল, পেছনে প্রাসাদটার দিকে তাকিয়ে।

আমরা দৌড় লাগাব, দৃঢ় স্বরে বলল হ্যারি। সোজা বনের দিকে, ঠিক আছে? আমাদেরকে একটা গাছের পেছনে লুকোতে হবে, নজর রাখতে হবে।

ঠিক আছে, কিন্তু আমরা গ্রীন হাউজটার পাশ দিয়ে যাব! বলল হারমিওন, ঘন ঘন দম ফেলছে সে। হ্যাগ্রিড-এর সামনের দরজা থেকে আমাদের আড়াল থাকতে হবে, তা না হলে আমরা আমাদেরকেই দেখতে পাব! এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমরা হ্যাগ্রিড-এর বাসার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম!

হ্যারি তখনও মনে মনে ভাবছে কি বোঝাতে চাইছে হারমিওন, কিন্তু দৌড়টা সে ঠিকই দিল, পেছনে হারমিওন। সবজির বাগানের মধ্যে দিয়ে গ্রীন হাউজে পৌঁছাল, ওদের পেছনেই কয়েক মুহূর্তের জন্য থামল, আবার দৌড়াতে শুরু করল, যত দ্রুত পারে, হোমপিং উইলোটার পাশ দিয়ে সোজা বনের আশ্রয়ে

গাছের ছায়ায় নিশ্চিন্ত হয়ে হ্যারি ঘুরল, মুহূর্ত পরেই পাশে এসে থামল হারমিওন, হাঁপাচ্ছে সে।

ঠিক আছে, দম ফেলল সে, হ্যাগ্রিড-এর বাসার কাছে আমাদেরকে এখন যেতে হবে চুপি চুপি। কেউ যেন দেখতে না পায়...

গাছের ফাঁকে ফাঁকে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ওরা, তবে বনের একেবারে ধার ঘেষে। হ্যাগ্রিড-এর বাসার সামনে যখন ওদের দৃষ্টি পড়ল, দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনতে পেল। দ্রুত একটা বড়সড় ওক গাছের আড়ালে সরে গেল ওরা, দুদিক থেকে উঁকি দিল। সামনের দরজায় এল হ্যাগ্রিড, কাঁপছে, ফ্যাকাশে, দেখছে দরজায় কে নক করল। এবার নিজের কণ্ঠস্বরই শুনতে পেল হ্যারি।

আমরা। আমরা অদৃশ্য হওয়ার জামাটা পড়ে রয়েছি। ভেতরে আসতে দাও, ওটা খুলতে পারব।

তোমাদের আসা উচিত হয়নি! ফিসফিস করে বলল হ্যাগ্রিড। পেছনে সরে গেল সে, দ্রুত দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বোধহয় এটাই সবচেয়ে অদ্ভুত কাজ আমাদের, বলল হ্যারি।

আরেকটু সামনে যাওয়া যাক, ফিসফিস করে বলল হারমিওন। আমাদেরকে বাকবিক-এর কাছে যেতে হবে!

গাছের ফাঁকের মধ্য দিয়ে চুপিচুপি অগ্রসর হলো ওরা, ভীতসন্ত্রস্ত হিপোগ্রিফটাকে দেখতে পেল, হ্যাগ্রিড-এর কুমড়ো বাগানের বেড়ার সঙ্গে বাধা রয়েছে।

এখনই? ফিসফিস করে বলল হ্যারি।

না! বলল হারমিওন। এখন যদি আমরা ওকে চুরি করি, তাহলে কমিটির লোকেরা ভাববে হ্যাগ্রিডই ওকে ছেড়ে দিয়েছে! ওরা যে পর্যন্ত না ওকে দেখছে বাধা অবস্থায় সে পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে!

এর ফলে আমাদের ষাট সেকেন্ড সময় নষ্ট হবে, বলল হ্যারি। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যেন ক্রমেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে, হ্যাগ্রিড-এর কেবিনের ভেতর থেকে কাঁচ ভাঙার শব্দ পাওয়া গেল।

এই যে হ্যাগ্রিড দুধের জগটা ভাঙল, হারমিওন বলল ফিসফিস করে। মুহূর্ত পরেই আমি স্ক্যাবার্সকে পেয়ে যাব।

সত্যিই তাই, কয়েক মুহূর্ত পরেই, ওরা হারমিওন-এর বিস্মিত চিৎকার শুনতে পেল।

হারমিওন, হঠাৎ বলল হ্যারি, যদি–যদি আমরা দৌড়ে গিয়ে এখন পেটিগ্রুকে ধরে ফেলি

না! বলল হারমিওন, ভয় পেয়ে গেছে সে। বুঝতে পারছ না? আমরা জাদু আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটা লঙ্ঘন করছি! কারোরই সময় বদলাবার অধিকার নেই, কারোরই! তুমি শুনেছো ডাম্বলডোরের কথা, যদি আমাদেরকে দেখা যায়

আমাদেরকে তো শুধু আমরা আর হ্যাগ্রিডই দেখতে পাব!

হ্যারি, তুমি কি মনে করো, তুমি যদি নিজেকে হ্যাগ্রিড-এর বাসায় ঢুকছো দেখতে পাও, তাহলে কী করবে? বলল হারমিওন।

আমি–আমি, মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাব, বলল হ্যারি, অথবা মনে হবে যেন কোন কালো জাদু চলছে–

ঠিক তাই! তুমি বুঝতে পারছ না, এমনকি তুমি হয়তো নিজেকেই আক্রমণ করে বসতে পার! প্রফেসর ম্যাকগোনাগল আমাকে বলেছেন জাদুকররা যখনই সময় নিয়ে ঘাটাঘাটি করে তখন অদ্ভুত সব অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতে থাকে তাদের অনেকেই তাদের অতীতের অথবা ভবিষ্যতের নিজেকেই খুন করে ফেলেছে ভুল করে!

ঠিক আছে! বলল হ্যারি। এটা একটা ধারণা ছিল মাত্র, আমি ভেবেছিলাম

কনুই দিয়ে গুঁতো দিলো ওকে হারমিওন, প্রাসাদের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। ভালো করে দেখার জন্য মাথাটা একটু সামনে বাড়াল হ্যারি। ডাম্বলডোর, ফাজ, বৃদ্ধ কমিটি মেম্বার এবং ঘাতক ম্যাকনেয়ার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

আমরা এখনই বেরিয়ে আসব! বলল হারমিওন।

এবং নিশ্চিতভাবেই, কয়েক মুহূর্ত পর হ্যাগ্রিড-এর বাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে গেল, হ্যারি দেখল রন, হারমিওন এবং সে নিজে হ্যাগ্রিড-এর সঙ্গে দরজা দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে আসছে। সন্দেহ নেই, এটা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত অনুভূতি, গাছের পেছনে লুকিয়ে থেকে নিজেকেই আবার সামনে কুমড়োর বাগানে দেখতে পাওয়া।

ঠিক আছে, বিকি, ভয়ের কিছু নেই সব ঠিক আছে হ্যাগ্রিড বলল বাকবিককে উদ্দেশ্য করে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হ্যারি, রন এবং হারমিওনকে বলল, যাও, হাঁটতে শুরু কর।

হ্যাগ্রিড, আমরা তো—

আমরা ওদের বলব আসলে কি ঘটেছিল

ওরা ওকে মারতে পারবে না।

যাও! তোমাদের ছাড়াই ইতোমধ্যে আমি অনেক ঝামেলায় পড়েছি!

হ্যারি লক্ষ্য করলো কুমড়োর বাগানে হারমিওন ওর নিজের এবং রনের ওপর অদৃশ্য হওয়ার জামাটা ছড়িয়ে দিল।

জলদি চলে যাও, কোন কিছু শুনবার চেষ্টা করো না

হ্যাগ্রিড-এর সামনের দরজায় করাঘাত শোনা গেল। ঘাতকের দল উপস্থিত হয়েছে। ঘুরে কেবিনের উদ্দেশ্যে রওনা হলো হ্যাগ্রিড, পেছনের দরজাটা একটু ফাঁক করে রাখল। হ্যাগ্রিড খেয়াল করল বাগানের ঘাসগুলো জায়গায় জায়গায় সমান হয়ে যাচ্ছে, শুনতে পেল তিনজোড়া পায়ের সরে যাওয়ার আওয়াজ। সে, রন এবং হারমিওন চলে গেছে কিন্তু এখন গাছের পেছনে যে হ্যারি এবং হারমিওন লুকিয়ে রয়েছে ওরা কেবিনের ভেতরে যা ঘটছে সবই শুনতে পাচ্ছে।

পশুটা কোথায়? ম্যাকনায়ার-এর শীতল কণ্ঠ শোনা গেল।

বাইরে, বাইরে, কঁকিয়ে উঠল হ্যাগ্রিড।

হ্যাগ্রিড-এর জানালায় ম্যাকনায়ারকে দেখা দিতেই হ্যারি তার মাথাটা সরিয়ে নিল, বাকবিক-এর দিকে তাকিয়ে আছে সে। এরপর ফাজকে বলতে শুনল।

আমাদের–মানে তোমার কাছে সরকারি আদেশটা পড়ে শোনাতে হবে। হ্যাগ্রিড, ব্যাপারটা জলদি সেরে ফেলতে হবে। তারপর তোমাকে এবং ম্যাকনায়ারকে স্বাক্ষর করতে হবে আদেশটার উপরে। ম্যাকনায়ার, তোমাকেও শুনতে হবে আদেশটা, ওটাই নিয়ম

ম্যাকনায়ার-এর মুখটা জানলা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। হয় এখনই, না হয় আর কখনই নয়।

এখানে অপেক্ষা কর, ফিসফিস করে হারমিওনকে বলল হ্যারি। আমি ওকে নিয়ে আসছি।

ফাজ-এর কণ্ঠস্বর আবার শোনা যেতে লাগল, গাছের পেছন থেকে দৌড় লাগাল হ্যারি, কুমড়োর মাঠের বেড়াটা পেরিয়ে বাকবিক-এর কাছে পৌঁছল।

কমিটি ফর ডিসপোজাল অফ ডেঞ্জারাস ক্রিয়েচার্স সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, হিফোগ্রিফ বাকবিক, এরপর থেকে দণ্ডিত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, ৬ জুনের সূর্যাস্তের সময় দণ্ডিতের প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর।

চোখের পাতা যেন না পড়ে সে ব্যাপারে হ্যারি খুব সতর্ক থাকল, সরাসরি বিকবিক-এর ভয়ঙ্কর কমলা রঙের চোখের দিকে তাকাল, এবং তারপর বো করল। বাকবিককে বেধে রাখা রশিটা খুলতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠল তার।

করা হবে দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে, প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করবে কমিটির নিযুক্ত ঘাতক, ওয়াল্ডেন ম্যাকনায়ার ...

এসো বাকবিক, বিড়বিড় করে বলল হ্যারি, এসো না, আমরা তোমাকে সাহায্যই করছি। নীরবে কোন শব্দ নয়।

নিম্নোক্ত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে। হ্যাগ্রিড, তুমি এখানে স্বাক্ষর করো

গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে রশিটাকে টানছে স্যরি, কিন্তু মাটিতে সামনের পা দাবিয়ে রেখেছে বাকবিক, নড়বে না সে।

বেশ, এখন ব্যাপারটা শেষ করে ফেলা উচিত, চলুন, কমিটির মেম্বারের গলার স্বর হ্যাগ্রিড-এর কেবিনের ভেতর থেকে শোনা গেল। হ্যাগ্রিড, আমার মনে হয় আপনি ভেতরে থাকলে বোধহয় ভালো করবেন

না, আমি–আমি ওর সঙ্গে থাকতে চাই আমি চাই না ও একা থাকুক

কেবিনের ভেতর থেকে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

বাকবিক, নড়ছ না কেন! চাপা গলায় বলল হ্যারি।

গলার রশিটা ধরে আরও জোরে টানল সে। এবার হাঁটতে শুরু করল বাকবিক, পাখাগুলোকে বিরক্তিভরে ঘসছে। এখনো বন থেকে দশ ফিট দূরে ওরা,

হ্যাগ্রিড-এর পেছনের দরজা থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

এক সেকেন্ড, প্লিজ, ম্যাকনায়ার, ডাম্বলডোর-এর গলা শোনা গেল। আপনাকে তো স্বাক্ষর করতে হবে, পায়ের আওয়াজগুলো থেমে গেল। রশির উপর সমস্ত শক্তি ঢেলে দিল হ্যারি। বাকবিক আরেকটু দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

একটা গাছের পেছন থেকে হারমিওন-এর ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া চেহারাটা দেখা যাচ্ছে।

হ্যারি, হ্যারি! বলছে সে।

হ্যারি তখনও শুনতে পাচ্ছে কেবিনের ভেতর কথা বলছেন ডাম্বলডোর। দড়িটা ধরে আরেকবার টান দিল সে। এবার বাকবিক অসন্তুষ্ট হয়েই দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। গাছগুলোর কাছে প্রায় পৌঁছে গেল ওরা

জলদি কর! চাপা আর্তনাদ করল হারমিওন, গাছ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো সে, দড়িটা ধরল, টানতে লাগল জোরে। কাঁধের উপর দিয়ে পেছন দিকে তাকাল হ্যারি; ওরা এখন আর হ্যাগ্রিড-এর বাগানটা দেখতে পাচ্ছে না।

থাম! ফিসফিস করে হারমিওনকে বলল। ওরা আমাদের আওয়াজ শুনে ফেলতে পারে

হ্যাগ্রিড-এর কেবিনের পেছনের দরজা খুলে গেল দড়াম করে। জমে পাথর হয়ে গেল, হ্যারি, হারমিওন এবং বাকবিক; মনে হচ্ছে যেন হিফোগ্রিফটাও কান খাড়া করে শুনছে।

চারদিক নিস্তব্ধ। তারপর

কোথায় ওটা? কমিটি মেম্বারের তীক্ষ্ণ গলার স্বর শোনা গেল। পশুটা কোথায়?

এটা তো এখানেই বাধা ছিল! ঘাতকের গলার আওয়াজ। এইমাত্র তো আমি দেখলাম।

কি অসাধারণ, বললেন ডাম্বলডোর। তার গলায় যেন কৌতুক খেলা করছে।

বিকি! বলল হ্যাগ্রিড শুকনো গলায়।

যেন বাতাস কাটার শব্দ শোনা গেল, তারপরেই একটা ভোতা আওয়াজ। মনে হচ্ছে রাগে দুঃখে ঘাতক ম্যাকশায়ার কুড়ালটা ঘুরিয়ে বেড়ার ওপরই মেরেছেন। এরপরেই শোনা গেল একটা আর্তনাদ, এবার ওরা হ্যাগ্রিড-এর কান্না এবং তার প্রতিটি কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে।

চলে গেছে! চলে গেছে! ওর ভালো হোক, চলে গেছে সে! মনে হয় টেনে রশি ছিঁড়ে ফেলেছিল! বিকি, চালাক বিকি!

এখন রশিটা টানছে বাকৰিক, হ্যাগ্রিড-এর কাছে ফিরে যেতে চাচ্ছে। হ্যারি এবং হারমিওন আরও জোরে রশিটা আঁকড়ে ধরল, গোড়ালি বনের মাটিতে গেঁথে রাখল।

কেউ একজন রশিটা খুলে দিয়েছে! ক্রুদ্ধ গর্জন করল ঘাতক। বনটা খুঁজে দেখা দরকার

ম্যাকনায়ার, বাকবিককে যদি কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়ে থাকে, তুমি কি মনে কর চোরটা ওকে হটিয়ে নিয়ে যাবে? বললেন ডাম্বলডোর, এখনও মনে হচ্ছে তিনি যেন কৌতুক করছেন। আকাশটা খোঁজ, যদি চাও হ্যাগ্রিড আমার এক কাপ চা হলেই চলবে, অথবা একটা বড় ব্র্যান্ডি।

নি–নিশ্চয়, প্রফেসর, বলল হ্যাগ্রিড, মনে হচ্ছে খুশিতে সে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ভেতরে আসুন সবাই ...।

কান খাড়া করে শুনছে হ্যারি আর হারমিওন। এখন ও পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে আবার, ঘাতকের গালাগাল শুনতে পাচ্ছে, দরজাটা খুললো বন্ধ হলো তারপরে সব নীরব।

এখন কী করণীয়? ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি, চারদিক দেখে নিয়ে।

আমাদেরকে কিছুক্ষণ এখানে লুকিয়ে থাকতে হবে, বলল হারমিওন, মনে হচ্ছে ও যেন ভয়ে প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছে। ওরা প্রাসাদে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। তারপরে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সাইরিয়াস-এর জানালা পর্যন্ত বাকবিককে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ মনে হয়। কয়েক ঘন্টা পর অবশ্য সে আর উপরে থাকবে না ওহ, ব্যাপারটা খুবই কঠিন।

কাঁধের উপর দিয়ে বনের গভীরে তাকাল হারমিওন। সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

আমাদেরকে এখনই রওনা হতে হবে, চিন্তা করতে করতে বলল হ্যারি। হোমপিং উইলোটাকে দেখতে হবে, তা না হলে বোঝা যাবে না কি ঘটছে।

ঠিক আছে, বাকবিক-এর দড়িটা শক্ত করে ধরে বলল হারমিওন। কিন্তু আমাদেরকে দৃষ্টির বাইরে থাকতে হবে, মনে আছে তো

বনের ধারে চলে এলো ওরা, চারদিকে গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে, দূরে দেখা যাচ্ছে উইলো গাছটা।

ওই যে রন! হঠাৎ হ্যারি বলে উঠল।

মাঠের উপর দিয়ে একটা কালো আকৃতি দৌড়ে যাচ্ছে, নিস্তব্ধ রাতে ওর চিত্তার প্রতিধ্বনি তুলছে।

ওর কাছ থেকে দূরে সর–দূরে সর হতাভাগা–স্ক্যাবার্স, এখানে এসো

এরপর তারা দেখল যেন শূন্য থেকে দুটো মনুষ্য আকৃতি বেরিয়ে এলো। হ্যারি দেখল সে আর হারমিওন রন-এর পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে। তারপরে দেখল রন ঝাঁপ দিল।

ধরেছি! দূর হ হতভাগা বিড়াল

ওই যে সাইরিয়াস! বলল হ্যারি। উইলোর গোড়া থেকে বিশাল আকৃতির কুকুরটা ছুটে আসছে। ওরা দেখল হ্যারির ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে কুকুরটা রনকে ধরল

এখান থেকে ঘটনাটা আরও ভয়াবহ মনে হচ্ছে, তাই না? বলল হ্যারি। কুকুরটা রনকে উইলোর গোড়ার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। উফ–দেখ আমাকে গাছটা সজোরো মারল এবং তোমাকেও-এটা একটা অসম্ভব ভূতুড়ে ব্যাপার।

ক্যাচ ক্যাচ শব্দ তুলে ডালপালা ঝাপটাচ্ছে হোমপিং উইলো, নিচের দিকে ডালগুলো চাবুকের মতো বাড়ি মারছে, ওরা দেখতে পাচ্ছে নিজেদেরকে ছোটাছুটি করছে গাছের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য। এবং তারপর গাছটা যেন জমে স্থির হয়ে গেল।

ওই যে ক্রুকশ্যাংকস গাছের গোড়ার নটটা চেপে ধরেছে, বলল হারমিওন। এই যে আমরা যাচ্ছি ... বিড়বিড় করল হ্যারি। আমরা ভেতরে চলে গেছি।

যে মুহূর্তে ওরা অদৃশ্য হলো গাছটা আবার নড়তে শুরু করল। কয়েক মুহূর্ত পর ওরা শুনতে পেল পায়ের শব্দ, কাছেই। ডাম্বলডোর, ম্যাকনায়ার, ফাজ এবং বৃদ্ধ কমিটি মেম্বার ফিরে যাচ্ছেন প্রাসাদে।

যে মুহূর্তে আমরা সুড়ঙ্গটার ভেতরে ঢুকলাম ঠিক তার পরেপরেই! বলল হারমিওন। ইস, যদি ডাম্বলডোর শুধু আমাদের সঙ্গে যেতেন।

তাহলে ম্যাকনায়ার এবং ফাজও যেতেন, তিক্ত স্বরে বলল হ্যারি। বাজি ধরে বলতে পারি ওই জায়গাতেই ফাজ ম্যাকনায়ারকে নির্দেশ দিতেন সাইরিয়াসকে খুন করার জন্য

ওরা দেখতে পাচ্ছে চারজন প্রাসাদের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য পুরো দৃশ্যটা জনশূন্য হয়ে গেল। তারপর

এই যে আসছেন লুপিন বলল হ্যারি। আরেকটি আকতি তখন সিঁড়ি বেয়ে। নেমে উইলো গাছটার দিকে দ্রুত গতিতে যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকাল হ্যারি। চাঁদটা মেঘে পুরোপুরি ঢেকে আছে।

ওরা দেখল একটা ভাঙা ডাল দিয়ে উইলোর গোড়ায় নটটা চেপে ধরেছেন লুপিন। থেমে গেল গাছটা, এবার লুপিনও হারিয়ে গেল সুড়ঙ্গের ভেতর।

যদি তিনি শুধু অদৃশ্য হওয়ার জামাটা শুধু তুলে নিতেন, বলল হ্যারি। ওটা ওখানেই পড়ে রয়েছে ...

ও ফিরল হারমিওন-এর দিকে।

আমি যদি এখন ছুটে গিয়ে ওটা তুলে আর্নি তাহলে স্নেইপ কখনই ওটা পেত এবং

হ্যারি, আমাদেরকে কেউ দেখে ফেলুক এটা চলবে না!

তুমি এটা মেনে নিচ্ছ কীভাবে? তিক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে? ইতস্তত করল সে। আমি গিয়ে জামাটা তুলে নিয়ে আসি!

হ্যারি, না!

হ্যারির কাপড়টা খামছে ধরল হারমিওন। ঠিক সেই সময় ওরা একটা গান শুনতে পেল। হ্যাগ্রিড, প্রাসাদের দিকে যাচ্ছে, সপ্তমে গলা চড়িয়ে গান গাচ্ছে, হাঁটছে একটু টলতে টলতে। ওর হাতে একটা বড় বোতল রয়েছে।

দেখেছ? হারমিওন ফিসফিস করল। দেখ, কি হয়ে যেতে পারত? আমাদেরকে অন্যের দৃষ্টির আড়ালে থাকতে হবে! না, না বাকবিক, না!

হিপোগ্রিফটা আবার হ্যাগ্রিড-এর কাছে যাওয়ার জন্যে পাগলের মতো চেষ্টা করছে। ওরা দুজনে মিলে অনেক কষ্টে ওটাকে আটকে রাখল। ধীরে ধীরে টলতে টলতে প্রাসাদে চলে গেল হ্যাগ্রিড়। বাকবিকও স্থির হলো। দুঃখে যেন ওর মাথাটা একপাশে হেলে পড়ল।

দুই মিনিট না যেতেই, প্রাসাদের দরজাটা আবার হাট করে খুলে গেল, রীতিমতো দৌড়ে আসছেন স্নেইপ, দৌড়াচ্ছেন উইলোটার দিকে।

স্নেইপ গিয়ে থামলেন গাছটার কাছে, দেখে হাত মুঠো করে ফেলল হ্যারি, স্নেইপ দেখছেন চারদিক। এবার আলখাল্লাটা পেলেন, তুলে ধরলেন চোখের সামনে।

তোমার নোংরা হাতটা দিয়ে ওটা ধরো না, চাপা গর্জন করল হ্যারি।

শশশ!

লুপিন যে ডালটা দিয়ে গাছটাকে থামিয়েছিল ওই ডালটাই তুলে নিলেন স্নেইপ, নটটার উপর চেপে ধরলেন এবং আলখাল্লাটা গায়ে দিয়ে ওদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ও, তাহলে এই ব্যাপার, বলল হারমিওন শান্ত স্বরে। আমরা এখন সবাই নিচে আবার আমরা উপরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

বাকবিক-এর দড়িটা নিয়ে সবচেয়ে কাছের গাছটায় শক্ত করে বাধল সে, হাঁটু জড়িয়ে বসল শুকনো মাটির উপরে।

হ্যারি, একটা বিষয় আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না ডিমেন্টাররা সাইরিয়াসকে ধরল না কেন? আমার মনে পড়ছে ওদেরকে আসতে দেখেছিলাম, তারপর মনে হয় আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম ওরা সংখ্যায় এত বেশি ছিল অথচ

হ্যারিও বসে পড়ল পাশে। এবার ও যা দেখেছিল সেটা ব্যাখ্যা করে বলল; কিভাবে সবচেয়ে কাছের ডিমেন্টাররা হ্যারির মুখের উপরে নিজের মুখটা নামিয়ে এনেছিল, রূপালী একটা বিশাল আকৃতি হঠাৎ কোত্থেকে যেন ঘোড়ার মতো দৌড়ে এলো লেকের ওপর দিয়ে এবং ডিমেন্টারগুলোকে বাধ্য করল ফিরে যেতে।

হ্যারির কথা শেষ হতে হতে বিস্ময়ে হারমিওন-এর মুখ হা হয়ে গেল।

কিন্তু ওটা কী ছিল?

একটাই জিনিস হতে পারে যেটা ডিমেন্টারদের চলে যেতে বাধ্য করতে পারে, বলল হ্যারি। একটা সত্যিকারের পেট্রোনাস। শক্তিশালী পেট্রোনাস।

কিন্তু এটা বানালো কে?

হ্যারি কিছু বলল না। সে ভাবছিল লেকের অপর পাড়ে দেখা লোকটার কথা। লোকটা যে কে হতে পারে এটা সে ভাবতে পেরেছিল ... কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব?

কিন্তু কিরকম দেখতে সেটা কী খেয়াল করেছিলে? বলল আগ্রহের সঙ্গে। কোন একজন শিক্ষক কী?

না, বলল হ্যারি। তিনি শিক্ষক ছিলেন না।

কিন্তু নিশ্চয়ই কোন মহা শক্তিধর জাদুকর ছিলেন, না হলে অতগুলো ডিমেন্টারকে তাড়িয়ে দেয়া পেট্রোনাসটা যদি অত উজ্জ্বলই ছিল, তাহলে ওই আলোয় তাকে কী দেখা যায়নি? তুমি দেখতে পাওনি?

হ্যাঁ, আমি তাকে দেখেছি, ধীরে ধীরে বলল হ্যারি। কিন্তু হয়তো ওটা আমার কল্পনা ছিল আমি হয়তো স্বচ্ছভাবে ভাবতে পারছিলাম না এর ঠিক পরেপরেই আমিও জ্ঞান হারিয়ে ফেলি

তোমার কি মনে হয়, কে ছিল ও?

আমার মনে হয়– ঢোক গিলল হ্যারি, ও বুঝতে পারছে ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত মনে হবে। আমার মনে হয় ওটা আমার বাবা ছিলেন।

হারমিওন-এর দিকে তাকাল সে, দেখল মুখটা পুরোপুরি হা হয়ে গেছে ওর। ওর দিকে তাকিয়ে আছে সে, দৃষ্টিতে সতর্কতা এবং দয়ার মিশ্রণ।

হ্যারি, তোমার বাবা-মানে–তিনি তো মারা গেছেন, শান্ত স্বরে সে বলল।

আমি জানি, দ্রুত জবাব দিল হ্যারি।

তোমার কী মনে হয় ওটা তার ভূত ছিল?

আমি জানি না না তাকে দেখে সত্যিকারেরই ...

তাহলে

হয়তো, কল্পনায় আমি দেখছিলাম, বলল হ্যারি। কিন্তু যদুর দেখেছি এবং মনে পড়ছে দেখতে একদম ওরই মতো আমার কাছে বাবার ছবি রয়েছে ...

হারমিওন তখনও ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন ওর মাথার সুস্থতা নিয়ে ওর দুশ্চিন্তা রয়েছে।

আমি জানি কথাটা শুনে মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে গেছি, সোজাসাপটা বলল হ্যারি। ঘুরে বাকবিককে দেখল, মাটিতে ঠোঁট ডুবিয়ে ওটা পোকামাকড় খুঁজছে। কিন্তু আসলে সে বাকবিককে দেখছিল না।

সে ভাবছিল তার বাবা, এবং তার তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কথা মুনি, ওয়ার্ম টেইল, প্যাডফুট এবং প্রংস আজ রাতে তাদের চারজনই কি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন? সবাই ভেবেছিল যে ওয়ার্ম টেইল মারা গিয়েছে, আজ রাতে সেও দেখা দিয়েছে। তার বাবার দেখা দেয়াটা কী একেবারেই অসম্ভব?

লেকের ওপর দিয়ে সে কি কল্পনায় কিছু দেখছিল? আকৃতিটা অনেক দূরে ছিল, পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া তারপরেও সে নিশ্চিত ছিল, অন্তত এক মুহূর্তের জন্য, যখন সে জ্ঞান হারিয়েছে তার ঠিক আগে।

বাতাসে মাথার উপরে পাতাগুলো নড়ে উঠল। চাঁদ মেঘের নিচ থেকে কখনও বের হচ্ছে কখনও লুকোচ্ছে। উইলো গাছটার দিকে মুখ করে বসে রয়েছে হারমিওন, অপেক্ষা করছে।

এবং তারপর, অবশেষে, এক ঘণ্টা পর

এই যে বের হচ্ছি আমরা! ফিসফিস করে বলল হারমিওন।

সে আর হ্যারি উঠে দাঁড়াল। বাকবিকও ওর মাথা তুলল। ওরা দেখছে লুপিন, রন এবং পেট্টিগ্রু অস্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসছে গাছের গোড়ার সুড়ঙ্গ থেকে। তারপর বের হলো হারমিওন তারপরে অজ্ঞান স্নেইপ, অদ্ভুতভাবে বাতাসে ভেসে ভেসে। তারপর হ্যারি এবং ব্ল্যাক। সবাই ওরা প্রাসাদের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

হ্যারির হৃদপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করছে। আকাশের দিকে তাকাল সে। এখন থেকে যেকোন মুহূর্তে, চাঁদের উপর থেকে মেঘটা সরে যাবে

হ্যারি, বিড় বিড় করল হারমিওন, যেন ওর ভাবনাটা টের পেয়ে গেছে সে। আমাদেরকে স্থির থাকতে হবে। দেখা গেলে চলবে না। এখন আমরা কিছুই করতে পারি না।

তাহলে, আমরা আবারও পেট্টিগ্রুকে পালাতে দেব শান্ত স্বরে বলল হ্যারি।

অন্ধকারের মধ্যে একটা ইঁদুরকে তুমি কীভাবে খুঁজে বের করবে? দ্রুত বলল হারমিওন। আমাদের এখন কিছুই করবার নেই। আমরা ফিরে এসেছি সাইরিয়াসকে সাহায্য করার জন্য। আমাদের আর কোন কিছু করার কথা না!

ঠিক আছে!

চাঁদের উপর থেকে সরে গেল মেঘটা। ওরা দেখল মাঠের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকৃতিগুলো থমকে দাঁড়িয়েছে। তারপরে দেখল কি যেন নড়ে উঠল

ওই যে লুপিন, হারমিওন ফিসফিস করে বলল। রূপান্তরিত হচ্ছেন

হারমিওন! হঠাৎ বলে উঠল হ্যারি। আমাদেরকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে!

না, আমাদের নড়া উচিত না, তোমাকে বার বার বলছি

না, ওইখানে গিয়ে কিছু করার জন্য নয়! কিন্তু রূপান্তরিত লুপিন তো দৌড়ে এই বনেই ঢুকবে, একেবারে সোজা আমাদের দিকে!

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল হারমিওন-এর।

জলদি! চাপা আর্তনাদ করে উঠল সে, ছুটে গেল বাকবিক-এর বাঁধন খুলে দিতে। জলদি! আমরা কোথায় যাব? আমরা কোথায় লুকবো? যেকোন মুহূর্তে ডিমেন্টাররা চলে আসতে পারে

আবার হ্যাগ্রিড-এর ওখানে ফিরে যেতে হবে! বলল হ্যারি। ওখানে এখন কেউ নেই– জলদি চল!

দৌড় শুরু করল ওরা, যত জোরে পারে, পেছন পেছন ছুটছে বাকবিক। শুনতে পাচ্ছে ওরা পেছন থেকে ওয়েরউলফ-এর গর্জন।

কেবিনটা দেখা যাচ্ছে। থামল হ্যারি দরজার সামনে, টান মেরে খুলল ওটা, হারমিওন আর বাকবিক বাতাসের মতো উড়ে ওর পাশ দিয়ে কেবিনে ঢুকে পড়ল; ওদের পেছন পেছন নিজেকে একরকম ছুঁড়ে কেবিনে ফেলল হ্যারি, তারপর দরজাটা লাগিয়ে দিল। হ্যাগ্রিড-এর কুকুরটা বিকট শব্দে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

শশশ, ফ্যাং, আমরা, আমরা! বলল হারমিওন, ওটার কাছে গিয়ে আদর করে চুপ করালো ওটাকে। প্রায় মারা পড়েছিলাম আর কি! বলল সে হ্যারিকে।

হ্যাঁ

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে হ্যারি। বাইরে কি ঘটছে এখান থেকে সেটা দেখা খুব কঠিন। হ্যাগ্রিড-এর ঘরের ভেতরে আবার আসতে পেরে বাকবিক মনে হয় মহাখুশি। আগুনের সামনে শুয়ে পড়ে, পাখাগুলো গুটিয়ে মনে হচ্ছে একটা ঘুম দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে।

এখন মনে হয় আমাদের বাইরেই যাওয়া উচিত, বলল হ্যারি। ওখানে কি ঘটছে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমরা বুঝতে পারব না কখন রওনা দিতে হবে

ওর মুখের দিকে তাকাল হারমিওন। ভাবে সন্দেহ।

আমি ওখানে যা ঘটছে তাতে কোনভাবেই নাক গলাব না, বলল হ্যারি দ্রুত। কিন্তু, কি হচ্ছে সেটা যদি দেখতে না পারি, তাহলে বুঝব কীভাবে কখন গিয়ে সাইরিয়াসকে উদ্ধার করতে হবে?

বেশ ঠিক আছে তাহলে বাকবিককে নিয়ে আমি এখানেই অপেক্ষা করব কিন্তু, সাবধানে থেক হ্যারি–বাইরে একটা ওয়েরউলফ রয়েছে–আরও রয়েছে ডিমেন্টাররা–

বাইরে বেরিয়ে কেবিনের ধার দিয়ে এগেলো হ্যারি। দূরে শোনা যাচ্ছে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চিৎকার। তার মানে ডিমেন্টাররা সাইরিয়াসকে প্রায় ঘিরে ফেলছে যেকোন মুহূর্তে সে আর হারমিওন দৌড়ে ওর কাছে যাবে।

লেকের দিকে তাকিয়ে রইল হ্যারি, বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা ড্রাম বাজাচ্ছে। ওই পেট্রোনাসটা যেই পাঠিয়েছিল আবার যেকোন মুহূর্তে তিনি আসবেনই।

মুহূর্তে কয়েক ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্য হ্যাগ্রিড-এর দরজার সামনে অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তোমাকে যেন দেখা না যায়। কিন্তু সেও চায় না যে তাকে দেখা যাক। সে চায় দেখতে তাকে জানতে হবে।

এবং ওই যে ডিমেন্টাররা এসে পড়েছে। অন্ধকারের ভেতর থেকে চারদিকে থেকেই আসছে ওরা, লেকের উপর দিয়ে হ্যারি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে উল্টো দিকের পাড়ে যাচ্ছে ওরা

দৌড়াতে শুরু করল হ্যারি। মাথায় তখন বাবার কথা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই যদি তিনিই হন সত্যিই যদি তিনি হন তাকে সেটা জানতে হবে, বের করতে হবে।

লেকটা চলে আসছে ওর কাছে, আরও কাছে, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অপর পাড়ে, দেখতে পাচ্ছে রূপার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিলিক–ও নিজে যে পেট্রোনাস তৈরি করেছিল সেই চেষ্টা।

পানির ধারে ছোট ছোট ঝোপ রয়েছে। একটার পেছনে হ্যারি গিয়ে লুকোলো, ওটার ভেতর থেকে দেখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। অপর পাড়ে, রূপার ঝিলিকগুলো যেন নিভে গেল। ওর ভেতরে উত্তেজনার জোয়ার বয়ে চলেছে। এখন থেকে যেকোন মুহূর্তে

এসো! বিড়বিড় করছে সে, তাকিয়ে রয়েছে অপলক। কোথায় তুমি? বাবা, এসো–

কিন্তু কেউ এলো না। লেক-এর অপর পাড়ে ডিমেন্টারদের বৃত্তের মাঝে দেখার জন্যে মাথা তুলল সে। ওদের একজন মাথার উপর থেকে কাপড়টা ফেলে দিচ্ছে। তার উদ্ধারকারী আসার মুহূর্ত উপস্থিত–কিন্তু এখন তো কেউ আসছে না সাহায্য করতে

এবং হঠাৎ তার মনে হলো–সে বুঝতে পেরেছে। সে তার বাবাকে দেখেনি সে তার নিজেকে দেখেছিল

ঝোপের আড়াল থেকে লাফিয়ে উঠল সে, জাদুর কাঠি বের করল।

এক্সপেক্টো পেট্রোনাম! চিৎকার করল সে।

জাদুর কাঠির মাথা থেকে আকৃতিহীন কুয়াশার মেঘ বেরিয়ে এলো না, কিন্তু বেরিয়ে এলো চোখ ধাঁধানো রূপালী একটা জন্তু। চোখ সরু করল সে, দেখার চেষ্টা করছে এটা কি। দেখতে ঠিক ঘোড়ার মতো। ওর কাছ থেকে দ্রুত দৌড়ে লেকের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে ওটা। ও দেখল মাথা নিচু করে ডিমেন্টারের দলটার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে ওটা এখন কালো আকৃতির ডিমেন্টরদের বৃত্তের চারদিকে ওটা ছুটছে ঘুরছে, আর ডিমেন্টারগুলো আস্তে আস্তে পিছু হটছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে, অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে ... চলে গেছে ওরা।

পেট্রোনাসটা ঘুরে দাঁড়াল। এবার হ্যারির দিকে ফিরে আসছে পানির উপর দিয়ে। ওটা একটা ঘোড়া। কিন্তু রূপকথার ইউনিকর্ন নয়। ওটা একটা পুরুষ হরিণ। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে ... ওর দিকে ফিরে আসছে ....

তীরে এসে থামল ওটা, হ্যারির দিকে তাকিয়ে রয়েছে বড়বড় রূপালী চোখ দিয়ে, নরম মাটিতে ওটার খুরের কোন দাগ পড়ল না। ধীরে ধীরে ওটা সিংওয়ালা মাথাটা নোয়ালো। এখন বুঝতে পারল হ্যারি

প্রংস, ফিসফিস করল সে।

কিন্তু ওর কাঁপা কাঁপা আঙুলগুলো জটার দিকে বাড়িয়ে দিতেই ওটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে হ্যারি, তখনও হাত বাড়ানো। হৃৎপিণ্ডটা আবার লাফিয়ে উঠল, পেছনে খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছে সে বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়াল সে এবং দেখল হারমিওন ছুটে আসছে ওর দিকে সঙ্গে টেনে নিয়ে আসছে বাকবিককে।

কী করেছো তুমি? তীক্ষ্ণ স্বরে বলল সে। তুমি বলেছিলে শুধু বাইরে নজর রাখবে!

এই মাত্র আমি আমাদের সকলের জীবন বাঁচালাম বলল হ্যারি। এই ঝোপের আড়ালে এসো–আমি সব ব্যাখ্যা করছি।

এই মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো হা করে শুনল হারমিওন।

তোমাকে কেউ দেখে ফেলেনি তো?

হ্যাঁ, তুমি কী শুনছিলে না? আমিই আমাকে দেখেছি, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আমিই আমার বাবা! বুঝতে পেরেছো!

হ্যারি, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না–তুমি একটা পেট্রোনাস তৈরি করে সমস্ত ডিমেন্টারদের তাড়িয়ে দিলে! ওটা, ওটা খুবই, খুবই উন্নতমানের ম্যাজিক

আমি জানতাম এইবার আমি করতে পারব, বলল হ্যারি, কারণ আমি ইতোমধ্যে তো করে ফেলেছি বোঝা যাচ্ছে কিছু? আমি জানি না–হ্যারি, স্নেইপ-এর দিকে তাকাও!

ঝোপের আড়াল থেকে অপর পাড়ে ওরা দেখল জ্ঞান ফিরে এসেছে স্নেইপ এর। জাদু করে স্ট্রেচার আনছেন উনি, হ্যারি, হারমিওন এবং ব্ল্যাককে ওগুলোর ওপর তুলছেন। চতুর্থ একটা স্ট্রেচার, নিশ্চয়ই রনকে বহন করছে, এরই মধ্যে বাতাসে ভাসছে। হাতে জাদুর কাঠি নিয়ে স্ট্রেচারগুলোসহ প্রাসাদের দিকে রওনা হলেন তিনি।

ঠিক, সময় হয়ে এসছে, বলল হারমিওন উদ্বেগের সঙ্গে, নিজের ঘড়িটা দেখল সে। আমাদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় রয়েছে, এরপর ডাম্বলডোর হাসপাতালের দরজায় তালা লাগিয়ে দেবেন। সাইরিয়াসকে উদ্ধার করে আমাদেরকে ওখানে ফিরে যেতে হবে কেউ কিছু বোঝার আগে

অপেক্ষা করছে ওরা। মেঘের আনাগোনা প্রতিফলিত হচ্ছে লেকে, ওদের পাশের ঝোপটার মধ্যে দিয়ে বাতাস ফিসফিস করে গেল। বিরক্ত হয়ে বাকবিক আবার পোকা খুঁজতে শুরু করল।

তোমার কী বিশ্বাস হয় যে ও এখনও ওখানেই রয়েছে? বলল হ্যারি, নিজের ঘড়িটা দেখে। প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে পশ্চিম টাওয়ারের ডানদিকের জানলাগুলো গুনছে সে।

দেখ! ফিসফিস করল হারমিওন। ওটা কে আবার? আবার কে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছে?

অন্ধকারে তাকিয়ে রয়েছে হ্যারি। লোকটা মাঠের উপর দিয়ে দ্রুত প্রাসাদে ঢোকার গেটের দিকে যাচ্ছে। ওর বেল্টে চকচক করছে কি যেন একটা।

ম্যাকনায়ার! বলল হ্যারি। ঘাতক! ও যাচ্ছে ডিমেন্টারদেরকে আনতে! হয়ে গেল, হারমিওন

বিকবিক-এর পিঠের উপরে হাত রাখল হারমিওন, হ্যারি ওকে তুলে দিল পিঠের উপরে। তারপর গাছের একটা ডালে পা রেখে নিজেও উঠে পড়ল হারমিওন-এর সামনে। বাকবিক-এর দড়িটা টান করে লাগাম-এর মতো বাধল।

রেডি? হারমিওনকে জিজ্ঞাসা করল। তুমি আমাকে ভালো করে ধরে রাখবে।

গোড়ালি দিয়ে বাকবিক-এর দুই পাশে খোঁচা দিল হ্যারি।

অন্ধকার আকাশে উড়ে গেল বাকবিক। হাঁটু দিয়ে ওর দুপাশে চেপে ধরে আছে হ্যারি, নিচে ওটার শক্তিশালী দুই পাখা উঠছে নামছে। হারমিওন শক্ত করে ধরে আছে হ্যারির কোমর ও শুনতে পাচ্ছে, বিড়বিড় করছে সে, ওহ, না–আমার এটা পছন্দ হচ্ছে না–ওহ, সত্যিই আমার পছন্দ হচ্ছে না।

খোঁচা মেরে বাকবিককে দ্রুত উড়িয়ে নিল হ্যারি। নিঃশব্দে ওরা উড়ছে প্রাসাদের উপর তলার দিকে বাঁদিকের রশিটা টেনে ধরল হ্যারি ঘোরালো বাকবিককে। পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া জানালাগুলো গোনার চেষ্টা করছে সে

হোআ! বলল সে। লাগামটা টেনে ধরল সর্বশক্তি দিয়ে।

ধীরে ধীরে গতিমন্থর হয়ে এলো বাকবিক-এর। এবং ওরা নিজেদেরকে এক জায়গায় স্থির দেখতে পেল, অবশ্য উড়ন্ত অবস্থায় ওর পাখাটা উঠছে নামছে বলে কয়েক ফিট উপরে এবং নিচে ওঠানামা করছে ওরা।

এখানেই আছে সে! হ্যারি বলল, জানালার কাছে উড়ে গিয়ে। হাত বাড়িয়ে জানালার কাঁচে টোকা দিল হ্যারি।

মাথা তুলে তাকাল ব্ল্যাক। হ্যারি দেখল ওর চোয়াল ঝুলে পড়েছে। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল সে। দ্রুত চলে এলো জানালার পাশে, খোলার চেষ্টা করল ওটা, কিন্তু ওটা তালা লাগানো।

পেছনে সরে দাঁড়াও! হারমিওন বলল ওকে, নিজের জাদুর কাঠিটা বের করল, এক হাতে তখনও ধরে রয়েছে হ্যারিকে বলল

আলোহোমোরা!

খুলে গেল জানালাটা।

কীভাবে কীভাবে? দুর্বল স্বরে বলল ব্ল্যাক, তাকিয়ে রয়েছে হিপোগ্রিফটার দিকে।

উঠে পড়, জলদি–সময় নেই, বলল হ্যারি, বাকবিক-এর গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে শক্ত করে। এখান থেকে তোমাকে এখন বেরুতেই হবে–ডিমেন্টাররা আসছে। ম্যাকনায়ার ওদেরকে আনতে গেছে।

জানালার ফ্রেমে দুই হাত দিয়ে মাথা এবং কাঁধ বের করে আনল ব্ল্যাক। সৌভাগ্যক্রমে সে ছিল খুবই ক্ষীণ দেহী। মুহূর্তের মধ্যে বাকবিক-এর পিঠের উপরে এক পা দিয়ে হারমিওন-এর পেছনে উঠে পড়ল সে।

ঠিক আছে, বাকবিক এবার উপরে ওঠো! বলল হ্যারি লাগামটা টান দিয়ে। একেবারে টাওয়ারের মাথায়!

শক্তিশালী দুই পাখার এক ঝাপটায় আবার আকাশের দিকে উড়তে শুরু করল বাকবিক, উড়তে উড়তে একেবারে পশ্চিম টাওয়ারের মাথায়। নামল ওখানে, হ্যারি আর হারমিওন সঙ্গে সঙ্গে পিঠ থেকে নেমে পড়ল।

সাইরিয়াস, তুমি খুব দ্রুত এখান থেকে সরে পড়, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হ্যারি। যেকোন মুহূর্তে ওরা ফ্লিটউইক-এর অফিসে পৌঁছে যাবে, দেখতে পাবে তুমি নেই।

টাওয়ারের ছাদে থাবা দিয়ে আঁচড় কাটার চেষ্টা করল বাকবিক, বিশাল মাথাটা নামল।

অন্য ছেলেটার কী হয়েছে? রন? বলল সাইরিয়াস ব্যগ্র কণ্ঠে।

ও ঠিক হয়ে যাবে-এখনও সে অজ্ঞান, কিন্তু মাদাম পমফ্রে বলেছেন তিনি ওকে সারিয়ে তুলতে পারবেন। যাও–জলদি!

কিন্তু ব্ল্যাক তখনও দেখছে হ্যারিকে।

কিভাবে যে ধন্যবাদ।

যাও! হ্যারি আর হারমিওন এক সাথে চিৎকার করে উঠল।

খোলা আকাশের দিকে বাকবিককে ঘুরিয়ে নিল ব্ল্যাক।

আবার আমাদের দেখা হবে, বলল সে। সত্যিই তুমি–সত্যিই হ্যারি তুমি তোমার বাবার সন্তান।

গোড়ালি দিয়ে বাকবিক-এর দুই পাশে চাপ দিল ব্ল্যাক। বিশাল পাখা দুটো নড়তে শুরু করতেই হ্যারি আর হারমিওন লাফ দিয়ে সরে গেল আকাশে উড়ল হিপোগ্রিফ সে আর তার আরোহী ছোট থেকে ছোট হতে হতে হ্যারি দেখার চেষ্টা করছে ... তারপরে চাঁদটাকে ঢেকে দিল মেঘ চলে গেছে ওরা।

আবার পেঁচার ডাক

হ্যারি।

হ্যারির জামার হাতায় ধরে টান দিল হারমিওন, চোখ রয়েছে ঘড়ির উপরে। হাসপাতালে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমাদের আর ঠিক দশ মিনিট হাতে রয়েছে ডাম্বলডোর দরজা লাগিয়ে দেয়ার আগে–

ঠিক আছে, বলল হ্যারি, আকাশের দিকে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে, চল

যাই

পেছনের দরজাটা দিয়ে চুপিসারে নেমে পাথরের ঘোরানো সিঁড়িটা ভেঙে নামল ওরা। নিচে নেমে শুনতে পেল মানুষের কণ্ঠস্বর। একেবারে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল ওরা, শুনছে। মনে হচ্ছে ফাজ এবং স্নেইপ কথা বলছেন। করিডোর ধরে দ্রুত এগিয়ে সিঁড়িটার গোড়ায় গেলেন।

একমাত্র ভরসা হচ্ছে ডাম্বলডোর কাজে কোন বাগড়া দেবেন না, বললেন স্নেইপ। দ্রুতই কী কিস-এর কাজটা শেষ করে ফেলা হবে?

যত দ্রুত ডিমেন্টারদেরকে নিয়ে ম্যাকনায়ার ফিরে আসতে পারবে। ব্ল্যাক এর পুরো ব্যাপারটা খুবই বিব্রতকর। ডেইলি প্রফেট-এ খবরটা দেয়ার জন্যে, যে ব্ল্যাককে অবশেষে আমরা ধরতে পেরেছি, আমি একেবারে অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছি ... আমি বলতে পারি যে ওরা তোমার সাক্ষাৎকার নেবে স্নেইপ হ্যারিরও নেবে, ও সুস্থ হয়ে উঠলে, আমি আশা করছি ও প্রফেট-এর কাছে সঠিকভাবে বলতে পারবে কিভাবে তুমি ওকে উদ্ধার করেছে

দাঁতে দাঁত চেপে থাকল হ্যারি। স্নেইপ এবং ফাজ ওদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ও স্নেইপ-এর মুখের বিদ্রূপটা ঠিকই দেখতে পেল। ওদের পদশব্দ মিলিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত আরও অপেক্ষা করল হ্যারি আর হারমিওন, নিশ্চিত হয়ে নিল ওদের যাওয়ার ব্যাপারে। বিপরীত দিকে দৌড়াতে শুরু করল ওরা। সিঁড়ি ধরে, তারপরে আরেকটা, তারপরে একটা করিডোর ধরে-এরপর সামনে ওরা শুনতে পেল উচ্চস্বরে একটা হাসির শব্দ।

পিভস! আস্তে আস্তে বলল হ্যারি, হারমিওন-এর হাত খামচে ধরে টেনে নিয়ে এল। এই খানে!

শূন্য একটা ক্লাসরুমের ভেতরে একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে ঢুকল ওরা। পিভস মনে হয় করিডোর ধরে লাফালাফি করছে মনের আনন্দে, হেসে মাতিয়ে তুলছে চারদিক।

ওহ, বিরক্তিকর ভূত একটা, ফিসফিস করে বলল হারমিওন, দরজার কান পেতে রয়েছে ও। আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওর এত খুশির কারণ হচ্ছে ডিমেন্টাররা যে সাইরিয়াসকে শেষ করে ফেলবে আবার ঘড়ি দেখল সে। হ্যারি, তিন মিনিট আর আছে মাত্র!

পিভস-এর কোলাহলপূর্ণ কণ্ঠস্বরটা দূরে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা, রুম থেকে চুপিসারে বেরিয়েই দৌড়াতে শুরু করল।

হারমিওন–কি হবে–যদি আমরা–ডাম্বলডোর দরজায় তালা দেয়ার আগে ওখানে পৌঁছাতে না পারি? হাঁপাতে হঁপাতে বলল হ্যারি।

এ ব্যাপারে আমি ভাবতেও চাই না! বলল হারমিওন। ঘড়িটা আবার দেখে নিল, এক মিনিট!

করিডোরের শেষ প্রান্তে পৌঁছল ওরা হাসপাতালে ঢোকার মুখে। ঠিক আছে আমি শুনতে পাচ্ছি ওই যে ডাম্বলডোর– বলল উদ্বেগের সাথে হারমিওন। জলদি এসো হ্যারি!

পা টিপে টিপে করিডোর ধরে দৌড়াচ্ছে ওরা। দরজাটা খুলে গেল। ডাম্বলডোরের পেছনটা দেখা যাচ্ছে।

আমি তোমাদেরকে ভেতরে তালা মেরে রাখব, ওদেরকে বলা কথা হলো আবার ওকে বলতে শুনল ওরা। এর মধ্যে কত ঘটনাই না ঘটে গেছে। মাঝ রাতের আর পাঁচ মিনিট বাকি। মিস গ্রেজার, তিনটা উল্টো ঘোরানো সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই কাজটা হবে। গুড লাক।

ওয়ার্ডের দরজা থেকে পিছু হেঁটে এলেন ডাম্বলডোর, দরজাটা বন্ধ করে জাদুর কাঠিটা দিয়ে বন্ধ করে দিলেন তালাটা। শঙ্কিত হ্যারি আর হারমিওন দৌড়ে সামনে গেল, ডাম্বলডোর ওখান থেকে মুখ তুলে তাকালেন, ওর রূপালী গোঁফের নিচে বড়সড় একটা হাসি দেখা গেল। আচ্ছা? শান্ত স্বরে বললেন তিনি।

আমরা সফল হয়েছি! দম আটকে বলল হ্যারি। চলে গেছে সাইরিয়াস বাকবিক-এর পিঠে চড়ে

উদ্ভাসিত মুখে ওদের দিকে তাকালেন ডাম্বলডোর।

চমৎকার। আমার মনে হচ্ছে– হাসপাতালের দিক থেকে কোন শব্দ আসছে কি না সেটা শোনার চেষ্টা করছেন তিনি। আমার মনে হয়, তুমিও চলে গিয়েছে। ভেতরে ঢোকো, তালা মারব আমি।

হ্যারি এবং হারমিওন ওয়ার্ডের ভেতরে ঢুকে গেল। রন ছাড়া আর কেউ নেই ওখানে। বিছানায় পড়ে আছে ও স্থির হয়ে। ওদের পেছনে তালা লাগানো শব্দ হলো। যার যার

বিছানায় ওঠে পড়ল হ্যারি আর হারমিওন। সময়-ঘোরানো ঘড়িটা পোশাকের নিচে রেখে দিল হারমিওন। পরমুহূর্তেই মাদাম পমফ্রে লম্বা লম্বা পা ফেলে তার অফিস থেকে ফিরে এলেন।

হেড মাস্টারের চলে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল না? আমি কী এখন আমার রোগীদের যত্ন নিতে পারি?

মেজাজ খারাপ হয়েছে মাদাম পমফ্রের। ওরা ভাবল চুপচাপ তার দেয়া চকলেটটা খেয়ে নেয়াই ভালো। সামনে দাঁড়িয়ে মাদাম পমফ্রে নিশ্চিত করলেন ওদের খাওয়াটা। হ্যারি চকলেটটা গিলতেই পারছে না ও আর হারমিওন মনে মনে অপেক্ষা করছে, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় নার্ভাস হয়ে আছে মনে মনে এবং তারপর, ওরা যখন চকলেটের চতুর্থ টুকরোটা মুখে দিল, শুনতে পেল দূর থেকে ওদের মাথার উপরে কারও ক্ষিপ্ত গর্জন

ওটা আবার কী? সতর্ক মাদাম পমফ্রে জিজ্ঞেস করল।

এখন তারা কারো ক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট, আরও কাছে আসছে আরও জোরে জোরে শোনা যাচ্ছে। দরজার দিকে নিস্পলক তাকিয়ে রয়েছেন মাদাম পমফ্রে।

কি মুশকিল-এরাতো দেখি সবাইকে জাগিয়ে তুলবে! ওরা ভেবেছে কী?

বাইরের কণ্ঠস্বরগুলো কি বলছে শোনার চেষ্টা করছে হ্যারি। কাছে আসছে ওরা

হঠাৎ উবে যায়নি ও! গর্জন করছেন স্নেইপ, এখন একেবারে কাছে চলে এসেছেন। এই প্রাসাদের ভেতরে কেউ হঠাৎ গায়েবও হয়ে যেতে পারে

আবার আবির্ভূতও হতে পারে না! এটা–নিশ্চয়ই–পটার-এর–কোন কারসাজি!

সেভেরাস–যুক্তিটা বোঝার চেষ্টা কর–হ্যারি এখানে তালাবদ্ধ ঘরে রয়েছে

দড়াম

হাসপাতালের ওয়ার্ডের দরজাটা উড়ে গেল কোথাও।

ফাজ, স্নেইপ এবং ডাম্বলডোর লম্বা লম্বা পা ফেলে ওয়ার্ডে ঢুকলেন। শুধু ডাম্বলডোরকেই শান্ত দেখাচ্ছে। বস্তুত ওকে দেখে মনে হচ্ছে যেন পুরো ব্যাপারটাতেই দারুণ মজা পাচ্ছেন তিনি। খুব রেগে গেছেন ফাজ, কিন্তু স্নেইপ ওরে–বাপ একেবারে আগ্নেয়গিরি!

পটার, বলে ফেল, এক্ষুণি! চিৎকার করে উঠলেন তিনি। কি করেছো তুমি?

প্রফেসর স্নেইপ! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মাদাম পমফ্রে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন!।

দেখুন স্নেইপ, যুক্তিটা বোঝার চেষ্টা করুন, বললেন ফাজ। এইমাত্র আমরা দেখলাম, ওয়ার্ডের দরজাটায় তালা লাগানো ছিল—

আমি জানি, ওরা ওকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, শোনা গেল স্নেইপ-এর গর্জন, আঙুল তুলে হ্যারি আর হারমিওনকে দেখালেন তিনি। রাগে বিকৃত হয়ে গেছে মুখ, সমানে থুথু ছিটাচ্ছেন।

শান্ত হোন! ধমক দিয়ে বললেন ফাজ। অর্থহীন কথা বলছেন আপনি!

পটারকে আপনি চেনেন না! রাগে কাঁপছেন স্নেইপ। আমি জানি ওই এটা করেছে, ওই করেছে।

যথেষ্ট হয়েছে সেভেরাস, শান্ত স্বরে বললেন ডাম্বলডোর। কি বলছ একবার ভাব তো। দশ মিনিট আগে আমি ওয়ার্ড থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে ওয়ার্ডের দরজা তালাবদ্ধ ছিল। মাদাম পমফ্রে, এরা কী ওদের বিছানা ছেড়ে উঠেছিল?

নিশ্চয়ই না! বললেন মাদাম পমফ্রে, রেগে টং হয়ে আছেন তিনি। আপনার যাওয়ার পর থেকেই আমি ওদের সঙ্গে রয়েছি।

বেশ, শুনলে তো সেভেরাস, ডাম্বলডোর বললেন অবিচলিতভাবে। অবশ্য যদি বলতে না চাও যে হ্যারি এবং হারমিওন একই সময়ে দুই জায়গায় উপস্থিত ছিল, তাহলে আমার মনে হয় ওদেরকে বিরক্ত করার কোন মানে হয় না।

দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্নেইপ, রাগে টগবগ করছেন, ফাজ-এর দিক থেকে, ওর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ, তাকালেন ডাম্বলডোরের দিকে, চশমার কাঁচের পেছনে যার চোখ দুটো মিটমিট করছে। সাঁই করে ঘুরলেন স্নেইপ, পোশাকটা ঘুরলো পেছন পেছন ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন ওয়ার্ড ছেড়ে।

একেবারেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে মনে হয়, বললেন ফাজ ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে। আমি যদি আপনার জায়গায় হতাম ডাম্বলডোর, তাহলে ওর ওপর বিশেষভাবে নজর রাখতাম।

ওহ, না, উনি ভারসাম্য হারাননি, বললেন ডাম্বলডোর। সাংঘাতিক রকমের একটা হতাশায় আক্রান্ত হয়েছেন।

উনিই একমাত্র নন! বললেন ফাজ। ডেইলি প্রফেট-এর জন্যে সাংঘাতিক একটা খবর অপেক্ষা করছে! ব্ল্যাককে ধরার পরও আমাদের হাত থেকে ও পালিয়ে গেছে। এখন শুধু বাকি আছে হিপোগ্রিটার পালিয়ে যাওয়ার খবর বের হওয়ার, তাহলে আমি হবো সবার হাসির পাত্র! আচ্ছা যাই মন্ত্রণালয়কে সবকিছু জানাই ...।

আর ডিমেন্টারদের কী হবে? বললেন ডাম্বলডোর। আমার মনে হয় স্কুল থেকে ওদেরকে সরিয়ে দেয়া হবে!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এবার ওদেরকে যেতে হবে, বললেন ফাজ, মাথার চুলের ভেতর দিয়ে আঙুল চালিয়ে দিলেন তিনি। কখনও ভাবতেও পারিনি যে ওরা একটা নির্দোষ বালকের উপর কিস প্রয়োগ করবে একেবারেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে ... না, আজ রাতেই ওদেরকে আজকাবানে পাঠিয়ে দিতে হবে। এরপর হয়তো স্কুলের গেটে আমাদেরকে ড্রাগন পাহারা রাখার কথা ভাবতে হবে।

এই ব্যবস্থাটা হ্যাগ্রিড-এর পছন্দ হবে, বললেন ডাম্বলডোর, হ্যারি এবং হারমিওন-এর দিকে ছুঁড়ে দিলেন মুচকি একটা হাসি। ওরা বেরিয়ে যেতেই দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মাদাম পমফ্রে দরজাটা লাগিয়ে দিলেন। নিজের মনেই ক্ষুব্ধ মন্তব্য করতে করতে অফিস রুমের ভেতরে গেলেন।

ওয়ার্ডের আরেক মাথা থেকে মৃদু গোঙানির স্বর শোনা গেল। জেগে উঠেছে রন। ওরা দেখতে পাচ্ছে উঠে বসেছে সে, মাথা ডলছে, তাকাচ্ছে চারদিকে।

কি–কি হয়েছে! যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল রন। হ্যারি? তুমি ওখানে শুয়ে আছ কেন? সাইরিয়াস কোথায়? লুপিন কোথায়? কী হচ্ছে সব?

হ্যারি এবং হারমিওন তাকাল পরস্পরের দিকে।

তুমি ওকে ব্যাখ্যা করে বলো! বলল হ্যারি, আরও কয়েকটি চকলেট নিয়ে মুখে পুরে দিল।

***

পরদিন দুপুরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ওরা দেখল প্রাসাদটা প্রায় খালি হয়ে গেছে। প্রাণান্তকর গরম আর পরীক্ষা শেষ হওয়া মানেই সবাই আরেকবার হগসমিড-এ যাওয়ার সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। রন এবং হারমিওন-এর ওখানে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই। মাঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে ওরা, আলাপ করছে গত রাতে ঘটে যাওয়া অসাধারণ অদ্ভুত সব ঘটনাগুলো নিয়ে। এবং ভাবছে এই মুহূর্তে সাইরিয়াস এবং বাকবিক কোথায়? লেকের কাছে বসে, পানির মধ্যে বিশাল আকৃতির স্কুইডটাকে দেখতে দেখতে লেকের অপর পাড়ে চোখ পড়তেই অন্য মনস্ক হয়ে গেল হ্যারি। ওইখান থেকেই গত রাতে হরিণটা ছুটে এসেছিল ওর দিকে...

ওদের উপরে একটা ছায়া এস পড়ল, উপর দিকে তাকিয়ে দেখল, হ্যাগ্রিড ওর ঘাম মুছছে টেবিল ক্লথ সাইজের রুমাল দিয়ে এবং চেয়ে আছে ওদের দিকে খুশিতে ডগমগ।

আমি জানি আমার খুশি হওয়া উচিত না, বিশেষ করে গত রাতে যা ঘটে গেল, বলল সে। মানে, আবার ব্ল্যাকের পালিয়ে যাওয়া আর সব ঘটনা–কিন্তু ভাবতো আরও কী ঘটেছে?

কী? সমস্বরে জিজ্ঞাসা করল ওরা, কৌতূহলী হওয়ার ভান করল।

বিকি! ও পালিয়েছে! মুক্ত হয়ে গেছে সে! সারা রাত ধরে আমি এই সুখবরটা উদযাপন করছি!

চমৎকার, সাংঘাতিক ব্যাপার! বলল হারমিওন, রন-এর দিকে তাকাল। কুঁচকে, কারণ ও প্রায় হেসে দিয়েছিল আর কি।

হ্যাঁ ওকে ভালো করে মারতে পারেনি, বলল সে সামনের মাঠের দিকে তাকিয়ে, খুশি সে। সকাল বেলাটায় খুব ভয় পাচ্ছিলাম ভেবেছিলাম প্রফেসর লুপিন রয়েছেন বাইরে, কিন্তু লুপিন বললেন গত রাতে কিছুই খাননি তিনি...

কী? দ্রুত জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

বিশ্বাস কর, তোমারা কিছুই শোননি? বলল হ্যাগ্রিড, মুখের হাসিটা একটু মলিন হলো। গলার স্বর নামিয়ে বলল, যদিও কাউকে দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে, মানে আজ সকালে স্লিথারিনদেরকে বললেন স্নেইপ ভাবছি এর মধ্যে নিশ্চয়ই সবাই জেনে গেছে ... প্রফেসর লুপিন একজন ওয়েরউলফ। এবং গত রাতে মাঠে উনি ছিলেন মুক্ত। অবশ্য এখন তিনি তার সব জিনিসপত্র গোছগাছ করছেন।

গোছগাছ করছেন? বলল হ্যারি, সতর্ক হয়ে। কেন?

ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? বলল হ্যাগ্রিড, অবাক হয়েছে যে হ্যারি ব্যাপারটা জানে। আজ সকালেই তিনি পদত্যাগ করেছেন। বলেছেন এ ঘটনা আবার ঘটতে পারে বলে তিনি ঝুঁকি নিতে চান না।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল হ্যারি।

আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, রন এবং হারমিওনকে বলল সে।

কিন্তু উনি যদি পদত্যাগ করেই থাকেন–

–মনে হয় না আমরা আর কিছু করতে পারব।

সেটা আমি বুঝি না। আমি তারপরও তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। এখানেই তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

***

লুপিন-এর অফিস কক্ষটা খোলাই ছিল। প্রায় সব জিনিসই গুছিয়ে এনেছেন। পুরনো স্যুটকেসটার পাশে গ্রিন্ডিলোর শূন্য বাক্সটা রয়েছে, ডেস্কের উপরে ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা করছিলেন লুপিন, দরজায় হ্যারির নক শুনে মুখ তুলে তাকালেন।

তোমাকে আসতে দেখেছি, বললেন লুপিন, মুখে মৃদু হাসি। টেবিলের উপরে ছড়ানো পার্চমেন্টটা দেখালেন। ওটা মরেডার্স ম্যাপ।

এই মাত্র হ্যাগ্রিড-এর সঙ্গে দেখা হল, বলল হ্যারি। এবং ও বলল আপনি পদত্যাগ করেছেন। এটা ঠিক না তাই না?

আমার ভয় হচ্ছে এটাই ঠিক, বললেন লুপিন। ডেস্কের ড্রয়ারগুলো খুলছেন, ওখান থেকে জিনিসপত্র বের করছেন।

কিন্তু কেন? বলল হ্যারি। ম্যাজিক মন্ত্রণালয়তো মনে করে না যে আপনিই সাইরিয়াসকে সাহায্য করছেন, মনে করে কী?

হেঁটে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন লুপিন।

না। প্রফেসর ডাম্বলডোর ফাজকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে আমি তোমাদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছিলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো লুপিন-এর বুক থেকে। সেভেরাস-এর জন্যে ওটা ছিল একটা বড় আঘাত, আমার মনে হয় অর্ডার অফ মার্লিন

না পাওয়ার সম্ভাবনাটাই ওর মনে দারুণভাবে লেগেছে। সে কারণেই, সে–মানে–যেন হঠাৎ করেই আজ সকালে বলে ফেলল যে আমি ওয়েরউলফ।

শুধুই এই কারণেই আপনি চলে যাবেন এটা হতে পারে না! বলল হ্যারি।

শুষ্ক হাসলেন লুপিন।

আগামীকাল এ সময়ে ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে পেঁচাগুলো সব আসতে শুরু করবে-একটা ওয়েরউলফ ওদের ছেলেমেয়েদের পড়াবে এটা তারা কিছুতেই মেনে নেবে না। এবং গত রাতের ঘটনার পর ওদের যুক্তিটা আমার কাছে আরও পরিষ্কার। হ্যারি, আমি তোমাদের যেকোন একজনকে কামড়ে দিতে পারতাম এরকম আশঙ্কা আবার তৈরি হোক সেটা কখনই আমি চাইব না।

ডিফেন্স এগেনস্ট দ্যা ডার্ক আর্টস-এর আপনি আমাদের সবচেয়ে ভালো শিক্ষক! বলল হ্যারি। প্লিজ, যাবেন না!

মাথা ঝাঁকালেন লুপিন, কিন্তু কথা বলতে পারলেন না। ড্রয়ারগুলো খালি করে চলেছেন নীরবে। হ্যারি যখন কিছু বলার জন্য মনে মনে ভালো একটা যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে, তখনই লুপিন বললেন, আজ সকালে হেডমাস্টার আমাকে যা বললেন তা থেকে বুঝলাম তুমি বেশ কয়েকটা জীবন রক্ষা করেছে হ্যারি। আমি যদি কোন কিছু সম্পর্কে

গর্ববোধ করি, তাহলে সেটা হচ্ছে তোমরা যদি আমার কাছ থেকে কিছু শিখে থাক তার জন্যে। তোমার পেট্রোনাস সম্পর্কে আমাকে বল, হ্যারি।

আপনি ওটা সম্পর্কে জানেন কীভাবে? বলল হ্যারি, ওর মনযোগ চলে গেছে অন্যদিকে।

এছাড়া আর কীভাবে ডিমেন্টারদের তাড়িয়ে দিয়েছিলে?

যা যা ঘটেছে একে একে সব লুপিনকে বলল হ্যারি। ওর কথা শেষ হতে হাসলেন তিনি।

হ্যাঁ, তোমার বাবা সব সময় একটা হরিণে রূপান্তরিত হতেন, বললেন তিনি। তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছে সে কারণেই তাকে আমরা প্রংস বলে ডাকতাম।

শেষ কয়েকটা বই বাক্সে ছড়িয়ে ফেললেন তিনি, ডেস্কের ড্রয়ারটা বন্ধ করে ঘুরে তাকালেন হ্যারির দিকে।

এই যে–গত রাতে শ্রিকিং শ্যাক থেকে এটা নিয়ে এসেছি আমি, হ্যারির হাতে অদৃশ্য হওয়ার জামাটা তুলে দিয়ে বললেন। আর ইতস্তত করলেন তিনি, তারপর মরেডার্স ম্যাপটা তুলে দিলেন ওর হাতে। এখন আমি আর তোমার শিক্ষক নেই, সুতরাং এটা তোমার কাছে ফিরিয়ে দিতে আমার কোন অপরাধবোধ নেই। এটা আমার কোন কাজে লাগবে না, কিন্তু মনে হয় তোমার, রন এবং হারমিওন-এর কাজে লাগতে পারে।

ম্যাপটা নিয়ে দাঁত বের করে হাসল হ্যারি। আপনি বলেছিলেন মুনি, ওয়ার্মটেইল, প্যাডফুট এবং প্রংস আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে স্কুল থেকে নিয়ে যেতে চাইতে পারে আপনি বলেছিলেন ব্যাপারটা ওদের কাছে মজার বলেই মনে হতো।

এবং ঠিক সেটাই তো করেছি আমরা, বললেন লুপিন, হাত বাড়িয়ে স্যুটকেসটা বন্ধ করলেন। আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি যদি জেমস দেখত যে তার ছেলে প্রাসাদ থেকে বের হওয়ার কোন একটিও গোপন পথ কখনই খুঁজে পায়নি তাহলে সে যারপরনাই হতাশ হতো।

দরজায় নক হলো। মরেডার্স ম্যাপ এবং অদৃশ্য হওয়ার জামাটা দ্রুত পকেটে ভরে ফেলল হ্যারি।

প্রফেসর ডাম্বলডোর এসেছেন। হ্যারিকে এখানে দেখে মোটেও অবাক হলেন না।

গেটে আপনার বাহন এসে গেছে, রেমাস, বললেন তিনি।

ধন্যবাদ, হেডমাস্টার।

পুরনো স্যুটকেস আর গ্রিন্ডিলোর খালি বাক্সটা তুলে নিলেন লুপিন।

আচ্ছা–গুড বাই হ্যারি, বললেন তিনি মুখে মৃদু হাসি। তোমাকে পড়ানোটা আমার জন্যে সত্যিই খুবই আনন্দের ব্যাপার ছিল। আমার মন বলছে আবার হয়তো কোথাও দেখা হবে। হেডমাস্টার, গেটে গিয়ে আমাকে বিদায় জানাবার দরকার নেই, আমি নিজেই যেতে পারব

হ্যারির মনে হচ্ছে লুপিন যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে চাইছেন।

তাহলে, বিদায়, রেমাস, ডাম্বলডোর বললেন স্থির কণ্ঠে। গ্রিন্ডিলোর বাক্সটা একটু সরিয়ে ডাম্বলডোরের সাথে করমর্দন করলেন লুপিন। হ্যারির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে দ্রুত একটু হাসি দিয়ে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

শূন্য চেয়ারটায় বসে পড়ল হ্যারি, তাকিয়ে রয়েছে মেঝের দিকে। মুখ ভার। দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ শুনল সে, মুখ তুলে তাকাল। তখনও ডাম্বলডোর রয়েছেন ওখানে।

এত দুঃখিত হচ্ছ কেন হ্যারি? শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। গত রাতে যা ঘটেছে তার জন্যে তোমার গর্ববোধ করা উচিত।

তাতে তো তফাৎ হলো না, তিক্ত স্বরে বলল হ্যারি। পেটিগ্রু তো পালিয়ে গেল।

কোন তফাৎ হয়নি? বললেন ডাম্বলডোর। অনেক বড় তফাৎ হয়েছে হ্যারি। সত্য উঘাটন করায় তুমি ভূমিকা রেখেছে। একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে তুমি রক্ষা করেছে।

ভয়াবহ। হ্যারির স্মৃতিতে কি যেন আঘাত করল। ভয়াবহ এবং আগের সবকিছুর চাইতে ভয়াবহ ... প্রফেসর ট্রিলনির ভবিষ্যদ্বাণী!

প্রফেসর ডাম্বলডোর–গতকাল, আমার যখন ডিভাইনেশন পরীক্ষা হচ্ছিল, প্রফেসর ট্রিলনি হঠাৎ কেমন যেন অদ্ভুত রকমের অদ্ভুত রকমের হয়ে গেলেন।

সত্যিই? বললেন ডাম্বলডোর। ইয়ে মানে–স্বাভাবিকের চেয়ে অদ্ভুত, তুমি তাই বোঝাতে চাইছ?

হ্যা তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে গেল, চোখ বড় বড় ঘুরছে ভাটার মতো এবং তিনি বললেন তিনি বললেন মধ্য রাতের আগেই ভল্টেমর্টের দাস তার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হবে তিনি বললেন সেই দাস তাকে আবার ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার সাহায্য করবে। ডাম্বলডোর-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে হ্যারি। এরপর তিনি আবার স্বাভাবিক হয়ে গেলেন কিন্তু আমাকে যা বলেছিলেন তার কিছুই মনে করতে পারলেন না। তিনি কী–তিনি কী সত্যি সত্যিই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন?

মনে হলো কথাটা ডাম্বলডোর-এর মনে সামান্য রেখাপাত করেছে।

কি জান হ্যারি, আমার মনে হয় তিনি বোধহয় তাই করেছিলেন, চিন্তিত স্বরে বললেন তিনি। আর কে এটা চিন্তা করতে পারত? এই নিয়ে তার সত্যিকারের ভবিষ্যদ্বাণীর সংখ্যা হলো দুটো। তার বেতনটা এবার বাড়িয়ে দেয়া উচিত।

কিন্তু– ডাম্বলডোর-এর দিকে তাকাল হ্যারি। বিস্ময়াবিভূত। এই ঘটনাটা ডাম্বলডোর এত শান্তভাবে নিচ্ছেন কীভাবে?

কিন্তু আমি সাইরিয়াস এবং প্রফেসর লুপিনকে পেটিগ্রুকে হত্যা করা থেকে বিরত করেছি! তাহলে এখন যদি ভল্ডেমর্ট ফিরে আসে তাহলে সেটা হবে আমার দোষ!

না সেরকম কিছু হবে না, শান্তভাবে বললেন ডাম্বলডোর। টাইম–টার্নার ঘড়ির অভিজ্ঞতাটা তোমাকে কী কিছুই শেখায়নি হ্যারি? আমাদের সকল কর্মকাণ্ডের পরিণতি এত জটিল, এত বিভিন্নমুখী যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগে থেকে বলে দেয়া খুবই কঠিন একটা কাজ এটার একেবারে জীবন্ত প্রমাণ হচ্ছে প্রফেসর ট্রিলনি। পেটিগ্রুর জীবন বাঁচিয়ে তুমি একটি মহৎ কাজ করেছে।

কিন্তু সে যদি ভল্টেমর্টকে ক্ষমতা ফিরে পেতে সাহায্য করে!

ওর জীবনের জন্যে পেটিগ্রু তোমার কাছে ঋণী। তুমি ভল্ডেমর্ট-এর কাছে এমন একজন সহকারী পাঠালে যে তোমার কাছে ঋণী। একজন জাদুকর যখন আরেকজন জাদুকরের

প্রাণ রক্ষা করে তখন তাদের মধ্যে একটা আত্মিক বন্ধন তৈরি হয় এবং ভল্ডেমর্ট যদি হ্যারি পটার-এর কাছে ঋণী একজন সহকারীকে ফিরে পেতে চায় তাহলে আমার ধারণাটাই ভুল হবে।

পেট্রিগ্রুর সাথে আমার কোন বন্ধন থাকুক সেটা আমি চাই না! বলল হ্যারি। সে আমার বাবা-মার সঙ্গে বেঈমানি করেছে!

এটাই হচ্ছে একেবারে গভীরে গিয়ে সর্বোচ্চ ম্যাজিক, যাকে ভেদ করা সবচেয়ে কঠিন। হ্যারি, আমাকে বিশ্বাস করো আবার এমন একটা সময় আসতে পারে যখন তুমি খুশিই হবে পেট্রিগ্রুর জীবন বাঁচিয়েছিলে বলে।

সেই সময় কখন আসবে হ্যারি ভাবতে পারছে না। ডাম্বলডোরকে মনে হলো হ্যারির ভাবনাটা ধরে ফেলেছেন।

আমি তোমার বাবাকে খুবই ভালো করে জানতাম, হোগার্টস-এ এবং তারপরও, আলতো করে বললেন তিনি। সে নিজে থাকলেও পেট্রিগ্রুকে বাঁচাত, আমি একেবারে নিশ্চিত।

ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল হ্যারি। ডাম্বলডোর হাসবেন না–বলতে পারে ডাম্বলডোর...।

গত রাতে আমার মনে হয় আমার বাবাই আমার জন্যে একটা পেট্রোনাস তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমি বলতে চাচ্ছি, লেকের ওপর পাড়ে আমি যখন আমাকে দেখলাম আমি ভেবেছিলাম আমি তাকে দেখছি।

সহজ ভুল একটা, বললেন ডাম্বলডোর। আমার মনে হয় কথাটা তুমি বহুবার শুনেছো, এবং শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তোমাকে অসাধারণভাবে জেমস-এর মতোই মনে হয়। শুধু চোখ দুটো ছাড়া মায়ের চোখ পেয়েছো তুমি।

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি।

ও আমার বাবা ছিল সেটা ভাবাই ছিল বোকামি, বিড় বিড় করে বলল হ্যারি। মানে, আমি জানি যে বাবা মারা গেছেন।

তুমি কী মনে করো আমরা যাদেরকে ভালোবাসি কিন্তু যারা মৃত তারা সত্যি সত্যিই কখনও আমাদেরকে ছেড়ে যান? তুমি কী মনে করো না আমাদের বড় ধরনের বিপদের সময় আমরা তাদেরকে ডেকে আর্নি? তোমার বাবা তোমার মধ্যেই বেঁচে রয়েছেন হ্যারি, এবং যখন তাকে তোমার খুব দরকার হবে তখনই তুমি তার দেখা পাবে। না হলে আর কীভাবে তুমি ওই বিশেষ পেট্রোনাসটা তৈরি করতে পারলে? গত রাতে আবার এসেছিল প্রংস।

ডাম্বলডোর-এর কথা বুঝতে এক মুহূর্ত সময় লাগল হ্যারির।

সাইরিয়াস আমাকে বলেছিল কিভাবে ওরা সকলে অ্যানিম্যাগি হয়েছিল, বললেন ডাম্বলডোর। একটি অসাধারণ অর্জন-একটুও কম নয়, এমনকি আমার কাছ থেকেও সেটা গোপন রাখা। তারপর আমার মনে পড়ল র‍্যাভেনক্ল–দের বিরুদ্ধে তোমাদের ম্যাচে মিস্টার ম্যালফয়কে তাড়া করতে গিয়ে তোমার পেট্রোনাসটা যে অস্বাভাবিক আকৃতি ধরেছিল তার কথা। তাহলে, তোমার বাবাকেই তুমি গত রাতে দেখেছিলে হ্যারি তুমি তাকে তোমার নিজের ভেতরে দেখতে পেয়েছে।

অফিস ছেড়ে চলে গেলেন ডাম্বলডোর, হ্যারিকে ছেড়ে গেলেন বিভ্রান্ত চিন্তার মধ্যে।

***

প্রফেসর ডাম্বলডোর, হ্যারি, রন, এবং হারমিওন ছাড়া ওই রাতে কি ঘটেছিল, যে রাতে সাইরিয়াস, বাকবিক এবং পেটিগ্রু অদৃশ্য হয়ে গেল, এ ব্যাপারে হোগার্টস এ আর কেউই সত্যটা জানে না। স্কুলের টার্ম শেষ হতে হতে, এ ব্যাপারে অনেক থিওরি শুনল হ্যারি, কিন্তু কোনটাই সত্যের কাছাকাছি আসতে পারেনি।

বাকবিক-এর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত হলো ম্যালফয়। ও বিশ্বাস করে যে হ্যারিই ওটাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দিয়েছে। ও আরো ক্ষেপেছে, তার বাবাকে এবং তাকে সামান্য একটা বন্য পশু রক্ষক শিক্ষক বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিতে পারল বলে।

ইতোমধ্যে পার্সি উইজলির, অনেক কিছুই বলার তৈরি হয়ে গেল সাইরিয়াস-এর পালানোর ব্যাপারে।

আমি যদি কখনও ম্যাজিক মিনিস্ট্রিতে চাকরি নিয়ে ঢুকতে পারি তাহলে আইন প্রয়োগের ব্যাপারে আমার অনেকগুলো প্রস্তাব রয়েছে। বলল সে তার একমাত্র শ্রোতা–গার্লফ্রেন্ড পেনিলোপিকে।

আবাহওয়া চমৎকার, চারিদিকে যেন আনন্দ ভেসে বেড়াচ্ছে, যদিও সে জানে সাইরিয়াস-এর মুক্তির ব্যাপারে সে প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, তবুও স্কুলের শেষ দিনগুলোতে হ্যারি কখনই এত হতাশা অনুভব করেনি।

প্রফেসর লুপিন-এর চলে যাওয়াতে একমাত্র তারই মন খারাপ হয়নি। তার পদত্যাগের ব্যাপারে হ্যারিদের পুরো ক্লাসটাই মনমরা হয়ে গেছে।

ভাবছি আগামী বছর আমাদের ঘাড়ে আবার কাকে চাপিয়ে দেয়া হবে? ভারমুখে বলল সিমাস ফিনিগান।

হয়তো একটা রক্তচোষা, বলল ডিন থমাস।

শুধু যে প্রফেসর লুপিন-এর বিদায়েই হ্যারির মন খারাপ হয়েছে তাই নয়, প্রফেসর ট্রিলনির ভবিষ্যদ্বাণী নিয়েও তার মনে তোলপাড় চলছে। সে ভাবছে এখন পেটিগ্রু

কোথায়, সে কি ভল্টেমর্টের কাছে শরণ চেয়েছে। কিন্তু যে ব্যাপারটায় হ্যারির মন সবচেয়ে বেশি খারাপ, সেটি হচ্ছে আবার ডার্সলিদের কাছে ফিরে যেতে হচ্ছে তাকে। মাত্র আধ ঘণ্টার জন্যে, গৌরবময় আধঘণ্টার জন্যে, সে বিশ্বাস করেছিল যে সে এখন থেকে সাইরিয়াস-এর সঙ্গেই থাকছে সাইরিয়াস, তার বাবা মায়ের সবচেয়ে ভালো বন্ধু তার বাবাকে ফিরে না পেলেও ওটাই ছিল সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা, এবং কোন খবর নেই মানেই, সাইরিয়াস-এর ব্যাপারে ভালো খবর, তার মানে হচ্ছে সে সাফল্যের সঙ্গে লুকিয়ে রয়েছে। নিজের জন্যে যে বাসাটা হ্যারি পেতে পারত, সেটা না পাওয়ায় একেবারেই ভেঙে পড়েছে সে, এবং এখন মনে হচ্ছে সেটা আদৌ সম্ভবই নয়।

শেষ দিন পরীক্ষার ফলাফল জানা গেল। হ্যারি রন এবং হারমিওন সব বিষয়েই উত্তীর্ণ হয়েছে। হ্যারি খুবই অবাক হলো যে সে পোশন ক্লাসেও পাস করেছে। তার সন্দেহ হচ্ছে স্নেইপ হ্যারিকে ফেল করাতে চাইলেও ডাম্বলডোর এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন। হ্যারির প্রতি স্নেইপ-এর ব্যবহার গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিপদজনক পর্যায়ে চলে গেছে। হ্যারি কখনও ভাবেনি যে তার প্রতি স্নেইপ এর বিতৃষ্ণা কখনও বিপদজনক পর্যায়ে বাড়তে পারে কিন্তু ঠিক সেটাই ঘটেছে। যতবার স্নেইপ হ্যারির দিকে তাকিয়েছেন ততবারই তার মুখের কোণটা বিকৃত হয়ে গেছে, সবসময় হাতের আঙুল খুলছেন মুঠো করছেন, যেন হ্যারির গলা চেপে ধরার জন্য ছটফট করছেন।

কুইডিচ ম্যাচে অসাধারণ খেলার সুবাদে গ্রিফিন্ডর হাউজ পরপর তিন বছরের জন্য হাউজ চ্যাম্পিয়নশিপ পেল। টার্ম শেষের উৎসব অনুষ্ঠিত হলো রক্তলাল এবং সোনালী ডেকোরেশনের মধ্যে, এবং গ্রিফিন্ডরদের টেবিলটা ছিল সবচেয়ে বেশি হৈচৈপূর্ণ।

এমনকি পরদিন যে ডার্সলিদের কাছে যেতে হবে হ্যারি সেটাও ভুলে গেল, অন্য সবার সঙ্গে হাসল, পান করল এবং কথা বলল প্রাণখুলে।

***

পরদিন সকালে হোগার্টস এক্সপ্রেস স্টেশনে থামতেই হ্যারি আর রনকে হারমিওন কয়েকটি বিস্ময়কর খবর দিল।

আজ সকালে নাস্তা করার আগে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমি ম্যাগল স্টাডিজ বিষয়টা বাদ দিয়ে দেব।

কিন্তু এই পরীক্ষাটা তুমি তিনশ কুড়ি পার্সেন্ট পেয়ে পাস করেছো! বলল রন।

আমি জানি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হারমিওন, কিন্তু এই বছরের মতো আরেকটি বছর আমি পার করতে পারব না। ওই টাইম-টার্নার ঘড়িটা আমাকে পাগল করে ফেলবে। আমি ওটা ফিরিয়ে দিয়েছি। মাগল স্টাডিজ এবং ডিভাইনেশন ছাড়া আমার রুটিন আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

আমি এটা বিশ্বাসই করতে পারছি না যে, তুমি এ বিষয়ে আমাদেরকে বলনি, গাল ফুলিয়ে বলল রন। আমরা বোধহয় তোমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু।

আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে কাউকে বলব না, সিরিয়াসলি বলল হারমিওন। হ্যারির দিকে তাকাল সে, ও দেখছে পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে হোগার্টস। আবার দুই মাস পর ওকে দেখতে পাব।

ওহ, মন খারাপ হয়েছে, হ্যারি! নিজেই মন খারাপ করে বলল হারমিওন।

আমি ঠিক আছি, দ্রুত বলল হ্যারি। শুধু ভাবছিলাম ছুটির দিনগুলোর কথা।

হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম, বলল রন। হ্যারি, তোমাকে আমাদের সঙ্গে এসে থাকতে হবে। মা-বাবাকে রাজি করিয়ে আমি তোমাকে খবর দেব। আমি এখন জানি কিভাবে টেলিফোন ব্যবহার করতে হয়

টেলিফোন, রন, টেলিফোন, বলল হারমিওন। সত্যিই বলছি আগামী বছর তোমার মাগল স্টাডিজ নেয়া উচিত

ওর কথার জবাব দিল না রন।

এই গ্রীষ্মে কুইডিচ ওয়ার্ল্ডকাপ হবে! কি বলল, হ্যারি? আমাদের সঙ্গে এসে থাকবে এবং আমরা সবাই মিলে দেখতে যাব! বাবা নিশ্চয়ই অফিস থেকে টিকিট যোগাড় করতে পারবেন।

এই প্রস্তাবে হ্যারি অনেকটাই উফুল্ল হয়ে উঠল।

হ্যা আমি বাজি ধরে বলতে পারি আমাকে আসতে দিতে ডার্সলিরা খুবই খুশি হবে... বিশেষ করে আন্ট মার্গারেটকে আমি যা করেছি তারপর

এবার উৎফুল্ল হ্যারি রন এবং হারমিওন-এর সঙ্গে খেলায় মেতে উঠল, চা নিয়ে ডাইনিটা যখন এল, হ্যারি নিজের জন্যে বড়সড় একটা লাঞ্চ প্যাকেট নিল।

কিন্তু খুশি হওয়ার আসল ঘটনাটা ঘটল বিকেলে

হ্যারি, হঠাৎ কাঁধের উপর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল হারমিওন। তোমার জানলার বাইরে কি ওটা?

ঘুরে বাইরে তাকাল হ্যারি। কাঁচের বাইরে ছোট্ট এবং ধূসর একটা কিছু একবার দৃষ্টিতে আসছে আবার পেছনে চলে যাচ্ছে। ভালো করে দেখার জন্য উঠে দাঁড়াল সে, ছোট্ট একটা পেঁচা, ঠোঁটে তার চেয়েও অনেক বড় একটা চিঠি ধরে আছে। পেঁচাটা এতই ছোট যে ওটা বাতাসের ঝাপটায় উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি জানালাটা খুলে হাত বাড়িয়ে পেঁচাটাকে ধরে ফেলল হ্যারি। যেন একটা নরম সরম লোমওয়ালা স্নিচ। সাবধানে ভেতরে নিয়ে এল ওটাকে। হ্যারির কোলে চিঠিটা ফেলে দিয়ে কামরা জুড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল পেঁচাটা, যেন দায়িত্ব শেষ করে দারুণ খুশি। ব্যাপারটা পছন্দ হলো না হেডউইগ-এর, ঠোঁট দিয়ে শব্দ করল একটা। কশ্যাংকস উঠে বসল তার আসনে বড়বড়

হলুদ চোখ দিয়ে ছোট্ট পেঁচাটাকে অনুসরণ করছে। এটা খেয়াল করে রন তাড়াতাড়ি পেঁচাটাকে ধরে আড়াল করে ফেলল।

চিঠিটা তুলে নিল হ্যারি। ওকেই লেখা চিঠি। খুলেই চেঁচিয়ে উঠল, সাইরিয়াস-এর চিঠি!

কী? রন আর হারমিওন উত্তেজিত। জোরে জোরে পড়!

প্রিয় হ্যারি,
আশা করি তোমার আঙ্কল এবং আন্টির কাছে পৌঁছনোর আগেই এ চিঠিটা পেয়ে যাবে। আমি জানি না পেঁচার ডাকব্যবস্থা সম্পর্কে তারা অভ্যস্ত কি না।
আমি আর বাকবিক লুকিয়ে রয়েছি। আমি তোমাকে বলব না কোথায়, যদি চিঠিটা ভুল হাতে পড়ে যায় এই ভয়ে। পেঁচাটার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আমার কিছু সন্দেহ রয়েছে, অবশ্য আমি যা পেয়েছি এটাই সবচেয়ে ভালো, এবং মনে হয় কাজটার জন্যে সে খুব আগ্রহী।
আমার বিশ্বাস ডিমেন্টাররা এখনও আমাকে খুঁজছে। কিন্তু এখানে আমাকে পাওয়ার আশা নেই। আমি ভাবছি হোগার্টস থেকে এখানে অনেক দূরে, আমাকে যেন মাগলরা একটু দেখতে পায় সেরকমভাবে দেখা দেব, যেন প্রাসাদ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা তুলে নেয়া হয়।
একটা বিষয় তোমাকে বলার সুযোগ পায়নি। আমিই তোমাকে ফায়ারবোল্টটা পাঠিয়েছিলাম

হ্যা! বিজয়নীর স্বরে বলল হারমিওন। দেখেছো! আমি বলেছিলাম না ওই ওটা পাঠিয়েছে!

হ্যাঁ, কিন্তু ও ওটার মধ্যে জাদুটোনা করেছিল, তাই না? বলল রন। আউচ!

ওর হাতে তখন ক্ষুদে পেঁচাটা মনের আনন্দে, একটা আঙুলে আদর করতে গিয়ে ঠোকর মেরে দিল।

আমার জন্যে পেঁচার ডাকঘরে অর্ডার নিয়ে গিয়েছিল ক্রুকশ্যাংকস। আমি তোমার নাম ব্যবহার করেছি কিন্তু ওদেরকে বলেছি গ্রিংগটস-এর সাতশ এগারো নম্বর ভল্ট থেকে স্বর্ণমুদ্রা নেয়ার জন্যে-একাউন্টটা আমার নামে। এটাকে তোমার তেরতম জন্মদিনের উপহার হিসেবে গ্রহণ করবে, তোমার গডফাদারের কাছ থেকে।

গত বছর যখন তুমি তোমার আঙ্কল-এর বাড়ি ছেড়ে আসছিলে তখন রাতের বেলায় তোমাকে ভয় দেখানোর জন্যে ক্ষমা চাইছি। আমি শুধু যাত্রার আগে তোমাকে একনজর দেখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মনে হয় আমাকে দেখে তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে।

চিঠিতে আমি আরও কিছু জিনিস পাঠাচ্ছি, আমার মনে হয় আগামী বছর হোগার্টস-এ তোমার খুব ভালো সময় কাটবে।

যদি কখনও আমার দরকার হয়, খবর পাঠিও। তোমার পেঁচা আমাকে খুঁজে পাবে।

আবার তোমাকে লিখব।

সাইরিয়াস।

খামের ভেতরে গভীর আগ্রহের সঙ্গে দেখল হ্যারি। ভেতরে আরেকটা পার্চমেন্টের টুকরো রয়েছে। দ্রুত ওটা পড়ে হ্যারির গা এত গরম হয়ে গেল যেন মনে হলো এক চুমুকে সে গরম একটা বাটার বিয়ার-এর বোতল শেষ করে ফেলেছে।

আমি, সাইরিয়াস ব্ল্যাক, হ্যারি পিটার-এর গডফাদার, তাকে প্রতি সপ্তাহান্তে হগসমিড-এ যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি।

ডাম্বলডোর-এর জন্যে এটাই যথেষ্ট হবে! আনন্দের চোটে বলল হ্যারি। আবার সাইরিয়াস-এর চিঠিটা মেলে ধরল।

দাঁড়াও, পুনশ্চ রয়েছে একটা

আমার মনে হয় তোমার বন্ধু রন এই পেঁচাটা পেয়ে খুশিই হবে, কারণ তার যে এখন আর ইঁদুরটা নেই সেটা আমারই দোষ।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল রন-এর। ক্ষুদে পেঁচাটা যেন আনন্দের চোটে ডেকে চলেছে।

ওকে রাখব? অনিশ্চিতভাবে বলল সে। এক মুহূর্তের জন্য ঘনিষ্ঠভাবে দেখল পেঁচাটাকে, তারপরে হ্যারি এবং হারমিওন-এর অবাক দৃষ্টির সামনে ও সেটাকে কুকশ্যাংকস-এর দিকে বাড়িয়ে ধরল।

তোমার কি মনে হয়? বিড়ালটাকে জিজ্ঞাসা করল রন। এটা নিশ্চিতভাবেই একটা পেঁচা?

গলা দিয়ে গরর আওয়াজ করল ক্রুকশ্যাংকস।

আমার জন্য ওটুকুই যথেষ্ট, খুশি হয়ে বলল রন। এখন থেকে এটা আমার।

কিংক্রস স্টেশনে আসতে আসতে পুরো পথটা সাইরিয়াস-এর চিঠিটা বারবার পড়ল হ্যারি। প্ল্যাটফর্ম নং নয়–তিন–চতুর্থাংশ-এর বাধাটা পেরিয়ে স্টেশনে যখন ঢুকছে তখনও ওর হাতে ধরা ছিল চিঠিটা। আঙ্কল ভার্ননকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেল হ্যারি। মিস্টার এবং মিসেস উইজলির কাছ থেকে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি, সন্দেহের চোখে দেখছেন ওদের, এবং যখন মিসেস উইজলি ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করল তখন, তার সন্দেহটা নিশ্চিত হলো।

বিশ্বকাপের ব্যাপারে আমি তোমাকে ফোন করব! রন চিৎকার করে উঠল হ্যারির উদ্দেশ্যে, ওকে আর হারমিওনকে বিদায় জানিয়ে ট্রাঙ্কসহ ট্রলিটা নিয়ে অগ্রসর হলো হ্যারি। আঙ্কল ভার্নন তার রীতি মতোই স্বাগত জানাল তাকে।

ওটা কী? দাঁতমুখ বের করে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি হ্যারির হাতে ধরা ইনভেলপটার দিকে তাকিয়ে। ওটা যদি আমার স্বাক্ষরের জন্য আরেকটা ফরম হয়, তাহলে তোমাকে আরেকটি

না, ওটা সেরকম কিছু না, আনন্দের সঙ্গে বলল হ্যারি। এটা আমার গডফাদারের চিঠি।

গডফাদার? আঙ্কল ভার্নন যেন খেঁকিয়ে উঠলেন। তোমার কোন গডফাদার নেই!

হ্যাঁ, আছে, উজ্জ্বলভাবে বলল হ্যারি। সে আমার বাবা-মার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। দণ্ডিত খুনি, কিন্তু জেল ভেঙে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ও চায় আমি যেন ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখি আমার সব খবরই রাখে সে আমি ভালো আছি কি না সবসময় খেয়াল রাখে

আঙ্কল ভার্ননের চোখেমুখে ফুটে উঠল ভয়ঙ্কর ভীতি। দেখে প্রাণ ভরে গেল হ্যারির। দাঁত বের করে একটা হাসি দিয়ে স্টেশন থেকে বের হবার পথে এগিয়ে গেল। সামনে শব্দ করতে করতে যাচ্ছে হেডউইগ। ওর মনে হচ্ছে যা ভেবেছিল গ্রীষ্মটা তার চেয়ে অনেক ভালো কাটবে।

.

গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুলে ফিরে যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে দিন গুনছে হ্যারি। (ভয়ংকর সেই ডার্সলিদের সঙ্গে যাকে থাকতে হয় সে অধীর হবেই বা না কেন?) ঘনিষ্ঠ বন্ধু রণ এবং হারমিওনকে নিয়ে হোগার্টস-এ তৃতীয় বছর শুরু করতে যাচ্ছে হ্যারি পটার। কিন্তু ও যখন পৌঁছাল হোগার্টস-এ তখন সেখানে টান টান উত্তেজনা। একাধিক মানুষকে হত্যা করে পলাতক এক খুনী তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে মুক্তভাবে, আজকাবানের ভয়ানক অশুভ সব কারারক্ষীদের ডাকা হয়েছে স্কুল পাহারা দেয়ার জন্যে ...